
BEST WISHES
HEARTY CONGRATULATION

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫২

ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,
এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. আই.
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

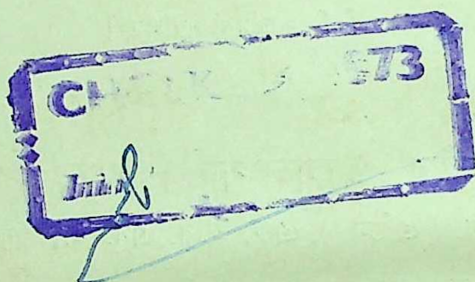
শ্রীএককড়ি ঘোষ,
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫২

মূল্য—৬৲ (ছয় টাকা)



PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1754B—July, 1952—GE.

Genus—JUSTICIA Linn.

451. J. Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 724.

Ref.—F. B. I., iv, 532; Roxb., F. I., i, 728; B. P., ii, 818; Watt, iv, Pt. ii, 557; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা যায়, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় দেখা যায়; কোন্ কোন স্থানে চাষ হয়। মার্ত্তাবান ও টেনাসরিমের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নীলনির্গুণ্ডী; বা. জগৎমদন, মামলক; হি. উদি-সম্ভালু; তে. নাল্লা-বাভিলি; তা. কারুনচ-চি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র এবং তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট, কাণ্ডের চারি পার্শ্বে লম্বা ও চাপা দাগ আছে। গাছের অগ্রভাগ একটু মোটা, সূক্ষ্ম ও বেগুনে রংএর লোমযুক্ত। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত ও উজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্রের শিরার নিম্নে বেগুনে রংএর দাগ আছে। পত্রবৃন্ত ¼ ইঞ্চি। ফুল ছোট, শ্বেত অথবা লাল বর্ণ, ইহাতে অতি ক্ষুদ্র লাল দাগ আছে। পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, তরবারির আকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পনল ⅛ ইঞ্চি। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, কোষে ৪টী বীজ থাকে। Trimen বলেন, ইহার ফল প্রায় দেখা যায় না। পত্রে মনোহর গন্ধ আছে। আরও দুই প্রকার নির্গুণ্ডী আছে—উহাদের নাম Vitex Negundo এবং V. trifolia; উহা Verbenaceae Order ভুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ষার প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাঁপানি রোগীর বমন হয় এবং ইহার পাতার জলে স্নান করিলে বাত আরাম হয় (Rheede)।

নির্গুণ্ডী বমনকারক ও বালকদের পেটবেদনায় অতিশয় ফলপ্রদ। ইহার পত্রের ক্বাথ পুরাতন বাতে হিতকর (Ainslie)। ইহার রসায়ন শক্তিও বিদ্যমান আছে। পত্র হইতে প্রস্তুত তৈলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাইলে অর্দ্ধশিরঃশূল (আধকপালে মাথাধরা) ও মুখের পক্ষাঘাত আরাম হয় (Watt)।

পত্রের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথার যে দিকে আধকপালে হইয়াছে সেই দিকের নাকে লইলে উহা আরাম হয়। (Fig. 451.)

452. J. diffiusa Willd. (পীতপাপড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1539 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 725 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 94 ; Ann. Jard. Bot. Buitz., xxiv, t. 22, Fig. 19.

Ref.—F. B. I., iv, 538 ; Roxb., F. I., i, 132 ; B. P., ii, 818.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—বম্বে—ঘাতি, পীতপাপড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বর্ষাকালে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ডে যুগ্মপত্র জন্মে ; পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রে মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ¾-১½ ইঞ্চি, নিম্নের পত্র কিঞ্চিৎ বক্র। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, মূল নরম, লম্বা ও সরল। ফুলের নীচের পাতায় গাঢ় লাল দাগ আছে, ফুল ছোট বড় উভয়বিধ হয়। বীজকোষ ⅙ ইঞ্চি। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুলের সময় এই গাছ সংগ্রহ করা উচিত। গাছের ও ফুলের গন্ধ অপ্রীতিকর। Ainslie বলেন, ইহার পাতা রগড়াইয়া চক্ষে রস দিলে চক্ষের আরক্ততা ও চক্ষু উঠা আরাম হয় (Dymock, iii, 49)। (Fig. 452.)

Genus—RHINACANTHUS Nees.

453. R. communis Nees. (পলকজুঁই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 69 ; Bot. Mag., t. 325 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 72613.

Ref.—F. B. I., iv, 541 ; B. P., 819.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর হুগলী, বর্দ্ধমান ও হাওড়ার বাগানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. যূথিকাপর্ণী ; বা. হি. জুঁইপোনা, পলকজুঁই ; তা. তে. নাগামাল্লি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—শাখাবিশিষ্ট গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে যুগ্মপত্র বাহির হয়। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ¾-১½ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের কিনারা ঢেউখেলান। অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। পত্রবৃন্ত ⅙ ইঞ্চি, ফুল গুচ্ছবদ্ধ হয়। বহির্ব্বাস ⅟₁₀ ইঞ্চি, পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষে ৪টী বীজ থাকে, ইহার বোঁটা লম্বা, নিরেট এবং গোলাকার। ডিসেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাটকা শিকড় ও পাতা ছেঁচিয়া চূণের জলের সহিত পান করিলে বড় কৃমি আরাম হয়। ইহার বীজ বড় কৃমির পক্ষে হিতকর (Ainslie)।

শিকড়ের ছাল চর্ম্মরোগের মহৌষধ; উহাকে ইউরোপীয় ডাক্তারেরা Dhobie's itch বলেন (Dymock, iii, 55)।

সিন্ধুদেশের কবিরাজেরা ইহার কামোত্তেজক শক্তি আছে বলিয়া ইহার শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা দেন (Murray)।

ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। (Fig. 453.)

Genus—ECBOLIUM Kurz.

454. E. Linneanum Kurz. (উদুজাঁতি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 20; Bot. Mag., 1847; Wight, Ic., t. 463.

Ref.—F. B. I., iv, 544; Roxb., F. I., 114; B. P., ii, 816; Prain, H. H., 258.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের ধারে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ও হি. রশুনে গাছ; উদুর্জাঁতি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২-৩ ফিট উচ্চ, কখন বা আরও উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয় দিকে যুগ্মপত্র হয়। পত্র ৪½-৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কোমল লোমযুক্ত; বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ড ২-১০ ইঞ্চি লম্বা, চতুষ্কোণ; পুষ্পস্তবক ১½ ইঞ্চি। ফুলের রং ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ সবুজবর্ণ। Dr. Hooker বলেন, ফুল সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ অথবা নীল কিংবা বেগুনে। বীজকোষ লোমযুক্ত, বীজ শ্বেতবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় যকৃৎরোগে ও বাধকে ব্যবহার হয় (Dymock)।

Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছ বাতে ব্যবহার হয়। এই গাছ গাভীতে ভক্ষণ করিলে উহার দুগ্ধে রশুনের ন্যায় গন্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 454.)

Genus—RUNGIA Nees.

455. R. parviflora Nees (পিণ্ডি)

Fig.—Bedd., Ic., Pl. Ind. Orient., 266 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 729.

Ref.—F. B. I., iv, 550 ; Roxb., F. I., i, 133 ; B. P., ii, 821 ; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে, বঙ্গদেশে ও ছোটনাগপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডি ; সামতাল—বীরলোপঙ্গ-আরক ; তে. পিণ্ডিকুণ্ড ; তা. পুনকপুণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। পত্র ২½-৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, ১/৪ ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপড়ি লম্বাকৃতি ; পুষ্পস্তবক ১/৪ ইঞ্চি, ছোট। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে নিম্নদিকে নীলের ডোরা আছে। বীজকোষ ১/২ ইঞ্চি, বীজ ছোট। ফলে সচরাচর ৪টী বীজ থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন পত্ররস শান্তিকর এবং বালকদের বসন্ত হইলে প্রদত্ত হয়, মাত্রা ছোট চামচের এক চামচে দিবসে দুইবার ব্যবহার্য্য। আঘাত জনিত বেদনায় ইহার পাতার রসে যন্ত্রণার উপশম হয় (Ainslie)। (Fig. 455.)

Genus—PERISTROPHE Nees.

456. P. bicalyculata Nees. (নাসভাগ)

Fig.—Lam., Ill., t. 12, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 730.

Ref.—F. B. I., iv, 554 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 820 ; Prain, H. H., 259 ; Dalz & Gibs, Bomb. Fl., 197.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, বেহার, উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গদেশ, মৈমনসিংহ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গঙ্গানদীর কিনারায় শুষ্ক পতিত স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাসভাগ ; হি. অত্রিলাল ; তে. চেবিরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত গুল্ম, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ১/৪ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের পত্র ১/৬-১/১০ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও সরু। পুষ্পস্তবক ১/৬-১/২ ইঞ্চি ; বীজকোষ ১/৬-১/২ ইঞ্চি ; বীজ ছোট ছোট অনেক হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছটী পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার সখারাম অর্জ্জুন তাঁহার লিখিত Bombay Drugs নামক পুস্তকে ইহার গুণ Fumaria parvifloraর (বনশুলকা) তুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহা বনশুলকার স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহার তিক্ততা বনশুলকা অপেক্ষা কম। (Fig. 456.)

LXXVIIII. VERBENACEAE

Genus—CLERODENDRON Linn.

457. C. infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 25 ; Bot. Mag., t. 1805 ; Lamk., Ill., t. 544.

Ref.—F. B. I., iv, 594 ; Roxb., F. I., iii, 59 ; B. P., ii, 835 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাকর্ণ ; বা. ঘেঁটু, ভাঁট ; হি. ভাঁট ; সামতাল—আরবারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্ ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪ ফুট উচ্চ ; কখন কখন অধিক উচ্চ হয়। গাছগুলি পীতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ লোমদ্বারা আবৃত। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট, উপরের পত্র লালবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি ও কর্ত্তিত। অন্তঃস্তবক কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। Lindl., Bot. Reg., t. 19এ যে চিত্র আছে উহার ফুলের রং অতিশয় লালবর্ণ ; সচরাচর যে সকল ঘেঁটুগাছ বাগানে দেখা যায় উহার ফুল শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ লালবর্ণ (U. N. Kanjilal)। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র কৃমিনাশক এবং মূল ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও ঘন ঘন ভুক্তদ্রব্য ভেদ আরাম হয়।

Dr. Bholanath Basu বলেন, ইহা চিরেতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind.)। পাতার পিষ্ট রস ধারক, কৃমিনাশক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার রস মলদ্বার দিয়া পিচকারী দিলে ছোট ছোট কৃমি নাশ হয় (Thornton)।

Dr. U. C. Dutt ইহার সংস্কৃত নাম ভাণ্ডিরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাজনিঘণ্টু পুস্তকে এই নাম দেখা যায় না।

টাটকা ঘেঁটুপাতার রস বলকারক ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক (K. L. Dey)। (Fig. 457.)

458. C. Siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 136, t. 43, Figs. 1 & 2 ; Wight, Ill., t. 173 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 747.

Ref.—F. B. I., iv, 595 ; Roxb., F. I., iii, 67 ; B. P., ii, 836 ; Watt, II, Pt. II, 375 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—কুমায়ুন, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রহ্মযতিক, ভার্গী ; বা. বামুনহাটী ; হি. বারাঙ্গী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও পত্র। মাত্রা—চূর্ণ ১-৪ আনা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট লম্বা। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, পত্র কাণ্ডের অগ্রভাগে চতুর্দ্দিকে ৩-৫টী জন্মে। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, একটু ম্লান হইলে পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ড ২-১৮ ইঞ্চি লম্বা ; বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ ; অন্তঃস্তবক লোমযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ। ফলে শাঁস আছে, গোলাকার ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে মটরের ন্যায় বীজ থাকে। বর্ষার সময়ে ফুল হয় ও বর্ষার পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল হাঁপানি, সর্দ্দি ও গাল গলা ফুলায় হিতকর (Watt)। কাষ্ঠ ঈষৎ তিক্ত ও ধারক। আঠা উপদংশজনিত বাতে হিতকর (Baden-Powell)। বামুনহাটীর পত্র ও শাখার নরম অগ্রভাগের রস দিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা নারাঙ্গা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরাম করে। ইহার কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া সূতার মালার ন্যায় গাঁথিয়া ছেলের গলায় পরাইয়া দিলে ডাইনী খাইতে পারে না, এবং ইহা কোমরে বাঁধা থাকিলে ভূত প্রেত ধরিতে পারে না বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস আছে (Dr. Thornton)। ইহার শিকড় আদার সহিত পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। বামুনহাটী বক্ষঃপ্রদাহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ভার্গী সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতা ভার্গী সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥ চক্রদত্তঃ

ভার্গীর শিকড়ের ক্বাথ, দশমূল, হরীতকী, মাতগুড় এবং তেজপাত, এলাচ ও দারুচিনি দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত হাঁপানি নিবারক।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোটান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥ চক্রদত্তঃ

বামুনহাটীর মূলের ত্বক্, শুঁঠ চূর্ণের সহিত গরম জলে দিয়া পান করিলে কাসি আরাম হয় (চরক)।

মধু ও গব্যঘৃতযোগে ইহার মূলের ত্বক্ সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

ইহার মূলের ত্বক চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া গণ্ডমালায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

মূলের ত্বক্ যবের ক্বাথে পিষিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে কুরণ্ড উপশম করে। (Fig. 458.)

459. C. phlomides Linn. (বাতঘ্নী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1473 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 744 ; Wight, Ic., Pl. Ind. Or., iv, t. 1473 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., t. 200.

Ref.—F. B. I., iv, 590 ; Roxb., F. I., iii, 57 ; B. P., ii, 835 ; Brandis, For. Fl., 363 ; Talbot, For. Fl. Bomb., ii, 358.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—সং. বাতঘ্নী ; বা. বাতঘ্ন ; তা. বাতমাকদকী ; তে. তেলেকীতিলক।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও পত্র।

বর্ণনা—৩০ ফুট উচ্চ গাছ, কোমল লোমযুক্ত। পত্র ছোট, ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, প্রান্তদেশ কর্ত্তিত। ফুলের বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি ; ফুল শ্বেতবর্ণ অথবা গাঢ় লালবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত। ফল শাঁসযুক্ত, শুষ্ক, ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা। গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, পাতলা, মসৃণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল তিক্ত ও বলকারক ; হাম ও তড়কায় ইহা বেশ ফলপ্রদ (S. Arjun)।

পাতার রস উপদংশ নাশক (Ainslie)।

ইহা শোথ নিবারক এবং গো-মহিষাদির কৃমিরোগে ও পেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয় (Campbell)। (Fig. 459.)

Genus—LANTANA L.

460. L. Camara L. (গুয়ে গেঁদা)

Fig.—Lamarck, Ill., iii. t. 540, Fig. 1 (1797); Boiss. Atlas Pl. Jard., t. 226 (1896).

Ref.—F. B. I., iv. 562; B. P., ii, 825; Voigt, H. S., 472; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ; মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলার বেড়া ও জঙ্গলের ধারে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ে গেঁদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ শক্ত ডাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম, শাখার একদিকে বক্র কাঁটা আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, গাছের অগ্রভাগে থাকে, দেখিতে সুন্দর, লাল ও লেবু-রংবিশিষ্ট। বহির্ব্বাস ছোট, পুষ্পনল নরম, পাপড়ি বিস্তৃত। টাটকা বীজে Albumin নাই। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মেক্সিকো দেশে ইহার পত্র যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রসব হইবার সময় প্রয়োগ করে। ইহার আর একটী জাতি আছে, তাহা অজীর্ণে ব্যবহার হয়। (Fig. 460.)

Genus—CALLICARPA Linn.

461. C. arborea Roxb. (বরমাল্লা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 732A.

Ref.—F. B. I., iv, 567; Roxb., F. I., i, 390; B. P., ii, 827.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. বরমাল্লা, বরমালা; সামতাল—দমকটকৈ; কুমায়ুন—সিওয়ালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, পুষ্পগুচ্ছ পত্রের নীচে ঢাকা থাকে। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, কাষ্ঠ খুব শক্ত নহে। পত্র ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া। শাখা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৮-১২টী হয়। পুষ্পদণ্ডে ৩-৪টী শাখা হয়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে বেগুনে ও সৌগন্ধময়। ফলের ব্যাস ⅒ ইঞ্চি, বেগুনে,

রংবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পরে ফল হয়; কখনও কখনও অন্য সময়েও ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত; ইহার ক্বাথ পাঁচড়া নিবারক। ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা নিবারক (Watt.)। (Fig. 461.)

462. C. lanata L. (মসন্দার)

Fig.—Wight, Ill., t. 173b, Fig. 5; Ic., t. 1480.

Ref.—F. B. I., iv, 567; Brandis, For. Fl., 368.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—মসন্দারী, মসন্দার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শাখা মোটা ও গোলাকার। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমাবৃত, বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নদিক শ্বেত অথবা পীতবর্ণ লোমাবৃত। বোঁটা ½-২ ইঞ্চি, গোলাকার, শক্ত লোমাবৃত। ফুল ফিকে লালবর্ণ, ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ; পুষ্পনল ⅙ ইঞ্চি লম্বা, বক্র। ফল ⅙ ইঞ্চি, গোলাকার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এই গাছের উল্লেখ দেখা যায় না। Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখের ঘা আরাম হয়। ইহার ছালের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরের উত্তাপ, পিত্তজনিত উদ্বেগ এবং পিত্তপ্রকোপ নিবারিত হয়। Dr. Ainslie বলেন যে মালয়দেশীয় লোকেরা ইহাকে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহার শিকড়, পত্র ও ত্বক্ সিংহলের লোকেরা চর্ম্মরোগে ব্যবহার করে (Trimen)। (Fig. 462.)

Genus—TECTONA Linn. f.

463. T. grandis Linn. f. (সেগুণ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 10, t. 6; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 27; Bedd., Fl. Sylv., t. 260; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 735.

Ref.—F. B. I., iv, 570; Roxb, Fl. I., i, 600; B. P., ii, 929; Prain, H. H., 260.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. সাক; বা. সেগুণ; তা. টেক্কুটেক; তে. টেকু; Eng. Teak wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১৫০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়; ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে বসা, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ কর্কশ, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ অথবা পীতাভ লোমাবৃত। প্রধান শিরা ৮-১০ জোড়া। ফুল ছোট, অনেক হয়। পুষ্পদণ্ডে বহু শাখা হয়, উহা ১-৩ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের ব্যাস ⅔ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের আচ্ছাদন নরম লোমাবৃত। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সেগুণ কাষ্ঠের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় ও আঘাত জনিত ফুলায় প্রলেপ দিলে উহার রক্ত সরাইয়া দেয়। ইহা সেবন করিলে অম্লরোগে পেটজ্বালা নিবারণ হয়। ইহা কৃমিনাশক। সেগুণ বীজের তৈল মাথায় মাখিলে কেশ বর্দ্ধিত হয় ও গায়ে মাখিলে চুলকানি আরাম হয়। কাষ্ঠের ছাই চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। সেগুণ ফুল মূত্রকর; Dr. Gibson বলেন, ইহার বীজেরও এই গুণ বর্ত্তমান আছে (Dymock, iii, 61)।

বর্ম্মাদেশে ইহার কাষ্ঠ হইতে নিষ্কাশিত তৈল বার্ণিশের কাজে ব্যবহার করে।

কঙ্কন দেশে ইহার Tar ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Jour. Asiat. Soc. Bengal, i, 170)। Dr. Rheede বলেন, ইহার কচি পাতা হইতে বেগুণে রং প্রস্তুত হয়। সেগুণের Tar কোন কাষ্ঠে বা কোন দ্রব্যে লাগাইলে উহাতে উই ধরে না (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—PREMNA Linn.

464. P. integrifolia Linn (ভুতভৈরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 736.

Ref.—F. B. I., iv, 574; Roxb., F. I., iii, 81; B. P., ii, 830; Watt, iv, 570; Prain, H. H., 261; Kurz, For. Fl., ii, 263.

জন্মস্থান—সুন্দরবন; ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, বোম্বাই, শ্রীহট্ট; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. গণিকারিকা, অগ্নিমন্থ; বা. ভূতভৈরবী, গণিয়ারী; তা. মুন্নি; তে. ঘেবু-নেল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ত্বক্। মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত কণ্টকময় উদ্ভিদ, ১০-২০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ফিকে পীতবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার, কিনারা কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। ফুল ছোট, কোমল লোমযুক্ত, ফিকে পীতাভ সবুজবর্ণ। পুংকেসর ৪টী, দুইটী বড় ও দুইটী ছোট। ফল ⅛ ইঞ্চি; বীজ মটর কলায়ের মত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফুল হয়, ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ ইহার মূল দশমূল পাচনের একটী মসলা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ইহার শিকড় তিক্ত, পাকস্থলীর দোষ নিবারক, জ্বরনাশক, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ নিবারক ও আমবাতে হিতকর। পত্রের রস ক্রিমিনাশক। Rheede বলেন, ইহার পত্রের ক্বাথ পেটফাঁপা নিবারক, শিকড়ের ক্বাথ বলকারক। ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে সর্দ্দি ও জ্বর আরাম হয়। সমগ্র গাছের ক্বাথ বাত ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশক (Atkinson)। ইহার শাখা ও পত্র একত্রে পেষণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথে বাত-স্থান ধৌত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূল ও ছালের ক্বাথ ইক্ষুমেহে হিতকর। মূলের ত্বক্ গব্যঘৃতের সহিত ১ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বকে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিস্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়। (Fig. 464.)

465. P. herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)

Fig.—Griff, Ic., t. 447; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 738A.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 80; B. P., ii, 831.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ, কুমায়ুন ও ভূপালে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূমিজম্বু; বা. ভুঁইজাম; সামতাল—কাদামেট; তে. নলানিরেদু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুঁড়িহীন গুল্ম। পুষ্পিত শাখা ১-৪ ইঞ্চি। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, শিরা ৫টী। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক ⅙ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গলায় লোম আছে। ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। শিকড় কাকের পালকের মত মোটা, ইহাতে শক্ত শক্ত গাঁইট আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার শিকড় বাতে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। Clerodendron serratum গাছের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ভারতের বহু

স্থানে C. serratum গাছকে ভূঁইজাম বলে। C. serratum গাছের শিকড় কতক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ, উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার শিকড়ের রস ও আদার রস গরম জলের সহিত ব্যবহার করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 465.)

Genus—VITEX Linn.

466. V. Negundo Linn. (নিশিন্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 519 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I., iv, 530 ; Roxb., F. I., iii, 70 ; B. P., ii, 833 ; Watt, vi, Pt. iv, 250 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ছোটনাগপুর, বেহার, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে ; সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নির্গুণ্ডী ; বা. নিশিন্দা ; তা. নচ্চী ; তে. সিন্দুবারাম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল ; মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা ; মূলত্বক্, ১-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৩ ফুট উচ্চ, ইহার পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ও পুষ্পদণ্ড শ্বেত ও ধূসর বর্ণ, লোমাবৃত। ত্বক্ পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্রিকা ৩-৫টী হয়, সাধারণতঃ ত্রিপত্রিকাবিশিষ্ট। পত্রিকা লম্বাকৃতি, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা ও ১/৩-১১/৩ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নে ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফুল ছোট, পুষ্পদণ্ড ১২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ১/১০-১/৬ ইঞ্চি, ৫টী দাঁতযুক্ত। পুংকেসর ৪টী ; গর্ভাশয় ২-৪টী ঘরবিশিষ্ট। ফলে শাঁস আছে, ব্যাস ১/৬-১/৪ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ; ফলে সচরাচর ৪টী বিভাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

নিঘণ্টুকারের মতে নির্গুণ্ডী ২ প্রকার, কর্ত্তরীনির্গুণ্ডী ও বননির্গুণ্ডী। প্রথমোক্তটীর পত্র অরহর পত্রের ন্যায়, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ, ফুল বেগুনে, ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ শ্বেতবর্ণ। অপরাপর সংস্কৃত লেখকেরাও নির্গুণ্ডী দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; একটীকে Vitex trifolia অথবা সংস্কৃতে সিন্দুবার বলে, ইহার ফুল ফিকে নীলবর্ণ এবং ফল নীলবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিশিন্দার শিকড় বলকারক, শ্লেষ্মানিবারক ও জ্বরনাশক। পত্র সৌগন্ধযুক্ত, বলকারক ও কৃমিনাশক। পত্রের কাথ গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজ্বর, মস্তকভার ও কানে তালা লাগা আরাম হয়। বালিসের মধ্যে ইহার পত্র দিয়া শয়ন করিলে মাথাধরা ভাল হয়। পত্রের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে ও পুঁজ বাহির করিয়া দেয়। পাতার রসের তৈল ক্ষতের শোথ আরাম করিয়া দেয় (Dutta, Hind. Met. Med., 219)।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলম্ নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥
হিতংপামাপচীনান্ত পানাভ্যঞ্জন নাবনৈঃ
বিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ। চক্রদত্তঃ

Dr. Fleming বলেন যে, ইহার পত্র দারুণ গেঁটে বাতের ফুলা কমাইয়া দেয় এবং গনোরিয়াজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গাঁইট ফোলায় হিতকর। মহীশূর দেশের লোকেরা জ্বর, শ্লেষ্মা এবং বাতরোগে ইহার ভাপরা লয়। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পাতার ক্বাথে স্নান করিলে স্ত্রীলোকদের সূতিকা রোগ নিরাময় হয়। Ainslie বলেন, মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার শুষ্ক পাতার ধূম (তামাকের ন্যায়) ব্যবহার করিলে মাথাধরা ও সর্দ্দি জ্বর আরাম হয় বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। ইহার শুষ্ক ফল কৃমিনাশক (Pharm. Ind., iii, 74)।

কঙ্কনদেশে ইহার পত্রের রস, তুলসীপত্র ও কেশুরিয়া (Eclipta alba) পাতার রস, এবং যোয়ান একত্রে ভিজাইয়া তৎপরে উত্তমরূপে বাটিয়া ৬ আনা পরিমাণ বাতে ব্যবহার হয়।

ইহার রস ½ তোলা পরিমাণ ঘৃত এবং গোলমরিচ যোগে ২ তোলা গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে দারুণ প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dymock)।

পত্র অল্প ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)।

নীল নিশিন্দা পাতার রসে প্রস্তুত তিল তৈল কুষ্ঠ, ব্রণ ও বাতরোগে পান ও মর্দ্দনার্থে ব্যবহার হয়। নিশিন্দা পাতার রসে পক্ক ঘৃত কফনাশক। ইহার পাতার রস সৈন্ধব লবণ, ঝুল ও পুরাতন গুড়ের সহিত পক্ক তিল তৈল মধুর সহিত কানে দিলে কানের পুঁজ আরাম হয়। ইহার মূল, ফল ও পত্রের রস গব্যঘৃতে পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়রোগী আরাম হইয়া দিব্যকান্তি প্রাপ্ত হয়। (Fig. 466.)

467. V. trifolia Linn. f. (নীলনিশিন্দা)

Fig.—Bot. Mag., t. 2187; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 740B; Rumph., Herb. Amb., iv, t. 18.

Ref.—F. B. I., iv, 583; Roxb., F. I., iii, 69; B. P., ii, 833; Prain, H. H., 161.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

বিভিন্ন নাম—সং. সিন্দুবার, নীলনির্গুণ্ডী; বা. নীল নিশিন্দা; তে. বর্ভিল্লি; তা. নিরনুকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মূল।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ, ত্রিপত্রযুক্ত, কাণ্ডে সূক্ষ্ম লোম আছে। পত্রিকা ছোট, সৌগন্ধযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বোঁটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড সরল, শ্বেত লোম দ্বারা আবৃত, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে নীলবর্ণ। ফল কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস ⅙ ইঞ্চি। তামিল দেশে ২ প্রকার নিশিন্দাকে পুং ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে ; উভয়বিধ নিশিন্দাই তাহারা ঔষধে ব্যবহার করে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উভয়বিধ নিশিন্দার গুণ একই। নিশিন্দা মূত্রকর, স্নায়ুদণ্ডের ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবারক ও প্রথম রজঃ নিঃসারক। ইহার ক্বাথে স্নান করিলে বা সেঁক দিলে Beri-beri আরাম হয় ও পায়ের হাতের জ্বালা কমিয়া যায়। ইহা Beri-beri রোগের একটী চমৎকার ও মূল্যবান্ ঔষধ।

ইহার পত্র স্ত্রীলোকদের প্রসবের পর ব্যারামে হিতকর। ইহা পিত্তের সাম্যাবস্থা আনয়ন করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বড় প্লীহা ও বাতে মালিশ দিলে উহা আরাম হয়।

নিশিন্দা পাতার গুঁড়া সবিরাম জ্বর নিবারক। ইহার ফুল মধুর সহিত খাইলে বমন এবং পিপাসার সহিত জ্বর আরাম হয়। ইহার ফল ঋতুনাশ রোগের পক্ষে হিতকর।

ফণাধারী সর্পের বিষ আরাম করিবার জন্য মূলের ত্বক্ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে (চরক)।

ইহার পত্র ঘৃতের সহিত ভাজিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। পত্রের ক্বাথ পিপুল যোগে পান করিলে কফ ও জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Vitex peduncularis Wall নামে এক জাতীয় নিশিন্দা Balck water জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। Assam অঞ্চলে ইহার রস উক্ত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। রাজাবাহাদুর মনিলাল সিংহরায় ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। Chopra সাহেব কিন্তু এই ঔষধের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। (Fig. 467.)

Genus—GMELINA Linn.

468. G. arborea Roxb. (গামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 739 ; Wight, Ic., t. 1470 ; Rheede, Hort. Mal., i, t. 41.

Ref.—F. B. I., iv, 581 ; Roxb., F. I., iii, 84 ; B. P., ii, 828 ; Prain, H. H., 260.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ, চট্টগ্রাম ; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায় ; বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. গাম্ভারী ; বা. গামার ; তা. গুমাদি ; তে. পদ্মগোমরু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র রস, মূল।

বর্ণনা—কাঁটাশূন্য গাছ, ৫০-৬০ ফুট উচ্চ ; গ্রীষ্মকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। নূতন পাতার সহিত ফুল হয়। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, বোঁটা ৩ ইঞ্চি। ফল ¾ ইঞ্চি, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ফলে ২-১টী বীজ হয়। ফল পাকিলে লেবুরং ও পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটী মসলা। শীতের পরে ফুল এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা ক্ষতের পুঁজ নির্গত করিয়া দেয় ও পোকা নষ্ট করে। ইহার শিকড় তিক্ত, জ্বরনাশক ও ধারক। গামার সর্দ্দিনাশক এবং বাত ও অজীর্ণে ব্যবহার হয়। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে (Watt)।

ইহার নূতন ও কোমল পাতার রস গনোরিয়ার জ্বালা নিবারণ করে ও সর্দ্দি নাশ করে (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—AVICENNIA Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 45 ; Wight, Ic., t. 1481 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 748.

Ref.—F. B. I., iv, 604 ; Roxb, F. I., iii, 88 ; B. P., ii, 838 ; Watt, i, Pt. ii, 360 ; Kurz., For. Fl., ii, 276.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বীনা ; তে. নাপ্পামাড়া ; সিন্ধু—তিম্মার।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক্‌, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩½ × ১½ ইঞ্চি। পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোম আছে। বোঁটা ½ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পনল ⅛ ইঞ্চি, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, ৪টী কিম্বা ৫টী, সকলগুলি সমান নহে। পুংকেসর ৪টী, পুষ্পনলের গলায় থাকে। ফল ১ ইঞ্চি ও চেপ্টা। গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলে বীজ একটী থাকে, বীজ পাকিবার পূর্ব্বেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয়। ইউরোপে ইহাকে Ocimum magnus (large-leaved) ও O. parvum (small-leaved) বলে। বর্ষার সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রসায়ন। অপক্ব বীজ ফোড়া ফাটাইবার জন্য পুলটিশরূপে ব্যবহার হয়। মান্দ্রাজ দেশে ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও ছাল উগ্র (Watt, i, 336)।

ইহা উত্তেজক, কৃমিনাশক; ইহার বীজ পিত্তনাশক। গাছের রস নস্য লইলে হাঁচি হয় ও মস্তক বেশ পরিষ্কার থাকে। (Fig. 469.)

LXXIX. LABIATAE.

Genus—OCIMUM Linn.

470. O. sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 751.

Ref.—F. B. I., iv, 609; Roxb., F. I., iii, 14; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; প্রায় সকল স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মঞ্জরিকা, সুরসা; বা. তা. তুলসী, কৃষ্ণতুলসী; তে. গাপ্পারাচেট্টু; Eng. Holy Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও রস।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-২ ফুট উচ্চ; কাণ্ড কখন কখন কাষ্ঠের মত শক্ত ও কোমল লোমাবৃত। শাখাগুলি উপরিভাগে সরল ও বিস্তৃত। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ মোটা, বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। পুষ্পদণ্ড নরম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস নরম; পুষ্পনল ছোট, কখন কখন বহির্ব্বাস অপেক্ষা বড় হয়। বীজ চেপ্টা, মসৃণ ও ফিকে লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সর্দ্দিনিবারক; ইহার রস দেশীয় ডাক্তারেরা সর্দ্দি ও বক্ষঃপ্রদাহে ব্যবহার করেন। পত্র রস উদরাময় নিবারক ও শিশুদের পিত্তজনিত দোষে হিতকর। ইহার পাতার রস নস্য লইলে নাসা রোগ আরাম হয়। শুষ্ক পত্রের গুঁড়া পিনাশ রোগে হিতকর। শিকড়ের ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর, ইহা অতিশয় ঘর্ম্মকর। ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। পত্রের রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহা কর্ণরোগের একটী উত্তম ঔষধ। এই তুলসী দেবার্চ্চনার জন্য ঘরে ঘরে রোপণ করে। কোন স্থানে বোল্‌তা কামড়াইলে ইহার রস দিলে জ্বালার উপশম হয়। মূল জ্বরনাশক। তুলসীর বীজ সর্পবিষ নাশক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন।

ইহা ম্যালেরিয়া নাশক। অধিক পরিমাণে এই গাছ বাড়ীতে থাকিলে মশা তাড়াইয়া দেয়। পাতার ক্বাথ ম্যালেরিয়া নাশক ও বালকদের পাকাশয়িক পীড়া ও যকৃৎসম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস লেবুর রস সংযোগে ব্যবহার করিলে ক্রিমি আরাম হয়। শুষ্ক তুলসী গাছের ক্বাথ (১-১০ ভাগ) সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ এবং উদরাময়ে হিতকর। তুলসী, কণ্টিকারী, ভূমিজম্বু (Premna herbacea), গুলঞ্চ, আদার সমপরিমাণ ক্বাথ দুই তোলা সেবন করিলে সর্দ্দি ও ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার ক্বাথ, এলাচগুঁড়া এবং ১ তোলা পরিমাণ সালেমিছরী পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়; ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। এক তোলা পরিমাণ তুলসীর রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, রক্ত অর্শ, রক্ত আমাশয় এবং অজীর্ণ আরাম হয়। পাতার রস বালকদের পেটবেদনা নিবারক। এক তোলা রস ½ তোলা গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দ্দিজনিত জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। তুলসী পাতার টাটকা রস, মধু, আদা ও পেঁয়াজ রসের সহিত পান করিলে সর্দ্দি উঠিয়া যায় এবং ইহা সর্দ্দি ও হাঁপানির পক্ষে হিতকর। তুলসীপাতা, কুলের আঁটী এবং মিছরী প্রত্যেকটী ৩ আনা এবং গোলমরিচ ১ আনা পরিমাণ লইয়া ছোট কুলের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়।

তুলসী বীজ ৫, অহিফেনের ঢেঁড়ী ৪, আলকুশী ৩, গোক্ষুর ৫, তালমূলী ৪ এবং চিনি ৬ ভাগ লইয়া ইহার গুঁড়া ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আরাম হয়। বীজ গোদুগ্ধের সহিত পান করিলে বালকদের বমন ও উদরাময় আরাম হয়। মাত্রা ১ বৎসরের বালকের জন্য ২-৩ গ্রেণ দিবসে ৩।৪ বার সেব্য। (Fig. 470.)

471. O. gratissimum Linn. (রামতুলসী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 86; Jacq., Ic. Pl. Rar., iii, t. 495.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Dalz. & Gibs., Bomb. Pl., 202; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, নেপাল; ভারতে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. ফণিজ্জক; বা. হি. রামতুলসী, বনতুলসী; তা. ইলুমিক-চামতুলসী; তে. নিম্মাতুলসী; Eng. Shrubby Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, রস ও বীজ।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত গুল্ম ৪-৮ ফুট উচ্চ, বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কাণ্ড কাষ্ঠবৎ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও কর্ত্তিত। বোঁটা ১-২ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড সরল ও নরম, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। বহির্ব্বাস কোমল লোমযুক্ত, ⅛ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ি ⅛ ইঞ্চি লম্বা ও ফিকে পীতবর্ণ।

55—1034B

ফল ছোট, গোলাকার ও চেপ্টা। এই তুলসী বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায়, বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। শীতকালে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই তুলসীপাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা বালকদের মুখের ঘায়ে বিশেষ হিতকর। বাত ও পক্ষাঘাত রোগে ইহার ধূম বিশেষ হিতকর। ইহার পাতার ক্বাথ ধ্বজভঙ্গ রোগে বড়ই উপকার করে। ইহা মাথা ধরা ও স্নায়বিক রোগে প্রদত্ত হয় (Dr. S. Arjun)। শরীরের কোন স্থান বাতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার রস আক্রান্ত স্থানে লেপন করিলে বাত আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার রস বোল্‌তা ও ভীমরুলের বিষনাশক। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বমন নিবারণ হয়। আর এক প্রকার তুলসী আছে উহাকে বাঙ্গালায় **গুলাল তুলসী** বা দুলাল তুলসী বলে; উহার বৈজ্ঞানিক নাম O. caryophyllatum Roxb. এবং সংস্কৃত নাম মরুবক ও সুমুখ বা বনবর্ব্বরিকা; ইহার দুইটী Var. আছে, একটী শ্বেত ও অপরটী কৃষ্ণবর্ণ; ইহার পত্র অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। Sir George Birdwood বলেন যে বম্বেতে যখন মশক দংশনে বহুলোক ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে একজন দেশীয় মহাজনের কথামত বম্বের Victoria Gardenএর চতুর্দ্দিকে তুলসী গাছ রোপণ করা হয়। ইহাতে উক্ত বাগানে মশা ও ম্যালেরিয়া জ্বর একেবারে কমিয়া যায়। মশা হইতে যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় তাহা সেই সময় জানা ছিল না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এই তুলসীর গাছ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী মশক কমিয়া যায়। বিছানার নিকট তুলসী ডাল রাখিয়া দিলে কিংবা তুলসী গাছ পোড়াইলে ঘরে মশা আসিতে পারে না। O. Sanctum কিংবা O. Basilicum তুলসীই প্রশস্ত। (Fig. 471.)

472. O. Basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)

Fig.—Wight, Ic., t. 8680; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756 A.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, পঞ্জাব; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বাগানে ও জঙ্গলে দেখা যায়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. বিশ্বতুলসী, বর্ব্বর; বা. বাবুইতুলসী; হি. সাবজা; তা. পাচ্ছাই; তে. রুদ্রজেড়ু; মালাবার—রামতুলসী; Eng. Sweet Basil.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ ও রস।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ড ও শাখা সবুজবর্ণ, কখন কখন ঈষৎ বেগুনে রংবিশিষ্ট। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, দাঁতযুক্ত ও সৌগন্ধময়। পুষ্পস্তবক ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত অথবা বেগুনে। ফল $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আরও দুইটী Var. আছে, (1) O. purpurascens. Benth., (2) O. thyrsiflora Benth. (Roxb. F. I., iii, 115). শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবুইতুলসীর সংস্কৃত নাম বর্ব্বর। বম্বে বাজারে Salba বলিয়া এই গাছ বিক্রয় হয়। এই গাছ বম্বে দেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে। ইহার বীজ ভিজাইলে হড়হড়ে দেখায়; ইহা গনোরিয়া, উদরাময় ও প্রাচীন রক্তআমাশয় রোগে হিতকর। পাতার রস কৃমিনাশক এবং পাতা পেষণ করিয়া লাগাইলে বিছার কামড়াইবার জন্য যন্ত্রণা ও বিছার বিষ দূর হয়। ইহার বীজ ও ফুল উত্তেজক, মূত্রকর এবং স্নিগ্ধকর। ইহা ঘর্ম্ম ও সর্দ্দি নিবারক। ইহার বীজ জলের সহিত সেবন করিলে প্রসবান্তিক বেদনা আরাম হয়। (Fig. 472.)

Genus—COLEUS Lour.

473. C. aromaticus Benth. (পাথরচুর)

Fig.—Wight, Ill., ii, t. 175; Bot. Reg., t. 1520.

Ref.—F. B. I., iv, 625; B. P., ii, 847; Roxb., F. I., iii, 22; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক বাগানে চাষ হয়। আদিম জন্মস্থান মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ; হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনার বাগানে দেখা যায়; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বড়বটতলা যাইবার রাস্তার ধারে ও জঙ্গলে এই গাছ দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে এই গাছের নাম এক্ষণে C. amboinicus Lour হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—সং. হি. পাষাণভেদী; বা. পাথরচূর; তে. কর্পূরবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী অতি সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ, নিম্নভাগ ঝোপের ন্যায়, শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ড ১-৩ ফুট ও নরম। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কর্ত্তিত। ফুলের পাপড়ি ⅙ ইঞ্চি, বহুভাগে বিভক্ত। পুষ্পস্তবক ফিকে বেগুনে, নল ছোট, গলা চেপ্টা, উপরিভাগ ছোট, সমগ্র গাছের গন্ধ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শীতের পরে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেদনা নিবারক, হাঁপানি ও পুরাতন সর্দ্দিতে বিশেষ ফলপ্রদ। পত্রের সমস্ত অংশ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা রুটী ও মাখনের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহার পাতা বাটিয়া কচুরি প্রস্তুত করিয়া খায় (Roxb., F. I., iii, 22)। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার রস অম্ল ও পেটবেদনায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতা বাটিয়া বিছা প্রভৃতির বিষে প্রদান করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহা একটী তেজস্কর উগ্র ঔষধ, ইহা পেটফাঁপা নিবারক এবং বালকদের পেট বেদনায় প্রদত্ত হয়, রস চিনির সহিত সেব্য। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। একটী ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা ইহা সেবন করিয়া দুরারোগ্য অজীর্ণ হইতে আরাম লাভ করেন, কিন্তু মাদকতার জন্য তিনি ইহা ত্যাগ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে ইহার মূত্রযন্ত্রের উপর কার্য্যকর শক্তি আছে, এই কারণে ইহা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে ও জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর (W. C. Dutt)। সিংহলদ্বীপে ইহা পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (Trimen)। ইহা হাঁপানি, পুরাতন সর্দ্দি ও অপস্মার রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (Fig. 473.)

Genus--MENTHA Linn.

474. M. viridis Linn. (পুদিনা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756B.; Woodville, Med. Bot., iii, t. 170 (1793); Bentley & Trim., Med. Pl., iii, t. 202 (1875).

Ref.—F. B. I., iv, 647; Linnaea, xii, t. 6.

জন্মস্থান—ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়ার গাছ। কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পুদিনা; হি. তে. মালাবার; Eng. Spear-mint.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার পাতা ছোট কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত; পুষ্পদণ্ড নরম, বহির্ব্বাস লোমযুক্ত, পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। এই গাছের চাষ হয়। এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার গাছ আছে, তন্মধ্যে M. sylvestris Linn. (F. B. I. iv, 647), M. arvensis Linn., M. incana Willd. এইগুলি প্রধান। ভারতবর্ষে জাত পুদিনার ফুল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্কগাছ পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং উত্তেজক। ইহা কামলা রোগ নিবারক ও শুষ্ক গাছের গুঁড়া দন্তরোগ নিবারক। টাট্‌কা ফলের গন্ধ মূর্চ্ছানাশক (Dr. Emerson)। ইহা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। টাট্‌কা গাছের চাট্‌নী বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Rai Kanai Lall Dey Bahadur). (Fig. 474.)

475. M. piperita Linn. (পিপারমেণ্ট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 757A ; E. B., 10, t. 687.

Ref.—F. B. I., iv, 647 ; Voigt, H. S., 453.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বাগানে চাষ হয় ; ইউরোপ, এসিয়া ও মিসরে বহু পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পুদিনা, পিপারমেণ্ট ; Eng. Marsh-mint ; Peppermint.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ঔষধি। পত্র ১-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ সরু অথবা মোটা ; পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের শিরা পশমময়, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল শক্ত লোমাবৃত ছোট ও বেগুনে। বহির্ব্বাস লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র হইতে এক প্রকার volatile oil নির্গত হয়, ইহাকে Oleum mentha বলে। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক, সাধারণতঃ ইহা মাথাধরা, বাত প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। ইহার পাতার ছেঁচা রস (১ : ১০) কিংবা তৈল বমন, পাকাশয়িক বেদনা, কলেরা, উদরাময় এবং পেটফাঁপায় বড়ই হিতকর। ইহা ঋতুনাশ, উৎকাশি এবং বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর। ইহার ঘ্রাণ ক্ষয়কাশের প্রতিষেধক এবং তৈল মাখাইয়া দিলে গালগলা ফুলা আরাম হয়। এই তৈল দাঁত বেদনা নিবারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার পত্র উগ্র উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর (Stewart)। বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল সামতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে। ইহার টাট্‌কা রস পাঁচড়া নিবারক। ইহার ফুলের সিরাপ সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা নিবারক।

বিষম জ্বরে মরিচ চূর্ণের সহিত ইহার পাতার রস হিতকর (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 475.)

Genus—SALVIA Linn.

476. S. plebeia R. Br. (ভুতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 764A.

Ref.—F. B. I., iv, 655 ; Roxb., F. I., i, 115 ; B. P., ii, 859 ; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে ও মাঠে সচরাচর দেখা যায় ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে স্থানে স্থানে এই গাছ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভূতুলসী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, কাণ্ড সরল, ৫-১৮ ইঞ্চি। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে জন্মে। পত্র লম্বা, ও কিনারা কর্ত্তিত, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট, কখন কখন ½ ইঞ্চি লম্বা হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে ঘনভাবে জন্মে। বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি, ঘণ্টার ন্যায় আকৃতি। পুংকেসর শ্বেতবর্ণ ও ছোট। বীজ ছোট, ১/১০ ইঞ্চি লম্বা। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ গনোরিয়া ও বাধক রোগে হিতকর (Stewart)। বম্বে দেশে ইহার বীজ সম্ভোগ ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Dymock)। (Fig. 476.)

Genus—ANISOMELES R. Br.

477. A. ovata R. Br. (গোবরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 769 ; Wight, Ic. Ind. Or., iii, 865 (1843-45).

Ref.—F. B. I., iv, 672 ; Roxb., F. I., iii, 2 ; B. P., ii, 853 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে। করমণ্ডল, বম্বে, সিকিম (দার্জ্জিলিং জেলায়), নেপাল দেশে জন্মে। আধুনিক নামকরণানুসারে এক্ষণে এই গাছের নাম A. indica O. ktz. হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—বা. গোবরা।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩-৬ ফুট উচ্চ, কাণ্ড শক্ত চতুষ্কোণ কাষ্ঠময় ও কোমল লোমযুক্ত। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত, বোঁটা ১ ইঞ্চি লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা ছোট, গুচ্ছবদ্ধ, গোলাকার। পুংকেসর ৪টী অসমান। ফল ১/১০ ইঞ্চি, চিক্কণ। ফুল শ্বেতবর্ণ, নিম্নের অংশ লালের আভাযুক্ত বেগুনে। পাতায় কর্পূরের ন্যায় গন্ধ আছে। গাছ দেখিতে অনেকটা সোমরাজ গাছের ন্যায়। শীতের আগে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈল জননযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ পেটের ব্যথা নিবারক, ধারক ও বলকারক। (Fig. 477.)

Genus—LEUCAS R. Br.

478. L. linifolia Spreng. (হলকসা)

Fig.—Jacq.. Ic. Pl. Rar., i, 11, t. 3 ; Rhump., Herb. Amb., vi, t. 16 ; Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 776.

Ref.—F. B. I., iv, 699 ; Roxb., F. I., iii, 9 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের পতিত জমি ও চাষক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দ্রোণপুষ্প, দণ্ডকলস ; বা. হলকসা, ঘলঘসে ; তে. পুয়াম্পাতোসী ; তা. তুম্বারী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ½ ইঞ্চি, গাছের অগ্রভাগে ফুল হয়। বহির্ব্বাস ফিকে, নিম্নভাগে থাকে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, মুখ বক্র, সঙ্কুচিত। এই গাছ সচরাচর উচ্চ জমিতে ও গ্রামের রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। ইহার আর ২টী জাতি আছে, যথা (১) L. aspera Spreng (দেবদ্রোণ), (২) L. Zeylanica R. Br. (কুতুম্বা) ; এইগুলির গুণ প্রায়ই এক, এই কারণে আর ভিন্নভাবে লেখা হইল না। ঘলঘসার বহির্ব্বাস ছোট বাটীর ন্যায় বলিয়া ইহাকে দ্রোণপুষ্প বলে। শীতের সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টুকারের মতে ইহা সুস্বাদু, উগ্র, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক এবং কামলা রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা কৃমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্ম্মকারক।

ইহার রস ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং কিছু সোহাগা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন যে L. aspera জাতীয় ঘলঘসা স্বল্পরক্ত: রোগে ব্যবহার হয়। ঘলঘসা জাতীয় গাছগুলি পাঁচড়ার ঔষধ। ইহার পাতার রস নাকে নস্য লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা মাথাধরা ও সর্দ্দির পক্ষে হিতকর। এই পাতার রস দিলে কোন গাছে পোকা ধরিতে পারে না, অধিকন্তু পোকা মরিয়া যায়। ইহার পাতা ভাজিয়া লবণ যোগে খাইলে জ্বর নাশ হয় (Duthie)।

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে ½ ছটাক প্রমাণ ঘলঘসার রস খাওয়াইতে হয়, তৎপরে ইহার রস পায়ের তলায় ও ঘায়ের মুখে মাখাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার রস লইয়া নাকে নস্য লইতে হয়। ইহার ফলে রোগী একেবারে আরাম হয়। (Fig. 478.)

479. L. cephalotes Spreng. (বড় ঘলঘসা)

Fig.—Wight., Ic., t. 337 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., 773.

Ref.—F. B. I., iv, 689 ; Roxb., F. I., iii, 10 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডকল্স ; বা. বড় হলকসা ; হি. ধুরপিশাক ; তে. তুমুই ; সামতাল—আনদিয়া-ধুরুপ-আরক ; মা. কেদারি-তুম্ব।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ, পত্র ও ফুল। মাত্রা, রস ½ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা শক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৩ ফুট। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি, বোঁটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, পত্রের কিনারা কর্ত্তিত ; পুষ্পগুচ্ছের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, অত্যন্ত বৃহৎ ও গোলাকার। ফুল ১ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরিয়া যায়। বর্ষায় বৃষ্টি হইলে শত শত গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর। (Fig. 479.)

Genus—LALLEMANTIA Fich & Mey

480. L. Royleana Benth. (তোকমারি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t 766C.

Ref.—F. B. I., iv, 667 ; Boiss., Fl. Orient., iv, 674 ; Birdwood, Bomb. Pl., 62 ; Stewart, Punjab Pl., 168 ; Atkinson, Him. Dist., 315.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, লাহোরের পশ্চিম ভাগে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তোকমারি, তোপমারি ; হি. তুখ্মালঙ্গা ; পঞ্জাব—বালুঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ; কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ½-১ ইঞ্চি ; বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে গুচ্ছবদ্ধ বহু পুষ্প হয়। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র ; ফুলের বহির্ব্বাস ⅙ ইঞ্চি, সোজা ও ঘনসন্নিবিষ্ট। ফল $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি, সরু লম্বা ও মসৃণ। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শান্তিকর। জলে দিলে হড়হড়ে ও আঠার মত হয় বলিয়া ইহা অনেক প্রকার পানীয় দ্রব্য ও ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রস্রাবে জ্বালা, আটকাইয়া প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি রোগে তোকমারি ভিজাইয়া উহার জল পান করিলে বেশ উপকার হয়। তোকমারি জলে ভিজাইয়া ফোড়ায় পটি দিলে উহা বসিয়া বা ফাটিয়া যায়। (Fig. 480.)

LXXX. PLANTAGINACEAE

Genus—PLANTAGO Linn.

481. P. ovata Forsk. (ইসপগুল)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Bot., t. 211 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 782A.

Ref.—F. B. I., iv, 707 ; Roxb., F. I., i, 404 ; Dymock, iii, 126.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, মিসর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পা. ইসপগুল ; সিন্ধু—স্পানগার ; Eng. Spogel seed.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ। শীতকষায় ১-৩ ছটাক ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ঘন শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা কুশবাসের ন্যায়, ৩-৯ ইঞ্চি, পাতায় ৩টী শিরা আছে, দূরে দূরে দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের মস্তক ½-১½ ইঞ্চি গোলাকার ; পুষ্পস্তবক ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ২ ঘর বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে ১টী বীজ থাকে। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইসপগুল স্নিগ্ধকর ও মৃদুবিরেচক। ইহার বীজ জ্বর, সর্দ্দি ও শুক্রসম্বন্ধীয় রোগে হিতকর। উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। জলে ভিজাইলে ইহা বেশ পুলটিসের কাজ করে। ইসপগুলের দানা অশ্বের কর্ণের ন্যায় বলিয়া পারসিক ভাষায় ইহাকে ইসপগুল বলে। ইহার বীজ ভিজাইলে তোকমারির ন্যায় আঠার মত হয়। ইহার বীজে অল্প ধারকতা শক্তি আছে বলিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় বৈদ্যেরা বালকদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিতে বলেন (Bentl. & Trim.)।

ইসপগুল ধারক, বাত ও শ্লেষ্মানাশক, কফ ও পিত্তনাশক, রক্ত আমাশয় ও আমনাশক, বস্তি শোধক, প্রমেহ নাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর এই রোগে প্রয়োগ হয়। ইহা গুঁড়া করিয়া গরম জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়, শীতকষায়ে উহার গুণ ৬ গুণ বর্দ্ধিত হয়। Dr. Edgeworth বলেন ইহা মুলতানে চাষ হয় কিন্তু Dr. Stewart বলেন ইহা পাঞ্জাবে চাষ হয় না। (Fig. 481)

LXXXI. NYCTAGINEAE.

Genus—BOERHAAVIA Linn.

482. B. repens Linn. (পুনর্ণবা)

Fig.—Wight, Ic., t. 874 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 709 ; Dymock, iii, 130 ; B. P., ii, 862 ; Prain, H. H., 254.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, বঙ্গদেশের বহুস্থানে পতিত জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে। সচরাচর শীতল স্থানে ও সারের গাদায় দেখা যায়।

56—1034B

বিভিন্ন নাম—সং. বা. পুনর্ণবা ; হি. গাদাপুর্ণা ; তা. মুকুরাট্ট ; তে. আতাতাসামিদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ ও শিকড়। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা ; মূলের রস ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—পুনর্ণবার প্রধানতঃ ৩টী Var. আছে ; তন্মধ্যে Var. diffusaকে প্রকৃত পুনর্ণবা (B. P., ii, 863 ; F. B. I., iv, 709) বলে ; Var. procumbens ইহার নামও পুনর্ণবা, ইহা সচরাচর মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে দেখা যায়। পুনর্ণবার গুণ সবগুলিরই সমান, তবে শ্বেত পুনর্ণবার গুণ বৈদ্যশাস্ত্রে অধিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঘনশাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় শক্ত ও কাষ্ঠের মত। লতা ২-৩ ফুট লম্বা, নরম মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে, পাতা পুরু, অগ্রভাগ মোটা। প্রত্যেক শাখায় জোড়া জোড়া পাতা হয়, ইহা ১-½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অথবা গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ; গোড়ার পাতা গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্প লোমযুক্ত, পুংকেসর ২-৩টী, বিস্তৃত ; ফল ½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। ইহার বীজ নটে শাকের বীজের ন্যায়। ফুল শ্বেতবর্ণ, রৌদ্রে লতা শুকাইয়া গেলেও ইহার মূল থাকে এবং পুনরায় বর্ষায় গজাইয়া উঠে। রক্তপুনর্ণবার ডাঁটা লালবর্ণ ও ফুল লালবর্ণ হয় ; ইহার লতা অধিক দূর বিস্তৃত হয় ; শ্বেতপুনর্ণবার রস হইতে একটু তিক্ত। শীতের সময় পুনর্ণবার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামলা, উদরী, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, অল্পমূত্র ও আভ্যন্তরিক প্রদাহে ইহা প্রয়োগ হয়। ইহা শোথ রোগের একটী প্রধান ঔষধ, এই কারণে ইহার আর একটী নাম শোথাগ্নি। ইহার শিকড়ের ক্বাথ এবং চিরেতা গুঁড়া ও আদা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের বিশেষ ঔষধ।

ভূনিম্ব বিশ্বকল্কং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্ণবাক্বাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গজং নৃণাম্॥

পুনর্ণবাষ্টক—পুনর্ণবা শিকড়, নিমের শিকড়, পটল পত্র, আদা, কটকী, হরিতকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রার কাষ্ঠ প্রত্যেক ¼ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে ; এই ক্বাথ সর্ব্বাঙ্গীন শোথে, উদরী, সর্দ্দি এবং কখন কখন কষ্টকর শ্বাসে ব্যবহার হয়।

ইহার শিকড়ের ক্বাথ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে সর্ব্বাঙ্গীন শোথ আরাম হয়, ইহাকে পুনর্ণবা তৈল বলে।

পুনর্ণবানিম্বপটোলশুণ্ঠীতিক্তামৃতাদার্ব্যভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদর কাশশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ চক্রদত্তঃ

গোয়াদেশে ইহার ক্বাথ, গনোরিয়া রোগে মূত্রকর বলিয়া এবং বম্বেপ্রদেশে শোথ রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Dymock)।

ইহার শিকড় পশ্চিমভারতীয় দ্বীপে গনোরিয়া রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানিতে বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার মূল সেবনে উপকার হয়। ইহা শ্লেষ্মা-নিঃসারক; কয়েকটী রোগীকে ইহার ক্বাথ, রস ও গুঁড়া দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Asstt. Sur. B. M. Chatterjee)।

Dr. Lall Mohon Ghose পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার মূত্রাশয়ের উপর ক্রিয়া আছে এবং অপর ঔষধের সহিত সেবন করিলে যকৃতের উপর বিশেষ কাজ করে (Food & Drugs, 1910 ; 80)। ইহা অধিক পরিমাণে মূত্র বাড়াইয়া দেয় বলিয়া যাবতীয় গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতার জন্য শোথে ইহা একটী ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা মূত্রাশয়ের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ রোগে ইহা মূত্র বৃদ্ধি করাইয়া শোথের উপশম করে।

দধির সরের সহিত পুনর্ণবা মূল পেষণ করিয়া কুষ্ঠে দিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (চরক)

শোথরোগগ্রস্ত রোগী পুনর্ণবা ক্বাথ, মূলের রস এবং আদা একত্রে এক মাস সেবন করিলে ও দুগ্ধ অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ আরাম হয়।

পুনর্ণবা মূল মধুর সহিত সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেতপুনর্ণবা মূল ধুতুরা বীজের সহিত সেবন করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

পুনর্ণবা মূলের ত্বক্ উপযুক্ত মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া তিন মাস হইতে এক বৎসর সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তি বেশ বলবান ও শক্তিশালী হয়।

নিদ্রাহীন ব্যক্তি পুনর্ণবা শাক খাইলে বেশ নিদ্রালাভ করে।

পুনর্ণবা মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পানের সহিত খাইলে ২ দিন অন্তর জ্বর আরাম হয়।

পুনর্ণবা শাক আমবাতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইলে আমবাত আরাম হয়। উরুতে ঘা হইলে এবং পূঁয ও রক্ত থাকিলে পুনর্ণবা ক্বাথ পান করিলে শীঘ্র আরাম হয়। (Fig. 482.)

Genus—PISONIA Linn.

483. P. aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1763-64 ; Bedd., Sylv., Madr., 175, t. 22, Fig. 3 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 784.

Ref.—F. B. I, iv, 711 ; Roxb. F. I., ii, 217 ; B. P., ii, 864 ; Watt, v, Pt. I. 264 ; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বন জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘ আঁচড়া; উড়িয়া—হাতী-অঙ্কুশ; তে. কম্বী; তা. কারুইন্দু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—কাঁটাযুক্ত লতানে বা ভূলুণ্ঠিত লতা। নূতন ডাল এবং পুষ্পদণ্ড কোমল এবং ধারাল কাঁটা দ্বারা আবৃত। ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ ও পাতলা, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ ও নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, মাথা মোটা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, অকর্ত্তিত, পত্রবৃন্ত ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঘন ঘন জন্মে। পুংকেসর ৭।৮টী, স্ত্রীপুষ্প গোলাকার দাঁতযুক্ত। ফল লম্বা ⅙-½ ইঞ্চি, ৫টী শিরাবিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক্‌ ও পত্র বাতের বেদনায় দিলে বেদনা আরাম হয় ও ফুলা কমিয়া আইসে। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ও অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত বালকদিগকে সেবন করিতে দিলে তাহাদের ফুসফুস ঘটিত রোগ আরাম হয় (Watt)। (Fig. 483.)

Genus—MIRABILIS Linn.

484. M. Jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

Fig.—Bot. Mag., t. 371 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 75.

Ref.—B. P., ii, 862 ; Dymock, iii, 132 ; Prain, H. H., 264 ; Voigt., H. S., 328.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা ; বঙ্গদেশে বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় বহু গাছ বাগানে ও বসতবাটীতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণকেলি ; হি. গুলাব্বাস ; তা. পাখারাচী ; তে. বাখারাচী ; Eng. Four-o'clock flower.

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ শ্বেত, পীত, লাল, লাল ও শ্বেত, লাল ও পীত বর্ণ ভেদে ৫ প্রকার। ১৫৯৬ খৃঃ পোর্টুগীজেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হইতে এই গাছ ভারতে আনয়ন করে। এই গাছকে সন্ধ্যাকলি কিংবা সন্ধ্যাফুল বলে। পারস্য ভাষায় ইহাকে Gul-A'bas বলে। এই ফুল পারস্যবাসীদের প্রিয় এবং বাড়ী সাজাইবার জন্য রোপণ করে। গাছের শিকড় গোলাকার ও লম্বা, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ সবুজবর্ণ ; পুরাতন শিকড় শুকাইলে শক্ত হয়, নূতন শিকড় চামড়ার মত। পত্র দেখিতে অনেকটা পানের ন্যায়। পত্র ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি অবিভক্ত, প্রান্তদেশ কর্ত্তিত। পুষ্পদল ১ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৪-৫টী। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, এবড়ো খেবড়ো, অনেকটা গোলমরিচের ন্যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই বীজ জোলাপের ন্যায় কাজ করে। ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বাগী ও ফোড়া পাকাইতে ব্যবহার হয়। বীজ-গোলমরিচের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। শিকড় মূত্রবিরেচক। কঙ্কনদেশে ইহার শুকনা শিকড় চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যবহার করে এবং শিকড় সিদ্ধ করিয়া তরকারীর ন্যায় খাইলে অর্শ আরাম হয়। শিকড়ের মণ্ড অনেক খাবারে ব্যবহার করে। (Fig. 484.)

LXXXII. AMARANTACEAE

Genus—ACHYRANTHES Linn.

485. A. aspera Linn. (আপাঙ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1780; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., iv, 730; Roxb., F. I., i, 672; B. P., ii, 895; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান।

বিভিন্ন নাম—সং. অপামার্গ, ময়ূরক, খরমঞ্জরী; বা. আপাঙ; হি. চিরচিটা; তা. নাজুরিবি; তে. অপামার্গাম্। Eng. Chaff tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—শাখা, পত্র, বীজ ও মূল। মাত্রা, পাতার রস ১ তোলা, ক্বাথ ১ ছটাক, মূল ¼-½ তোলা, বীজচূর্ণ ¼ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড ১-২ ফুট খাড়া ভাবে জন্মে; শাখা বহুবিস্তৃত, শাখার অগ্রভাগ মোটা. পত্র অতি অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি,-গোলাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেসর ৫টী, ফল ছোট, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ধূসরবর্ণ। ফল শক্ত ও পক্ষযুক্ত, ফলের গায়ে কাপড় লাগিলে ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায় বা কোন জীবজন্তু উহার নিকট দিয়া যাইলে উহাদের গায়ে ফল লাগিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষে ইহা অঙ্কুরিত হয়। ফুল শীতকালে জন্মে, গ্রীষ্মে ফল শুষ্ক হইয়া মাটীতে পতিত হয়।

ইহার আরও ৩টী জাতি আছে। লাল আপাঙের পত্রে লাল দাগ থাকে, ডাল চেপ্টা ও চতুষ্কোণ; Var. A. rubro-fusca ইহার পাতার অগ্রভাগ সরু, ডিম্বাকৃতি, ধূসরবর্ণ (Wight, Ic., t. 1778); Var. A. porphyristachys, এই গাছ একটু বৃহৎ, ৪-৬ ফুট, শাখাগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ, পত্র ৩-১০ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, ইহার পুষ্পদণ্ড নরম (Wall, Cat. 6925); Var. A. argentea, পত্র শ্বেতবর্ণ, নিম্নের পত্র পশমময় (Thwaites Enu. 249)।

রক্ত আপাঙের শাখা লালবর্ণ, ইহার ফুল লাল ও বেগুণে রং বিশিষ্ট ও ময়ূরের গলার ন্যায়, এইজন্য ইহার আর একটী নাম ময়ূরক, ফল নিম্নে ঝুলিয়া থাকে, ফলের ভিতর ধূসরবর্ণ তিক্ত বীজ থাকে। আপাঙ ব্রণ নাশ করে বলিয়া ইহার আর এক নাম "কিনীহি" এবং পুষ্পদণ্ড এবড়ো খেবড়ো বলিয়া ইহাকে খরমঞ্জরী বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় উগ্র ও ধারক এবং শোথ, অর্শ, ফোড়া ও চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয়। বীজ ও পত্র বমনকারক, কুকুর ও সর্প বিষে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)। শুষ্ক গাছ বালকদের পেট বেদনায় ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড বিছার যম স্বরূপ। আপাঙের ছাইয়ে অধিক পরিমাণ Potash বিদ্যমান আছে, এই কারণে ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তিল তৈল ও আপাঙের ছাই যোগে তৈল কর্ণরোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক ইহার ক্বাথ মূত্রকর বলিয়া প্রশংসা করেন। Dr. Cornish বলেন ইহা শোথ রোগে হিতকর। Dr. Turner ইহাকে সর্পবিষে হিতকর বলেন (Pharm. Ind.)।

ইহার ছাই হাঁপানিতে ব্যবহার হয়। পুষ্পদণ্ড হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া অল্প চিনি যোগে সেবন করিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ নষ্ট হয় (Balfour)।

ইহা হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগে হিতকর। আপাঙের বীজ হইতে যে তণ্ডুল বাহির হয় তাহার নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া জ্বর কমিয়া আইসে (চরক)।

চাউল ধোয়া জলের সহিত আপাঙ মূল প্রত্যহ মধুসহ সেবন করিলে অর্শ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে আপাঙ পাতার রস সেই স্থানে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

তামার পাত্রে দধির জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দিয়া উহাতে আপাঙ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়।

অপামার্গ মূল, জলে পেষণ করিয়া উহা পান করিলে বিসূচিকা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অপামার্গের মূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অর্শ একেবারে সারিয়া যায় (শার্ঙ্গধর)।

অপামার্গ ও কাকজঙ্ঘার (Leea acquata) ক্বাথ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয় (হারীত)।

মূল, শাখা ও পত্রের সহিত অপামার্গ ½ ছটাক, ৫ ছটাক জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া শোথ রোগ কমিয়া যায় (Pharm. Ind.)।

যজুর্ব্বেদে কথিত আছে যে ইন্দ্রদেব নমুচি নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন; ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে আপাঙ গাছ হয়। ইহার সাহায্যে তিনি অপরাপর দৈত্যকে সংহার

করেন বলিয়া এই গাছের বিশেষ খ্যাতি আছে। অনেকে অনুমান করেন যে আপাঙ গাছ ছোঁয়াইলে বিছা, সর্প প্রভৃতি জন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আর নড়িতে পারে না। নরক চতুর্দ্দশীর দিন (দেওয়ালীর প্রথম দিন) প্রাতে স্নান করিবার পর আপাঙ গাছ গায়ে বুলাইয়া দেয়, ইহাতে সাম্বৎসর শরীর বেশ ভাল থাকে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 485.)

Genus—AERUA Forsk.

486. A. lanata Juss. (চায়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 723 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 792.

Ref.—F. B. I., iv, 728 ; Roxb., F. I., i, 676 ; B. P., ii, 874 ; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ ও বর্ম্মা, মান্দ্রাজ, প্রেসিডেন্সি ; বঙ্গদেশের পতিত জমিতে সচরাচর দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চায়া ; সিন্ধু—জারী ; পাঞ্জাব—ভুঁই-কুল্লান ; দাক্ষিণাত্য—কুল্‌কেজার ; তে. পিণ্ডিকাণ্ডা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সাধারণ গুল্ম, গোড়া কাষ্ঠের মত শক্ত, কাণ্ড খাড়া অথবা মাটীতে গড়াইয়া জন্মে ; শাখা নরম, গোলাকার, তুলার মত লোমযুক্ত, বহু প্রশাখাবিশিষ্ট ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ½-১ ইঞ্চি, পশমময়। পুষ্পদণ্ড ¼-½ ইঞ্চি। ফুল ছোট, বোঁটা ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড় মাথা ধরিলে প্রদত্ত হয়। মালাবার দেশের লোক ইহা স্নিগ্ধকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় মূত্রকর ও আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক।

উত্তর ভারতে ইহার ফুল ও ফল "ভুঁই-কুল্লান" বলিয়া বিক্রয় করে। ইহার গুণ আপাঙ গাছের তুল্য। ফুল অতিশয় নরম, সিন্ধুদেশে ইহার ফুল বালিসে ও গদিতে তুলার ন্যায় দেয় (Dymock)। (Fig. 486.)

Genus—ALTERNANTHERA Forsk.

487. A. sessilis R. Br. (সান্‌চি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 11 ; Rhumph., vi, t. 15, Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 794.

Ref.—F. B. I., iv, 731 ; B. P., ii, 875 ; Roxb., F. I., i, 674 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমি, রাস্তার কিনারা ও প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সান্‌চি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গড়ানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ হয়। কাণ্ডের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র বৃন্ত ছোট, সরু, পত্র লম্বাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ ; পুংকেসর ৫টী, মিলিত ; স্ত্রীকেসর দণ্ড অতিশয় ছোট। ফল শুষ্ক, চেপ্টা ও একটী আবরণ দ্বারা আবৃত, ইহাতে একটী বীজ থাকে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সেবন করিলে প্রসূতির স্তনের দুগ্ধ বাড়ে। চক্ষুরোগে ধৌত স্বরূপ ব্যবহার হয়। (Fig. 487.)

Genus—CELOSIA Linn.

488. C. argentea Linn. (শ্বেতমুর্গা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1767 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 28 & 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 786.

Ref.—F. B. I., iv, 714 ; Roxb., F. I., i, 678 ; B. P., ii. 167 ; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশের বহু বাগানে আপনা আপনি জন্মে। আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতমুর্গা, শ্বেতমোরগ ফুল ; হি. সফেদ মুর্গা ; তে. গুরুগু ; মারাঠী—কুরুগু।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ১-৩ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ১-৬ অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড এক একটী হয় কিংবা একসঙ্গে অনেক হয়, ১-৮ ইঞ্চি লম্বা ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ফুল শ্বেতবর্ণ, শাখার উপরিভাগ মোরগের মস্তকের ফুলের ন্যায় গুচ্ছবদ্ধ। বীজ নটেশাকের বীজের মত কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উদরাময়ের একটী ফলপ্রদ ঔষধ। Rev. A. Campbell বলেন যে সাঁওতালেরা ইহা হইতে এক প্রকার ভেষজ তৈল বাহির করে। ইহার বীজ ১ তোলা এবং মিছরী ১ তোলা, একবাটী দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়নের কাজ করে (Dymock)। (Fig. 488.)

489. C. cristata Linn. (লালমূর্গা)

Fig.—Bot. Reg., t. 1834; Lamk., Ill., t. 168; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 787.

Ref.—F. B. I., iv, 715; Roxb., F. I., i, 679; B. P., ii, 867; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে বাহারের গাছরূপে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলায় বাগানে চাষ করে, বিশেষতঃ সাঁওতালেরা প্রায়ই গৃহপ্রাঙ্গনের নিকট রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. মূর্গাশিখা; বা. লালমূর্গা, মোরগফুল; হি. লালমূর্গা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ও লম্বা শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৯ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফুল ছোট; পুষ্পদণ্ড গোলাকার, অতিশয় শক্ত। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ, ⅙-¼ ইঞ্চি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার নটে বীজের মত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও উদরাময় নিবারক এবং অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে হিতকর (Stewart)। ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, সর্দ্দি ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয় (Dutta)। (Fig. 489.)

Genus—AMARANTUS Linn.

490. A. spinosus Linn. (কাঁটানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 573; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 788.

Ref.—F. B. I., iv, 718; Roxb., F. I., iii, 611; B. P, ii, 869; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও মালাবার দেশে প্রচুর জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অকর্ষিত স্থানে ও রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মারিষ; বা. কাঁটানটে; হি. কাঁটিদার; শামতাল—হাহুম আরক; তে. এরা-মুলু-গোরন্ত; তা. মুল্লুককিরাই।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ১-২ ফুট, শক্ত গাঁইটযুক্ত ও কণ্টকময়। কাণ্ডে অনেক ডাল হয়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে প্রশাখা বাহির হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, ফুল ফিকে সবুজবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ; স্ত্রী পুষ্প অপেক্ষা পুং পুষ্প অধিক হয়। পুংকেসর ৫টি বিস্ফারিত। গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত ও সরু। স্ত্রীকেসর ২টি, লম্বা বিস্তৃত ও লোমযুক্ত। ফুল ১/১২ ইঞ্চি লম্বা। বীজের ব্যাস ১/৩০ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। গাছ প্রথমে সবুজবর্ণ তৎপরে লাল ও বেগুনে রং বিশিষ্ট দেখায়। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর ও মূত্রবৃদ্ধিকর। ইহার শিকড় অতিরজঃ, প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। কাঁটানটে পেটবেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতার পুলটিস বেঙ্গল ফারমেকোপিয়ায় ব্যবহৃত হয়। Pharm. Ind. লেখক ইহাকে স্নিগ্ধকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাঁটানটে ফোড়া ও বাগীতে দিলে ফোড়া ও বাগী ফাটিয়া যায়। ইহার শিকড় গনোরিয়া ও কাউর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা গনোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং লিঙ্গের উত্তেজনা, জ্বালা ও টনটনানি কমাইয়া দেয় (Dymock, iii, 138)। সমগ্র গাছটী সর্পবিষ নাশক; কথিত আছে ইহা চাউলের খুদের সহিত বা চাউলের সহিত গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বাড়ে। কাঁটানটের ছাই পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহার মূলচূর্ণ নখকুনীতে দিলে নখকুনী আরাম হয়। (Fig. 490.)

491. A. tristis Linn. (চাঁপানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 512, 719.

Ref.—F. B. I., iv, 721; Roxb., F. I., iii, 602; B. P., ii, 870; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুত ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. তণ্ডুলীয়; বা. চাঁপানটে, লালনটে।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাক, মাটীতে গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। পত্র ছোট, লম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গুচ্ছবদ্ধ কয়েকটি ফুল হয়। ইহাতে অধিক সংখ্যক পুংপুষ্প আছে। শাখা ক্ষীণকায়, ইহাতে কাঁটা নাই। নটে দুই রকম আছে—একটীর ডাঁটা কাঁটানটের ন্যায়, অপরটীর ডাঁটা স্থানে স্থানে লালবর্ণ। আর একপ্রকার নটে জলের ধারে জন্মে, উহাকে জলতণ্ডুলীয় বা

কঞ্চট কহে, উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। উহার বাঙ্গালা নাম কাঁচড়াদাম বা কেশরদাম, লাটিন নাম Jussieua repens Linn. (২৬২ নং গাছ দেখ)। আরও কয়েক প্রকার নটে আছে, উহাদের বাঙ্গালা ও লাটিন নাম ভিন্ন ভিন্ন, তবে উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই, যেমন বাঁশপাতা নটে (A. lanceolatus); লাল বাঁশপাতা নটে (A. atropurpureus); গোবরা নটে (A. lividus); সাদা নটে (A. Blitum Linn. Var. oleracea); লাল শাক (A. gangeticus Linn.)। আবার কতকগুলি নটে আপনা আপনি জন্মে, উহাদের চাষ হয় না, যেমন টুনটুনি নটে (A. fasciatus Roxb.); চিক নটে (A. polygamous Linn); ঘেন্টি নটে (A. tenuifolus Willd); বন নটে (A. Viridis Linn); (*Vide* Prain, Hooghly, Howrah and 24-Pergannas, p. 265)। বর্ষার পরে নটে গাছের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ও কল্ক রক্তপিত্তে হিতকর এবং রসে বিষদোষ নাশ করে। চাঁপানটের মূল মধুর সহিত পিষিয়া চাউল ধোওয়া জলসহ সেবন করিলে প্রদর রোগ নষ্ট হয় (চরক)।

চাঁপানটের মূল মধুর সহিত খাইলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয় (সুশ্রুত)।

চাউল ধোয়া জলে পিষিয়া চাঁপানটের মূল চিনি ও মধুর সহিত খাইলে অতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

জম্বু, দাড়িম্ব, পানিফল, পাঠা (আকনাদি) ও কাচড়ার পাতা উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটী কাঁচা বেল রাখিয়া উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে, বাসী হইলে ঐ বেল সমভাগ পুরাতন গুড় ও অল্প শুঁঠচূর্ণ যোগে খাইয়া পরে বেল সিদ্ধ জল পান করিবে, ইহাতে গ্রহণী রোগ আরাম হয়।

জম্বুদাড়িম্বশৃঙ্গাট পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ।
পক্ব পর্য্যুষিতং বালবিল্বং সগুড়নাগরং।
হন্তিসর্ব্বানাতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাং। চক্রদত্তঃ

রক্তপিত্ত রোগে চাঁপানটের শাক খাইলে উহা কমিয়া যায়। চাঁপানটের মূল পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত খাইলে বমন হইয়া বিষদোষ কমিয়া যায়।

তণ্ডুলীয়ক মূলানি পিষ্টা চোষ্ণেণ বারিণা।
পীতং পীতবিষং হন্তি বমনে লাঘব ভবেৎ॥ ভাবপ্রকাশঃ

নখকুনীতে চাঁপানটের মূল পেষণ করিয়া লাগাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

তণ্ডুলীয়ক মূলস্য চূর্ণং পুতিনখাপহম্। (বঙ্গসেনঃ)

অপরাপর নটের গুণ প্রায় সমান। (Fig. 491.)

LXXXIII. CHENOPODIACEAE

Genus—CHENOPODIUM Linn.

492. C. album Linn. (বেতোশাক)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 793A ; Bull. Herb. Boiss. Ser., II, iv, t. 5 ; Fig 1 (1904).

Ref.—F. B. I., v, 6 ; Roxb., F. I., ii, 58 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশের ৪৫০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে এবং বাঙ্গালা দেশের হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বাস্তুক ; বা. বেতোশাক ; হি. বড় বথায়া ; সাম্‌তাল—চাকবৎ ; গুজরাট—টাঙ্কো।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা, ১ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র কর্ত্তিত, মূল শিরা হইতে দুইদিকে শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক গাঁইটে ফুল হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাগদুগ্ধের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তপড়া আরাম হয়। অতিসারে যখন বহু কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয় ও কুন্থন হয় তখন ইহার রস দধি ও দাড়িম্বের রসের সহিত তিল তৈল যোগে পাক করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (চরক)।

ইহার শাক তিল তৈলযোগে পাক করিয়া লবণযোগে খাইলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)।

বেতোশাক ধারক, ইহা প্লীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

C. purpurascens Ham., ইহাকে বাঙ্গালায় লাল বেতোশাক বলে। ইহার গুণ বেতোশাকের সমান (F. B. I., v, 3)। (Fig. 492.)

493. C. ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 796 ; Wight, Ic., t. 1786.

Ref.—F. B. I., v, 4 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র পতিত জমিতে পাওয়া যায়। আদিম বাসস্থান আমেরিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দন বেতো।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট সৌগন্ধযুক্ত ও কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র লম্বাকৃতি, মাথা সরু ও দাঁতযুক্ত, পাতার বোঁটা ছোট। গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। বীজ মসৃণ উজ্জ্বল। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার ক্রিমিনাশ করিবার শক্তি আছে। ইহা স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্ট রস খাইতে হয় (Watt, ii, 267)। (Fig. 493.)

Genus—SPINACIA Linn.

494. S. oleracea Linn. (পালং শাক)

Fig.—Wight, Ic., t. 818; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 798.

Ref.—F. B. I., v, 6; Roxb., F. I., iii, 77; B. P., ii, 879; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. পালং শাক; হি. পালক; তা. ভেজালি-কিরাই; তে. দামনা বাচ্চালি।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও বিস্তৃত, মস্তক মোটা, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। স্ত্রীপুষ্প লম্বা। পুংকেসর ৪।৫টী। বীজকোষ পাতলা, ভিতরে ধূসরবর্ণ বীজ থাকে; বীজের শাঁস শ্বেতবর্ণ। ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক ও স্নিগ্ধকর, ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কামলা রোগে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল অতিশয় ঘন। কাঁচা গাছ মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। (Fig. 494.)

Genus—BASELLA Linn.

495. B. rubra Linn. (পুঁই শাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 24; Wight, Ic., t. 876; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 802.

Ref.—F. B. I., v, 20; Roxb., F. I., ii, 104; B. P., ii, 882; Prain, H. H., 268.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলায় জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. উপোদকী; বা. পুঁই শাক; হি. পোদ্থকা শাক; তা. সিবাপ্পু-বাসলা-কিরি; তে. আল্লা-বৎসল্ল।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা এবং সমগ্র গাছ ও শিকড়।

বর্ণনা—বহু শাখাবিশিষ্ট চিক্কণ লোমযুক্ত শাঁসে পরিপূর্ণ লতা। পাতা বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, ২ হইতে ৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা, নত ও শাখাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেত ও লালবর্ণ, ফল মটরের ন্যায়, পাকিলে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে, কাহারও ডাঁটা লাল কাহারও বা শ্বেতবর্ণ, এই দুই জাতি পুঁইই জমিতে চাষ হয়। আর এক প্রকার পুঁই আছে উহা জঙ্গলের ধারে আপনা-আপনি জন্মে, ইহার নাম ঈরা, বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত পুঁই বলে। B. lucida Linn. এবং B. cordifolia Lamk. এই দুইটী পুঁইয়ের চাষ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (F. B. I. v, 20)। শীতের সময় পুঁইএর ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস বালকদিগের সর্দ্দিতে ব্যবহার হয় (Drury)। ইহা স্নিগ্ধকর, মূত্রকর এবং গনোরিয়া ও লিঙ্গপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt, i, 404)।

অর্শরোগীর অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পুঁই শাক ও কুল ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। পুঁই শাক দধি ও দাড়িম্বসহ সিদ্ধ করিয়া স্নেহদ্রব্যের সহিত ভোজন করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

কোন স্থানে পীড়কা কিম্বা (আব) হইলে উহাতে পুঁই শাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা বাঁধিয়া দিলে পীড়কা আরাম হয় (বঙ্গসেন), এমন কি শ্লীপদে (গোদে) উহা প্রদান করিলে গোদ আরাম হয় (সুশ্রুত)। সুশ্রুত পুঁইশাকের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুরামধুরাপাকে ভেদিনীশ্লেষ্মবর্দ্ধনী।
স্বাদুপাকরসা বৃষ্যা বাতপিত্তমদাপহা।
উপোদিকা সদা স্নিগ্ধা বল্যা শ্লেষ্মাকরী হিমা॥ (Fig. 495.)

LXXXIV. POLYGONACEAE

Genus—RHEUM Wall.

496. R. emodi Wall. (রেবাঋচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 813A ; Bot. Mag., t. 3508.

Ref.—F. B. I., v, 56 ; Nees & Eberm., Med. Pharm. Bot., i, 455.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও সিমলা।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. রেবান্দচিনি ; পারস্য—রেভান্দ-ভিন্দি ; তা. ভেরিয়াট্টু ; তে. নিট্টু রিবল-চিন্নি ; কঙ্কন—নাট-রেভা-চিনি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ওষধি তরু, কাণ্ড অতিশয় মোটা ও দৃঢ়, লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পত্রময় ; ৫-৬ ফুট উচ্চ, সবুজ এবং ধূসরবর্ণ। শিকড় অতিশয় দৃঢ় ও মোটা। পত্র দেখিতে অনেকটা অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কোমল, মাত্র চওড়ায় একটু কম ; পত্রবৃন্ত ১২-১৮ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত। পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টী শিরাবিশিষ্ট। ফুল দেখিতে অনেকটা আকন্দের কুঁড়ি অথবা বেঁটে লঙ্কার ন্যায়, কেবলমাত্র একটী শিরা আছে। ফুলের পাপড়ি ৫টী আছে। ফুলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে রংবিশিষ্ট। কয়েক জাতীয় Rheum হিমালয় প্রদেশে নেপাল সিকিম কমায়ুন প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, তন্মধ্যে R. spiciforme Royle (F. B. I., v, 55) ; R. Moorcroftianum Royle (F. B. I., v, 56) ; R. accuminatum Hook. f. & Thom. (F. B. I., v, 57) ; R. Webbianum Royle (F. B. I., v, 57) এইগুলি প্রধান ; ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভারতীয় রেবান্দচিনি বলা হয়। R. Webbianum Royle গাছ ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ডে বহু শাখাপ্রশাখা ও পত্র আছে। পত্র ৪ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ; পত্র লম্বা ও বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টী শিরা আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহার চারিদিকে ফুল হয়, ফুলের রং ফিকে পীতবর্ণ, R. Emodi গাছের ফুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, দেখিতে উভয় দিকে Vএর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। জুলাই-আগষ্ট মাসে রেবান্দের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উপরোক্ত জাতীয় রেবান্দচিনির শিকড়কে হিমালয় প্রদেশীয় Rhubarb বলে। R. emodiর শিকড় মোচড়ান বা পাকান, খাঁজকাটা ও লম্বাকৃতি, উভয় দিক বক্রভাবে কর্ত্তিত, প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি গোলাকার, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিক্ত এবং কিরকিরে, স্পঞ্জের মত, সহজে গুঁড়া করা যায় না, গুঁড়ার রং ফিকে ধূসর ও পীতাভ। R. Webbianum হইতে যে Rhubarb পাওয়া যায় উহা গাঢ় ধূসরবর্ণ, অতিশয় তিক্ত ও উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। Prof. Royle এবং Twining সাহেব Diseases of Bengal, vol. i, 220 নামক পুস্তকে ইহার অতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Twining সাহেব বলেন যে ইহা বিদেশীয় রেবান্দচিনি অপেক্ষা পাকাশয়িক পীড়ায় অধিক ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক বলেন যে বাজারের দেশীয় রেবান্দচিনি বিদেশীয় Rhubarb অপেক্ষা হীনবীর্য্য। কারণ খারাপগুলিই বাজারে চালান আসে। Dr. Hugh Cleghorn (Madras Quart. Med. Journ. 1862, vol. v, 464) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে দেশীয় রেবান্দচিনির টাট্‌কা শিকড় রুশিয়া দেশীয় Rhubarbএর সমান। যদি বেশ

যত্নের সহিত চাষ করা যায় তাহা হইলে তুরস্ক ও চীন দেশীয় রেবান্দচিনির ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ হিমালয় প্রদেশীয় গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা পেটের দোষ নিবারক এবং শ্লেষ্মা নিবারক ; ইহার ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার শক্তি আছে। সামান্য উদরাময়ে ইহা ব্যবহার্য্য। ইহা জ্বর ও প্রদাহিত জ্বরে ব্যবহার্য্য নহে। অপরাপর শান্তিকর ঔষধের সহিত দিলে ইহা অজীর্ণ আরাম করে। সাধারণতঃ ইহা বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আদার সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। রেবান্দ যোগে অনেক মিশ্রিত ঔষধ প্রস্তুত হয়। Grey Powderএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বালকদের দাঁত উঠিবার কালীন উদরাময় এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়, কামলারোগ, সর্দ্দি প্রভৃতি আরাম হয়। ইহা Sodium bicarbonate অথবা Magnesia যোগে ব্যবহার করিলে বালকদের বদহজমজনিত উদরাময় আরাম হয়। টমাটোর মত রেবান্দ, বাতরোগী অথবা সন্ন্যাস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে।

চীনদেশ হইতে যে রেবান্দচিনি আমদানী হয় উহার নাম Rheum officinale Baillon। এই গাছ চীনদেশে জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। Rheum palmatum Linn. গাছও এই গাছের সমগুণবিশিষ্ট ; ইহাকে রুশিয়াদেশীয় রেবান্দচিনি বলে। Col. Prejevalsky ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গাছ চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে Kansu জেলায় দেখিতে পান। এই গাছ তথায় ১০,০০০ ফুট উচ্চ বনভূমিতে জন্মে, সচরাচর ইহা পীতনদীর উৎপত্তি স্থানে জন্মে। ইহার জুন মাসে ফুল হয় এবং আগষ্টের শেষ ভাগে ফল পাকিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মাটী হইতে ইহার মূল তুলিয়া থাকে ; মূলের উপরিভাগের ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ও ছায়ায় শুষ্ক করে। শিকড় ৮-১০ বৎসরের হইলে তবে পরিপক্ক ও ব্যবহারোপযোগী হয়। (Fig. 496.)

Genus—RUMEX Linn.

497. R. maritimus Linn. (বনপালং)

Fig.—Fl. Don., 1208 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 815B.

Ref.—F. B. I., v, 59 ; F. I., ii, 208 ; B. P., ii, 888 ; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় জলাভূমিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আসাম, কাছাড় ও সিলেটে এই গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনপালং ; Eng. Indian Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১-৪ ফুট উচ্চ হয়; কাণ্ড শিরাবিশিষ্ট। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ও অগ্রভাগ সরু। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফুল উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর ৬টি। ফলের আবরণী খোলা, কতকগুলি আবার আবদ্ধ থাকে, পাকিবার সময়ে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কিনারা সরু। অগ্রভাগ বড়সীর ন্যায় অল্প বক্র। বীজ অভ্যন্তরের পাপড়ির ভিতরে থাকে, আকারে সূক্ষ্মকোণী। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা স্নিগ্ধকর, পত্র দগ্ধস্থানে দিলে পোড়া ঘা আরাম হয়। বীজকে বাজারে "Big Bond" বলে। ইহা রসায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। (Fig. 497.)

498. R. vesicarius Linn. (চুকপালং)

Fig.—Campd. Rum, 129, t. 3; Fig. 1-8; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 815A.

Ref.—F. B. I., v. 61; Roxb., F. I., ii. 209; B. P., ii. 889; Dymock iii, 157; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুৎ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় আলু-ক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চুক্র, যাতবেদ্ধি, অম্লবেতস; বা. হি. চুকপালং; তে. সুকক-কুরাকু; তা. সুকান-কিরাই। Eng. Country Sorrel.

ব্যবহার্য্য অংশ—রস ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৫-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, ৩-৫টি শিরাবিশিষ্ট, বক্রাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোঁটা লম্বা। পুষ্পদণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, শ্বেত কিংবা লালবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। বনৌষধি দর্পণে অম্লবেতসের বর্ণনা যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চুকপালং অতিশয় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর (Ainslie)। ইহার রস দাঁতের বেদনা-নিবারক, বমন-নিবারক ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকর। পেট গরম হইলে ইহার রস বাহ্যিক মাখাইলে উহা কমিয়া যায় ও বীজ ভাজিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়। ইহা বিছা, মৌমাছি ও সর্পবিষের যন্ত্রণা-নিবারক এবং ইহা বিছার বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 498.)

LXXXV. ARISTOLOCHIACEAE

Genus—ARISTOLOCHIA Linn.

499. A. indica Linn. (ইশের মূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 25 ; Wight, Ic., t. 1858 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 820B.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 489 ; B. P., ii, 891 ; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—নেপাল, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কণ, চট্টগ্রাম, নিম্নবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে, জঙ্গলে ও পতিত জমিতে সাধারণতঃ প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. রুদ্রজটা, অর্কমূলা, সুনন্দা ; বা. হি. ইশের মূল ; সাঁওতাল—ভেদী-জানেটেট ; তে. তুলাগবেলা ; তা. পেরু-মারিন্দু ; বম্বে—সাপাসন ; Eng. Indian Birthwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র। মাত্রা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা, মূলচূর্ণ ½-১ আনা, পত্ররস ½-২ ড্রাম।

বর্ণনা—সূক্ষ্ম লোমযুক্ত লতানে গুল্ম, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে। কাণ্ডের গোড়া কাষ্ঠের মত শক্ত, শাখা নরম, পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ মিলিত বা গোলাকার, গোড়ার শিরা ছোট ও সরু। বোঁটা ¼-⅓ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। বহির্ব্বাস সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল সিঁদেলাকৃতি, অগ্রভাগ বক্র ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। ফুল ১-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, খাঁজকাটা। বীজ চেপ্টা ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে উত্তেজক, জ্বর-নাশক, বলকারক ও ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা সবিরাম জ্বর ও অপরাপর রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অজীর্ণ ও অম্লরোগে বিশেষ মূল্যবান (Asiat. Researches, vol. xi)। ইশের মূল পেটবেদনায় অতিশয় হিতকর (Dr. Gibson)। সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া প্রাচীন পোর্টুগীজেরা ইহাকে Raiyde Cobra নাম দিয়াছেন। ইহার পত্র ও পত্ররস মান্দ্রাজ-দেশীয় কবিরাজেরা সর্পবিষে ব্যবহার করেন। কোন ইউরোপীয় ডাক্তার এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করেন নাই, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে ইহা সচরাচর বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়! কলেরা রোগে ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ, পেটের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ আবশ্যক।

ইশের মূলের পাতার রস বালকদের সর্দ্দিতে হিতকর, ইহা বমন করাইয়া সর্দ্দি তুলিয়া দেয়, কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ আনয়ন করে না (T. N. Mukherjee)।

ইশের মূল গর্ভস্রাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময়, পুরাতন জ্বর ও ওলাউঠায় হিতকর। শিশুর বুকে সর্দ্দি বসিলে শূলবেদনায় ইহা অগুরুর সহিত প্রযুক্ত হয়।

ইশের মূলের ক্বাথ কম্পজ্বর, মাথাধরা, পেটফাঁপা এবং মূত্রনাশে হিতকর (R. N. Khory, iii, 159)। (Fig. 499.)

500. A. bracteata Retz. (কিরামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 820.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 490 ; B. P., ii, 890.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বুন্দেলখণ্ড, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম বেহার ; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং পশ্চিমভারতে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. ধূম্রপত্র, পাট্রবঙ্গ ; হি. কিরামার ; তা. আড্রু-তিন-পাল্ল্য ; তে. কাদামারা ; উড়িয়া—পানিরি ; Eng. Birthwort.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। রস ½-১ আউন্স, বীজের গুঁড়া ৩০-৯০ গ্রেণ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী নরম লতানে উদ্ভিদ। শিকড় নরম ; ডাঁটা ও শাখাগুলি নরম, ১২-১৮ ইঞ্চি, সরল। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, বৃন্তদেশে ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, পত্রের কিনারাগুলি চেপ্টা ও ঢেউখেলান। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, ইহার পত্র গোলাকার। ফুল একত্রে অনেক জন্মে। বহির্ব্বাস ১-১¾ ইঞ্চি, ফুলের গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল গোলাকার, লম্বা, কিনারা গাঢ় বেগুণে ও লোমযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা খাঁজযুক্ত। বীজ ত্রিকোণাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত ও বমনকারক। পেট কামড়ানির সহিত দাস্ত হইলে দুইটী টাটকা পাতা জলের সহিত পেষণ করিয়া একবার সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায় (Roxb.)।

ইহার হিন্দুস্থানী নাম "কিরামার" অর্থাৎ কৃমিনাশক। পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা সবিরাম জ্বর নাশক (Dr. Gibson)।

ইহার প্রথম ঋতুকারকগুণ বিদ্যমান আছে। Dr. Newton বলেন, ইহার শুষ্ক শিকড় ১½ ড্রাম পরিমাণ গুঁড়া করিয়া অথবা ছেঁচিয়া খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদের প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind., iii, 164)।

এই গাছ গুজরাটে প্রচুর জন্মে। ইহার মূল এবং পত্র অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ ও ঘন রস বাহির হয়, উহা জাল দেওয়া দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া উপদংশ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার সহিত অহিফেন দিলে গনোরিয়া আরাম হয়।

বম্বে দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার সহিত, হিজল (Barringtonia acutargula) ও মালকাকনীর (Celastrus paniculata) বীজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মণ্ড বা বটিকা প্রস্তুত করে, উহা ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর (Dymock)।

ইহার পাতা বালকদের নাভিতে প্রদান করিলে ও রস রেড়ির তৈলের সহিত সেবন করাইলে পেট বেদনা আরাম হয় (Dymock)।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা বলেন যে ইহার কৃমিনাশক শক্তি আছে এবং গর্ভাশয়ের উপর ইহার ক্রিয়া থাকায় গর্ভ সঙ্কুচিত করিয়া প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Watt, i, 314)। (Fig. 500.)

LXXXVI. PIPERACEAE

Genus—PIPER Linn.

501. P. longum Linn. (পিপুল)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 244 ; Wight, Ic., t. 1928 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14.

Ref.—F. B. I., v, 83 ; Roxb., F. I., i, 156 ; B. P., ii, 893 ; Watt, vi, Pt. 1, 258 ; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গ, বেহার, আসাম, খাসিয়া পাহাড় ; নেপাল, যাবা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ ; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পিপ্পলী, কণামূল ; বা. তে. পিপুল ; হি. পিপুলমূল ; তা. টিপিলি। Eng. Long pepper.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ফল, রস।

বর্ণনা—লতানে গাছ ; অগ্রভাগ অতিশয় নরম, ইহার প্রশাখাগুলি অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। নীচের পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্র দেখিতে অনেকটা পান পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সোজা ও উন্নত। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুংপুষ্পদণ্ড, ১-৩ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্প ½ ⅓ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১/১০ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। পত্রের ৫টী শিরা

আছে বলিয়া গোলমরিচ গাছ হইতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলমরিচের ন্যায় ইহা উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। পিপুলচূর্ণ ৪ আনা, মরিচ ও আদা প্রত্যেক ½ আনা, Arok (Salvadora persica Garcin.) ২০ আউন্স ৭ দিন ভিজাইবার পর উহার জল ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে বেরীবেরী আরাম হয়। ইহা বেরীবেরীর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুলের মূল তিক্ত, উষ্ণ পেটের দোষ নিবারক ও হজমকারক। শিকড়ের পিষ্টরস ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রসবের পর ফুল পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Indica)।

তিনটী পিপুলের পিষ্টরস প্রথম দিন, তৎপরে প্রত্যেক দিন ৩টী করিয়া বাড়াইয়া ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিবার পর ঔষধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার ২০ দিন সেবন করিলে একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ সেবন করা হয়। ইহাতে পুরাতন কাশি, প্লীহাবৃদ্ধি ও অপরাপর পেটের দোষ আরোগ্য হয়।

পিপুল, আদা, সরিষার তৈল, ছানার জল এবং ছানা একত্রে মিশাইয়া একটী মলম প্রস্তুত হয়, ইহাতে পক্ষাঘাত ও কটিশূল আরাম হয়।

পিপুল ভাজিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাত আরাম হয়। সৈন্ধব লবণ ½ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও গোলমরিচ ১½ তোলা একত্রে গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন ইহা যকৃৎ ও প্লীহা দোষ দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা রসায়ন, মূত্রকর ও ধাতুকর।

পিপুলের মূল ও পিপুল বাত, কটিবেদনা ও অপরাপর এইরূপ রোগে প্রদত্ত হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ইহার মলম দিলে বিষ নষ্ট হয় (Dymock, iii, 176)। বঙ্গদেশে পিপুলের চাষ হয়, পিপুল পাকিলে প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পিপুল রাতকানা রোগে হিতকর। পিপুলের মূল কাটিয়া বেশ শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়, ইহার মূল্য অধিক। বম্বে এবং দক্ষিণ ভারতে জাত পিপুল বঙ্গদেশীয় পিপুল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। 1 2 3

পিপুল কুষ্ঠ, গনোরিয়া, অর্শ ও প্লীহা রোগে হিতকর। পিপুল, পিপুল মূল, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সর্দ্দি কফ ও জ্বর রোগ আরাম হয়।

পিপুলের মূল ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে কৃমি আরাম হয়। পিপুলের কল্ক তিল তৈলে ভাজিয়া মিছরীর সহিত কুলথ কলাইয়ের কাথে ভিজাইয়া পান করিলে কফজনিত কাশ আরাম হয় (বাগ্‌ভট)।

মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে শ্লেষ্মাজনিত জ্বর আরাম হয়। মরিচ ও পিপুলমূল দুগ্ধ সহ সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (হারীত)।

বাসক পাতায় পিপুল চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

গোমূত্রের সহিত পিপুলের কল্ক পান করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয়; মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে অম্লপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। দুগ্ধের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে প্লীহা অল্পে অল্পে কমিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

গুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির গাঢ় নিদ্রা হয় (বঙ্গসেন)। পাষানভেদীর (Coleus aromaticus Bth.) সহিত পিপুলের প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক দুগ্ধ হয় (R. N. Khori, iii, 519)।

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং লিহেৎ কাশজ্বরাপহম্।
হিক্কাশ্বাসঃ হরং কণ্ঠ্যং প্লীহঘ্নং বালকোচিতাং। (ভাবপ্রকাশ)
পিপ্পলী পিপ্পলিমূলং মরীচং বিশ্বভেষজং
পিবেৎ মূত্রেন মতিমান্ কফজে স্বরসক্ষয়ে। (ভাবপ্রকাশ) (Fig. 501.)

502. Piper Betle Linn. (পান)

Fig.—Wight, Ic., t. 2926; Bot. Mag., t. 3132; Rheede, Hort. Mal., t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 85; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 287.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় প্রচুর চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পান; সং. তাম্বূল; তা. বেত্তিল্লী; তে. তামাল-পাকু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র। মাত্রা ½ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোঁটা ½ হইতে ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ⅙-¼ ইঞ্চি, শাঁসযুক্ত। ইহার অনেক গাছ স্ত্রীজাতীয় আছে (Brandis)। মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে। অনেক রকমের পান আছে, যথা—বাঙ্গালা পান, ছাঁচি পান, মিঠে পান, কর্পূরগন্ধযুক্ত মিঠে পান, ইত্যাদি। এই সব পানের আস্বাদও বিভিন্ন প্রকার, এবং গুণেরও একটু পার্থক্য আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈদ্য মতে ইহার দশটী গুণ আছে। ইহা অম্ল, তিক্ত, উত্তেজক, মিষ্ট, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মা, কৃমি ও দুর্গন্ধনাশক। পান খাইলে মুখ পরিষ্কার হয়। ইহা কামোদ্দীপক এবং উত্তেজক। কথিত আছে, পান স্বর্গ হইতে অর্জ্জুন চুরি করিয়া আনেন

এবং নিজের বাগানে রোপণ করেন। প্রাচীন বৈদ্যদিগের মতে প্রাতঃকালে আহারের পর এবং রাত্রিতে শুইবার সময় পান খাইতে হয়। সুশ্রুত বলেন, ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহার রস অপরাপর ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহার হয়। পানের বোঁটায় রেড়ীর তৈল মাখাইয়া বালকদের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়, ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায় এবং স্তনে দিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। পান হইতে নিষ্কাশিত তৈল গলাফুলা এবং সর্দ্দিতে হিতকর, ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খাইলে স্ত্রীলোকদিগের আর সন্তান হয় না। চক্ষে কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে পানের রস দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পানের রস চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় (B. D. Basu)।

সাতটী পান পেষণ করিয়া কিছু সৈন্ধব লবণ যোগে গরম জলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয়। পানের তৈল কফজ পীড়া, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। একবিন্দু পানের তৈলের অভাবে চারিটী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে (Dymock, iii, 186)। পানের ভিতর একটু জল লইয়া অল্প আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিয়া তিনবার খাইলে গলার বেদনা কমিয়া যায়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করিলে ফুলা নষ্ট হইয়া দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়। পানের পাতা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত শুখাইয়া যায়। (Fig. 502.)

503. Piper nigrum Linn. (গোলমরিচ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3139; Bentl. and Trim., t. 245.

Ref.—F. B. I., v, 90; Roxb. F. I., i, 150; B. P., ii, 893; Watt, VI, Part I, 260.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গোলমরিচ; হি. কালমরিচ; সং. মরিচ; তা. মিলাগু; তে. মিরিয়ালু; Eng. Black-pepper।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও ফল। মাত্রা ½-২ আনা।

বর্ণনা—মোটা লতানে গাছ, শাখার গাঁইটে শিকড় হয়। পত্রের শিরা ৫টী; ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ সরু ও গোলাকার; বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি মোটা। পটল গাছের ন্যায় মরিচের লতার কোনটীতে পুংপুষ্প কোনটীতে স্ত্রীপুষ্প থাকে, একটী লতায় কদাচ ২ প্রকার ফুল থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ডের পত্র ছোট। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পুংপুষ্পে দুইটী পুষ্পরেণু বহন করে। ইহার ফুল দেখিতে সুন্দর নহে, বায়ুর দ্বারা ইহাদের মিলন-কার্য্য হয়, এইজন্য যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পুংলতা এবং তাহার পর স্ত্রীলতা রোপণ করিলে গর্ভাধান-কার্য্য বেশ ভাল হয়। ফল গোলাকার,

বোঁটা ছোট, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়, শাঁস অতিশয় পাতলা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মরিচ মালাবার দেশে বহুকাল হইতে চাষ হয়। ইহা অবিরাম জ্বর, রক্ত অর্শ, অম্ল, সর্দ্দি, গনোরিয়া ও পেটফাঁপায় ব্যবহার হয়। মরিচ চূর্ণের সহিত পিপুল ও আদা খাইলে অম্লরোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়। কঠিন সবিরাম জ্বরে ও পেট ফাঁপার সহিত অম্লরোগে হিন্দুরা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মরিচ ব্যবহার করে। একসের জলে এক চামচে মরিচ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে যে ক্বাথ হয় সেই ক্বাথ সমস্ত রাত্রি শীতল জলে রাখিয়া প্রাতে ৭ দিন খাইলে অম্লরোগ নিবারণ হয়।

গোলমরিচ মূত্রকর, ঋতু উৎপাদক। বোল্‌তা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোলমরিচ উত্তেজক রূপে ব্যবহার করিলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়। গোলমরিচ ও পেঁয়াজ বাটিয়া কেশে লাগাইলে কেশ বর্দ্ধিত হয়। দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন লইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত গোলমরিচ লেহন করিলে কাশ আরাম হয় (চরক)। মরিচ চূর্ণের সহিত ঘৃত ভক্ষণ করিলে ঘৃত বেশ পরিপাক হয় (ভাবপ্রকাশ)। মধু ও অশ্বের লালার সহিত মরিচ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা দূর হয়। পীনস রোগে পুরাতন গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ পান করিবে (ভাবপ্রকাশ)। মানুষের লালার সহিত মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নষ্টনিদ্র ব্যক্তির নিদ্রা আসিয়া থাকে (বঙ্গসেন)। বিষাক্ত কীটে দংশন করিলে ভিনিগারের সহিত মরিচ চূর্ণ দিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়াইলে শোথ আরাম হয়।

গোলমরিচ বিষদোষ নাশক, দীপনীয় এবং কৃমিনাশক। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীলোককে ঘৃতের সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করাইলে গায়ের বেদনা ও সূতিকা দোষ নষ্ট হইয়া প্রসূতি শীঘ্র সবল হয়।

ইহার ফুলের রস চিনির সহিত খাইলে পিপাসা, শারীরিক বেদনা ও অলসতা দুর হয়। মরিচ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি, মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা, বমন ও পেট বেদনা আরাম হয়। ইহা গনোরিয়া, অর্শ ও শুক্রমেহ রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 503).

504. Piper Cubebe Linn. (কাবাবচিনি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 243.

Ref.—Dymock, iii, 180.

জন্মস্থান—যাবা ও মলক্কস দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—সং. কঙ্কোলক; হি. শীতলচিনি; পারস্য, বা. কাবাবচিনি; তা. বিলমি-লাকু; তে. টোকা-মিরিয়ালু; Eng. Cubebs.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল; মাত্রা ২-৮ খানা; তৈল, ৫-২০ ফোঁটা।

বর্ণনা—যাবা দেশীয় বৃক্ষারোহী গুল্ম, কাণ্ড বক্র। পত্র শাখার বিপরীত দিকে অযুগ্ম ভাবে জন্মে। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু ও বৃন্তদেশ ক্রমশ সরু; বৃন্ত মোটা, পাতায় বহু শিরা আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট ছোট, ফুলের বোঁটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। পুংপুষ্পদণ্ড নরম ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও ক্ষুদ্র, পুরু মাংসল। পুংপুষ্পের বহির্ব্বাস নাই, পুংকেসর ২।৩টী। স্ত্রীপুষ্পেরও বহির্ব্বাস নাই, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল গোলাকার মসৃণ ¼ ইঞ্চি লম্বা। কাবাব চিনি দেখিতে গোলমরিচের ন্যায়, তবে কাবাবচিনির বোঁটা লম্বা, বোঁটা ফলে লাগিয়া থাকে, গোলমরিচের তাহা থাকে না; ইহার উপরের আচ্ছাদন (খোসা) অতিশয় কোঁকড়ান। অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাবাবচিনি উগ্র, জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহা প্রধানতঃ মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয়। স্বরভঙ্গ রোগ ও যকৃতের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে কাবাবচিনি ব্যবহৃত হয়। ইহা একটী মূত্রকর ঔষধ। পাথরী রোগে কাবাবচিনি ব্যবহার করিলে উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। Ibn Sina বলেন যে কাবাবচিনি সম্ভোগ-ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়।

মদন পাল ইহাকে Katuka-kola অর্থাৎ ঝাল মরিচ বলেন। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক গুণের জন্য Hab-el-arus (হ্যাবেল আরাস) অর্থাৎ Bridegroom's berry বলেন।

ইহার মূত্র ও জনন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে (Pharm. Ind.).

ইহা তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, রুচিকর, হৃদ্‌রোগনাশক, কফ, পিত্ত ও বাতনাশক, মুখের দুর্গন্ধি নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক (ভাবপ্রকাশ)। কাবাবচিনি শ্বেতপ্রদর, মূত্রনাশ ও অর্শরোগে হিতকর। ইহা উত্তেজক বলিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও কফ রোগে ব্যবহার হয়। কাবাবচিনির তৈল গোলাপ জলের সহিত মাথায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহা উপদংশ জনিত ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয় (R. M. Khory, 517)।

গনোরিয়া, প্রদর, মেহ, শ্বেতপ্রদর ও বক্ষপ্রদাহ রোগে ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রক্তঅর্শ ও স্নায়বীয় রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার তৈল উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। (Fig. 504.)

505. Piper chaba Hunter (চৈ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1927; Miq. Ill. Pip., t. 34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 822.

Ref.—F. B. I., V, 83; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 93; Prain., H. H., 270.

59—1034B

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চৈ ; হি. চব ; সং. চবিকা ; গুজ. চবক ; তে. সেবামু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, মূল ও ফল।

বর্ণনা—লতানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ ; মূল হইতে গাছ বাহির হয়। শাখা শক্ত, শুকাইলে ফিকে রংবিশিষ্ট হয়। শাখার গাঁটগুলি স্ফীত। ইহার পাতা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে পান পাতার ন্যায়। বোঁটা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩½ ইঞ্চি চওড়া, উপর দিক উজ্জ্বল, তিন হইতে পাঁচটী শিরা আছে, বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহাতে অনেক ফল হয়, ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, ফল পিপুল অপেক্ষা লম্বা ও মোটা। সমগ্র গাছটী ঝাল। ইহার ফলকে কেহ কেহ গজপিপ্পলী বলে। বর্ষার শেষে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা মরিচ ও পিপুলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, উত্তেজক ও পেটফাঁপা নিবারক। ইহার অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার শক্তি আছে। সর্দ্দি, কাশি, স্বরভঙ্গে অপরাপর ঔষধের সহিত চৈ ব্যবহৃত হয় (Dutta, Hindu Met. Med., 245)। ইহার মূল সিদ্ধ করিয়া খায়। ফল উত্তেজক, সর্দ্দি-নিবারক, পেটফাঁপা-নিবারক এবং সর্দ্দি-নিঃসারক। (Fig. 505.)

LXXXVII. MYRISTICEAE

Genus—MYRISTICA Linn.

506. M. fragrans Houtt. (জৈত্রী)

Fig.—Bentl. & Trim., iii, t. 218 ; Bot. Mag., t. 2756 and 2757.

Ref.—F. B. I., v, 102 ; Roxb., F. I., iii, 843 ; Roxb., Cor., Pl., iii, 267 ; Dymock, iii, 192.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ, পিনাং, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ভারত।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. জায়ফল, জৈত্রী ; সং. জাতিফল, জাতীপত্রী, জয়ত্রী ; তে. জাইকেয় ; তা. জাদীপত্রী ; Eng. Nutmeg।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, সরলভাবে উঠে, শাখাগুলি অবনত। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে পীত ধূসরবর্ণ, পাকা পাতা লাল ধূসরবর্ণ, শিরা নীচে থাকে ; বোঁটা ⅛-½ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, ফুল ⅛ ইঞ্চি লম্বা, ছোট গন্ধপূর্ণ ও পীতবর্ণ। পুংকেশর লম্বা ৬-১০ ইঞ্চি। ফল গোলাকার একটু লম্বা, ১½ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ছোট ন্যাসপাতির ন্যায়। গায়ে লম্বা লম্বা দাগ আছে। খোসা ½ ইঞ্চি পুরু, দেখিতে পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। উপরের আভরণ অতিশয় শক্ত। ফলে শাঁস আছে। বীজ ১⅛ ইঞ্চি লম্বা ডিম্বাকৃতি। ফল পাকিলে আপনাআপনি ফাটিয়া যায় এবং জৈত্রী বাহির হয়। লোকে জৈত্রী অংশ বাহির করিয়া ফলের বীজ বাজারে বিক্রয় করে, ইহাকে জায়ফল বলে। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যদিগের মতে ইহা উষ্ণ, পরিপাককারক, কৃমি, সর্দ্দি ও পেটফাঁপা নিবারক (সুশ্রুত)।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন, ইহা উত্তেজক, হজমকারক, বলকারক ও রসায়ন। ইহা কলেরার ন্যায় উদরাময়, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মণ্ড মাথায় দিলে মাথাধরা ও অপরাপর স্নায়বিক রোগ নাশ করে, চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয়। ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে জৈত্রী তৈল বলে। গাছের ছাল ধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর।

জাতিফলের তিনটী ভাগ আছে, প্রথমতঃ ফলের খোলা, দ্বিতীয়তঃ ফল ফাটিয়া যাইলে বীজের গাত্রে নানা ভাগে বিভক্ত একপ্রকার নরম দ্রব্য (fleshy Aril) দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জৈত্রী বলে। জৈত্রী পীতবর্ণ, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রং করে। ইহার তৃতীয় অংশটী ফলের বীজ, দেখিতে মুরগীর ডিমের মত। আমবোয়ানা ও নিউগিনি দেশে ইহার চাষ হয়। পুংগাছ অপেক্ষা স্ত্রীগাছ সচরাচর অধিক দেখা যায়।

জায়ফলের তৈল অপর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতে মালিস করিলে বাত আরাম হয় (R. N. Khori, iii, 524)। ইহা পেটফাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রা সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে ও কর্পূরের ন্যায় ক্ষতিকারক। জায়ফল মৃদু উদরাময়, পেটফাঁপা, পেটবেদনা এবং অম্লরোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 506.)

LXXXVIII. LAURINEAE

Genus—CINNAMOMUM Bl.

507. C. tamala Fr. Nees (তেজপাত)

Fig.—Wight, Ic., t. 140 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 826.

Ref.—F. B. I., v, 128 ; Roxb., ii, 297 ; B. P., ii, 899 ; Prain., H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ। ত্রিপুরা, উত্তরপূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে বাগানে রোপণ করে; হুগলী হাওড়া প্রভৃতি জেলার অনেক বাগানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ; খাসিয়া পাহাড়; ইন্দোচীন।

বিভিন্ন নাম—বা. তেজপাতা; হি. তালিশপাতর, শিলকাস্তি; তা. তে. তালিশপত্রী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি, উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট গাছ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধুসরবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। পত্র ডালের দুইদিকে একটির পর আর একটি হয়, বোঁটা ½ ইঞ্চি লম্বা, কচি পাতা লালবর্ণ। ফুলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি। পুংকেসর নয়টী, ছয়টী বাহিরে থাকে, তিনটী ভিতরে থাকে। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা ½ ইঞ্চি লম্বা। Cassia Cinnamon or C. Lignea এই গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলকে Cassia Buds বলে। ডাক্তার Kurz বলেন, ইহার শিকড়ের ছাল প্রকৃত দারুচিনির তুল্য। ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। ডাক্তার Gamble বলেন, এই গাছের ছাল বাজারে (Taj) তাজ বলিয়া বিক্রয় হয়। মার্চ্চ এপ্রেল মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পঞ্জাবদেশে ইহার পাতা উত্তেজক বলিয়া বাতে ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল গনোরিয়া নাশক। প্রসবের পর স্রাব বন্ধ হইলে ইহার ক্বাথ কিম্বা গুঁড়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে স্রাব নির্গত হইয়া শরীরের গ্লানি কাটিয়া যায় (Watt)। তেজপাত, দারুচিনি এবং এলাচ এই তিনটীকে ত্রিজাত বলে। ইহাদের যোগে অনেক সুগন্ধি ঔষধ প্রস্তুত হয়। (Fig. 507.)

508. C. Zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

Fig.—Wight, Ic., t. 123, 129, 134; Bot. Mag., t. 1636; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl. t. 830A.

Ref.—F. B. I., v, 131; Roxb., F. I., ii, 295; B. P., ii, 899.; Kurz, For. Fl. ii, 287.

জন্মস্থান—লঙ্কাদ্বীপের বনে বহু পরিমাণে জন্মে, ব্রহ্মদেশের টেনাসিরিমের জঙ্গলে দেখা যায়; বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে রোপণ করে, শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দারুচিনির গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. দারুচিনি; তা. কারুয়া; তে. সানলিফু; বর্ম্মা—লুলেঙ্গ কাইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল। মাত্রা—চূর্ণ, ১-৪ খানা; ক্বাথ, ১-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ইহার আদিম জন্মস্থান সিংহল দ্বীপ। ছাল ধুসরবর্ণ, খসখসে, ½-¾ ইঞ্চি পুরু

কাষ্ঠ ফিকে লালবর্ণ, অতিশয় শক্ত নহে। পত্র শাখার বিপরীত দিকে হয়, চর্ম্মবৎ, সূক্ষ্মলোম-যুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, শিরা ৩-৫টী আছে। কচি পাতা গোলাপী রংবিশিষ্ট। ফুল ধূসরবর্ণ, পশমের মত, ইহার ব্যাস ⅙-⅛ ইঞ্চি। ফল গাঢ় বেগুণে রং বিশিষ্ট, ⅔-১ ইঞ্চি লম্বা। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

দারুচিনির গার্হস্থ্য ঔষধ—দারুচিনির গুঁড়া ১ ড্রাম, হরিতকী ৪ ড্রাম, জল ৪ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট সিদ্ধ করিলে একটী উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গুঁড়া দারুচিনি ১ ড্রাম, খদির ৩ ড্রাম, গরম জল ১০ আউন্স লইয়া, খদির ও দারুচিনি ২ ঘণ্টা ভিজাইবার পর ছাঁকিয়া ২ চামচ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

শুঁঠ ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, বড় এলাচ ১০ গ্রেণ একত্রে গুঁড়া করিয়া আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে অজীর্ণ ও পেটফাঁপা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, লবঙ্গ ১০ গ্রেণ, আদা ৩০ গ্রেণ এইগুলি একত্রে জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, ২ আউন্স মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, মৌরী ½ ড্রাম, যষ্টিমধু কিসমিস প্রত্যেক ১ ড্রাম, মিষ্ট বাদাম (Prunus amygdalus var amara) ৩ ড্রাম, তিক্ত বাদাম (P. amygdalus var dulcis) ১ ড্রাম, চিনি ১ ড্রাম; এইগুলি গুঁড়াইয়া এক একটী ৫ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা দিবসে কয়েকবার সেবন করিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

ইহার ছাল British Pharmacopoeiaতে ব্যবহৃত হয়। Taj কিংবা Kalfah কিংবা ভারতীয় দারুচিনি প্রধানতঃ C. Tamala, C. iners এবং C. nitidum গাছের ছাল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা C. Zeylanica অপেক্ষা নিকৃষ্ট। C. Tamala হিমালয় প্রদেশে এবং শেষোক্ত দুইটী দাক্ষিণাত্যে জন্মে। সিংহলের দারুচিনি চীন দেশীয় দারুচিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সিংহলের দারুচিনি দেখিতে পীতাভ, তাম্রবর্ণ ও পাতলা। চীন দেশীয় দারুচিনি ভাঙ্গিলে মড় মড় শব্দ হয়, ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কৃষ্ণবর্ণ ও মোটা, ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় দারুচিনি কটু, তিক্ত ও স্বাদু, কফ ও কণ্ডুনাশক। ইহা আমাশয় রোগে প্রযোজ্য এবং কৃমিনাশক, কফ ও শুক্র বৃদ্ধিকর। দারুচিনির তৈল আক্ষেপ, বমন, দন্তরোগ ও দন্তশূল নিবারণ করে। ইহা ধারক ও রজঃস্রাবকারী।

দারুচিনি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার ছাল ও পত্র সৌগন্ধযুক্ত, ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ছাল তুলিয়া রৌদ্রে দিলে কোঁকড়াইয়া যায় ও দারুচিনি হয়, ইহা ⅛ ইঞ্চি পুরু। সিংহলের নিগম্বু নামক স্থানের দারুচিনি অতিশয় উৎকৃষ্ট। দারুচিনি অপরাপর ঔষধের সহিত উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চাখড়ির (Chalk) যোগে ইহার ধারকতা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উদরাময় রোগ আরাম করে। (Fig. 508.)

509. C. Camphora Nees (কর্পূর)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 222; Wight, Ic., t. 1818.

Ref.—F. B. I., v, 134; B. P., ii, 899; Watt, ii, Pt. i, 317; Dymock, iii, 199; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ও জাপান; বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. কর্পূর; হি. পারস্ত, আরম কফুর; তা. তে. কর্পূরস।

ব্যবহার্য্য অংশ—কর্পূর, কর্পূর তৈল।

বর্ণনা—কর্পূর গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডালের বিপরীত দিকে যুগ্ম অথবা অযুগ্মভাবে জন্মে, সাধারণতঃ ৩টী শিরা বিশিষ্ট। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়; পুংকেসর ৯টী। ফুলের রং ফিকে সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল জামের মত, বীজ পাতলা খোলায় থাকে। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়। বিশুদ্ধ কর্পূর আমাদের দেশে অতি অল্প থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে এই অবিশুদ্ধ কর্পূর শোধন করিয়া লয়। জাপান হইতে যে কর্পূর আসে উহা বৃহৎ ও চারকোণা, ইহা ইউরোপীয় কর্পূরের তুল্য। কর্পূর জাপান হইতে চীন দেশ হইয়া ভারতে আমদানী হয়। এক একটী কর্পূর গাছ হইতে ৪।৫ সের কর্পূর জন্মে। পক্ব কর্পূর ডাল ও পাতা শুঁকিলে কর্পূরের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে কর্পূর দুই প্রকার, পক্ব ও অপক্ব। এক প্রকার উত্তাপ দিয়া ও অপর প্রকার বিনা উত্তাপে প্রস্তুত হয়, ইহাদের মধ্যে অপক্ব কর্পূরই উৎকৃষ্ট। অপক্ব কর্পূর সম্ভবতঃ বোর্ণিও দ্বীপ হইতে Shorea Camphorifera Roxb. গাছ হইতে এবং পক্ব কর্পূর চীন দেশ হইতে C. Camphora গাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়।

কর্পূর হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহাকে কর্পূর তৈল বলে। ইহা বোর্ণিও দেশের কর্পূর গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। কর্পূর উত্তেজক, পেটফাঁপানিবারক এবং কামোত্তেজক। ইহা জ্বর, উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ, সর্দ্দি ও চক্ষুরোগে হিতকর। কর্পূর হইতে কর্পূর রস প্রস্তুত হয়। হিঙ্গুল, অহিফেন, কর্পূর, মুথা, কুরচী বীজ, জায়ফল এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরম্ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা হিঙ্গঞ্চাপরিমাণতঃ।
জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতিসাররোগিণে॥
গ্রহণীষট্‌প্রকারে চ রক্তাতিসার উল্বণে
অত্র কেচিৎ টঙ্গনমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি। রসরত্নাবলী

কর্পূর বটের আঠার সহিত বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুক্রদোষ আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে, কর্পূরচূর্ণ গব্যঘৃত সহ পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলে ব্যথা কমিয়া যায়। কাণচটা হইলে ঐস্থানে গোময়ের পুঁটুলী দ্বারা স্বেদ দিয়া, ছাগলমুত্রে কর্পূরচূর্ণ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। কর্পূর অতিশয় বৃষ্য (ভাবপ্রকাশ)।

কর্পূর সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইহা বেশীদিন ব্যবহার করিলে জননেন্দ্রিয়ের অবসাদ আসে। ইহা সেবন করিলে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা হয় এবং রজঃস্রাব বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণে কর্পূর ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্পূরের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কর্পূরের দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায় এবং ক্ষত ব্যক্তি শীঘ্র সারিয়া উঠে। পৃষ্ঠের বাত, গেঁটে বাত, পেশীর বেদনায় অলিভ তৈল ৪ ভাগ ও কর্পূর ১ ভাগ মর্দ্দন করিলে ঐগুলি একেবারে আরাম হইয়া যায় (R. N. Khory, 526)।

কর্পূরের একটী ছোট বর্ত্তিকা জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ কমিয়া আসে ও মেহ আরাম হয়।

মেহন্নস্থাথযোনের্বা মুখস্থাভ্যন্তরে শনৈঃ।
ঘনসারযুতাং বর্ত্তিন্ধারয়েন্মূত্রনিগ্রহে॥ ভাবপ্রকাশ

কর্পূরের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া চোয়াইয়া লইলে কর্পূর পাওয়া যায়। তৎপরে ইহা শোধন করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী কর্পূর প্রস্তুত হয়। (Fig. 509.)

Genus—CASSYTHA Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশবেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 44.

Ref.—F. B. I., v, 188 ; Roxb. F. I., ii, 314 ; B. P. ii, 904 ; Dymock, iii, 216.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. আকাশবেল ; সং. আকাশবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—সরু বৃক্ষারোহী লতা ; ইহার কতকগুলি শিকড় আছে, উহার দ্বারা আশ্রিত গাছ হইতে রস টানিয়া বর্দ্ধিত হয়। ডাঁটা অতিশয় শক্ত ও গোলাকার, শাখা প্রশাখা অনেক হয়,

উহার দ্বারা আশ্রিত গাছকে জড়াইয়া ধরে। পুষ্পদণ্ড ½-২ ইঞ্চি, ফল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মটরের ন্যায় গোলাকার। এই লতাকে স্বর্ণলতা বলিয়া লোকের ভ্রম হয় কিন্তু Cuscata reflexa Roxb. গাছকে আলোকলতা বা স্বর্ণলতা বলে। এই গাছ Convolvulace গণ (family) ভুক্ত। (এই পুস্তকের ৪০৯ নং গাছ দ্রষ্টব্য।) ইহা সাধারণতঃ কুল, বাসক, সেওড়া ও বট প্রভৃতি গাছে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই আকাশবেলের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বলকারক ও জরনাশক। ইহার শুক্রক্ষরণের শক্তি আছে। মরিসস দ্বীপে ইহার ক্বাথ পাকস্থলীর রোগ ও গণ্ডমালা রোগে ব্যবহার হয়। গাছের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ শক্ত হয়। ইহার রস তিসির তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি হয়। (Fig. 510.)

Genus—LITSAEA Lamk.

511. L. sebifera Pers. (কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 25, t. 147 ; Bot. Reg., t. 893.

Ref.—F. B. I., v, 157 ; Roxb., F. I., iii, 823 ; B. P., ii, 902 ; Watt, v, Pt. 1, 83 ; Prain., H. H., 270.

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরচিতে ; হি. গব্বীজাউর ; তা. মেদালাকতি ; তে. মেদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-৫০ ফুট উচ্চ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নিম্নভাগে কোমল লোম আছে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ উজ্জ্বল ও ধূসরবর্ণ। শাখা ও পুষ্পদণ্ডে কোমল লোম আছে। পত্রের শিরা ১০-১২ জোড়া। বৃন্ত ½ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছবদ্ধ, ⅛ ইঞ্চি ; ফুটিবার পূর্ব্বে শ্বেত কিংবা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ⅛-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেসর ৯-২০টী হয়। ফলের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি, মটরের ন্যায় গোলাকার। মে জুন মাসে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল জন্মে। এই গাছের আরও দুইটী জাতি আছে, যথা—Var. glabraria Hook. f. (F. B. I., V, 158 ; B. P. ii, 902), ইহার পাতা বেশী বড়, ডগাটী বেশী সরু ; এবং Var. tomentosa Hook f. (F. B. I., V, 1585), ইহার শাখা ঘন ও নরম, পাতা লম্বা অগ্রভাগ সরু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা এবং ছাল একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহা স্নিগ্ধকর মৃদুধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। Dr. Irvine বলেন যে ইহা একটী কামোদ্দীপক ঔষধ ; ইহার টাট্‌কা গুঁড়া জলে কিম্বা দুগ্ধে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। বিছা ও বোল্‌তা কামড়াইলে সেই স্থানে ইহা দিলে জ্বালা ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাতের

পক্ষে হিতকর। এই গাছের পাতার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার দেশীয় নাম "মবদালকরী"। কোন হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই কিন্তু দেশীয় নাম দেখিয়া ইহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় মেদার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেদা অষ্টবর্গের মধ্যে একটি গাছ। মারহাট্টা দেশীয় কৃষকেরা ইহার ফলকে দেখিতে মরিচের ন্যায় বলিয়া "মিরি" বলিয়া থাকে। এই গাছের বীজ তৈলময়। ইহা হইতে এক প্রকার শ্বেত চর্ব্বির মত পদার্থ বাহির হয়। (Fig. 511.)

512. L. polyantha Juss. (বড় কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 26, t. 148; Brand., For. Fl., 3807, t. 45.

Ref.—F. B. I., v, 162; Roxb., F. I., iii, 821; B. P., ii, 903; Watt, v, P. I., 182; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে এবং গ্রামের কিনারায় জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কুকুরচিতে; হি. মেদা; তা. নর-মামুদী-নর; মারহাট্টা—রণম্বা।

বর্ণনা—মধ্যম আকৃতি চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ছাল ঘন ধূসরবর্ণ, মসৃণ, কর্কের মত। গাছ ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শাখাগুলি মোটা। পত্র ১-৯ ইঞ্চি; নিচেকার শিরাগুলি শক্ত, ৪-১০ জোড়া হয়। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, ধূসরবর্ণ ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ৫-৬ ইঞ্চি। পুংকেসর ৭-১৩টী থাকে। ফল ¾ ইঞ্চি, গোলাকার, ছোট, বোঁটায় থাকে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক ও মিষ্ট। পার্ব্বতীয় লোকেরা ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহার করে। Dr. Stewart বলেন ইহার ছাল উত্তেজক। ইহা টাট্‌কা ছেঁচিয়া কিম্বা শুষ্ক ছাল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানের বেদনায় দিলে বেদনা কমিয়া যায়, অতিরিক্ত কাজকর্ম্ম করিয়া গায়ে বেদনা হইলে এবং পশুদিগের কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইলে ইহা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, সেই তৈল L. sebifera তৈলের সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 512.)

LXXXIX. THYMELAEACEAE

Genus—AQUILARIA Lamk.

513. A. Agallocha Roxb. (অগুরু)

Fig.—Royle, Ill., t. 36, Fig. 1; Roxb. & Coleb., in Trans. Lin. Soc., xxi, t, 21; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 836B.

Ref.—F. B. I., v, 199. F. I., ii, 922; B. P., ii, 902, Dymock, iii, 217.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পূর্ব্বে, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া, সিলেট, টিপারা, মালয় উপদ্বীপ, আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, মারগুই, সুমাত্রা।

বিভিন্ন নাম—বা. অগরু, অগুরু ; স. অগুরু ; তে. অগুই ; তা. আগলি চন্দ ; Eng. Aloe Wood.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা কাষ্ঠের গুড়া ১-২ আনা, ক্বাথ ৫-১০ তোলা, তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত লম্বা গাছ, ছাল পাতলা খসখসে, ভিতরের ছাল ভাল করিয়া পাট করিলে পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় হয়! প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখিতেন। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও নরম, টাট্‌কা কাটিলে বেশ গন্ধ বাহির হয়। পুরাতন গাছের ভিতরের কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা হইতে মধুর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ইহা Eagle wood বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে কুণ্ডভাবে জন্মে, ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা পাতলা, উজ্জ্বল চামড়ার ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, ইহার অনেকগুলি সমান্তরাল শিরা আছে। বোঁটা ⅙ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয়। পাপড়ি অবনত, ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, বহির্ব্বাস ফলে লাগিয়া থাকে, ফল মখমলের ন্যায় নরম। ভাল অগুরু কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত এবং ভারী, জলে ডুবিয়া যায় ; যে কাষ্ঠ জলে ডুবে না তাহা খারাপ। ইহার কাষ্ঠ হইতে বেড়াইবার ছড়ি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে এই গাছ বেশী পরিমাণে জন্মে। আসামে বহুকাল হইতে অগুরু গাছ আছে। কালিদাস রঘুদিগ্বিজয় বর্ণনে লিখিয়াছেন :—

চকম্পেতীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ

রাজনিঘণ্টুমতে অগুরু চার প্রকার—কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠাগুরু (পীতবর্ণ), দাহাগুরু (গুর্জ্জরে), মঙ্গল্যগুরু (কেদারে) পাওয়া যায়। কৃষ্ণাগুরু উৎকৃষ্ট, যে অগুরু কাষ্ঠ জলে ডুবিয়া যায়, যাহা চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, যাহা কষা ও তিক্ত, পেষণ করিলে যে কাষ্ঠ গুঁড়া হইয়া যায় এবং যাহার গন্ধ মনোহর, যাহা পোড়াইলে গন্ধ বাহির হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টের ভাল অগুরুর নাম "ঘড়কী"। অগুরুর ইংরাজি নাম Aloe wood। অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়। অগুরু কাষ্ঠ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পরিস্রুত করিয়া অগুরু আতর প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতের বহু লোকে ব্যবহার করে। অগুরু সৌগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা গহনার বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পুরাতন অগুরু গাছের কাষ্ঠের মধ্যে এক প্রকার Fungus হয়। উক্ত Fungus Enzymeএর সাহায্যে বাবলার আঠার মতন আঠা (gum or resin) উৎপাদন করে। এই আঠাই (gum) অগুরু এবং ইহা হইতেই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। Dr. S. R. Bose

এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও injection করিয়া উক্ত Fungus অগুরু গাছে লাগাইয়া অগুরু-gum প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

অগুরু কাষ্ঠের ধূনা মোমের ন্যায় গলিয়া যায় এবং ইহা হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয়। Dr. Royle বলেন যে অগুরু কাষ্ঠ হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয় এবং ইহা A. Agallocha গাছ হইতে উৎপন্ন। Gamble সাহেব বলেন ইহার ব্রহ্মদেশীয় নাম Akyan। ইহা দক্ষিণ টেনাসিরিম এবং মারগুই দ্বীপপুঞ্জের বনে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুন মাসে ইহার ফুল ও আগষ্ট মাসে ইহার ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অগুরু অতিশয় উত্তেজক। ইহা গেঁটে বাত ও বাতে ব্যবহার হয়। অগুরু অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পক্ষঘাত ও বমন নিবারণ করে। ইহার ক্বাথ জ্বরে পিপাসা দূর করে। অগুরু তৈল সৌগন্ধযুক্ত, ইহা ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহার কাষ্ঠের গুঁড়া লাগাইলে কাপড়ে পোকা ধরে না। অগুরু ১০-৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ঔষধের কাজ করে। সংস্কৃত বৈদ্যগণের মতে অগুরু উগ্র, বমন নিবারক, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগ নাশক। সুশ্রুত বলেন যে অগুরু, গুগ্‌গুল, ধনে, যব, শ্বেত সরিষা, নিম্বপত্র এইগুলি মিশাইয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। অগুরুর ধূম বেদনা নিবারক। ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে।

মধুর সহিত কৃষ্ণ অগুরু সেবন করাইলে হিক্কা আরাম হয়। (চরক)

অগুরু তৈল কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। (সুশ্রুত)

মধুর সহিত অগুরু কাষ্ঠের গুঁড়া সেবন করিলে কাস আরাম হয়। (বাগ্‌ভট)

কফের বেদনা ও শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত অগুরুর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয় (Met. Med. Ind., ii, 535)।

শিংশপাগুরুসারস্নেহাদদ্রুকুষ্ঠকিটিমেষু। (সুশ্রুত) (Fig. 513.)

XC. ELAEAGNACEAE

Genus—ELAEAGNUS Linn.

514. E. latifolia Linn. (গুয়ারা)

Fig.—Brand., For. Fl., 390, t. 46; Wight, Ic., t. 1856.

Ref.—F. B. I., v, 202; Roxb., F. I., i, 440; B. P., ii, 908.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, কুমায়ুন, সিকিম, ভূটান, খাসিয়া পাহাড় ও কুমিল্লা।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ারা; হি. কুঙ্কি; কুমায়ুন—মীজহানলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল ও ফল।

বর্ণনা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কখন কখন কাণ্ডের ব্যাস ৬ ইঞ্চি হয়, ইহাতে কাঁটা আছে। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, পাতলা ও চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রের অগ্রভাগ মোটা কিংবা সরু, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে লালবর্ণ; বোঁটা ⅛-⅙ ইঞ্চি। ফুল অনেক হয়। ফল, ⅛-১½ ইঞ্চি লম্বা ও শাঁসযুক্ত। Dr. Roxburgh বলেন ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে পীতবর্ণ, সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তনশীল। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও হৃদ্‌যন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল বলিয়া সিন্ধুদেশে ব্যবহার হয় (Stewart)। Dr. Griffith বলেন ইহার ফল ধারক ও উগ্র বলিয়া কাশ্মীরে ব্যবহার হয়। আফগানিস্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা ইহার ফল খাইয়া থাকে। ফুল পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে উত্তেজক ও ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 514.)

XCI. LORANTHACEAE.

Genus—LORANTHUS Linn.

515. L. globusus Roxb. (ছোট মান্দা)

Fig.—Blume, Fl. Jav., t. 17; Rheede, Hort. Mal., x, t. 5.

Ref.—F. B. I., v, 220; Roxb., F. I., i, 550; B. P., ii, 912; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, কাছাড় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মে, হুগলী, হাওড়া জেলায় বহু গাছের উপর দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে Macrosolem cochinchinensis (Lour) Van Teigh. বলা বিধেয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট মান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ইহা একপ্রকার পরগাছা, অনেক গাছের শাখায় জন্মে, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; সবুজের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা; পুষ্পনল লম্বা, চেপ্টা, সরু লম্বাকৃতি ও লালবর্ণ। ফল গোলাকার। Dr. Kurz ও Clarke বলেন যে পুষ্পনল সবুজের আভাযুক্ত লেবু রং বিশিষ্ট, ইহাতে পীতের দাগ আছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ্চ হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরবর্ত্তী L. longiflorus দেখ। (Fig. 515.)

516. L. longiflorus Desv. (বড় মান্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 302; Roxb., Cor. Pl., t. 139.

Ref.—F. B. I., v, 214; Roxb., F. I., i, 548; F. I., ii, 185.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ও আসামে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় মান্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ঝোপযুক্ত পরগাছা, শাখা মসৃণ এবং ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-৫ ইঞ্চি চওড়া, সব পাতা সমান নহে। বোঁটা শক্ত ¼-½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি এক একটী হয়, মোটা ও নরম লোমযুক্ত। ফুল গাঢ় লালবর্ণ কিংবা লাল ও সবুজ মিশ্রিত। ফল ½ ইঞ্চি মসৃণ। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল মাসে ফল হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রায়ই গাছে পাতা থাকে না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ক্ষতে এবং ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাশ, হাঁপানি ও মস্তকবিকৃতি রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রংএর কার্য্যে ব্যবহার হয় (Forest Flora, Kanjilal). (Fig. 516.)

XCII. SANTALACEAE

Genus—SANTALUM Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 292; Bedd., Fl. Sylv., t. 256.

Ref.—F. B. I., v, 231; Roxb., F. I., i, 442; B. P., ii, 914; Dymock, iii, 232.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, মহীশূর, কোইম্বাটোর এবং সালেম হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত স্থানে, নীলগিরি প্রদেশে এবং ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ, শুষ্ক এবং অনুর্ব্বর স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. চন্দন; কা. চন্দনামারেন; তে. গন্ধপুচেক্কা; হি. সফেদচন্দন।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ ও পরিস্রুত তৈল। মাত্রা ½-১ আনা; তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বৃক্ষ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, খস্‌খসে, লম্বা ভাগে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল লালবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলময়। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধশূন্য, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি সরু ও লম্বা, পত্রের বিস্তার ১½-২½ ইঞ্চি। বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল ধূসরের আভাযুক্ত বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুংকেসর ৪টী, উহা পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। ফল গোলাকার, ইহার ব্যাস ½ ইঞ্চি, পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ, উপরের আবরণ শক্ত। সংস্কৃত লেখকগণের মতে চন্দন দুই প্রকার—তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ভিতরের কাষ্ঠকে পীতচন্দন ও হাল্কা কাষ্ঠকে "শ্রীখণ্ড" বা শ্বেতচন্দন বলেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে নিরুক্ত গ্রন্থে চন্দনের উল্লেখ

আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে চন্দনের বর্ণনা দেখা যায়। চন্দনের মধ্যে শ্বেত-চন্দনই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। মলয় পর্ব্বতের নিকট যে স্থানে চন্দন গাছ হয় উহার নাম ভদ্রশ্রী, "ভদ্রশ্রীমলয়জম্"। তেজস্কর ও উর্ব্বরা জমির চন্দন অপেক্ষা পাহাড়ের উপরকার কাঁকরযুক্ত মৃত্তিকার চন্দন গন্ধে উৎকৃষ্ট ও উহা হইতে অধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। চন্দন গাছ ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। শ্বেতচন্দনের আরও ৫টী নাম আছে—যথা, সুক্কর, বর্ব্বর, তৈলপর্ণ, বেটট্ ও গোশীর্ষ; ইহাদের কাষ্ঠ ও গাছ একই, কেবল উৎপত্তিস্থান ভেদে পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

চন্দনের পত্র চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বৃহৎ, অগ্রভাগ মোটা। ফুল অনেক জন্মে, রং ফিকে পীতবর্ণ, পরে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ফল গোল ও মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার পত্র, ত্বক ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। মহীশূর দেশে বহু চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছের কাণ্ড অপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে। মহীশূর হইতে চন্দন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। একমণ চন্দন কাষ্ঠ হইতে অর্দ্ধপোয়া হইতে একপোয়া তৈল পাওয়া যায়। চন্দন হইতে চুয়া তৈয়ারী হয়। উড়িষ্যা দেশে চুয়া পানের সহিত ব্যবহার করে। নব্য Botanistগণ শ্বেতচন্দনের উপরের শ্বেত কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন এবং ভিতরের পীতাভ কাষ্ঠকে পীতচন্দন নামে অভিহিত করেন। আমরা যে রক্তচন্দন ব্যবহার করি উহা ধন্বন্তরিনিঘণ্টু মতে কুচন্দন ও ইহার লাটিন নাম Adenanthera pavonina Linn.; এই গাছ Leguminosae Family ভুক্ত। উহার বাঙ্গলা নাম রঞ্জন ও ইহা পূর্ব্বে বস্ত্রাদি রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা অনুলেপনে ব্যবহার হয়। আসল রক্তচন্দনের লাটিন নাম Pterocarpus santalinus Linn.। এই গাছও Leguminosae Family ভুক্ত। ইহা দক্ষিণ ভারতে কুড্ডাপা ও উত্তর আর্কটে প্রধানতঃ দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে এই ত্রিবিধ গাছই রোপণ করা আছে। বর্ষা হইতে শীত কাল পর্য্যন্ত ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা চন্দনকে তিক্ত, শান্তিকর, ধারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দন হিন্দুদের সকল রকম পূজায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন লোকে শবদাহ কার্য্যে চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহার করেন। Mukhzan লেখক, চন্দনকে স্নিগ্ধকর, জ্বরনাশক, বলকারক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পৈত্তিক জ্বরে ইহার শ্বেতবর্ণ আরক ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Ainslie বলেন যে পিষ্ট চন্দন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Rumphius বলেন যে আম্বোয়ানায় ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কঙ্কন দেশে চন্দনের তৈল, লবঙ্গ ও বংশ-লোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। কোন স্থানে ফোস্কা হইলে লেবুর রস, চন্দন তৈল ও কর্পূর একত্রে মিশাইয়া ফোস্কার উপর লাগাইলে উহার প্রদাহ কমিয়া যায়। অবিরাম জ্বরে চন্দন জ্বরের প্রকোপ কমাইয়া হৃদ্‌যন্ত্রের মৃদুতা আনয়ন করে। চন্দনের তৈল

৩০-৪০ মিনিম দিবসে ৩ বার সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Anderson বলেন ইহা একটী নির্দ্দোষ ঔষধ। বেশী মাত্রায় সেবন করিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগের উপশম হয়। ইহা কাবাবচিনি অপেক্ষা অধিক গুণশালী ; গত ৫ বৎসর তিনি এই ঔষধ দিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যস্থলের কাষ্ঠ ও শিকড় হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। চন্দন ধারক ; পিত্তপ্রকোপে, বমনে, জ্বরে, পিপাসায় এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার হয়।

পিত্তরক্তে বিসর্পে লেপাবিধেয়াঃ সঘৃতাস্থশীতাঃ।
প্রদেহা পরিষেকাশ্চ চন্দনৈর্বা প্রশস্যতে॥ (চক্রদত্ত)

চন্দন কাষ্ঠের পেষিত জল, চিনি, মধু ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে রক্ত আমাশয়, পিপাসা এবং শরীরের উত্তাপ দূর হয়।

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তাতীসারজিদ্রক্তপিত্ততৃড়দাহমেহনুৎ॥ (ভাবপ্রকাশ)

শুঁঠ ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করিলে রক্ত অর্শ আরাম হয়। স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া শ্বেত-চন্দনের নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয়। আমলকীর রসে কুচন্দন (Adenanthera pavonina) পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (চরক)। ঋতুকালীন দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হইলে বা অপরাপর আর্ত্তব দোষ থাকিলে শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করিলে রোগ সারিয়া যায়। অনেকে মনে করেন চন্দনের তেলে গর্ভনিরোধ শক্তি আছে।

অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (সুশ্রুত)। ঘামের পূর্ব্বে পিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেঞ্চার রসের সহিত পান করিলে ঘাম আরাম হয়। শ্বেতচন্দন চূর্ণ দিয়া শিশুর নাভি পূরণ করিয়া দিলে নাভিপাকা আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

চন্দনের তৈল ধারক, মূত্রকর ও কফনিঃসারক। ইহার তৈল দারুচিনি ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া, কাশ, মূত্রাশয় ও বৃক্ক প্রদাহ আরাম হয়। চন্দনের প্রলেপ দিলে অনেক সময় ফোড়া ফাটিয়া যায় ও প্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 517.)

XCIII. EUPHORBIACEAE

Genus—ACALYPHA Linn.

518. A. indica Linn. (মুক্তঝুরি)

Fig.—Wight, Ic., t. 877 ; Rheede, Hort. Mal. x. t. 81 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 874.

Ref.—F. B. I., v, 416 ; Roxb., F. I., iii, 675 ; B. P., ii, 948 ; Watt, ii, Pt. 2, 615 ; Dymock., iii, 291 ; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ; রাস্তার ধারে বাগানে ও পতিত ভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুক্তঝুরি, মুক্তবর্ষী ; হি. খোকালী ; ত. কুপ্পাইমেনী ; তে. কুপ্পাইচেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ। কোমল শাখা ও পত্র চূর্ণ ১-৩ আনা ; পাতার রস অর্দ্ধ চামচ ; মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ জল) ১-২ কাঁচ্চা ; ক্বাথ ২-৬ তোলা ; অরিষ্ট (১ ভাগ ঔষধ, ৯ ভাগ স্পিরিট) ৩০-৬০ বিন্দু।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। পত্র ১½-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, প্রান্তভাগ করাতের ন্যায় কর্ত্তিত, পত্রে মসৃণ লোম আছে, দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ ; পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা ও নরম। ফুলের বোঁটা ফুল অপেক্ষা ছোট ও সবুজবর্ণ, পুংকেশর ৮টী, স্ত্রীকেশর এক একটী থাকে। ফল ক্ষুদ্র তিন অংশে বিভক্ত অতি সূক্ষ্মভাবে খাঁজ কাটা। বীজকোষ ছোট একটী বীজ বিশিষ্ট, বীজ গোলাকার তীক্ষ্ণ ও মসৃণ। বৎসরে সকল সময়ে ফুল ও ফল হয়। এই গাছের আর একটী নাম হরিতঞ্জরী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস তৈলের সহিত মালিস করিলে বাত, এবং লিঙ্গে লাগাইলে লিঙ্গমণি প্রদাহ ও উহার স্ফোটক আরাম হয়। ইহার শিকড় গরম জলে বাটিয়া সেবন করিলে মৃদু বিরোচকের কার্য্য করে। ক্বাথ কর্ণবেদনায় হিতকর। ইহার রস তিল তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শ আরাম হয়। শুষ্ক পাতার গুঁড়া বালকদিগের ক্রমি আরাম করে। পাতার রস ও কচি ডাল অল্প পরিমাণ নিম্ব তৈলের সহিত বালকদিগের জিহ্বায় লাগাইলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রস বালকদিগের একটী বমনকারক ঔষধ। ইপিকাকের ন্যায় ইহার পাকযন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে এবং ফুসফুস ঘটিত স্রাব বাহির করিবার ক্ষমতা আছে (মাত্রা ছেঁচা রস বালকের পক্ষে চা-চামচের এক চামচ)।

Dr. Ross বলেন ইহা সর্দ্দিস্রাবকারক এবং Cenegar তুল্য। তিনি বালকদিগের ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার আঠায় একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া মাথাধরা আরাম করে। ইহা হাঁপানি ও শ্বাসনালীর প্রদাহে বিশেষ হিতকর। মুক্তঝুরি ফুসফুস প্রদাহ, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পত্র হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া খাইলে ক্রমি নাশ হয় এবং পাঁচড়ায় প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মুক্তঝুরির রস তৈলে মাড়িয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। উপদংশ জনিত ক্ষতে পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা সর্পদংশনে যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Drury)।

মুসলমান বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। টাটকা রস ১ আউন্স এবং লবণ (chloride of sodium) ৬ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া শীতল জলে স্নান করাইলে উন্মাদকতা সারিয়া যায়। তাঁহারা বলেন এই ঔষধ দেওয়ায় মাথা হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইয়া রোগ আরামের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া

দেয়। টাটকা গাছের ½-১ আউন্স রস বমনকারক, কফনাশক ও কৃমিঘ্ন। মুক্তঝুরির রস রসুনের সহিত শিশুদিগকে খাওয়াইলে উহাদের কৃমি পড়িয়া যায়। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিছা প্রভৃতি দংশন জনিত বেদনা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষী ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস, ঘুঙ্গড়ীকাসি, শ্বাস ও শিশুর শ্বাসনালীর প্রদাহে হিতকর। (Fig. 518.)

Genus—ALEURITES Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 869.

Ref.—F. B. I., v, 384 ; Roxb., F. I., iii, 629 ; B. P., ii, 942 ; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে। ইহার আদিম জন্মস্থান পাপুয়া দ্বীপে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিভিন্ন নাম—হি., বা. আখরোট ; সং. আখসোটা ; তা. আখরোটুকোট্টাই ; তে. নাটুআখরোটুভিট্টু ; Eng. Walnut.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা এক্ষণে উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে চাষ হইতেছে। পত্র ডিম্বাকৃতি অথবা ত্রিকোণাকার, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস মাখমের ন্যায় কোমল, ফুলের পাপড়ি পাঁচটী, ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ২-২½ ইঞ্চি ; বীজ অতিশয় তৈলময়। বসন্তকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আখরোট বীজের তৈল মৃদু বিরেচক। ইহা প্রায় রেড়ির তৈলের সমান কিন্তু গন্ধ ও স্বাদে রেড়ির তৈল অপেক্ষা উত্তম (Dymock, iii, 279)। সিংহলে ইহাকে kekuni তৈল বলে। ভারতবর্ষে ইহার তৈল ক্ষতে মালিশ করিতে ব্যবহার হয়। (Fig. 519.)

520. A. Fordii Hemsl. (টাঙ্গ অইল বা টাঙ্গ তৈল)

Fig.—Hook, Ic. Pl., xxix, t. 2801-2 (1906) ; Bull. Imp. Inst. London, xi, t. 9-13 (1913).

Ref.—Wilson, Veg. West China (Publ. Arn. Arb. no. 2), 117-20 (1911) ; W. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Circ. no. 108, t. 1-3 (1913) ; Trop. Agriculturist, vol. LXXV, no. 1, p. 38-39 (1930) ; Wilson, Natural. W. China, ii, 64.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান চীন ও জাপান, চীনের নেকৌ বন্দর হইতে বহু পরিমাণে এই টাঙ্গ বীজ ও তৈল ইউরোপে রপ্তানি হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. টাঙ্গ তৈল। Eng. Tung oil.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, পত্রদণ্ডের উভয়দিকে পর্য্যায়ক্রমে পত্র জন্মে, পত্র অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। শীতের পর ঝরিয়া পড়ে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্ব্বাস ২-৩টী, পাপড়ি ৫টী, পুংকেশর ৪-২০টী। ফুল দেখিতে আপেলের মত একটু সূক্ষ্মাগ্র। প্রত্যেক ফলে ৩-৫টী বীজ থাকে; দেখিতে ব্রাজীল দেশীয় বাদামের মত। ফল পাকিলে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় ও বীজ পড়িয়া যায়, এইজন্য ফাটিবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হয়। বীজের আচ্ছাদন মোটা ও বাদামের মত শক্ত। এই জাতীয় পাঁচটি গাছ আছে—যেমন, A. moluccana, A. trisperma, A. cordata, A. montana ও A. Fordii। শেষোক্ত দুইটী হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয়। এই গাছ জলবসা-জমিতে জন্মে না, ভাল চটান জমিতে হয়। গাছগুলি বীজ হইতে অথবা কর্ত্তিত অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ফল উৎপাদন করে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে এবং উচ্চে ১৫-৩০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। এপ্রেল মাসে প্রচুর ফুল হয়, ফুল দেখিতে শ্বেতবর্ণ এবং লাল ও পীতের দাগ আছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের বিশেষতঃ পূর্ব্বোত্তর অংশে ও উত্তর বর্ম্মার বহু স্থানে ও আসামের ডেরাঙ্গ নামক স্থানে বাগমারি চা বাগানে চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের তৈল ক্ষত আরাম করিবার জন্য ও পাঁচড়া রোগে বিশেষ ব্যবহার্য্য। টাঙ্গ গাছের বীজ চীন দেশীয় লোকেরা ইন্দুর মারিবার জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার বমনকারক গুণ বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে টাঙ্গ তৈলের আদর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই তৈল হইতে অতি উত্তম বার্ণিশ তৈয়ারী হয়; এই তৈল দিয়া কাষ্ঠ পালিশ হয় বলিয়া ইহার আর একটী নাম Chinese wood oil। এই তৈল সংযোগে যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় এবং অপর যত প্রকার তৈল আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাষ্ঠে লাগাইয়া দিলে উহার উপরিভাগে একটী পাতলা চকচকে পরদা পড়ে এবং এই বার্ণিশে কাষ্ঠে জল প্রবেশ করিতে পারে না ও উহার রং বহুদিন স্থায়ী হয়। জাহাজের গায় রং করার জন্য এবং অয়েলক্লথ, ওয়াটারপ্রুফ্ ইত্যাদি তৈয়ারীতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার চাষ ভারতে করা বিশেষ প্রয়োজন ও লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। (Fig. 520.)

Genus—BALIOSPERMUM Blume

521. B. axillare Blume (হাফুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1885; Rheede, Hort. Mal., x., t. 76; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 879.

Ref.—F. B. I., v, 461; Roxb., F. I., iii, 682; B. P., ii, 946; Dymock, iii, 311; Prain, H. H., 276. আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে B. montanum Muell & Arg. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে জন্মে; দক্ষিণ ভারত; ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. হাফুন, দন্তী; সং. দন্তী; তে. কন্দ আমাদাম, নাগদন্তী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, পত্র; মূলের কল্ক, ১-৪ আনা; বীজ ১-২টী।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; ইহার শিকড় হইতে গাছ বাহির হয়। পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, আকৃতিতে সমস্ত পত্র সমান নহে। উপরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও পত্রে ৩-৫টী বিভাগ আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পুষ্পদণ্ডে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক পুষ্পদণ্ডে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে সবগুলি পুংপুষ্প ও কয়েকটি স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুংপুষ্পদণ্ড স্ত্রীপুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ। পুংকেসর প্রায় ১৫টী থাকে। স্ত্রীপুষ্পের মস্তক মুক্ত, $\frac{১}{২০}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল নিম্নে ঝুলিয়া থাকে, ৩ ভাগে চিহ্নিত সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ $\frac{১}{৩}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা, পশমময়। বীজ $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি লম্বা ও মসৃণ, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। দন্তী দুই প্রকার, লঘুদন্তী ও দীর্ঘদন্তী। লঘুদন্তীর পত্র ডুমুর পাতার ন্যায় এবং দীর্ঘদন্তীর পত্র রেড়ি গাছের পাতার ন্যায়। ইহার সংস্কৃত নাম দন্তী, নাগদন্তী ও দন্তিমূলিকা। ইহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার মূল বিরেচক। ইহার বীজ বাজারে দন্তী বীজ বা জয়পাল বীজ বলিয়া বিক্রয় হয়।

Dr. Roxburgh বলেন দন্তীর বীজ বিরেচক। জলের সহিত ১টী বীজ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। দাস্ত বন্ধ করিতে হইলে আর ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। দন্তী সমমাত্রায় বিরেচক, অধিক মাত্রায় Narcotic বিষযুক্ত। দন্তী কখন কখন জয়পালের সহিত ব্যবহার হয়।

দন্তী তৈল বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। দন্তীর শিকড় শোথ, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও কামলা রোগে প্রয়োগ হয়। পাতার কাথ হাঁপানি রোগ নিবারক।

চারি পল দন্তীমূলের রস, ঘৃত ১ পল, অপক্ব দন্তী ফলের কল্ক দ্বারা যথাবিধি পাক করা ঘৃত পান করিলে প্লীহা, পাণ্ডু ও শোথ আরাম হয়। দন্তীমূলের ছালে পুরাতন ইক্ষু গুড় মিশাইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে কামলা রোগ আরাম হয়। দন্তী ভেদক ও কৃমিনাশক। দন্তী ও হরীতকী যোগে দন্তী হরীতকী নামক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্লীহা, শূল, গুল্ম, অর্শ, হৃদরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে বিশেষ হিতকর। দন্তী হরীতকী প্রস্তুত করিতে হইলে ২৫টী উৎকৃষ্ট হরিতকী একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিতে হইবে, অনন্তর ২০০ তোলা দন্তী ও ২০০ তোলা ত্রিবৃৎমূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, অবশেষ ৮ সের। এইগুলি

ছাঁকিয়া যে ক্বাথ হইবে উহাতে ২০০ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া আঠার মত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যে ত্রিবৃৎমূলের চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা সংযোগ করিয়া বেশ নাড়িতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে তখন উহাতে ৩২ তোলা মধু, দারুচিনি ৮ তোলা, এলাচ ৮ তোলা, তেজপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফুল ৮ তোলা দিয়া সন্দেশের মত করিবে। পূর্ব্বে যে ২৫টী হরিতকী দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া রাখিবে। যে মিষ্টান্ন হইল উহা ২ তোলা এবং হরিতকী ১টী প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ উপরোক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। (চক্রদত্ত)

দন্তীর যোগে গুড়াষ্টক নামক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, দন্তী, ত্রিবৃৎ এবং চিতামূল, গোলমরিচ, পিপুল শুঁঠ এবং পিপুল মূল প্রত্যেকটী সমপরিমাণ লইয়া বেশ গুঁড়া করিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্যগুলি দেওয়া হইল উহাদের সমান ওজনের গুড় উহাতে মিশ্রিত কর। মাত্রা এক তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পেটফাঁপা, শোথ, কামলা, অবরুদ্ধ স্রাব প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কোন স্থান কাটিয়া গেলে দন্তী পাতার রস দিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। দন্তী পাতা বাঁধিয়া দিলে ক্ষত স্থানের পুঁয পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষত শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়। দন্তী মূলের ত্বক পেষণ করিয়া পাকা ফোড়ায় দিলে উহা ফাটিয়া যায়। (Fig. 521.)

Genus—CROTON Linn.

522. C. tiglium Linn. (জয়পাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 872B ; Bentl. & Trim., t. 235 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 33.

Ref.—F. B. I., v, 393 ; F. I., iii, 682 ; B. P., ii, 943 ; Dymock, iii, 281.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, বাগানে রোপণ করা হয় ; বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়পাল ; হি. জামালগোটা ; সং. জয়পাল ; তে. নেপালাবীতনা ; তা. নারচালাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ এবং তৈল। বীজ ১-২টী, মূল কল্ক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, যখন শুষ্ক হয় তখন পীতের আভাযুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি উহাতে দুই অথবা তিন জোড়া শিরা আছে। পত্রের শেষভাগে মসূর কলাইয়ের অর্ব্বুদ আছে ; পত্রের কিনারাগুলি খণ্ডিত, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি ; নরম, পুষ্পবৃন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি। পুংপুষ্প লোমযুক্ত, এক একটি হ্রস্ব, ইহার পাপড়ি সরু, কিনারাগুলি লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি শক্ত, লোমযুক্ত, গোড়ার পাপড়ি নাই ; বীজকোষ ৳-১ ইঞ্চি

লম্বা এবং সাদা, ডিম্বাকৃতি। বীজ ½-⅓ ইঞ্চি লম্বা, সামান্য মোটা এবং ফিকে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জয়পালের উল্লেখ নাই। আধুনিক সংস্কৃত বৈদ্য গ্রন্থে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। জয়পালের আর একটি সংস্কৃত নাম কনক ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জয়পালের তৈল ½-১ মিনিম খাইলে অতিশয় দাস্ত হয়। যে সকল রোগী গিলিতে পারে না তাহাদের জিহ্বার পশ্চাৎদিকে লাগাইয়া দিতে হয়। এই তৈল কৃমিনাশক, কৃমিনাশের জন্য রেড়ির তৈলের সহিত ব্যবহার হয়। জয়পাল বীজের প্রলেপ দিলে ত্বক লোহিত বর্ণ হয়। জয়পাল অর্দ্ধমাত্রা খাইলে প্রচুর জলের ন্যায় ভেদ হয় কিন্তু অধিক মাত্রা খাইলে অন্তস্থিত গ্রন্থির উত্তেজনা, পাকযন্ত্রের প্রদাহ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হয়। অপস্মার, সংজ্ঞাহীনতা, পক্ষাঘাত ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহার হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ কিম্বা কোন শরীরযন্ত্রের প্রদাহ থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নহে। যে রোগী রেচক ঔষধ খাইতে চাহে না তাহার জিহ্বায় কয়েক বিন্দু জয়পালের তৈল দিলে ফল লাভ হয়। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি, শোথ, প্লীহা, যকৃৎ বিবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, শূল, বাত ও পাথরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

বীজের প্রলেপ দিলে বা তৈল মাখিলে মাথা বেদনা, পৃষ্ঠদণ্ডের পীড়া ও পুরাতন কাশ রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল মালিস করিলে পুরাতন গেঁটে বাত, গর্ভাশয়ের প্রদাহ ও গ্রন্থীর স্ফীততা আরাম হয়।

বিরেচক, জ্বরনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক, সর্ব্বাঙ্গীন শোথ ও সর্দ্দি নিবারক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। জয়পাল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া বাহিরের খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস পৃথক করিতে হয়। জয়পাল বীজ নেপাল হইতে আসে, ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত সীমানায় Dand নামে পরিচিত। মুসলমান বৈদ্যদের মতে জয়পাল বীজ বিরেচক, শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক, ইহা শোথ ও বাতে প্রয়োগ হয়। ইহা আদার রসের সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বালকদিগের ঘুংড়ীকাশি ভাল হয়। জয়পালের বীজের শাঁস বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে উহা গুঁড়া করিয়া দুই ভাগ খদির দিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্যে দুই গ্রেণ পরিমাণ একটি একটি বটিকা কর; ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ। (Fig. 522.)

Genus—CHROZOPHORA Neck.

523. Chrozophora plicata A. Juss (ক্ষুদিওকরা)

Fig.—Burm. Ind., t. 62, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., v, 409; Roxb., F. I., iii, 681; B. P., ii, 944; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, বর্ম্মা, ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পুকুরের কিনারায়, শস্যক্ষেত্রে ও পতিত জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ক্ষুদিওকরা; হি. শনবল্লী; সং. প্যাঙ্গোনারী; তে. গুরুগুচেটু; প. নীলকণ্ঠি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্ম, পুকুরের কিনারায় বা পতিত জমিতে জন্মে। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকার, পুরু, খস্‌খসে, কোঁকড়ান, ফিকে সবুজবর্ণ, উভয়দিকে লোম আছে, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতায় তিনটী বিভাগ (খাঁজ) আছে। পুংপুষ্পের বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ছোট ছোট; পুংকেশর ১৫টী, দুই থাকে জন্মে। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিকোণাকার পাপড়ি ছোট ও সরু। ফলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, ঘন লোমাবৃত, কণ্টকময় ফুল শ্বেতবর্ণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শিকড়ের ছাল বালকদিগের সর্দ্দিতে দেওয়া হয়। বীজ বিরেচক (Stewart)। ইহা কুষ্ঠরোগের মূল্যবান ঔষধ (Drury)। সামতালেরা ইহার শিকড় করমচার শিকড়ের সহিত মিশাইয়া বেলেস্তারা দেয় (A. Campbell)। শুষ্ক পাতার ক্বাথে একটু সরিষার তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ আরাম হয় (Dymock, iii, 316)। (Fig. 523.)

Genus—EUPHORBIA Linn.

524. Euphorbia antiquorum Linn. (বাজবারণ)

Fig.—Wight, Ic., t. 897; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 851.

Ref.—F. B. I., v, 255; Roxb., F. I., ii, 468; B. P., ii, 923; Dymock, iii, 253; Prain, ii, 271.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বাজবারণ, তেশিরেমনসা, তেকাঁটাশির; হি. তিধারা; সং বজ্রকণ্টক; সাম. এতকেক; তে. বনতাকেমেহ; তা. তিরিকাল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং আঠা।

বর্ণনা—গাছ প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখা ৫।৬ ইঞ্চি, ত্রিকোণাকার, সবুজ, স্থূল ও নরম, পার্শ্বে ৩টী শিরা ও শক্ত কাল ফাঁটা আছে; কাণ্ড শক্ত, কখন কখন ২।৩ ফুট উচ্চ হয়, ছাল পুরু, খসখসে, ঢেউখেলান ও ধূসরবর্ণ, গাছে দুগ্ধের ন্যায় আঠা আছে। সব গাছের পাতা হয় না; কখন কখন নরম ছোট ছোট কতকটা গোলাকার পাতা হয়; তাহা শীঘ্র

পড়িয়া যায়। পাতায় শিরা নাই, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, প্রায় ½ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল ½ ইঞ্চি। প্রবাদ আছে, এই গাছ ছাদে রাখিলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না, এইজন্য ইহার আর এক নাম বাজবারণ। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বাটিয়া বালকদিগের পেটে লেপন করিলে কৃমি আরাম হয়। শিকড়ের ছাল বিরেচক এবং কাণ্ডের ক্বাথ বাতে ব্যবহার হয় (Rheede)। শাখার রস বিরেচক, ইহা কোমরের বেদনা, বাতের বেদনা ও দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার রস অতিশয় ভেদক, শোথ, স্নায়ুবিক রোগ এবং বধিরতায় প্রয়োগ হয় (Baden-Powell)। নিঘণ্টুমতে ইহা ভেদক, হজমকারক ও তিক্ত, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, শোথ, বাত, প্লীহা, কুষ্ঠ এবং কামলা রোগে ব্যবহার হয়। ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা ছোলার ছাতুর সহিত ভাজিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার অপরাপর গুণ মনসাসিজের ন্যায়। (Fig. 524.)

525. E. nerifolia Linn. (মনসাসিজ)

Fig.—Rumph. Herb. Amb., iv, t. 40 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 849.

Ref.—F. B. I., v, 255 ; Roxb., F. I., ii, 465 ; B. P., ii, 923 ; Dymock, iii, 253 ; Wall., Ill., Pt. 2, 297 ; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে, সিকিম, ভূটান এবং বঙ্গদেশে সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. মনসা ; সং. স্নুহি ; হি. সিজ ; বর্ম্মা—সেসুঙ্গ ; Eng. Common Dulkhedge.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পাতা ও আঠা। মাত্রা পত্ররস ১-২ তোলা, শুষ্ক আঠা ¼-১ আনা।

বর্ণনা—ছোট সোজা গাছ, সূক্ষ্ম লোম আছে। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকময় ও গোলাকার ; গাছের শাখা প্রসার, কাঁটা ⅙-½ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা, শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার, বোঁটা ছোট। ফুল পীতের আভাযুক্ত, ছোট ও বোঁটায় আবদ্ধ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ চেপ্টা, কোমল লোমযুক্ত। বহু কাঁটাযুক্ত বড় মনসা গাছকে স্নুহী বলে। সুতীক্ষ্ণ অল্প কণ্টকযুক্ত গাছকে সোহস্ত বলে। আর এক প্রকার মনসা আছে উহার পাতা প্রায় থাকে না। আরও কয়েক প্রকার মনসা আছে তাহার ব্যবহার বৈদ্যশাস্ত্রে নাই। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে, ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক। পাতার রস হাঁপানির টান আরাম করে। হিন্দু বৈদ্যমতে ইহার শ্বেতবর্ণ আঠা বিরেচক। হরিতকী, পিপুল, ত্রিবৃৎমূল ইহার সহিত মিশাইয়া শোথ এবং বাতে প্রয়োগ হয়। পাতার রস কানের বেদনা আরাম করে এবং মূল বাটিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Watt)। ইহার রস শোথ, অবিরাম জ্বর আরাম করে, মাত্রা ২০ গ্রেণ। নিম তৈলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় (Met. Med. Ind., ii, 97)। মনসার রস লাগাইলে ঘায়ের পোকা মরিয়া যায়, কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার রস মধু এবং সোহাগার সহিত অল্প মাত্রায় সেবন করিলে বুকের সর্দ্দি উঠিয়া যায়। হলুদের গুঁড়া মনসা আঠায় মিশাইয়া অর্শে দিলে অর্শ আরাম হয়। দারুহরিদ্রার গুঁড়া, মনসা ও আকন্দ আঠায় ভিজাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ ভগন্দরে ও অপরাপর শোষ ঘায়ে প্রবেশ করাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। আতপ চাউল মনসা আঠায় ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা পিঠা তৈয়ারী করিয়া ভোজন করিলে উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। মনসার মূল চিবাইয়া দাঁতের মূলে দিলে দাঁতের পোকা পতিত হয়। মনসা পাতা আকন্দ পাতায় জড়াইয়া অঙ্গারে দগ্ধ করতঃ একটু গরম থাকিতে কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

অর্কপত্রপুটে দগ্ধঃ স্নুহীপত্রভবোরসঃ।
কবুষ্ণ পূরণাদেব কর্ণশূল নিবারণঃ॥

দুই তিন বৎসরের মনসা গাছ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া শীতের শেষভাগে আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মনসা আঠা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে। (Fig. 525.)

526. E. Tirucalli Linn. (জটালঙ্কা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 849B.

Ref.—F. B. I., v, 254; Roxb., F. I., ii, 470; B. P., ii, 924; Wall., iii, Pt. 2, 301; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কন, গুজরাট ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. জটালঙ্কা, লঙ্কাসিজ; হি. সেহুন্দ; তা. তিরুকাল্লী; তে. জেমুড়ু।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা ও ছাল; মাত্রা আঠা ১-৩ ফোঁটা।

বর্ণনা—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা প্রায়ই বেড়ায় ব্যবহৃত হয়। গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ হয়, নরম মসৃণ উজ্জ্বল এবং সবুজবর্ণ শাখা প্রশাখা হয়। সরু

পাতা গাছের অগ্রভাগে থাকে, কিন্তু গাছ বড় হইলে পাতা পড়িয়া যায়। ডাল শক্ত, পুরাতন গাছের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও শক্ত কাষ্ঠ হইতে বেশ বারুদের কয়লা হয়। গাছের গুঁড়ির ব্যাস ৬-১০ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও গোলাকার, পত্র নরম ½ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ ¼ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিনভাগে বিভক্ত, ফল চেপ্টা, বীজ গোলাকার ও মসৃণ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস বিরেচক; বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের ক্বাথ পেটের বেদনায় ব্যবহৃত হয় এবং দুগ্ধের ন্যায় আঠা মাখমের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। Dr. Rumphius বলেন যে কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আঠা প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ হয়; ইহার ১-৪ ফোঁটা আঠা গুড় কিম্বা ছোলার ছাতুর সহিত খাইলে জোলাপের কার্য্য করে। জটালঙ্কা পুকুরের জলে দিলে মাছ মরিয়া যায় (Dymock)। জটালঙ্কার সাদা আঠা উপদংশ রোগ নাশ করে। Dr. J. Shortt বলেন যে তিনি উক্ত রোগে প্রাতে ও রাত্রে ৫ গ্রেণ হিসাবে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন (Ph. Ind.)।

527. E. pilulifera Linn. (বড়কেরই)

Fig.—Burm. Thes. Zeyl., t. 104 & 105, fig. 1; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 846A.

Ref.—F. B. I., v, 250; Roxb., F. I., ii, 472; B. I., ii, 925; Prain, H. H., 272; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl. 227.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে উষ্ণপ্রধান দেশে এবং বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শস্যক্ষেত্রে, বাগানে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে ও রেল রাস্তার ধারে প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়কেরই; হি. দুধি; সাম. পুধিতোয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পাতা এবং রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, খাড়াভাবে ও অবনতভাবে জন্মে, শক্ত লোমযুক্ত কাণ্ড ১-২ ফুট। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্মভাবে হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত ১-২ ইঞ্চি ছোট, বৃন্ত ছোট, পত্রের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ছোট, ফুল 1/20 ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত; বীজকোষ 1/20 ইঞ্চি লোমযুক্ত। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্মকোণী ও গোলাকার। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহার হাঁপানি ও পুরাতন বক্ষপ্রদাহ আরাম করিবার শক্তি আছে। বড়কেরই ও ছোটকেরই, উভয় প্রকার কেরই রক্ত আমাশয় ও পেট

বেদনায় ব্যবহার হয়। বড়কেরই বালকদের কৃমি, পেটের দোষ ও সর্দ্দিতে বিশেষ হিতকর। কখন কখন ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় (S. Arjun)। সামতালেরা ইহার শিকড় বমন নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। প্রসূতিদের স্তনদুগ্ধ কমিয়া গেলে ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে (Dymock)।

528. E. microphylla Heyne (ছোটকেরই)

Fig.—Journ. Coll. Science, Tokyo, xx, Art. 3, t. 5 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 848B.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 273.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বুন্দেলখণ্ড ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোটকেরই বা খিরুই ; সামতাল—দুধিয়াফুল।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহা মাটীতে গড়াইয়া কিংবা বিস্তৃত হইয়া জন্মে। কাণ্ড পত্রময়, নরম, বহুশাখাবিশিষ্ট, ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ছোট ⅙-⅛ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার। কোন কোন পত্রে দাঁত থাকে। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ত্রিকোণাকার, পুষ্পদণ্ডের কচিপাতা, তরবারি আকৃতি। বীজকোষ ছোট বোঁটায় থাকে, ইহার ব্যাস $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি। ফলে ছাল আছে, উহা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ মসৃণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, আঠাযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে এই গাছের সহিত Cryptolepis Buchanani R. & S. করন্ট বা সামতালী উতরিদুধি গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতিদের স্তন-দুগ্ধ বাড়াইবার জন্য প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

529. E. thymifolia Burm. (শ্বেতকেরই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 847.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ মাঠের ধারে, বাগানে ও রাস্তার কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতকেরই ; হি. ছোটদুধি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—কোমল লোমযুক্ত, বহুশাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী গুল্ম ; কাণ্ড, ৪-১২ ইঞ্চি, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে। পত্রের কিনারায় সূক্ষ্ম দাঁত আছে, ½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার, কাণ্ডে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরল। স্ত্রীকেসর ছোট। বীজকোষ কোমল লোমযুক্ত, বীজ কোঁকড়ান। গাছ দেখিতে তাম্রবর্ণ, পুষ্প বৎসরের সকল সময়েই থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস কিংবা গাছের গুঁড়া দষ্টস্থানে মন্তের সহিত লাগাইলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে এবং দুগ্ধের সহিত ইহা খাইলে ভেদ ও বমন হইয়া সর্পবিষ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার গনোরিয়া রোগের স্রাব নষ্ট করিবার শক্তি আছে। পত্র ও বীজ শুষ্ক অবস্থায় সৌগন্ধযুক্ত এবং কামোত্তেজক। তামিল ডাক্তারেরা ইহা বালকদের কৃমি রোগে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ খালিপেটে ছানার জলের সহিত ইহার গুঁড়া দিবাভাগে সেবন করান।

ইহার পত্র যত্নে শুষ্ক করিলে চায়ের মত হয় (Met. Med. Ind., ii, 75)। Dr. Irvine বলেন ইহা উত্তেজক ও মৃদু বিরেচক। ইহার পত্র কঙ্কন দেশে বড় কৃমি নাশে ব্যবহার হয়। Dr. O'Shaughnessy বলেন ইহা অতিশয় ভেদক। সামতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকের বাধক বেদনায় প্রদান করে (Dymock)।

Genus—JATROPHA Linn.

530. J. Curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

Fig.—Jacq. Hort. Vind., iii, t. 63; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 867B.

Ref.—F. B. I., v, 383; Roxb., F. I., iii, 686; B. P., ii, 941; Dymock, iii, 274; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ব্রাজিলে; বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়ায় ব্যবহার করে।

দেশীয় নাম—বা. বাগাভেরেন্দা; হি. এরণ্ড; তা. কাট আমুনক; তে. নেপালাম্; সং. কানন এরণ্ড।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। কাণ্ড ৫-৬ ফুট, বহু শাখা প্রশাখা হয়। নূতন ডাল সূক্ষ্মলোমযুক্ত, আঠা সাবানের ন্যায়, জল দিয়া রগড়াইলে ফেনা হয়। ডাল ধূসরবর্ণ, মসৃণ, উজ্জ্বল। গাছ একটু বড় হইলে পাতলা কাগজের ন্যায় ছাল উঠে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও

নরম শোলার ন্যায়। পত্র ৩ হইতে ৫ ভাগে অগভীর ভাবে খণ্ডিত। বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা; বোঁটা ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংকেসর ১০টী, ২ থাকে জন্মে। স্ত্রীকেসরের মস্তক পীতবর্ণ কিংবা শুষ্ক হইলে ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ফল গোলাকার ঈষৎ লম্বা সবুজবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বীজে তৈল আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। কাষ্ঠ হইতে বারুদের কয়লা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল বিরেচক এবং বমন কারক, ইহা পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয় (Gamble)। ইহার পাতলা তৈল পুরাতন বাতের পক্ষে হিতকর। ইহার পাতার ক্বাথ স্তনে দিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয় (Pharm. Ind.)। গোয়া দেশে ইহার শিকড়ের ছাল বাতে প্রলেপ দেয়। ইহার আঠা হিংএর সহিত এবং ছানার জলের সহিত ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার পাতা ও রেড়িগাছের পাতার দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হয়। ভেরেণ্ডা আঠা খোস, পাঁচড়া ও চুলকানিতে এবং কাউর ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

531. J. gossypifolia Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Fig.—Bot. Reg., t. 746; Jacq. Ic. t. 633; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.

Ref.—F. B. I., v, 383; B. P., ii, 941; Prain, H. H., 275; Dymock, Cook Fl. Bombay, ii, 597.

জন্মস্থান—ইহার আদি বাসস্থান আমেরিকা, বঙ্গদেশের জঙ্গলে রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লালভেরেণ্ডা; সং. নিকুম্ব; তা. আদ্দালয়; তে. নেলাক্রসিদা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। ইহার রস পীতের আভাযুক্ত। কাণ্ড ছোট ও শক্ত; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, ইহাতে ৩।৫টী অগভীর খণ্ড আছে। বিভাগগুলি ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ (Hodder), কিন্তু Dr. Dymock বলেন ফিকে লালবর্ণ। পুংপুষ্প সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, পুষ্পনল ছোট, পুংকেসর ৮টী। স্ত্রীপুষ্পের বহির্ব্বাস গোড়ায় ৫ অংশে বিভক্ত, গর্ভাশয় সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল মসৃণ, গায়ে খাঁজ আছে। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, প্রায় ৩

ভাগে বিভক্ত। বীজের আকৃতি মসৃণ, লম্বাকৃতি, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ (Brandis and Gamble)। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের তৈল উত্তেজক, ইহা বাতে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহার হয়। তৈল বিরেচক, ইহা ক্ষতশোষ, ক্ষতে, অতিশয় আঘাত জনিত বেদনা ও কৃমিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া বালকদিগকে দিলে তাহাদের উদর বিবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহা অতিশয় ভেদক এবং গলার গ্ল্যাণ্ড ফোলা আরাম করে। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষের ঝাপ্‌সা আরাম করে।

Genus—RICINUS Linn.

532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Fig.—Bent. & Trim., t. 237; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 878, Reichb. Hort. Bot. t. 153.

Ref.—F. B. I., v, 457; Roxb., F. I., iii, 689; B. P., ii, 952; Dymock, iii, 301; Prain, H. H., 277; Brandis, For. Fl., 453.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও পতিত জমিতে এবং রেল রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গাবভেরেণ্ডা, রেড়ি; সং. এরণ্ড; তে. আমুতাপুচেটু; তা. আন আনাককাম চেদী। Eng. Castor oil plant।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ত্বক, পত্র, বীজ ও তৈল। মাত্রা—মূল ত্বক কল্ক ¼-½ তোঃ; মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোঃ; মূল রস ১-২ তোঃ; পত্র কল্ক ১-২ তোঃ; পত্রের ছাই ¼-½ তোঃ; বীজ শস্য ২-৬ টা; তৈল ২½-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ৫-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্র সবুজ কিংবা লালের আভাযুক্ত, ১-২ ফুট। পত্র কতকটা হস্তাঙ্গুলিবৎ, পত্রের বিভাগগুলি লম্বা ও গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। পত্রের বোঁটা ফাঁপা ৪-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। পুংপুষ্পের ব্যাস ½ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের উপরে থাকে। পুংকেসর অনেক আছে, স্ত্রীপুষ্পের বহির্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভাশয় ৩টী পরদা বিশিষ্ট; স্ত্রীকেসর বিস্তৃত, গাঢ় লালবর্ণ। বীজকোষ গোলাকার, ½-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ লম্বা মসৃণ, মাংসল, শ্বেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। ফলের গাত্র কণ্টিত। বীজ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। আর এক প্রকার ভেরেণ্ডা আছে, উহাকে রক্ত এরণ্ড বলে; উহার কাণ্ড লাল ও পত্র রক্তবর্ণ; উভয়ের গুণ এক। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিভাষা অনুসারে ভেরেণ্ডা বীজের ক্বাথ পান করিলে পিত্তোদর আরাম হয়। এরণ্ড পত্রের অন্তরধূমদগ্ধ ক্ষার, ত্রিকটু তিল তৈল এবং পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে কাস আরাম হয় (চরক)। এরণ্ড পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট)। ইহার বীজের পায়স খাইলে কটিশূল ও গৃধ্রসী আরাম হয়। স্যুট ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ হিং ও সচ্চল লবণযোগে পান করিলে সদ্যঃশূল আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিলে পিত্তশূল পৈত্তগুল্ম আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এরণ্ড পত্রের পুট পক্করস ও আদার রস সমভাগে লইয়া যষ্টিমধুর কল্কসহ পাক করিয়া তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া অল্প গরম থাকিতে কর্ণ পূরণ করিয়া দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। সৈন্ধব লবণযুক্ত এরণ্ড পত্রের রস চোখ উঠার পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)। এরণ্ড তৈল, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, বাত, পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ, বস্তি প্রদাহ, গনোরিয়া, অশ্মরী, মূত্রমার্গে সঙ্কোচজনক পীড়ায় হিতকর। আদার রসের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল বেদনা কমিয়া যায়। রেড়ীর বীজের প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বাতের ফুলা কমিয়া যায়।

প্রসূত নারীর বর্দ্ধিত স্তনে ও বেদনান্বিত স্তনে গরম এরণ্ড পত্রের প্রলেপ দিলে এবং এরণ্ড পত্রের ক্বাথ সেবন করিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। গরম এরণ্ড পত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ত্তব রজস্রাব বর্দ্ধিত হয়। এরণ্ড মূলের ছাল রসায়ন এবং পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় (R. N. Khori, ii, 553)।

এরণ্ড পুরাতন বাত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, এইজন্য ইহার অপর নাম "বাতারি"। ইহার শিকড় বাতে ও কটি-বাতে ব্যবহার্য্য। রেড়ীর তৈল বিরেচক, ইহা গোমূত্র অথবা আদার রস অথবা দশমূল পাচনের সহিত ব্যবহার্য্য।

দশমূলকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাম্ভসা।
কটিশূলেষু সর্ব্বেষু তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্। (চক্রদত্ত)

বীজ পরিষ্কার ও পেষণ করিয়া কাইয়ের মত হইলে জলে ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কটি-বেদনা এবং গৃধ্রসী আরাম হয়।

বিশোধ্বৈরণ্ডবীজানি পিষ্ট্বা ক্ষীরে বিপাচয়েৎ।
তৎপায়সং কটিশূলে গৃধ্রস্যাং পরমৌষধম্॥

রেড়ীর শিকড়ের ক্বাথ বাত রোগ নাশক। ইহার ছাল পাতা এবং শিকড়ের ক্বাথ জল ও ছাগ দুগ্ধের সহিত ব্যবহার করিলে নূতন বসন্তের উদ্ভেদ কমিয়া যায়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার তৈল ভেদক, হাঁপানি নিবারক, পেটফাঁপা জনিত বেদনা, বাত, ফুলা, শোথ এবং

ঋতুনাশ রোগে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহার টাটকা রস অহিফেন এবং অপরাপর বিষ বমনের জন্য ব্যবহার হয়। শিকড়ের ছাল বমন কারক এবং চর্ম্ম রোগ নিবারক (Dymock)। ইহার ক্বাথ স্ত্রীলোকের স্তন্য বৃদ্ধিকারক ও ঋতুকর (Bently Trimen)।

Genus—PUTRANJIVA Wall.

533. P. Roxburghii Wall. (পুত্রঞ্জীব)

Fig.—Brand, For. Fl., 451. t. 53; Wight, Ic., t. 876; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 59.

Ref.—F. B. I., v, 336; Roxb., F. I., iii, 766; B. P., ii, 937; Prain, H. H., 274; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 236.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গেরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা, সং. পুত্রঞ্জীব, ঘুনিফল; হি. জিয়াপুত; তা. কুরুপালী; তে. কাবরঞ্জুবী।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৩০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, চারিদিকে অনেক ডালপালা হয়, সরু সরু ডালগুলি ঝুলিয়া পড়ে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা মাথা মোটা বা সরু, ফুল ছোট পীতবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটী কিম্বা জোড়া জোড়া হয়। বৃন্ত ½-১ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফলে একটী বীজ থাকে, ফল দেখিতে বকুলের মত, গোলাকার; বীজ শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রঞ্জীবো গুরুবৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ ॥
সৃষ্টমূত্রমলোরুক্ষোহিমঃ স্বাদু পটুঃ কটুঃ।

প্রবাদ আছে যে ইহার আঁটী ছিদ্র করিয়া বালকের গলায় ঝুলাইয়া দিলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। ইহার বীজ রক্ত আমাশয় নাশক, উত্তেজক, উষ্ণবীর্য্যক ও বলকারক। শিকড় তিক্ত ও জ্বরনাশক। পাতার ক্বাথ চক্ষুরোগের ধৌতকর ঔষধ রোগে ব্যবহার হয়। চীনদেশে ইহার বীজ মূত্রকর বলিয়া নির্দ্দেশ দেয়।

Genus—TRAGIA Linn.

534. T. involucrata Linn. (বিছুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 880.

Ref.—F. B. I., v, 465; Roxb., F. I., iii, 576; B. P., ii, 952; Watt, vi, Pt. 4, 471; Dymock, iii, 313; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বিছুটী; হি. বারহন্ত; তে. দুলাখন্দি; তা. কানচুরি; সং. বৃশ্চিকাসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা অতিশয় ঘনশাখাবিশিষ্ট, ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, উভয় দিকে পশমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ লোম আছে, পত্রের বোঁটা ১/৪-১/২ ইঞ্চি। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত, লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ড খাড়া এবং অনেক ফুল হয়। এই গাছে হাত দিলে চুলকাইয়া জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল বাহির হয়। হুকার সাহেব লিখিত 'ফ্লোরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে এই গাছ ৪ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমটিকে T involucrata proper বলা হয় এবং অপর তিনটিকে উহার variety বলা হয়, যথা—Var. cordata Muell., ইহার পাতা চৌড়া, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা মোটা মোটাভাবে কর্ত্তিত; আর এক প্রকার বিছুটী আছে, ইহা Var. angustifolia, ইহার পত্র সরু ঘাসের ন্যায় লম্বা, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; এবং Var. cannabina Linn., ইহার পত্র দেখিতে তালপত্রের ন্যায়, ৩ অংশে বিভক্ত ও দাঁতযুক্ত। আর এক প্রকার লাল বিছুটী আছে, ইহার নাম Fleurya inter- rupta Gaud (F. B. I., v, 548; B. P. ii, 961; Prain, H. H., 278); ইহা Urticaceae order ভুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ক্বাথ ১/২ চামচে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ ঘটিত রোগ আরাম হয়। বিছুটীর শিকড় কুষ্ঠরোগে বাহ্যিক প্রযোগ হয়। ইহার শিকড় আদার সহিত মাথায় দিলে মাথাবেদনা আরাম হয়। কঙ্কন দেশীয় লোকেরা ইহার শিকড় ঘায়ের পোকা মারিবার জন্য প্রলেপ দেয়। তুলসী পাতার রসের সহিত ইহার মূল বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার ফল অল্প জলের সহিত টাকে রগড়াইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়। বিছুটী ফল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ-দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া যায়। Var. T. cannabinaর শিকড় মূত্রকর ও ত্রিদোষ-নাশক। ইহার ছেঁচা রস ১/২ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড় ঘর্ম্মকর, প্রবল জ্বরে যখন হস্তপদ বেদনা ও হস্ত ও পদের অগ্রভাগ শীতল হয় তখন শিকড়ের ক্বাথ ২-৪ আউন্স সেবন করিলে জ্বর কমিয়া আইসে। ইহার শিকড় (১ : ১০) মিশাইয়া ক্বাথ হয়, উহা ব্যবহার করিলে জ্বরের সহিত প্রাদাহিক কাশি আরাম হয়।

Genus—CLEISTANTHUS Hook, f.

535. C. collinus Benth. (গাররি)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 37, t. 169; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 856.

Ref.—F. B. I., v, 274; Roxb., F. I., iii, 732; B. P., ii, 928; Dymock, iii, 269.

জন্মস্থান—ভারতের শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে, সিমলা হইতে বেহার পর্য্যন্ত স্থানে, দাক্ষিণাত্যে বুন্দেলখণ্ডে ও মধ্য ভারতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. গাররি; তা. ওয়াদুগু; তে. কাদিসেন-কর্সি; উড়িয়া—কারাদা; মধ্যভারত—গানারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ বা ছোট গাছ। ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে ঈষৎ লালের দাগ আছে, ছাল বিদীর্ণ। কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ বা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত ও অতিশয় ভারী। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, চামড়ার মত, ডিম্বাকৃতি, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক মোটা, প্রায় গোলাকার। বৃন্ত ⅛ ইঞ্চি, ফুল পীতাভ সবুজবর্ণ, ছোট পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে। বীজকোষ ¾ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টী বিভাগ আছে, কখন বা ৪টী থাকে, গাঢ় ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল, শুষ্ক হইলে কোঁকড়াইয়া যায়। বীজের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। এপ্রেল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরবর্ত্তী মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ও ফলের ছাল অতিশয় বিষাক্ত (O'Shaughnessy)। ছোটনাগপুরে ইহার ফল ও ছাল মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার ছাল চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া সেই জলে স্নান করিলে অতিরিক্ত মাথা বেদনা আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার পত্র এবং ফলের অরিষ্ট পাকাশয়িক ও আন্ত্রিক প্রদাহে বেশ কাজ করে।

Genus—MALLOTUS Lour

536. M. philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 236; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 875B; Roxb. Cor. Pl., ii, t. 38; Rheede, Hort. Mal., v, t. 21 & 24.

63—1034B.

Ref.—F. B. I., v, 442; Roxb., F. I., iii, 827; B. P., ii, 950; Prain, H. H., 277; Watt, v, Pl. 1, 114; Dymock, iii, 296.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, সিন্ধুদেশ, সিংহল, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কমলাগুঁড়ি; সং. কম্পিলা, কম্পিল্লক; তা. কপিলাপেদী; তে. সুন্দগুণ্ডী; হি. বসন্তগন্ধ; Eng. Kamala dye.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফলের গুঁড়া, শিকড়। মাত্রা ২ আনা ১ তোলা।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল ¼ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লালবর্ণ, কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ মসৃণ ও শক্ত। কচি প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং পাকা পাতার নিম্নদিকে তুলার ন্যায় পদার্থে আবৃত; শাখা নরম। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে কতকটা ডুমুর পাতার ন্যায়, পত্রবৃন্তের নিকট ২টী গোলাকার গ্রন্থি আছে। পত্রের নিম্নদেশ লালবর্ণ শিরা দ্বারা আবৃত, পত্রের বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সরু, ৩টী শিরা আছে, বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি। ফুল ছোট একলিঙ্গ বিশিষ্ট; পুষ্পদণ্ড গাঢ় লালবর্ণ; পাপড়ি গোলাকৃতি। স্ত্রীপুষ্প এক একটী হয়। ফল ছোট কুলের মত। ফল ও বীজকোষ তিন ভাগে বিভক্ত; ফল পাকিলে লাল কিংবা উজ্জ্বল লালবর্ণ গুঁড়ায় আবৃত হয়। বীজ গোলাকার, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। Sir Buchanan Hamilton বলেন যে এই গাছকে "Monkey face tree" বলে, কারণ বালকেরা ইহার ফল মুখে ঘষিয়া মুখ লালবর্ণ করে। ইহার ফল লালবর্ণ বলিয়া ইহার আর একটী নাম রক্ত ফল। পাকা ফলের গায়ে রক্তবর্ণ যে পদার্থ থাকে উহাকে কমলাগুঁড়ি বলে; ইহা গন্ধশূন্য। কমলাগুঁড়ি লেবু রং বিশিষ্ট, রেশম রং করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ফল হইতে যে গুঁড়া পাওয়া যায় উহাকে "কপিলী" বলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট, আর বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি হইতে যে রং পাওয়া যায় উহাকেও "কপিলী" বলে। বিশুদ্ধ কম্পিল্লক প্রায় পাওয়া যায় না, ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। জলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ডুবাইয়া কমলাগুঁড়ির গুঁড়া মাখাইয়া কাগজে রগড়াইলে যদি বর্ত্তিকা আকার ধারণ করে তবে উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার ফুল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে এবং ফল মার্চ্চ-মে মাসে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলা ৫, বরুণ ছাল (Crataeva religiosa) ৪, গোলাপের কুঁড়ি ৫, হরিতকী ৪ এবং সৈন্ধব লবণ ৪ ভাগ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে কৃমি নাশ হয়।

কমলা, বিড়ঙ্গ, হরিতকী, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া গুঁড়া, ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে ফিতার ন্যায় কৃমি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কমলার গুঁড়া ৮ গুণ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে

দদ্রু, ছুলি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মধুর সহিত কমলা ২ ড্রাম সেবন করিলে ফিতার ন্যায় কৃমি মরিয়া যায়।

কমলার ফলের গুঁড়া হইতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা কৃমিনাশক, বিষনাশক ও বিরেচক। ইহার সর্দ্দি দূর করিবার শক্তি আছে। নিঘণ্টকারের মতে ইহা সর্দ্দি, পিত্ত, পাথরী ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র ধারক ও শান্তিকর। কমলার ফল পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। Makhzan লেখক বলেন যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কমলাগুঁড়ি আছে উহা Ethiopia দেশ হইতে ভারতে আইসে, ইহাকে "Habshi" বলে। ফিকে লাল জাতীয় কমলাগুঁড়িকে ভারতীয় কমলা বলে। Dr. Rheede বলেন যে ইহার পত্র, ফল এবং শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে বিষাক্ত জন্তুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়। ভারতীয় কমলাকে সাধারণত "Wars" বলে।

মধুর সহিত মাড়িয়া কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়! ইহার সহিত পক্ক তৈল ব্রণে ও ক্ষতে দিলে ক্ষত পূরণ হইয়া ঘা শীঘ্র আরাম হয় (চরক)।

কমলাগুঁড়ি পিত্ত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে এবং শূলবৎ বেদনা নাশ করে। ইহা বমনকারক এইজন্য উহা সেবন করিলে বমন হয়।

Genus—PHYLLANTHUS Linn.

537. P. distichus Muell. (নোয়াড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 47 & 48; Lamk., Ill., ii, t. 757; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 862A.

Ref.—F. B. I., v, 304; Roxb., F. I., iii, 672; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pl. 1, 217.

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কার এবং বঙ্গদেশের অনেক বাগানে ইহা রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নোয়াড়; হি. চালমেরী; তা. আরুনেল্লী; তে. রাকা উসিরিকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, শিকড়, ফল।

বর্ণনা—২০-৩০ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। শাখা আঙ্গুলের মত মোটা, ছাল বন্ধুর, ধূসরবর্ণ; পত্রময় শাখা ১-২ ফুট। পত্র ঝিল্লিযুক্ত, নিম্নভাগ ফিকে, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ১/১২ ইঞ্চি, কখন কখন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেসর বক্র, গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি। ফল গোলাকার, শাঁস অল্প। ফলে বীজ একটী থাকে, ইহাতে ৩।৪টী বিভাগ আছে। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও ধারক। শিকড় অতিশয় বিরেচক ও বীজ সর্দ্দিনাশক।

538. P. Emblica Linn. (আমলকী)

Fig.—Brand., For. Fl., t. 621; Rheede, Hort. Mal., i, t, 38; Bedd., Fl. Syl., v, t. 258.

Ref.—F. B. I., v, 289; Roxb., F. I., iii, 671; B. P., ii, 1935; Watt, v, Pr. I., 270; Dymock, iii, 261; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহু পরিমাণে দেখা যায়! হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমলকী, আমলা; সং. আমলকম্, ধাত্রীফলম্; হি. আওনলা; তা. নেল্লীকাই; তে. উষীরিকী; Eng. Emblic myrobalan।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল এবং ফুল। মাত্রা রস ২ তোলা, চূর্ণ ৪-৮ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২০-২৫ ফুট উচ্চ। ছাল ৳ ইঞ্চি পুরু, ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত ও লালবর্ণ। পত্রদণ্ড লম্বা, পত্রিকা পালকের মত দণ্ডের উভয়দিকে হয়, পক্ষাকার কোমল লোমযুক্ত ৳-½ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল ছোট সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, লম্বা পুষ্পদণ্ডে থাকে, পুংকেসর তিনটী, স্ত্রীপুষ্প অল্প হয়, ইহার পাপড়ি পুংপুষ্পের তুল্য। ফল ½-১৳ ইঞ্চি গোলাকার শাঁসযুক্ত, ফিকে পীতবর্ণ, পাকিলে কতকটা লালের আভাযুক্ত হয়, ফলের স্বাদ অম্ল, ফলে ৬টী বীজ থাকে। কাশীর আমলকী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাল আমলকীর গন্ধ গন্ধকের মত, ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম ধাত্রীফল। আমলকীর পশ্চাৎভাগে পেয়ারার ন্যায় ফুল থাকে, ফলের গাত্র খাঁজকাটা, শুষ্ক আমলকী কোঁকড়ান, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, অল্প সৌগন্ধযুক্ত। বসন্তকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমলকীর টাটকা রস মূত্রকর ও মৃদু বিরেচক। আমলকী চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় নাশক, হিন্দু কবিরাজেরা ইহার ফুল ধারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 244)। ইহার টাটকা রস মধু ও হরিদ্রার সহিত মিশাইয়া গনোরিয়া রোগে প্রদত্ত হয় (Dymock)। ইহার বীজের ক্বাথ তিক্ত, বলকারক এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়-নাশক। আমলকী ফলের সরবৎ মধু দিয়া খাইলে রোগীর বেশ বল হয়, ইহা মূত্রকর। আমলকী অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়।

আমলকীর গুঁড়া ৩২ তোলা, জারিত লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টিমধু ১৬ তোলা, এইগুলি গুলঞ্চ রসে ক্রমাগত সাতবার ভিজাইয়া ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, রক্তহীনতা ও অজীর্ণ রোগ আরাম করে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে ধারক, রক্তের সংশোধক ও ত্রিদোষ নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock, iii, 261)। ইহার ফলের আঠা নূতন চক্ষুপ্রদাহে হিতকর।

আমলকী দ্রাক্ষা, চিনি, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ৪০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে পেটের বেদনা ও উদরাময় আরাম করে। দুই ড্রাম পরিমাণ আমলকীর পিষ্টক মধুর সহিত খাইলে গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়।

আমলকীর রস গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিসর্পজ্বর আরাম হয়। যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে।

আমলকী ও কয়েৎ বেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত খাইলে দারুণ হিক্কা আরাম হয়। পাকা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কিম্বা আমলকী চূর্ণ বা আমলকীর রস মধুর সহিত খাইলে শ্বেত প্রদর আরাম হয় (চরক)।

অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে মূত্রদোষ ও প্রস্রাবের জ্বালা দূর হয় (সুশ্রুত)।

আমলকী চূর্ণ দুই তোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, জাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধ তোলা গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাশ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শুষ্ক আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

আমলক্যাশ্চ কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ
তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ (ভাবপ্রকাশ)।

আমলকী চিনি ও ঘৃত সহ পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে মাথার খুসকী ও দদ্রু আরাম হয়। অতিশয় যন্ত্রণার সহিত রক্ত মিশ্রিত মূত্র বাহির হইলে ইক্ষুরস, কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিলে সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়। চক্ষু উঠিলে প্রথম অবস্থায় আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ও চক্ষুর যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও চক্ষুর আরক্ততা কমিয়া যায় (বঙ্গসেন)। আমলকীর রস চিনির সহিত সেবন করিলে যোনি-প্রদাহ আরাম হয়। আমলকী হইতে কবিরাজী খণ্ডামলকী নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অজীর্ণ, বমন এবং পাকাশয়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ।

আমলকী, চিতা, হরিতকী, পিপুল, এইগুলি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ করে। ইহা রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, দীপক ও পাচক। ইহাকে আমলক্যাদি চূর্ণ বলে।

আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজা ও বটের ঝুরি ইহাদিগের চূর্ণ মধুসহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখশোষ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, গুলঞ্চ, ভেলা ও শোধিত বিষ এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস সহ ১ বটিকা সেবন করিলে অজীর্ণ ও গুল্ম, দুইটী বটিকা সেবন করিলে ওলাউঠা,

তিনটী বটিকা সেবন করিলে সর্পবিষ এবং চারিটী বটিকা সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর আরাম হয়। ইহার নাম সঞ্জীবনী বটিকা।

539. P. Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 861; Wight, Ic., t. 1894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 298; Roxb., F. I., iii, 659; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pt. I, 222; Dymock, iii, 265.

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ভূঁই আমলা, শ্বেতহাজরমনি; সং. ভূধাত্রী; তে. নেলা উসিরিকা; তা. ফিজকাই নেল্লী।

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের গরমদেশে, পঞ্জাব, আসাম, বাঙ্গালা, ত্রিবাঙ্কুর, হুগলী, হাবড়া জেলার চাষ ক্ষেত্রে এবং ভিজা জমিতে প্রায় সর্ব্বত্র জন্মে।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা, সমগ্র গাছ চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ। শাখা খাড়াভাবে বাহির হয়, উপরের শাখা শিরাযুক্ত, উহাতে কোমল লোম আছে। পুংপুষ্প ১/১০ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। পুংকেসর তিনটী। পত্র আমলকী পত্র অপেক্ষা চওড়া, পাতার বোঁটা কোনটী লাল কোনটী শ্বেতবর্ণ, ফল অতিশয় ছোট ১/৮-১/২ ইঞ্চি, চেপ্টা ও গোলাকার। ইহাতে তিনটী বিভাগ আছে। বীজ শ্বেতবর্ণ নরম, ফুল পীতবর্ণ, ইহার গাছ কতকটা বন নীলের গাছের মত। এই গাছ শরৎকালে বেশ দেখা যায়, ফুল বর্ষার শেষে ও পরে ফল হয়, ফল তিক্ত ও অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। কাণ্ডের রস সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্ষু প্রদাহে প্রযুক্ত হয়। ক্ষত, ঘা ও নখকুনিতে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার পাতা ও শিকড়ের প্রলেপ দিলে আরাম হয় (Drury)। টাটকা শিকড় কামলা রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর; ১/২ আউন্স পরিমাণ টাটকা শিকড়ের রস এক পিয়ালা দুগ্ধের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মালিশ করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Roxb.)।

ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া শোথ, গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও পাতার ক্বাথ অতিশয় কটু, ইহা অবিরাম জ্বর নাশক। সমগ্র গাছের অরিষ্ট সবিরাম জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের দোষে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dr. B. D. Basu)। পত্র ও শিকড়ের রস একটী উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

মুসলমান বৈদ্যদের মতে ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা ক্ষতের একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহার পাতা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ভূমি

আমলকীর মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে বা নাকে নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয় (চরক)। ইহার মূল, কাঁজি ও সৈন্ধব লবণ সহ তাম্র পাত্রে ঘষিয়া চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ব্যথা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। ইহার বীজ চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া দুই তিন দিন সেবন করিলে রক্ত বা শ্বেত প্রদর আরাম হয়।

ভূম্যামলকীবীজন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনদ্বয়ত্রয়েণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েৎ ধ্রুবম্ (বঙ্গসেন)।

540. P. Urinaria Linn. (হাজরমনি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, 16; Wight, Ic., t. 895, Fig. iv; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 859B.

Ref.—F. B. I., v, 293; Roxb., F. I., iii, 660; B. P., ii, 935; Watt, vi, Pt. I, 224; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, পঞ্জাব, আসাম, সিংহল, হুগলী, হাবড়া জেলার পতিত ছায়াযুক্ত স্থানে সাধারণতঃ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি· বা. হাজরমনি; সা. সাপনি; সং. তাম্রবল্লী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিম্বা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম, এই গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। শাখাগুলি বক্র, অতিশয় জড়ানে। পত্র খুব ঘন ঘন হয়, নরম ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; প্রশাখাগুলিতে পত্র পক্ষাকারে জন্মে। পত্রের বৃন্তদেশ গোলাকার, নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। ফুল ঈষৎ পীতবর্ণ। ফুল অতিশয় ক্ষুদ্র; পুংপুষ্পের পাপড়ি সবুজবর্ণ, স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি লম্বাকৃতি, ফুল ⅛ ইঞ্চি, চেপ্টা। বীজ এবড়ো খেবড়ো। ইহার আর এক জাতি আছে, উহাকে "P. Hookeri" বলে; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা লম্বা ও বড় গাছ ১-১½ ফুট উচ্চ। এই গাছ Khasia পাহাড়ে অধিক দেখা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুল হয়, বর্ষার শেষে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ ভূঁই আমলারই মত, ছোটনাগপুরে এই গাছ নিদ্রাহীনতায় ব্যবহার করে (A. Campbell)। শুষ্ক গাছের গুঁড়া কিংবা ক্বাথ এক চামচে পরিমাণ খাইলে কামলা রোগ নাশ করে। Mir Muhamad Husain বলেন ইহার দুগ্ধের ন্যায় আঠা নালী ঘায়ের পক্ষে হিতকর। পাতা লবণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে পাঁচড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগ নাশ করে।

541. P. reticulatus Poir. (পানশিউলি)

Fig.—Wight, Ic., t. 894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., v, 857.

Ref.—F. B. I., v, 288; Roxb, F. I., iii, 664; B. P., ii, 935; Dymock, iii, 264; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, বিহার, সিকিম, আসাম এবং সমগ্র বঙ্গদেশের বেড়া ও জঙ্গলের কিনারায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. পানঝুলি; বা. পানশিউলি; সং. কৃষ্ণ কাম্বোজী; তে. নেল্লাপুরুষু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—পাকান গুল্ম, ৮-১০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা ও ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ কিম্বা ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গাছ জড়াইয়া অপর গাছে উঠে, শাখাপ্রশাখা বহু হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম লোম আছে। পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু কিম্বা মোটা, বোঁটা ½-⅙ ইঞ্চি। পত্রের গোড়া হইতে ফুল ও ফল হয়। পুষ্পদণ্ড ছোট ও শক্ত, ফুল গোলাপী, এক একটী কিম্বা একসঙ্গে অনেক হয়। পুংকেসর পাঁচটী, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ৫-১০ পর্দা বিশিষ্ট। ফল বেগুনে রংবিশিষ্ট, কাঁচা ফলের অধোদেশ গোলাপী, পাকিলে মিষ্ট হয়, চেপ্টা ও গোলাকার। ফলের বীজ ৮-১৪টী হয়, ফল দেখিতে প্রায় আপেলের মত কিন্তু ক্ষুদ্র। এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতা মূত্রকর ও শান্তিকারক। পাতার রস কঙ্কন দেশে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ছালের ক্বাথ দিনে দুইবার ৪ আউন্স পরিমাণ খাইলে জ্বর আরাম হয়। পাতার রস কর্পূর ও কাবাবচিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে চুষিয়া খাইলে দাঁতে রক্ত পড়া আরাম হয় (Dymock)।

Genus—TREWIA Linn.

542. T. nudiflora Llnn. (পিটুলি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 42; Wight, Ic., t. 870 and 871; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 876.

Ref.—F. B. I., v, 423; Roxb., F. I., 837; B. P., ii, 948; Dymock, iii, 295; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—আসাম, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়, হুগলী, হাবড়া জেলার জঙ্গলে এবং নদীর ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিটুলি; সং. কুরঙ্গ।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড ও পক্কপত্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি, ডালের উভয়দিকে হয়,

৫-৭ ইঞ্চি দীর্ঘ, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ কোমল লোমযুক্ত, সবুজবর্ণ, পাতলা, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংপুষ্প ফিকে সবুজবর্ণ। নরম, লম্বমান দণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, পুরু ও সোজা। ফল ½ ইঞ্চি, খসখসে, গোলাকার। বীজ ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পুরু, প্রায় কাষ্ঠের মত। মার্চ্চ মাসে ফুল হয় ও মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিঘণ্ট মতে ইহা শান্তিকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। শিকড় বাত ও গেঁটেবাত নাশক। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের ক্বাথ পেটফাঁপা নিবারক এবং বাতে স্থানীয় মালিশ হয় (Pharm. Ind., iii, 275)।

Genus—SAPIUM

543. S. sebiferum Roxb. (মোমচীনা)

Fig.—Wilson, Arn. Arb. Exped. China 1910-11, t. 372; Britton, N. American Trees 601, Fig. 552; Wilson, Veg. W. China (Published Arn. Arb. No. 2), t. 467-69.

Ref.—F. B. I. v, 470; Roxb. F. I., iii, 693; B. P., ii, 954; Prain, H. H. 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের উত্তরাংশে, পিলভিট; অযোধ্যায় চাষ হয়, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণার গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে জন্মে। আদিম জন্মস্থান চীনদেশ।

বিভিন্ন নাম—মোমচীনা।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাষ্ঠ শক্ত, শ্বেতবর্ণ। ছাল পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, পত্র দেখিতে অশ্বত্থ পাতার ন্যায়। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, শিরা ৬-১০ জোড়া, অতিশয় নরম, বোঁটা ½-১½ ইঞ্চি পত্রাগ্র সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, পুংপুষ্প গুচ্ছবদ্ধ-ভাবে জন্মে, বহির্ব্বাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অধিক লম্বা ও দৃঢ়। ফল মটরের মত, প্রায় গোলাকার, একটু ছুঁচাল; বীজ গোলাকার, ইহা মোমের ন্যায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল কামরাঙ্গার ন্যায়, তিন শিরাবিশিষ্ট, ইহাতে ৩টী বীজ আছে। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে বাতি তৈয়ারী হয় এবং ইহার নাম China Tallow Tree। এই গাছ চীন দেশজাত কিন্তু ভারতের উত্তরাংশে ও অপরাপর স্থানে বাতি প্রস্তুতের জন্য চাষ হয়। পত্র হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ ঘরের আসবাব

তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার হয়। মোমচীনা তৈল জ্বালানীর জন্য এবং খইল সারের জন্য ব্যবহার হয়।

XCIV. URTICACEAE

Genus—ARTOCARPUS Foast.

544. A. integrifolia Linn. (কাঁটাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 26-28; Bot. Mag., t. 2883-84; Wight, Ic., t. 578; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 906.

Ref.—F. B. I. v, 541; Roxb., F. I., iii, 522; B. P., ii, 971; Watt, i, Pl. 2, 330; Dymock, iii, 355; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ও পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত জন্মে। বঙ্গদেশের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটাল; সং. পনস; সামতাল—কাঠার; তে., তা. পানস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড় আঠা ও ফল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বড় গাছ, প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট, মাঝারী রকমের শক্ত, উপরের কাষ্ঠ ফিকে, ভিতরের উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ছাল পুরু ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, পুরাতন হইলে গায়ে ফাটা ফাটা দাগ হয়। ইহার আঠা পক্ষী ধরিবার ফাঁদে ব্যবহার করে। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, চামড়ার ন্যায় পুরু, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, তিনটী শিরাবিশিষ্ট। পত্রের বৃন্তদেশ সরু, নিম্নভাগ খসখসে, পত্র শির' ৮ জোড়া, বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পাবলী সমন্বিত পুষ্পদণ্ড গোলাকার, লম্বা ২-৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড পুষ্পাবলী পুংকেসর শুকাইয়া গেলে পড়িয়া যায়, স্ত্রীপুষ্পাবলী পুষ্পদণ্ড বৃহৎ ফলে পরিণত হয়। ফল ১২-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১৮ ইঞ্চি মোটা। চারাগাছের শাখায় ফল হয়, পুরাতন গাছের গুঁড়িতেও ফল হয়। ফলের গাত্র কণ্টকময় ছালে আবৃত। বীজে তৈল আছে, প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শাঁস কাঁচা ও পক্ক অবস্থায় খায়। বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা ভাজিয়া খায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফুল হয় ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান বীচিবৎ ফুলিলে ইহার আঠা ব্যবহার করে। ফোড়া পাকাইবার জন্য ফোড়ার চতুর্দ্দিকে লাগান হয়। কচি পাতা চর্ম্মরোগে প্রযোজ্য। উদরাময় রোগে ইহার শিকড় বাটিয়া খাইলে উহা আরাম হয়। কাঁটাল পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ। অপক্ক ফল ধারক; পক্ক ফল মৃদুবিরেচক গুরুপাক, পুষ্টিকর। কাঁটাল পাতা খাইলে বমন হয়, এইজন্য অহিফেনের রোগীকে খাওয়াইয়া বমন করায়। ইহার শিকড় কোমরে বাঁধিলে একাশিরা আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে।

545. A. Lakoocha Roxb. (ডেলো)

Fig.—Wight, Ic., t. 681; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 907.

Ref.—F. B. I., v, 543; Roxb., F. I., iii, 524; Watt, i, Pl. 2, 33; B. P., ii, 971; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, কমায়ুন, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ডেলো, মাদার; সং. ডাহু; হি. লাকুচ্।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ, আঠা।

বর্ণনা—২০-২৫ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তে পাতা পতিত হয়। ছাল খসখসে, কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ পীতবর্ণ, শক্ত, উজ্জ্বল। পত্র ডিম্বাকৃতি ৩½-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। পত্র চর্ম্মবৎ ও খসখসে, শিরা ৮-১২ জোড়া। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পের বোঁটা ছোট, পুংকেসর ১টী। স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট ও মসৃণ। ফল লম্বাকৃতি ও গোলাকার, কখন কখন এবড়ো খেবড়ো, ২-৩ ইঞ্চি। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়, খাইতে অম্ল। কাঁচা ফল অম্ল রাঁধিয়া খায়। বীজ লম্বা, পুরু চেপ্টা, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ হয়। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়, আগষ্ট মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা বিরেচক (Dymock)। ফল পক্ক কিংবা কাঁচা রাঁধিয়া খায় (Talbot)। বম্বে রত্নগিরি নামক স্থানে ইহার তরকারী করিয়া খায় ও চাটনী করে।

Genus—CANNABIS Tourn.

546. C. sativa Linn. (গাঁজা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 60 & 61; Bentl. & Trim., t. 231; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 888.

Ref.—F. B. I., v, 487; Roxb., F. I., iii, 772; B. P., ii, 960; Dymock, iii, 318; Prain, H. H., 278.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা খুরদা রোড, রাজশাহী, কখন কখন দিনাজপুর জেলার নদীর ধারে জন্মে; ইহার আদিম জন্মস্থান সাইবিরিয়া; ইহা সাধারণের চাষ নিষিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গাঁজা, সিদ্ধি; সং. হি. ভাং; তা. গাঞ্জাইলাই; তে. কল্লম-ঘেট্টু; Eng. Indian hemp.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, স্ত্রীপুষ্পের ফুলের অগ্রভাগ অথবা বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয়দিকে পত্র হয়। উপরের পত্রে তিনটী, নীচের পত্রে ৫-১১টী হস্তাঙ্গুলিবৎ ভাগ আছে, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল সবুজবর্ণ, ছোট ও অবনত, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ছোট পুষ্পদণ্ডে থাকে, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে জন্মে। পুংপুষ্পের পাপড়ি ৫টী, পুংকেসর ৫টী। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভদণ্ড ছোট, স্ত্রীকেসর মধ্যে থাকে। ফল ও বীজ চেপ্টা। ফলের গায়ে কাঁটা কাঁটা আছে। এপ্রেল ও মে মাসে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা আয়ুর্ব্বেদে ও British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে যে দেবতাগণ এই গাছের জন্ম দিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার সহস্র চক্ষু ও সমস্ত রোগনাশক শক্তি এবং দৈত্যনাশক শক্তি দিয়াছেন। সিসিলি দ্বীপের কৃষকপত্নীগণ স্বামী বশ করিবার জন্য ২৫ গাছা পশমের সূত্রদ্বারা Good Fridayর দিনে অঙ্গে ধারণ করে। হিন্দুদের পুস্তকে লিখিত আছে যে গাঁজা গাছ সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পর্ব্বের দিনে হিন্দুরা সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজনিঘণ্টকার ইহার নাম জয়া, চপলা এবং খাইয়া আনন্দ হয় বলিয়া তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহার আর একটী নাম হর্ষিণী। সর্দ্দি হইলে ভাং ব্যবহার করিলে উপকার হয়। রাজবল্লভ বলেন যে সিদ্ধি খাইলে মানুষের আনন্দ, ভয়শূন্যতা ও কামোদ্রেক হয়।

সিদ্ধি ক্রমাগত ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ভয়শূন্যতা, রক্তনাশ ও ধ্বজভঙ্গ রোগ, শোথ ও বিবমিষা আনয়ন করে। ভাং খাইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে মাখন ও গরম জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

ভাং গাছের আঠা হইতে চরস প্রস্তুত হয়, ইহা তামাকের ন্যায় কল্‌কেতে সাজিয়া পান করে, আঠার সহিত স্ত্রীপুষ্প জটা বাঁধিয়া যায় ও উক্ত আঠা শুদ্ধ জটা গাঁজারূপে অনেকে কলিকাতে সাজিয়া আগুনের সহিত ধূমপান করে বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিমালয় প্রদেশের ভাং অধিক উগ্র।

Mirza Abdul Razzak বলেন যে ইহা অতিশয় পিত্ত নিঃসারক, কামোত্তেজক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, দুগ্ধের সহিত অর্শে লাগাইলে অর্শের যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং ১ ড্রাম পরিমাণ খাইলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। গাঁজা গাছ কোন কোন দেশে (যেমন বাঙ্গালায়) সরকারের লাইসেন্স ব্যতীত চাষ করা নিষিদ্ধ।

Rumphius বলেন ইহার পাতার গুঁড়া উদরাময় নাশক। ইহা পেটের দোষ দূর করে এবং পিত্তনাশক।

Dr. O'Shaughnessy বলেন যে ভাং অধিক পরিমাণে দিলে এবং কয়েকদিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, জলাতঙ্ক, বাত, বালকদের তড়কা ও কলেরা আরাম হয়।

কলেরা রোগে ইহা অহিফেনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন অপর ঔষধে বিশেষ ফল হয় না তখন পুরাতন বাতে ইহা প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

Dr. J. S. Rennie বলেন যে ইহার অরিষ্ট ১৫-২০ মিনিম দিনে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Watt)। গাঁজার তৈল ও বীজ মূত্রকর ও ওলাউঠা নাশক, ইহা দ্বারা গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয়। ইহা প্রসব যন্ত্রণার সময় আর্গটের ন্যায় কাজ করে কিন্তু ইহার শক্তি অধিকক্ষণ থাকে না।

বৃদ্ধ লোকদের রাত্রিতে হস্ত পদের বাতে বিশেষ উপকার করে। ইহা কষ্টকর শ্বাস ও হাঁপানি দূর করে।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে হইলে স্ত্রীগাছের পুষ্পদণ্ড ৪৮ ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাদুরে বিছাইয়া পদদলিত করিতে হয়, ইহাতে ফুল বেশ জমাট বাঁধিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে গাঁজাগুলি নাড়িয়া দিতে হয়। মাড়াইবার ফলে গাঁজা হইতে অনেক গুঁড়া বাহির হয়, ইহাকে chus কিংবা rora বলে, ইহার সহিত গাছের আঠা মিশাইলে চরস হয়। মধ্য এসিয়ায় গাঁজা গাছ আঁচড়াইয়া উহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়, এই চরস দেখিতে ধূসরবর্ণ। সিদ্ধি গাছের শুষ্ক পাতাকে সিদ্ধি বলে; স্ত্রীগাছ হইতে গাঁজা ও চরস হয়। গাঁজা গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আঠা ও ফুল পাইবার জন্য গাছের ডাল কাটিয়া দেয়।

সিদ্ধি কফ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোত্তেজক, বিসূচিকা নাশক, রক্তস্রাব নিবারক, পাচক, পিত্তজনক ও জলাতঙ্ক রোগ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

সিদ্ধির যোগে মদনানন্দ মোদক নামক মোদক প্রস্তুত করা হয়। ইহা সর্দ্দি, উদরাময় ও ধ্বজভঙ্গ রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালীঃ—

সমান পরিমাণ হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, শৃঙ্গী (Rhus succedanea), পাচক মূল (কুড়), ধনে, সৈন্ধব লবণ, শটী (Zedoary root), তালিশপত্র (Abies Webbinaa), কট ফলের শিকড়, নাগকেশর ফুল (Mesua ferrea), যোয়ান, বন যোয়ান (Seseli indicum), যষ্টিমধু, মেথি, জিরা এবং কালজিরা; উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধির পাতা, ফুল ও বীজ মাখনে ভাজিয়া গুঁড়া কর, সিদ্ধির সমান ওজন চিনির রস প্রস্তুত কর, উক্ত রসে গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত কর; তৎপরে মধু, গুঁড়া তিল, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও কর্পূর প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর ও উক্ত মোদকের সহিত মিশাও, এবং ইহা হইতে ৮০ গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত কর। ইহা সর্ব্বরোগ নাশ করে। (সারকৌশী)

সিদ্ধির যোগে জ্বালানল রস প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল:—

যবক্ষার (impure carbonate of potash), সোডা, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, পিপুল, গোলমরিচ, চৈ ও আদা প্রত্যেকটী সমান পরিমাণ, তৎপরে উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের

সিদ্ধিপাতা ভাজা, সিদ্ধি পত্রের ওজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ সজিনার শিকড় লইয়া গুঁড়াইয়া মিশ্রিত কর। মিশ্র দ্রব্য, টাট্‌কা সিদ্ধিপাতার কাথ, সজিনা শিকড়ের কাথ ও রক্ত তিলের কাথের সহিত তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এইগুলি ভৃঙ্গরাজ (Wedelia calendulacea) রসে মিশাইয়া প্রত্যেকটী ½ ড্রাম বটিকা প্রস্তুত কর। এই বটিকা মধুর সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ, বমন ও বিবমিষা আরাম হয়।

ভাং হইতে জাতিফলাদ্য চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল :—

জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ, তিল, বংশলোচন, টগরফুল (Tabernaemontana coronaria), হরিতকী, আমলকী, পিপুল, গোলমরিচ, শুঁঠ, তালিশপত্র, চিতামূল, জিরা, বিড়ঙ্গ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য সিদ্ধি এবং সমষ্টিচূর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে উদরাময়, গ্রহণী, কাশ, শ্বাস, অরুচি, ঘা, বাতশ্লেষ্মা ও সর্দ্দি আরাম হয় (শার্ঙ্গধর)।

Genus--FICUS Linn

547. F. bengalensis Linn. (বটগাছ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1989; Rheede, Hort. Mal., i, t. 28; Kirtikar, Ind. Med. Pl., 893.

Ref.—F. B. I., v, 499; Roxb., F. I., iii, 539; B. P., ii, 989, Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে ও বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে। রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুরে প্রায় ২০০ শত বর্ষের একটি অতিকায় বটবৃক্ষ আছে, ইহার প্রায় ৬০০ শতটি ঝুরি ইহার বিশাল শাখাপ্রশাখাকে ধরিয়া আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বট; হি. বারগাছ; তা. আলা; তে. পেদ্দিমারী; সং ন্যগ্রোধ; Eng. Banyan tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ঝুরি, পত্র, শিকড়, ফল, কুঁড়ি ও আঠা। মাত্রা ত্বক, কুঁড়ি ও ঝুরি ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—অতিশয় বৃহৎ বৃক্ষ, শাখাগুলি বহুদূরবিস্তৃত, ইহার শাখা হইতে অবরোহ বা ঝুরি নামিয়া গাছকে বলবান ও বহুদূরবিস্তৃত করে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, অতিশয় ভারী নহে। পত্র চিক্কণ, লোমযুক্ত, মাথামোটা, পত্রের গোড়ায় শিরা ৩-৫টী, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি। ফল গোলাকার,

কোমল লোমযুক্ত, পাকিলে রক্তিমাবর্ণ হয়, ডুমুরের ফুল-ফলের মত আধারের ভিতর হয়। পুংকেসর এবং স্ত্রীকেসর সরু, সংবদ্ধ থাকে, পরে সমস্ত ফুলের আধার স্থূল হইয়া পাকিয়া ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা লাগাইলে বাত, কটিবাতের বেদনা আরাম হয়। কোন স্থান পুড়িয়া বা কাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়; টাট্‌কা আঠা দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

বটছালের রস বলকারক এবং বহুমূত্র রোগের বিশেষ মহৌষধ। ইহার বীজ শান্তিকর এবং বলকারক। বটের পাতা গরম করিয়া পুলটিস দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পাকা পাতা ভাতের সহিত মিশাইয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ইহার শিকড় গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা সার্সাপেরিলার ন্যায় কাজ করে। ছোট ফেঁকড়ির রস রক্তোৎকাশ রোগে প্রযুক্ত হয়। বটের ঝুরির অগ্রভাগ অতিরিক্ত বমন নিবারক।

রোগীর মলত্যাগ কালে রক্ত নির্গত হইবার পর মল নির্গত হইলে বটের ঝুরি ও কুঁড়ির আঠার ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই রোগকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে। বট, উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর) ও অশ্বত্থের কুটিত ঝুরি গরম জলে দিবারাত্র ভিজাইয়া, উক্ত জল পান করিবার পর যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে; তৎপরে উহার অর্দ্ধেক চিনি এবং ৪ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে সরক্ত মল নির্গত হয় না (চরক)।

ব্রণ হইলে বটপত্রের প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। কোমল বটপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বটের ঝুরি পেষণ করিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার জনিত উদর বেদনা আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

বটের কুঁড়ির ক্বাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে রক্তপ্রদর আরাম হয়। মসূর কলাই ও বটের অঙ্কুর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বট বলকারক ও কষায়, ইহা গনোরিয়া ও শুক্রক্ষীণতায় প্রযুক্ত হয়। হাতের ও পায়ের চামড়া ফাটিয়া গেলে বটের আঠা দিলে আরাম হয় (Dymock, iii, 335)।

অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় এবং নিমের ছালকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহা ক্ষত রোগের ধৌতি স্বরূপ ব্যবহার হয় এবং ইহার ইন্‌জেকশন লইলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

548. F. religiosa Linn. (অশ্বত্থ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896A; Wight, Ic., t. 1967; Rheede, Hort. Mal., i, 27.

Ref.—F. B. I., v, 517; Roxb., F. I., iii, 547; B. P., ii, 980; Dymock, iii, 337; Prain, '. H., 280.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও মধ্যভারতের অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে; বঙ্গদেশের বনে জন্মে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অশ্বত্থ; হি. পিপল; সাঁওতাল—হেসাক; তে. রাগী; তা. অরক; সং. গজভক্ষ, ক্ষীরদ্রুম; Eng. Sacred fig.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, মুকুল, ছাল ও ফল। মাত্রা ক্বাথ ½ পোয়া।

বর্ণনা—বহুশাখাগ্র শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ছাল ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু, অধিকদিনের গাছ হইলে ছাল ফাটা ফাটা হয়; কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পত্র পাতলা চামড়ার মত, উপরিভাগ উজ্জ্বল; পত্রবৃন্ত লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রে ৫-৭টী শিরা আছে; পুংপুষ্প অল্প হয়, ইহার বোঁটা ক্ষুদ্র ও ডালের গায়ে সংলগ্ন; স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট। ফল গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অশ্বত্থ ছাল ধারক, গনোরিয়া নাশক, ইহার ফোড়া পাকাইবার গুণ আছে। ফল মৃদু বিরেচক, ইহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বীজ স্নিগ্ধকর ও ত্রিদোষ নাশক। অশ্বত্থ গাছের পত্র ও কচি ডাল বিরেচক এবং রস চুলকনা ও পাঁচড়া আরাম করে।

শিকড়ের ছাল প্রাদাহিক ফুলায় লাগাইলে উহা কমাইয়া দেয় (Dr. Emerson)। ইহার শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া ১৫ দিন জলে রাখিয়া খাইলে হাঁপানি আরাম হয় ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে পুত্রবতী হয়। টাট্কা পোড়ান ছাল জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উগ্র ঘুংড়ী কাশি আরাম হয় (Dr. Thornton)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ইহার রস বিশেষ উপকারী।

অশ্বত্থ ছালের গুঁড়া ভগন্দর রোগে প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয়; ইহাতে বহু রোগী আরাম হইয়াছে।

অশ্বত্থ শিকড়ের ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে বালকদের মুখের ঘা আরাম হয়। ইহা পুরাতন ক্ষত ও ঘায়ে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত ও ঘা পূরিয়া আইসে (চরক)।

অশ্বত্থ ছালের ক্বাথ মধু দিয়া পান করিলে বাতরক্ত কমিয়া আইসে এবং ইহার পত্রে ব্রণ আচ্ছাদন করিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়।

অশ্বত্থের ফল, মূলের ছাল এবং কুঁড়ির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি দিয়া পান করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (সুশ্রুত)।

অশ্বত্থফলমূলত্বক্ শুঙ্গসিদ্ধং পয়ো নরঃ।
পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃষ্যতি॥

অশ্বত্থ ছাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার হইবে উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধা নির্ব্বাপিতং জলে।
তত্তোয় পানমাত্রেণ বমন জয়তি ভুস্তরাং ॥

অশ্বত্থ পত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গায় তৈল মাখাইয়া তপ্ত অঙ্গারে পূর্ণ করিবে এবং যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চোয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

শিশুর ঠোঁটে, জিহ্বায় এবং তালুতে কিংবা মুখের ভিতর ক্ষত বা শ্বেতবর্ণ অল্প অল্প ঘা হইলে বা সাধারণ মুখের ঘায়ে মধুর সহিত অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ লাগাইলে উহা আরাম হয় (R. N. Khory, ii, 559)। (Fig. 548.)

549. F. Rumphii Blume (গয়াশ্বথ)

Fig.—Wight, Ic., t. 640; Brandis, For. Fl., 416, t. 48; King, Ficus 54, t. 673; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896B.

Ref.—F. B. I., v, 512; Roxb., Fl. Ind., iii, 548; B. P., ii, 980; Dymock, iii, 337; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্যভারত, হিমালয় প্রদেশ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা।

বিভিন্ন নাম—বা. গয়াশ্বথ; সামতাল স্থনামজোর; হি. কাবরো।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ; পত্র ৪-৬ ইঞ্চি, শিরা ৩-৬ জোড়া, বোঁটা ২½-৩½ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প অল্প হয়, শাখার গোড়ায় থাকে। পুংকেসর ১টী, গর্ভাশয় মসৃণ ও ডিম্বাকৃতি। বীজ ছোট, গোলাকার ও আঠাযুক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে; কোন কোন গাছের ফল আরও দেরীতে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার ফল ঔষধে ব্যবহার করে। কঙ্কন দেশে ইহার রস ক্রিমিরোগে ব্যবহার হয়। ইহার রসে হরিদ্রা, গোলমরিচ এবং ঘৃত যোগে মটরের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে হাঁপানি রোগ আরাম হয়। ইহা বমনকারক। গয়াশ্বথের রস আকন্দ ফুলের সহিত আবদ্ধ পাত্রে দগ্ধ করিয়া ৪ রতি (৭॥ গ্রেণ) পরিমাণ ছাই মধুসহ সেবন করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 549.)

550. F. glomerata Roxb. (যজ্ঞডুম্বুর)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, t. 123; Wight, Ic., t. 667; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 904.

Ref.—F. B. I., v, 535; Roxb., F. I., iii, 538; B. P., ii, 983; Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 280.

65—1034B

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, রাজপুতনা, খাসিয়া পাহাড়; ব্রহ্মদেশ; দাক্ষিণাত্য; ছোট নাগপুর, মধ্যবাঙ্গালা, হুগলী ও হাওড়ার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. যজ্ঞ ডুম্বুর, হি. পিপার; তা. খারসা; তে. রাইগা; সং. উদুম্বর; Eng. Cluster fig.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়ের ছাল, ফল, রস, মাম্না।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ; ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, গাত্র ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, তিনটী শিরাবিশিষ্ট, বোঁটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার ১¼ ইঞ্চি, ঈষৎ লালবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পাধারের মুখের কাছে হয়; পাপড়ি তিন চারিটী স্পঞ্জের মত; গর্ভাশয় গোলাকার। এই গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড়, পত্র ডুমুরের ন্যায় কর্কশ নহে, ফল অপেক্ষাকৃত বড়, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ফলের ভিতর পোকা থাকে। যজ্ঞডুম্বুর অতিশয় মিষ্ট। বসন্তকালে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র, ছাল ও ফল দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ছাল ধারক, ইহা ক্ষত স্থানের ধৌত কার্য্যে ব্যবহার হয়। ব্যাঘ্র কিম্বা বিড়ালে কামড়াইয়া বিষ হইলে ক্ষত স্থান হইতে বিষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার হয়। শিকড় রক্ত আমাশয়ে হিতকর এবং ইহার রস একটী বলকারক ঔষধ।

যজ্ঞডুম্বুরের পত্র গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত খাইলে পিত্তপ্রকোপ দূর হয়। ইহার পত্রের উপর যে Gall (অর্ব্বুদ) হয়, উহা দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত খাইলে বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় (Atkinson)।

যজ্ঞডুম্বুর ধারক উদরাময় ও কৃমিনাশক। ইহার দুগ্ধের মত আঠা খাইলে অর্শ ও পেট বেদনা আরাম হয় এবং ইহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুষ্ট ব্রণ ও বিস্ফোটক আরাম হয়। পাকা ফলের রস মূত্রযন্ত্র রোগে হিতকর। ইহার ছাল গো-মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের বসন্ত হয় না এবং ৪ তোলা মাত্রায় চিনি ও জীরার সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয়। পশুদের যখন বসন্ত হয় তখন ইহার ছাল পিঁয়াজের সহিত পিষিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নারিকেল, মেথি এবং ভিনিগার দিয়া খাওয়াইলে বসন্ত আরাম হয়। গাছের মূল, শিকড় ও পাকা ফলের রস বহুমূত্র রোগে হিতকর।

যজ্ঞডুম্বুরের ফলের রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। ইহার ছাল নারীর স্তন্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়।

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌড়ম্বরীং ত্বচম্।

যজ্ঞডুম্বুরের রস মধুর সহিত পান করিলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

পলাশ বীজ, যজ্ঞডুম্বুরের ফল তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়।

পলাশোডুম্বর ফলং তিল তৈল সমন্বিতম্।
মধুনা যোনিমালিন্য গাঢ়ীকরণ যুক্তমম্ (বঙ্গসেন)। (Fig. 550.)

551. F. hispida Linn. (কাকডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1., 638 and 641; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 560; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 900.

Ref.—F. B. I., v, 522; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 981; Dymock, iii, 346; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র জন্মে। হিমালয় প্রদেশের চেনাব হইতে পূর্ব্বদিকে ৩৫০০ ফুট উচ্চে; মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকডুম্বুর; হিঃ. তোতমিলা; তে. বড়সামাদি; সং. কাকডুম্বুরিকা; Eng. Fig. tree.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল।

বর্ণনা—ছোট গাছ। পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, কতক পরিমাণে হৃৎপিণ্ডাকৃতি; নিম্নভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বোঁটা ⅙-১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুংকেসর ১টী, স্ত্রীকেসর দণ্ড ছোট। বীজ চতুষ্কোণ ও লম্বা লোমাবৃত। ইহা যজ্ঞডুম্বুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ফল পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, ডুমুরের পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে অনেক ডুমুর গুচ্ছবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে; ২-৩ বৎসরের মধ্যে ইহার ফল হয়। বঙ্গদেশে এই ডুম্বুর গাছের কচি ফল তরকারি করিয়া সচরাচর খাইয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, ফল পাকিতে তিন মাস সময় লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই ডুমুরের ফল খাইলে স্ত্রীলোকদের স্তন্য দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে, ইহার গর্ভের মধ্যে সন্তান রক্ষা করিবার শক্তি আছে (U. C. Dutt)।

ডুম্বুরের মূলের ত্বক, ধূতুরাবীজ, (শোধিত) চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়, মাত্রা মূলের ত্বক চার আনা, ধূতুরা বীজ এক আনা।

কাকোডুম্বরমূলন্তু ধুস্তুরফলকান্বিতম্।
পিবেত্তণ্ডুল তোয়েন সারমেয়বিষাপহম্ ॥ (বঙ্গসেন)

বম্বে ও কঙ্কন দেশে ফলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাগীতে পুলটিস দেয়। ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন হয় (Dymock)। Dr. Moodeen Sheriff বলেন ইহার ফল, বীজ এবং ছাল মূল্যবান বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। পক্ক ফলের বীজই প্রশস্ত, ইহা শুষ্ক করিয়া বোতলে পূরিয়া রাখিতে হয়। মাত্রা ১ ড্রাম; ৪টী কিংবা ৬টী পাকা

ফলের বীজের সমান। ইহার ছাল খাইলে বমন হয় ও অল্প দাস্ত হয়। মাত্রা ৪০-৬০ গ্রেণ, দিবসে ৩।৪ বার। ইহার অর্দ্ধ মাত্রা গ্রহণ করিলে বলকারক ও রোগ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, iii, 346)।

ডুম্বুরের আঠা বলাধান ও রসায়নার্থ ব্যবহার হয়। (Fig. 551.)

552. F. heterophylla Linn. (ঘটী শেওড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 661 & 659; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 557; Kirtikar & Basu, Ind, Med. Pl., t. 898.

Ref.—F. B. I., v, 518; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বর্ম্মা, টেনাসরিম, ত্রিহুত, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ; হুগলী, হাওড়া জেলার নিম্ন ভূমিতে স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘটী শেওড়া; সং. নদ্যুডুম্বুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ডুম্বুরের ন্যায়।

বর্ণনা—লতানে কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোঁটা ½-২½ ইঞ্চি। ইহার শাখা ছোট, সরু ডালের অগ্রভাগ মাটীতে ঠেকিয়া থাকে। এই গাছ সচরাচর আর্দ্র ভূমিতে, নদীর কিনারায় এবং পুকুরের ধারে দেখা যায়। ফলের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার; বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ছোট ছোট অর্ব্বুদ আছে, আবগুলি দেখিতে সরিষার ন্যায়। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। বীজ গোলাকার। শীতের শেষে ফুল হয়, বর্ষাকালে ফল পাকে।

552A। ইহার আর এক জাতি আছে ইহাকে Var. scabrella King বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম বল্লম ডুম্বুর, পাতার বোঁটা ছোট ও সরু, পুষ্পবৃন্ত সরু (F. B. I. v, 519; B. P. ii, 981) এই গাছ উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে দেখা যায়।

552B। Var. repens King. ইহার আর একটী জাতি; ইহার বাঙ্গালা নাম ভূঁই ডুমুর, ইহার গাছ ভূমি সংলগ্ন থাকে, পত্রবৃন্ত লম্বা ও বিস্তৃত। এই গাছ জলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ও উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামে জন্মে, ইহা লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর ডুম্বুরের সমান বলিয়া আর পৃথক্ লিখিত হইল না। গাছের শিকড়ের রস পেট বেদনার উপশম করে। পাতার রস দুগ্ধের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত, জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্দ্দি, হাঁপানি ও অপরাপর বক্ষঃপ্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 552.)

553. F. Cunia Ham. (জয়া ডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 648 & 649; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 901.

Ref.—F. B. I., v, 523; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 982.

জন্মস্থান—আসাম, খাসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, ভূটান; হিমালয় প্রদেশ, চিনাব হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়া ডুম্বুর; হি. খুরকুষ; সাম. হরপোদো; সং. নদ্যুডুম্বুর।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শিকড়।

বর্ণনা—ছোট মাঝারী কতকটা লতানে গাছ, গাছের শাখা সরু, শাখা সবুজ পত্রাচ্ছাদিত, নূতন ফেঁকড়ী ও ডাল কোমল লোমযুক্ত। ছাল পুরু, ঈষৎ লালবর্ণ। পত্র ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা, ডালের বিপরীত দিকে পর্য্যায়ক্রমে জন্মে, শেওড়া পাতার ন্যায়; কিনারা করাতের ন্যায় কর্ত্তিত, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। পত্রের উপশিরা সমান্তরাল। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। ফল ডুম্বুরের মত প্রত্যেক ডালের গাঁইটে জন্মে; ফল হরিদ্বর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ফলের গায়ে অর্ব্বুদ আছে, এই গাছ সচরাচর আর্দ্র স্থানে ও জলা ভূমিতে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফলের ক্বাথ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের রস দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রনালীর রোগ আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার ফল এবং ছালের ক্বাথে কুষ্ঠ ধৌত করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (Fig. 553.)

554. F. infectoria Roxb. (পাকুড়)

Fig.—Wight, Ic., t. 655; King. Fic. 60, t. 75-79; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 897.

Ref.—F. B. I., v, 515; Roxb., F. I., iii, 530; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, ত্রিহুত, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম; হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পাকুড়; সং. প্লক্ষ, পর্কটী; হি. পিপ্লখান; তা. পেপরি; তে. পসারি।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় ও বহুদূর-বিস্তৃত গাছ। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তবে চওড়ায় কম ও লম্বায় একটু বেশী। পত্র

৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা চর্ম্মের মত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জ্বল, ডিম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, শিরা ৪-১০ জোড়া। বোঁটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ফলের বোঁটা ছোট, মনে হয় যেন ডালে ফল ধরিয়াছে। পাকুড় দেখিতে অতি সুন্দর গাছ, ইহা অশ্বত্থ গাছের ন্যায় মনোহর। বর্ষার পরে ফুল হয় ও শীতের সময় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা পাতার রস সচরাচর ঔষধের সহিত মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার হয়। পাকুড়, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বুর, ডুম্বুর প্রভৃতিকে পঞ্চ বল্কল বলে। ইহাদের কাথ দূষিত ক্ষত ও প্রদর রোগের ধৌতি স্বরূপে ব্যবহার হয় (Watt)।

পাকুড়ের ছাল চূর্ণ মধুর সহিত পিণ্ড করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনিস্রাব আরাম হয় (চরক)। রক্তপিত্ত রোগী পাকুড়ের পাতা শাকের ন্যায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 554.)

Genus—MORUS Linn.

555. M. indica Linn. (তুঁত)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 890.

Ref.—F. B. I., v, 492; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 968; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান হিমালয় প্রদেশ; সিকিম ও উত্তর ভারতে রেশম পোকার জন্য চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তুঁত; সং. তুঙ্গ; হি. তুতড়ী; তা. মুসু; তে. কাম্বালি চেট্টু। Eng. White mulberry.

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, লালের আভাযুক্ত কিংবা পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশে ৩টী শিরা আছে, বোঁটা $\frac{১}{২}$-১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড $\frac{১}{৬}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা গোলাকার। পুংপুষ্পদণ্ড $\frac{১}{১০}$-$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা ও নরম। ফলের বৃন্ত ফল পাকিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে লাটিন ভাষায় M. alba বলে, ইহার অগ্রভাগ লম্বা এবং পত্র অধিক খস্‌খসে। তুঁত গাছের ফল লম্বা, গায়ে সরু সরু কাঁটা আছে, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শীতের সময় ফুল হয় ও বসন্তকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল উত্তেজক ও মৃদুবিরেচক। ছাল ও শিকড় ক্রিমিনাশক। পত্রের কাথ স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। ফল পিপাসা নিবারক এবং জ্বর নাশক (Murray)। (Fig. 555.)

Genus—STREBLUS Lour.

556. S. asper Lour. (শেওড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 889.

Ref.—F. B. I., v, 489; Roxb, F. I., iii, 761; B. P., ii, 969; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শেওড়া; সং. সখোটক; তা. পালপিরাই; তে. পাক্কি; হি. রুসা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, ছাল ও পাতার রস। মাত্রা মূলত্বক ১-৪ আনা; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত ঘন ঘন গাঁইটযুক্ত গুল্ম; ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ডালগুলি গাঁইটযুক্ত এবং ডাল প্রায় সোজা জন্মে না। ছাল ⅙ ইঞ্চি পুরু, নরম ও ঈষৎ ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ। ইহার দুগ্ধের মত আঠা আছে, প্রশাখাগুলি শক্ত ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ২সখসে ২-৪ ইঞ্চি চৌড়া, বোঁটা অতিশয় ছোট $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প গোলাকার। পুংকেসর ৪টী। স্ত্রীপুষ্প এক একটী হয়, ইহার বৃন্ত ½ ইঞ্চি লম্বা। ফল পীতবর্ণ, প্রত্যেক ফলে একটী বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, ফলের শাঁস খাইতে মিষ্ট। মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয়, মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দুগ্ধের মত রস ধারক ও বিষনাশক। হাত পা ফাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ছালের ক্বাথ জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ডালে দাঁতন করিলে পাইওরিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার শিকড় অপরিপক্ক ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষতের শোষ বসিয়া আইসে। কথিত আছে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ।

নূতন শেওড়া গাছের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্য ঘৃত ৪ ফোঁটা লইয়া চিরেতার সহিত খাইলে উর্দ্ধ রক্তপিত্ত ও শ্বাস কাশ আরাম হয় (চরক)।

নূতন শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলে বাতজনিত শোথ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

শেওড়া ছাল জলে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 556.)

XCV. JUGLANDACEAE

Genus—JUGLANS Linn.

557. J. regia Linn. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 909A.

Ref.—F. B. I, v, 595; Roxb., F. I., iii, 631; Brandis, For. Fl., 497.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. আখরোট; কাশ্মীর আখার; লেপচা কনলা; তে. আখরোটু; তা. আকরোট্ট; Eng. Indian walnut।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত মাঝারী গাছ। ছাল ধূসরবর্ণ, ½-২ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাল দাগ আছে, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি; পত্রিকা ৫-১১ কিংবা ৭-৯ জোড়া, সম্মুখের পাতাটী বড় হয়। ফুল সবুজবর্ণ, পুং এবং স্ত্রীপুষ্প একগাছে হয়, পুংপুষ্প অনেক হয়, ঝুলিয়া থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ডালে হয়। ফল গোলাকার ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ পুরু শাঁসযুক্ত কাষ্ঠের মত আবরণে আবৃত, দুইটী পরদা বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে বীজ একটী থাকে। মার্চ্চ-এপ্রিলে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক। (Fig. 557.)

XCVI. MYRICACEAE

Genus—MYRICA Linn.

558. M. Nagi Thunb. (কটফল)

Fig.—Wight, Ic., t. 764 & 765; Bot. Mag., t. 5727; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 909B.

Ref.—F. B. I., v, 597; Man. Ind. Timb., 391; Roxb., F. I., iii, 765.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, শ্রীহট্ট, সিঙ্গাপুর, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চে, ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটফল, কায়ছাল; সং. কটফল; তা. মারু দাম্পাতাই; তে. কাই দারিয়ামু; হি. কায়ছাল; Eng. Bay berry.

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল। মাত্রা ত্বকচূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণন।—বড় সৌগন্ধযুক্ত গাছ, ইহার পাতা শরৎকালে পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ, ছালের গাত্রদেশে লম্বা লম্বা কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ বেগুনের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ এবং শক্ত। পত্র লম্বাকৃতি ৩-৫ ইঞ্চি; অগ্রভাগ সরু কিংবা মোটা; কচিপাতা কখন কখন ৫-৮ ইঞ্চি হয়, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। পুংপুষ্প ½-১ ইঞ্চি লম্বা, দণ্ড বিড়ালের লেজের মত এক একটী হয় ও অবনত। স্ত্রীপুষ্প সোজা দণ্ডে থাকে, ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, গোলাকার ½-¾ ইঞ্চি, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের আঁটী কোঁকড়ান, একটু বড় ও লম্বা; কটফলের গাছের ছালকে কায়ছাল বলে, ইহা শক্ত ও ফিকে লালবর্ণ। কটফল কাটিলে মাদার ফলের ন্যায় উহার আঠায় হাত জড়াইয়া যায়। কটফলের ছাল পুরু, ফিকে লালবর্ণ, ইহার চূর্ণ ইটের গুঁড়ার মত, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ইহার ফলের ক্বাথ রন্ধনের জন্য ব্যবহার হয়। কটফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহৎ এবং জায়ফল অপেক্ষা ঝাল, কটফল জায়ফলের ন্যায় তৈলময় নহে। কর্ত্তিত কটফল স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে ফুল হয় ও গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল কৃমিনাশক, পত্র ধারক, বলকারক। ক্বাথ ক্ষতের পক্ষে চমৎকার ঔষধ, কাশ ও বাতের পক্ষে হিতকর।

কটফলের সংস্কৃত নাম কুমুদ, কুম্ভীপাকী, শ্রীপর্ণিকা। কটফল জ্বর, হাঁপানি, গনোরিয়া, অর্শ ও অপরাপর রোগে হিতকর। কটফল হইতে কটফল চূর্ণ ঔষধ তৈয়ারী হয়; শার্ঙ্গধর বলেন কটফলের ছাল, মুথা, কটকী শিকড়, শঠী, কর্কটশৃঙ্গীর অর্ব্বুদ (gall) এবং কুষ্ঠের শিকড় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের গুঁড়া আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি ও হাঁপানি আরাম হয়।

কটফল ও রক্তচন্দন সমভাগ, চাউল ধোয়া জলের সহিত ও চিনিযোগে সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। মধুর সহিত কটফল খাইলে উদরাময় আরাম হয় (চরক)।

গলার ভিতর কটফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত); ইহার ছালের গুঁড়া সর্দ্দি ও মাথাধরায় নস্যরূপে ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে এই ছাল ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং বলকারক ঔষধ (Dr. Dymock)। ইহা সর্দ্দি ও মাথাধরা আরাম করে; ইহার সহিত দারুচিনি দিলে পুরাতন সর্দ্দি জ্বর ও অর্শ রোগ আরাম হয়। ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া ইহা দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দাঁত শক্ত হয় ও দাঁত বেদনা আরাম হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত তৈল কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার ক্বাথ হাঁপানি ও উদরাময় নাশক ও মূত্রকর। (Fig. 558.)

XCVII. CASUARINEAE

Genus—CASUARINA Forst.

559. C. equisetifolia Forst. (বিলাতী ঝাউ)

Fig.—Beddome, For. Man., t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 910.

Ref.—F. B. I., v, 598; Roxb., F. I., iii, 519; B. P., ii, 985; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম সমুদ্রতীর, করমণ্ডল উপকূল, কানাড়া, বর্ম্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান জেলার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী ঝাউ; তা. সাবুকু-পাট্টাই; তে. ইরগুা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল, পত্র, বীজ। মাত্রা কাষ্ঠের গুঁড়া ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—২০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, গাছের শাখা গাঁইটযুক্ত। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং একই গাছে জন্মে। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্প ছোট। কখন কখন পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এক ডালে দেখা যায়। ফল শক্ত, গোলাকার, ½ ইঞ্চি। সচরাচর ইহা কবর স্থানে রোপণ করে। কাষ্ঠের রং লালবর্ণ, এই কারণে ইহাকে Beef wood বলে। জ্বালানির পক্ষে এই কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট এবং মাদ্রাজ উপকূলে জ্বালানি কাষ্ঠের প্রচুর চাষ হয়। কখন কখন ঘরের খুঁটী প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rumphius বলেন বেরীবেরী রোগে ইহার ছালের ক্বাথে স্নান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বীজের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার পিষ্টরস পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 559.)

XCVIII. CUPULIFERAE

Genus—BETULA Tourn.

560. B. utilis Don. (ভুর্জ্জপত্র)

Fig.—Jacq. Voy., Bot., t. 158; Kirtikar & Basu, t. 911B, Brand, For. Fl., t. 56; Bull. Col. Agric. Tokyo, ii, t. 8, Fis. 13 & 14 (1895).

Ref.—F. B. I., v, 599; Brand, For. Fl., 437; Man. Ind. Timber, 372.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, ভূটান।

বিভিন্ন নাম—বা.; সং. ভূর্জ্জপত্র; নেপাল ফুসপাট; বম্বে ভোজপত্র।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক। মাত্রা ½-২ আনা; ক্বাথ ৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়, কখন কখন ৪০-৫০ ফুট কিংবা ৬০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল মসৃণ, উজ্জ্বল, লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, উপরের ছাল পুরু কাগজের মত। গাছের ছাল লম্বালম্বিভাবে ছাড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ইহাতে রক্তবর্ণ দাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশ সরু, পত্রের কিনারা করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত; শিরা ৪-১২ জোড়া, বোঁটা ½-⅓ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড এক একটী হয়, ইহা শক্ত ১-২ ইঞ্চি লম্বা। বীজ সরু ও পক্ষযুক্ত। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল পাকে। B. Bhojpatra Wall. ইহার আর একটি নাম (synonym)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের ক্বাথ কানের পূঁজ ও বিষাক্ত ক্ষত ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

ছালের পিষ্টরস পেটফাঁপা নিবারক ও হিষ্টিরিয়া রোগে প্রদত্ত হয়। এই গাছের ভিতরের ছাল হইতে প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর হইতে ভূর্জ্জপত্র পুঁথি লিখিবার জন্য রপ্তানি হইত। ভূর্জ্জপত্র হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়। ইহা কটু, ত্রিদোষনাশক ও কষায়। ইহা কর্ণশূল রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক (রাজবল্লভ)।

এদেশে মন্ত্র ও কবচ লেখার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার হয়। (Fig. 560.)

Genus—QUERCUS Linn.

561. Q. infectoria Oliver (মাজুফল)

Fig.—Bentl. Trimen., iv, t. 249; Oliver, Voy. Dans l'Emp., 6th, ii, 64; Atlas, ii, 1415.

Ref.—Journ. Horti. Soc. London, viii, 133; Cottage. Bot. Gard., xvi, 458 (1856).

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য; হিমালয়ের নানাস্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাজুফল; তে. মাসিক্কায়; সং. মায়াফল; Eng. Oakgall.

ব্যবহার্য্য অংশ—Gall, মাত্রা ১½ আনা।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় ছোট গাছ। শাখাগুলি বিস্তৃত। ছাল ঈষৎ ধূসরবর্ণ, নূতন প্রশাখাগুলি পশমের মত নরম। পাতার বোঁটা ⅛ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি অগভীরভাবে বিভক্ত অথবা মোটা দাঁতের ন্যায়, পত্রে নিম্ন-শিরায় লোম আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট।

পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট একসঙ্গে দুই তিনটী হয়। পুংকেসর ৬-৮টী ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় পুরু মাংসল ও তিনটী ঘর বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, ½ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। ফলে বীজ একটী করিয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের অর্ব্বুদ (gall) পারস্য উপসাগর হইতে বসোরা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এইজন্য ইহাকে বসোরা gall বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ভেদে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। দুই প্রকার অর্ব্বুদই এক ব্যবস্থাপত্রে লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা কৃষ্ণবর্ণ অর্ব্বুদকেই ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকাল ইহা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে gallic acid প্রস্তুত হয়। ইহা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং একেবারে চামড়া লইয়া উঠিয়া যায়। ইহা গলার ঘা, সর্দ্দি ও জননযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের পুরাতন স্রাবে ব্যবহার হয়। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয় ও অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অর্শের রক্ত জমাইয়া দেয়, তাহাতে আর রক্তস্রাব হয় না। ইহা Tarter emetic সেবন জনিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে। যখন ইহা ব্যবহার করিতে হইবে তখন জোলাপ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 561.)

XCIX. SALICINEAE

Genus—SALIX Linn.

562. S. tetrasperma Roxb. (পানিজামা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 66, t. 97; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 915; Wight, Ic., t. 1954.

Ref.—F. B. I., v, 626; Roxb., Fl. I., iii, 573; B. P., ii, 989.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের উপত্যকা, ৬০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত জন্মে; ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহুত ও উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পানিজামা; সং. বুক্কম; সামতাল গাদাসিংরিক; তা. অত্রপালাই; তে. ইতিপালা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—গাছ ১৫-৫০ ফুট উচ্চ। গুঁড়ি শক্ত, ছাল খসখসে, কাষ্ঠ লালবর্ণ, নরম, পত্র বাহির হইবার সময় গাছে ফুল হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্প বিড়ালের লেজের ন্যায়, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বীজকোষ লম্বা, কোমল লোমযুক্ত, একসঙ্গে ৩-৪টী থাকে। ফলে বীজ ৪-৬টী থাকে; ফল শক্ত ও ৫ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ্চ-এপ্রিল-মে মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক। (Fig. 562.)

C. CONIFERAE

Genus—PINUS Linn.

563. P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা)

Fig.—Royle, Ill., t. 85, Fig. 1; Griff, Ic., Plantarum. Asiat., t. 369 & 370; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 926A & 926B; Biswas, "Living Conifers of the Indian Empire," Jour. Roy. As. Soc. of Bengal, Vol. xxvii, No 1, 1932.

Ref.—F. B. I., v, 652; Roxb., Fl. Ind., iii, 651; Dymock, iii, 378; Brandis, For. Fl., 506; Biswas, "Distribution of Wild Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Beng., Vol. xii, No 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ অঞ্চলে ২০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চে প্রচুর জন্মে। সমতল ভূমিতেও চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবিরেজা; হি. সং. সরল; তা. সরল দেবাক্র; তে. দেবদারু-চেট্টু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ত্বক, আঠা ও তৈল। তৈল ১-৩ বিন্দু।

বর্ণনা—বড় গাছ ১০০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ হয়, বসন্তের পূর্ব্বে পত্র পড়িয়া যায়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ১২ ফুট হয়। ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ভিতরে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের ফিকে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র সূচের মত ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ ও অবনত। পুংপুষ্প ⅓-½ ইঞ্চি লম্বা। ফল (কোণ) কাষ্ঠময়, গোলাকার, বিস্তৃত ও বক্র, এক একটী হয় কিংবা একত্রে গুচ্ছবদ্ধ হয়। বীজ লম্বাকৃতি ½-১ ইঞ্চি লম্বা অসমান, পাতলা। ফলে শাঁস আছে, ইহা বীজ অপেক্ষা অধিক লম্বা। মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, এক বৎসর পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লোক এই গাছ হইতে তাপিণ প্রস্তুত করে, ইহার গুণ বিলাতী তারপিনের সমান। ইহার আঠা ফোড়া ও বাগি পাকাইবার জন্য বাহিক প্রয়োগ হয়। ইহার কাষ্ঠ উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর এবং শরীর জ্বালা করিলে ব্যবহার হয়। ইহা কফ ও সর্দ্দি নাশক। ইহার আঠা মূত্রযন্ত্র ও জননযন্ত্রের মুখে কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা গনোরিয়া রোগে চমৎকার ঔষধ; মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার, ১-৩ ড্রাম প্রতি বারে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কফ নাশক, মূত্রবর্দ্ধক ও শোথ নিবারক। ইহা কৃমি ও বেদনা নাশক। (Fig. 563.)

Genus—ABIES Juss.

564. A. Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Fig.—Ic., Pl. Asiat., t. 371.

Ref.—F. B. I., v, 654; Gamble, Man Ind. Timb., 408; Biswas, "Distri. of Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীরস্থ দেশ হইতে ভূটান পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য স্থানে ও সিকিম, হিমালয় প্রদেশে ৮০০০ হইতে ১২০০০ ফিট অবধি শীতপ্রধান স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. তালিশপত্র; কাশ্মীর বুদার; নেপাল গোব্রিয়া; Eng. Silver fir.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র; মাত্রা ¼-½ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মোটা গাছ, ১৫০-২০০ ফুট উচ্চ হয়; ইহার গুঁড়ি ৩০ ফুট, মোটা। পত্র পরিবর্ত্তনশীল, মোটা সুচের মত, $\frac{1}{12}$ ইঞ্চি চওড়া ও উজ্জ্বল; বোঁটা অতিশয় ছোট। পুংকেসরের ডাঁটা ছোট, এক একটী অথবা গুচ্ছবদ্ধ। ফল (কোণ) প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা নীল, স্ত্রীপুষ্পের ডাঁটা ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বাকৃতি, গোলাকার, পক্ষযুক্ত ½-১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটি জাতি আছে তাহাকে Var. A. Pindraw (Brand, For. Fl., 528) বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি। এপ্রিল মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

Dr. Ainslie এবং Mr. Gamble, Flacourtia catafractaকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। Babu T. N. Mukherjee তাঁহার Amsterdam Catalogueএ উক্ত বৃক্ষকে তালিশপত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Moodeen Sheriff, Cinnamomum Tamala neesকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। বর্ত্তমানে কবিরাজেরা যে তালিশপত্র ব্যবহার করেন তাহা উপরোক্ত গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুষ্ক পাতা পেটফাঁপা, সর্দ্দি ও পেটের দোষ নিবারক, বলকারক, ধারক এবং ক্ষয়কাশ রোগে হিতকর, ইহা হাঁপানি, বক্ষপ্রদাহ ও মূত্রযন্ত্রের স্রাব নিবারক।

তালিশপত্র, গোলমরিচ, আদা, বংশলোচন, এলাচ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে যে চূর্ণ হয় উহাকে তালিশাদ্য চূর্ণ বলে। উহা হাঁপানি ও আক্ষেপ নিবারক। তালিশপত্র অপরাপর অনেক ঔষধের মসলারূপে ব্যবহার হয়।

তালিশপত্রের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর। হাকিমেরা বলেন যে ইহার আঠা, গোলাপের তৈলের সহিত সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং উহা মাথায় বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মাথাধরা আরাম হয়।

পাতার টাটকা রস জ্বর নাশক, ইহা বালকদের দন্ত উদ্ভেদকালীন জ্বর নিবারক। মাত্রা ৫-১০ ফোঁটা স্তনদুগ্ধের সহিত সেব্য।

প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে বঙ্গদেশে তালিশপত্র ব্যবহার হয়।

বাসক পাতার রস ও তালিশপত্র চূর্ণ মধুযোগে পান করিলে স্বরভঙ্গ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

তালিশপত্র আক্ষেপ নিবারক, ইহা দ্বারা কাশ, রক্তপিত্ত ও অপরাপর আক্ষেপ জনক পীড়া আরাম হয়।

তালীশং মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী বংশলোচনা,
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ পঞ্চকর্ষৈর্ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥
এলাত্বচোস্ত কর্ষার্দ্ধং প্রত্যেকং ভাগমাচরেৎ।
দ্বাত্রিংশৎ কর্ষতুলিতা প্রদেয়া শর্করা বুধৈঃ ॥
তালিশাদ্যমিদং চূর্ণং পাচনং রোচনং স্মৃতম্।
কাসশ্বাসা জ্বরহরং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্ ॥
শোষাধ্মানহরং প্লীহগ্রহণীপাণ্ডুরোগজিৎ।
পক্তাং বা শর্করাং চূর্ণং ক্ষিপেৎ স্যাৎ গুটিকা ততঃ ॥ (শার্ঙ্গধর)

(Fig. 564.)

Genus—CEDRUS Loud.

565. C. Libani Barrl. (দেবদারু)

Fig.—Griff., Ic., Pl. Asiat., t. 364; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 928A & B; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xxviii, No. 1, 1832.

Ref.—F. B. I., v., 653; Brandis, For. Fl., 516; Roxb., F. I., iii, 651; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। আফগানিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু; সং. দেবদ্রুম; Eng. Deodor।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাষ্ঠ ও তৈল; মাত্রা কাষ্ঠ ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—উচ্চ মোটা গাছ, প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ হয়, গুঁড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। এই গাছ প্রায় ৬০০ বৎসর জীবিত থাকে। ছাল পুরু, গাছে ফাটা ফাটা দাগ আছে। পত্র স্বভাবতঃ সবুজবর্ণ, সরু এবং কিনারাগুলি ঢেউ খেলান। বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ইহা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফল (কোণ) পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে একটি বীজ থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল হয় ও এক বৎসর পরে ফল পাকে। Hooker বলেন যে C. Deodara, C. Libani এবং C. Stalantia এই গাছগুলি প্রায় একই, অল্প পরিমাণে তফাৎ আছে, গুণ প্রায় সবগুলির সমান; এইজন্য উপরে কেবল C. Libani গাছের কথা

লেখা হইল। এই তিনটি গাছের ঔষধার্থে ব্যবহার একই রকম, বিশেষ প্রভেদ নাই। উত্তরপশ্চিম হিমাচলে C. Libani, var. Deodara Hk. f. প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

দেবদারু দুই প্রকার—স্নিগ্ধ দেবদারু এবং কাষ্ঠ দেবদারু। স্নিগ্ধ দেবদারু পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে আর কাষ্ঠ দেবদারু যত্র তত্র দেখা যায়। পর্ব্বাদিতে সাজাইবার জন্য উহার ডালপালা ব্যবহার হয়; উহার scientific নাম Polyalthia longifolia, ইহা Anonaceae বর্গভুক্ত। স্নিগ্ধ দেবদারু কাষ্ঠ হইতে তার্পিণ তৈল বাহির হয়, বৈদ্যশাস্ত্রে দেবদারু বলিতে এই দেবদারু অর্থাৎ স্নিগ্ধ দেবদারু বুঝায়, ইহার কাষ্ঠ ভারী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাষ্ঠ পেটফাঁপা নিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বরনাশক, শোথ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অপরাপর ঔষধের মসলাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় (Dutta)।

এই গাছ হইতে একপ্রকার তারপিণ তৈল হয়, উহা দেশীয় কবিরাজেরা ক্ষতে, চর্ম্মরোগে ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করে; ইহা কুষ্ঠরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Gibson বলেন ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। Dr. Johnston বলেন যে দেবদারু তৈল ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি কমিয়া কুষ্ঠ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

ইহা সর্ব্ব সময়েই ঘর্ম্মকর, ১ ড্রাম খাইলে কখন কখন বমন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ আউন্স বমন করায়। Dr. Johnston ঘর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Dr. Royle বলেন যে দেবদারু পত্র এবং ছোট ছোট প্রশাখাগুলি বাজারে আনিয়া দেশীয় ঔষধের জন্য বিক্রয় হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার কাষ্ঠ জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া সেই পিষ্টদ্রব্য মাথায় লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Stewart)।

ইহার কাষ্ঠ তিক্ত, জ্বরনাশক এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শরোগে হিতকর।

দেবদারু কাষ্ঠ, সজিনার শিকড়, আপাং ও অশ্বগন্ধার শিকড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি ও উদর শোথ আরাম হয়, ইহা অতিশয় মূত্রকর।

কোন কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বুক ধড়ফড় করিলে দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

দেবদারু চূর্ণ সরিষার তৈলের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ আরাম হয় (বঙ্গসেন)। দেবদারু কাষ্ঠের ক্বাথ পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

দেবদারু তৈল রসায়ন। ইহার ক্বাথ গনোরিয়া, উপদংশ, বাত ও আমবাত নাশক। বেদনাহীন শোথে হরিদ্রা ও গুগ্‌গুল সহ দেবদারু কাষ্ঠের প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়।

ইহা পুরাতন ক্ষত, চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠরোগ নাশক (R. N. Khory, ii, 578)।

ইহার তৈল ঘোড়া ও পশুগণের পাদক্ষত (এঁসে) রোগ নাশক। (Fig. 565.)

CI. ORCHIDACEAE

Geuus—DENDROBIUM Sw.

566. D. Macraei Lindl. (জীবন্তী)

Fig.—Xen. Orchid pl., t. 118; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 933.

Ref.—F. B. I., v. 714; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 260; Hook, Journ. Bot., iv. 292 (1852).

জন্মস্থান—সিকিম, হিমালয় প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, কঙ্কন, নীলগিরি।

বিভিন্ন নাম—বা. জীবন্তী; সং. জীবনীয়।

বর্ণনা—এই পরগাছা জাম গাছেই বেশী জন্মে, ইহার শাখা অনেক হয়। কাণ্ড লম্বিত, অবনত ও গাঁইটযুক্ত, গাছের গোড়ায় ওলের ন্যায় গোলাকৃতি মূল দেখা যায়। পত্র লাঙ্গবর্ণ, ফুল ৳-১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ফুলের বোঁটা ৳-১ ইঞ্চি। ফুলের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ, ফুলে গন্ধ আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জীবন্তী খাওয়াইয়া দিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয় (চরক)। জীবন্তী শাক ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট)। শুক্রক্ষয়-জনিত দুর্ব্বলতায় জীবন্তী অতি হিতকর। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ-নাশক, অষ্টবর্গের মধ্যে যে জীবক গাছ আছে ইহা সে জীবক নহে। ইহার আর একটি নাম জীবনরক্ষক। (Fig. 566.)

Genus—VANDA Br.

567. V. Roxburghii Br. (রাস্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 506; Wight, Ic., t. 916; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 931.

Ref.—F. B. I., vi. 52; Roxb., F. I., iii. 462; B. P., ii, 1021; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিহার, গুজরাট, কঙ্কন, ত্রিবাঙ্কুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মান্দা; সং. রাস্না, গন্ধ-নকুলি; সামতাল দারীবাঁকী।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পরগাছা ও কাণ্ড ১-২ ফুট লম্বা; পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফুলের পাপড়ি পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ নীলবর্ণ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। এই গাছ বাঙ্গালাদেশে আম, পিয়ারা, জাম প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

67—1034B

ঔষধার্থে ব্যবহার—রাস্নার শীকড় বায়ুপুষ্ট, দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া থাকে অথবা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে, ইহা সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত এবং বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল অপরাপর ঔষধের সহিত বাতরোগে ও স্নায়বিক রোগে মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med.)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ছোটনাগপুরে ইহার পত্র বাটিয়া জ্বরের সময়ে শরীরে লেপন করে (Rev. Campbell)। (Fig. 567.)

Genus—SĀCCOLĀBIUM Bl.

568. S. papillosum Lindl. (রাস্না)

Fig.—Bot. Reg., t. 1552; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 932.

Ref.—Dymock, iii. 392; F. B. I., vi. 63; B. P., ii. 1022; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হিমালয়ের নিম্নভূমি, আসাম, গঙ্গার বদ্বীপ, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম, সুন্দরবনে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রাস্না; সং. নাকুলি; সালামার রাস্না।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ২।৩ ফুট, বহুশাখাবিশিষ্ট, শাখা অবনত, হংসের পালকের মত মোটা। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ⅙ ইঞ্চি, গর্ভাশয় ছোট, বীজকোষ ১⅓ ইঞ্চি। ফুল শরৎকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কঙ্কণ দেশে ইহার মূল শান্তিকর ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহা বাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং Sarsaparillaর স্থানে সর্ব্বসময়েই ব্যবহৃত হয়।

Dr. Dymock বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ-মতে প্রকৃত রাস্নাকে Helenium বলে এবং উহার পারস্যদেশীয় নাম রাস্না। Vanda Roxburghii এবং S. papillosum এই দুইটি গাছের যে গুণ আছে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্নার সহিত তাহার মিল হইতেছে না। এই গাছগুলিকে গন্ধমূলা বলা যাইতে পারে না কারণ উহাতে কোন সৌগন্ধ নাই। অধুনা কবিরাজেরা উক্ত দুইটি গাছকে রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন (Dutt, Met. Med., 258), দুই গাছের আকৃতি, শিকড় ও পত্র একই প্রকার কিন্তু উহাদের ফুল ও ফল ভিন্ন প্রকার। মোট কথা, এখন কবিরাজেরা যাহা রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাস্না নহে।

রাস্নার ক্বাথ, গোলঞ্চ, দেবদারু (C. Lebani) কাঠ, আদা ও গাব-ভেরেণ্ডার শিকড় পরিমাণমত প্রত্যেকের যোগে রাস্না-পঞ্চক নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা বাতের পক্ষে হিতকর। রাস্না মহামাষ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। রাস্নার অপর

সংস্কৃত নাম বৃক্ষদানী বা বৃক্ষরুহ। যে গাছে রাস্না জন্মে উহার নামানুযায়ী রাস্নার নাম হয়, যেমন আম গাছের রাস্নাকে আম্ররাস্না বলে।

কঙ্কণ দেশে S. Wightianum Hook (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 4) এবং S. Praemosum Hook (Rheede, xii, t. 4) এই দুইটি গাছকে রাস্না বলে; মারহাট্টা-দেশীয় কৃষকেরা ইহাকে Kanbper বলে।

কলিকাতা ও বম্বের বাজারে যে রাস্না বিক্রয় হয় উহা লম্বা-শাখাযুক্ত শিকড়, কতকটা সার্সাপেরিলার মত কিন্তু উহার রং গাঢ় ধূসরবর্ণ। শিকড় পাতলা, ইহাতে লম্বা লম্বা দাগ আছে। মূলের অভ্যন্তর-ভাগ ফিকে ধূসরবর্ণ, শাঁসযুক্ত, তিক্ত ও কটু। বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা, এই কোষগুলি বায়ু হইতে জলীয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম ভেলামেন (Velamen)।

বম্বেতে আর এক প্রকার রাস্না বিক্রীত হয়, উহার মূল্য অধিক, মূল সরল ও কাকের পালকের ন্যায়, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, সুতায় বাঁধিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল বিক্রীত হয়। এই শীকড় ফিকে ধূসরবর্ণ, ছাল পুরু ও শক্ত, গুঁড়া করিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, কতক পরিমাণে ইপিকাকুয়ানার তুল্য—ইহাকে Khadaki রাস্না বলে।

নরহরি রাস্না ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা।

কিন্তু মূল রাস্না যদি উপরোক্তগুলিকে ধরা যায় তবে পত্ররাস্না ও তৃণরাস্না কাহাকে বলে কোন পুস্তকে ইহার কিছু উল্লেখ দেখা যায় না।

বাতনাশক ঔষধের মধ্যে রাস্না উৎকৃষ্ট। রাস্না ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল ৪০ তোলা একত্রে গব্যঘৃত-যোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী বাত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 568.)

Genus—EULOPHIA Br.

569. E. campestris Roxb. (সালেমমিশ্রি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1666. Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 925.

Ref.—F. B. I., vi. 4; Roxb., F. I., iii. 467; B. P., ii. 1016; Journ. Lin. Soc., iii. 25; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 265.

জন্মস্থান—ভারতের সমতল ভূমি, পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা; বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, ত্রিহুট।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সালেমমিশ্রি; সামতাল—বঙ্গতৈলী, গুজরাট সালুমমিশ্রি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে শৃঙ্গের ন্যায় ও খাইতে মিষ্ট। গাছ ৮-১২ ইঞ্চি, ইহার গোড়া ওলের ন্যায়, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল অনেক হয়, মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, উহা ১-৩ ফুট, শক্ত ও সোজা। ফুল বড় সবুজবর্ণ ও বেগুনে। মার্চ্চ মাসে ফুল হয়।

Sir George Watt সাহেব বলেন যে বাজারে যে সালেমমিশ্রি বিক্রয় হয় তাহা উপরোক্ত গাছ হইতে এবং E. nuda Lindl. (Wight, Ic., t. 1690) ও E. virens 3r. (Bot. Mag. t. 5579) গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। সালেমমিশ্রি আবার আফগানিস্থান পারস্য ও বোসারার পাহাড় হইতে অপর Genus ভুক্ত গাছ হইতে সংগ্রহ করে আবার নীলগিরি পাহাড় ও সিংহল হইতে কতকগুলি আমদানী হইয়া থাকে। ইউরোপের জার্ম্মানী হইতে যে সালেম উৎপন্ন হয় উহা Orchis mascula Linn. গাছ হইতে গ্রহণ করে। ফুল হইয়া যাইলে মূল উঠান হয় এবং দৃঢ় মূলগুলি ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বাজারে বিক্রয় হয়।

Allium Macleanii Baker গাছ হইতেও অনেকে সালেমমিশ্রি গ্রহণ করে (Baker, Bot. Mag., t. 6707)। এই মিশ্রিকে বাদসাহী সালেম বলে। পঞ্জাবের Asparagus adscendens Roxb. (F. B. I., vi. 317) এবং দাক্ষিণাত্যের A. racemosus Willd. (F. B. I., vi. 316) গাছের মূলকে শ্বেতমুসলী বা শতমূলী এবং Curculigo orchioides Gaertn. (F. B. I., vi. 279) গাছকে কৃষ্ণমুসলী বা তালমূলী বলে। ইহা ছাড়া আলু হইতেও নকল সালেম প্রস্তুত করে, উহাকে বেনেয়তি সালেম বলে, ইহাও ভারতের বাজারে বহুপরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়।

সাধারণ সালেম পারস্য ও লিভান্ট নামক স্থান হইতে বম্বের বাজারে আমদানী হয় (Watt, Commercial Products of India, 963)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সালেমমিশ্রি বলকারক, রসায়ন ও কামোত্তেজক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও ক্ষয়রোগে হিতকর। যক্ষ্মা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাতন উদরাময় ও রক্তপিত্তাতিসারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার গুঁড়া ½-১ তোলা পরিমাণ ½-১ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 569.)

CII SCITAMINACEAE,

Genus—ALPINIA Linn.

570. A. Galanga Sw. (কুলঞ্জন)

Fig.—Rumph., Ambo., v, t. 63; Ic., Pl. Asiat., t. 353; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 949.

Ref.—F. B. I., vi. 253; Roxb., F. I., i. 59; B. P., ii. 1047; Prain H H., 285.

জন্মস্থান—সুমাত্রা ও যাভা-দেশীয় গাছ ; এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়, হুগলী হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কুলঞ্জন ; তা. গেরারাত্তই ; তে. পদ্ম তুম্প রাষ্ট্রকম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গাছ মরিয়া যাইলেও ইহার মূল বিদ্যমান থাকে। মূল আলুর মত ও সৌগন্ধ-যুক্ত। কাণ্ড পত্রময় ৬-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপর দিক মসৃণ, নিম্নদেশ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ফুল ছোট, বহির্ব্বাস ⅛ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ বক্র। ফল লেবুর ন্যায় লালবর্ণ, ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ⅙ ইঞ্চি। ইহার ফলকে Galanga Cardamon বলে। ইহা দেখিতে চেরীফলের ন্যায়, পক্কফল ½ ইঞ্চি লম্বা। কখন ন্যাসপাতির মত হয়। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, চেপ্টা, ত্রিকোণাকার সৌগন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গেঁড় সৌগন্ধযুক্ত, উগ্র ও তিক্ত, ছেঁচারস জ্বরবাত ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে কুলঞ্জন খাইলে গলার স্বরের উন্নতি হয়। মূল পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Irvine বলেন ইহার গেঁড় অতিশয় তীব্র ও উত্তেজক, বীজের মাদকতা-শক্তি আছে।

হাকিমেরা ইহা ধ্বজভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ ও অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা দেন। ইহা দুর্গন্ধনাশক ও বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত হয়। মহীশূর দেশে ইহা গৃহচিকিৎসার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ লোকদের সর্দ্দিজনিত বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর (Sir Major John North)। ইহার শীকড় রাজনিঘণ্টুর সুগন্ধ বচ এবং ভাব-প্রকাশের মালাবার বচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্যামদেশীয় ও চীনদেশীয় আদা A. Galangaএর তুল্য। (Fig. 570.)

Genus—KAEMPFERIA Linn.

571. K. angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 939.

Ref.—F. B. I., v. 219; Roxb., F. I., i. 17 ; B. P., ii. 1038.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. মধুনির্ব্বিষা, কঞ্জনবুড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কাণ্ড-শূন্য গাছ। পত্র ৬-৮ ফুট লম্বা, পত্র উপর দিকে উন্নত, লম্বাকৃতি, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল অল্প হয়, দেখিতে শ্বেতবর্ণ ; বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, পুংকেশর উপরিভাগে উন্নত, শ্বেতবর্ণ, ½-৩৪ ইঞ্চি ; পুষ্পের মস্তক বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহার মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহার করে (Roxburgh). (Fig. 571.)

572. K. rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi. t. 9; Bot. Mag., t. 920 and 6054; Wight, Ic., t. 2029; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 940.

Ref.—F. B. I., vi. 222; Roxb., Fl. Ind., i. 16; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়, চট্টগ্রাম, সমগ্র ভারতে রোপণ করে ও চাষ হয়; আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—বা. ভূঁইচাঁপা; সং. ভূমিচম্পক; হি. চন্দ্রমূলা; তে. কন্দাবাল।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়, মূল।

বর্ণনা—কাণ্ডহীন গুল্ম, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূল শ্বেতবর্ণ, আলুর ন্যায়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল লম্বা, গন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সুগোল, বাহিরের পত্র ছোট, ভিতরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরল ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার শীকড়ের পুলটিস দিলে ফোড়ার পুঁজ বাড়াইয়া দেয় (W. C. Dutt.)

Dr. Rheede বলেন সমগ্র গাছ গুঁড়া করিয়া যে ointment হয়—ইহাতে নূতন ক্ষত আরাম করিবার শক্তি আছে এবং ইহা সেবন করিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয়। তিনি বলেন যে ইহার শীকড় সর্ব্বাঙ্গীণ শোথের পক্ষে হিতকর।

Dr. Dymock বলেন ইহার মূলের গুঁড়া Mump (বোবায় ধরা) রোগে একটি সর্ব্বজন-পরিচিত ঔষধ। ইহার গেঁড় ও মূল দেখিতে খড়ের ন্যায় রংবিশিষ্ট। ইহা তিক্ত, উগ্র, কর্পূরের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট ও প্রকৃত Zedoaryর মত। সমগ্র গাছ সৌগন্ধযুক্ত।

ইহার মূল পাকযন্ত্রের দোষ-নিবারক ও শোথ-রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ কমাইবার পক্ষে যে একটি মূল্যবান ঔষধ ইহা ভারতের সকল লোকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। (Fig. 572.)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 899; Rheede, Hort. Mal., t. 41; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 938.

Ref.—Dymock, iii. 414; F. B. I., vi. 219; Roxb., F. I., i, 15; B. P., ii. 1038; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ; বঙ্গদেশের বাগানে সাধারণতঃ রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দ্রমূলা কর্পূরকচুরি, সুগন্ধাবচ, হুমুলা ; Eng. Java galangal.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল, পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, মূল আলু বা হরিদ্রার মত। পত্র ক্ষুদ্র বোঁটাযুক্ত, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, মৃত্তিকার উপর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, অগ্রভাগ সরু, গাঢ় সবুজ বর্ণ, ১০-১২টী শিরাবিশিষ্ট, কিনারাগুলি পুরু নহে। পত্র বৃন্ত ছোট। ফুল ৬-১২ ইঞ্চি, সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার মূল সুগন্ধযুক্ত, ব্যবসায়ের পক্ষে বাজারে ইহার অতিশয় চাহিদা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছ অনেক বাগানে রোপণ করে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ইহার সুগন্ধযুক্ত পত্র ও মূল মাথা ঘসায় ব্যবহার করে, ইহাতে কেশ বেশ সৌগন্ধযুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতে ইহার নাম "কর্পূর-কচুরি" যেহেতু ইহার মূল Hedychium spicatum (কর্পূর-কচুরি)এর তুল্য ; ইহাই ভারতের বাজারে কর্পূর-কচুরি বলিয়া বিক্রীত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন ইহার মূল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফ ও শ্লেষ্মা-জনিত রোগ আরাম হয় এবং তৈলে সিদ্ধ করিয়া মাখিলে সর্দ্দিতে নাসিকা বন্ধ হওয়া রোগ আরাম হয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার শীকড় সুগন্ধের জন্য গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে এবং পোষাকপরিচ্ছদে ইহার গুঁড়া লাগাইলে পোষাক সুগন্ধময় হয়। (Fig. 573.)

Genus—HEDYCHIUM Koenig.

574. H. spicatum Ham. (কর্পূর-কচুরি)

Fig.—Bot. Mag., t. 2300 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 941A.

Ref.—F. B. I., vi. 227 ; Dymock, iii. 417.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন, নেপাল।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কর্পূর-কচুরি, সং. কর্পূর-কাচিলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ লম্বা আলুর মত, মূলের ছাল বেশী পুরু নহে। কাণ্ড পত্রময়, পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা হয়, পত্রের বিস্তার সবগুলির সমান নহে। পুষ্পদণ্ড ঘন, শাখা-প্রশাখা আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সবুজবর্ণ ১-১½ ইঞ্চি। ফুল লোমযুক্ত ঘন-সন্নিবদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ, বহির্ব্বাস ছোট ; পুষ্পনল ২-২½ ইঞ্চি, পুংকেশর ১টী, স্ত্রীকেশর-দণ্ড লম্বা। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল সুগন্ধযুক্ত, পেটফাঁপা-নিবারক বলকারক, ও উত্তেজক। Curcuma Zedoaria Rosc. (শটী) এবং K. galanga Linn. গাছকে ভুলক্রমে এইগাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে ইহাকে সেহুরি (Sheduri) বলে এবং পার্ব্বত্য-জাতিরা পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। ইহার সৌগন্ধযুক্ত মূল Henna বা মেদিগাছের (Lawsonia alba Lam.) মূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহার মূল আবিরের একটী মসলা। ইহার মূল, খসখসের মূল (Vitiveria giganoides Nash) চন্দনকাষ্ঠ, এরারুট কিম্বা জোয়ার (Sorghum) পালো দিয়া আবির প্রস্তুত হয়। হিন্দিতে যে "ঘিসি" নামক আবির হয় উহা পূর্ব্বোক্তগুলি, মহালিব (Prunns Mahaleb Linn.), আপসান্তিন বা ডাউনা (Artemisia Siversiana Willd.) দেবদারু কাষ্ঠ (Cedrus Deodara) এবং বনহরিদ্রা (Curcuma aromatica Salisb) মূল, লবঙ্গ এবং এলাচ-যোগে প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত Aloes wood, কেউ (Costus) এবং জটামাংসীর শীকড় প্রভৃতি যোগে কৃষ্ণবর্ণ আবির প্রস্তুত করে। (Fig. 574.)

Genus—CURCUMA Linn.

575. C. amada Roxb. (আমাদা)

Fig.—Rosc., Scit., t. 99 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 937A.

Ref.—F. B. I., vi. 213 ; Roxb., F. I., i. 33 ; B. P., ii. 1042 ; Dymock, iii. 405 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, কঙ্কণ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়, পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমাদা ; হি. আমহলদি ; তা. সামিদি-আল্লাম্ ; তে. কারুপাসুপু ; Eng. Mango-ginger.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে আদার ন্যায় ও গন্ধ আম্রের ন্যায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ গোলাকার ও স্থূল ; মূল পুরান হইলে ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৩ ফুট লম্বা। পত্রের বৃন্তদেশ ও অগ্রভাগ সরু ও সবুজবর্ণ ; পুষ্পদণ্ড ½ ফুট কিংবা অধিক, ইহার নিম্নভাগ পত্রের দ্বারা চাপা থাকে। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, শরৎকালে হয় ; বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, ফিকে সবুজবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল শান্তিকর, ইহা পেটফাঁপা ও উদরাময়-নিবারক। শীকড় শ্লেষ্মা-নিবারক, ধারক, উদরাময় ও মধুমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। আমাদা চাটনীতে

বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদা অম্ল, ঈষৎ তিক্ত, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, অর্শ, শূল ও মুখরোগে হিতকর। (Fig. 575.)

576. C. aromatica Salisb. (বন-হলুদ)

Fig.—Bot. Mag., t. 1546 ; Wight, Ic., t. 2005.

Ref.—F. B. I., vi. 210 ; Roxb., Fl. I., i. 23 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, জঙ্গলে হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-হলুদ ; সং. কর্পূরহরিদ্রা ; হি. বনহল্‌দি ; তে. কাণ্ডুমাল্লাল ; রংহলদি ; Eng. Wild Turmeric.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কন্দ আলুর মত, ব্যাস ১ ইঞ্চি। পত্র ৩-৪ ফুট ; বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, গাছের অগ্রভাগে এপ্রেল হইতে জুন মাসে জন্মে। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ ১½-২ ইঞ্চি, গাঢ় লালবর্ণ। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি ফিদেলাকৃতি, ফুলের অগ্রভাগ বিস্তৃত, গোলাকার পীতবর্ণ, ৩ ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Dymock বলেন ইহার গুণ হরিদ্রার ন্যায়, কিন্তু ইহার গন্ধ হরিদ্রা অপেক্ষা উগ্র। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অথবা মচকাইয়া যাইলে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রলেপ দেয়। Dr. Ainslie বলেন মুসলমান বৈদ্যদের মতে ইহা একটী সর্পবিষ-নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বনহরিদ্রা পাঁচড়া ও বসন্তের উদ্ভেদে বাহ্যিক প্রযুক্ত হয়। Benzoin (লবন)এর সহিত পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। শরীরের রক্ত-বিকৃতিতে এবং চর্ম্মরোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযুক্ত হয়। (Fig. 576.)

577. C. longa Linn. (হরিদ্রা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 269 ; Rheede, Hot Mal., xi, t. 11.

Ref.—F. B. I., vi. 214 ; Roxb., F. I., i. 32 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., ii. 285 ; Watt, Dic. Econ. Pr. Ind., ii. Pt., 2, 659.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হরিদ্রা ; হি. হল্‌দি ; তা. মাঞ্জল ; তে. পাসুপু ; Eng. Turmeric.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কন্দ লম্বা, চক্র ও গোলাকার গাঁইটযুক্ত; গেঁড়গুলির অভ্যন্তর-ভাগ পীতবর্ণ, পুরু, লম্বা এবং গোলাকার। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বোঁটা পত্রের বিস্তারের সমান লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের পত্র গাঢ় লালবর্ণ, দেখিতে বন হলুদের মত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিদ্রা উত্তেজক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে বা মচকাইয়া যাইলে চুণের সহিত ইহার প্রলেপ দিলে আক্রান্ত স্থানের বেদনা আরাম হয়। হরিদ্রার গুঁড়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত সংশোধিত হয়। হরিদ্রার টাটকা রস ক্রিমি-নাশক, হরিদ্রার ক্বাথ সর্দ্দি আরাম করে ও চক্ষু ওঠা আরাম হয়। হরিদ্রার দ্বারা তরিতরকারি ধুইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় ও তরকারি সুস্বাদু হয়। হরিদ্রা নিমপাতার সহিত বাটিয়া গায়ে মাখিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

হরিদ্রা-ফুলের মলম দিলে কৃমি ও অপরাপর চর্ম্মরোগ আরাম হয়। Dymock বলেন মুসলমান বৈদ্যেরা প্লীহা ও যকৃৎ-দোষে ইহা প্রয়োগ করে। মাথায় সর্দ্দি বসিলে হরিদ্রার ধোঁয়া নাকে দিলে সর্দ্দি পরিষ্কার হইয়া মাথা-ধরা আরাম হয়।

Dr. Beadon Powel বলেন ইহা সবিরাম জ্বর ও শোথরোগ-নাশক। ইহার শীকড়ের গুঁড়া ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে সর্দ্দি-কাশি আরাম হয়।

হরিদ্রা পোড়াইয়া ইহার ধোঁয়া লাগাইলে বিছার কামড়ের যন্ত্রণা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম হয়। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা-ধরা আরাম হয়। হলুদ পোড়াইয়া উহার ধোঁয়া নাকে দিলে হিষ্টিরিয়া রোগের fit কমিয়া যায়।

হরিদ্রার গুঁড়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়। মিহি কাপড় হরিদ্রায় ছোপাইয়া চক্ষের উপর দিলে চক্ষু উঠা ও উহার আরক্ততা দূর হয়।

পিষ্টহরিদ্রা ও বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া চর্ম্মে লাগাইলে এবং গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ২।৩ দিনের মধ্যে চর্ম্মরোগ ও কাউর আরাম হয়।

> হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ম্।
> পিবেন্নরঃ কামচারীকচ্ছুপামাবিনাশনম্॥ চক্রদত্ত

গোমূত্রের সহিত এক মাস হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (সুশ্রুত)।

হরিদ্রার ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কফজ তৃষ্ণা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ ও ব্রণ আরাম হয় (রাজবল্লভ)।

হরিদ্রা ৪ প্রকার, যথা—আমাদা, বনহরিদ্রা, কর্পূরহরিদ্রা ও হরিদ্রা এগুলির গুণ প্রায়ই সমান। হরিদ্রা প্রধানতঃ কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ-নাশক।

গুড় ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ আরাম হয়। জোঁক ধরিলে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হয় তবে সেইস্থানে হরিদ্রার গুঁড়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

হরিদ্রা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ চিনির সহিত পান করিলে শৈত্যজনিত সর্দ্দি আরাম হয়।

সাজীমাটীর সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া ফুলা ও বেদনা-যুক্ত স্থানে লাগাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। (Fig. 577.)

578. C. Zedoaria Rosc. (শটী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934B.

Ref.—F. B. I., vi. 210; Roxb., Fl. Ind., i. 20; B. P., ii. 1042.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পূর্ব্বদিকে অরণ্যে বহুপরিমাণ জন্মে, ভারতে চাষ হয়, চট্টগ্রামের জঙ্গলে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কযুর, শটী; তে. কযুরম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ইহার কন্দ গোলাকার ও লম্বা। পত্র ১-২ ফুট, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পদণ্ড ½ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, পুষ্পদণ্ডের পত্র ১½ ইঞ্চি সবুজবর্ণ ও লালরংএর দাগ আছে। পুষ্প ফিকে পীতবর্ণ, বহির্ব্বাস ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পনল ফিঁদেলাকৃতি, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গন্ধ কর্পূরের ন্যায় উগ্র, ও স্বাদ তিক্ত। উহা পেটফাঁপা-নিবারক ও চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক মূলের গুঁড়া বকমকাষ্ঠের (Cœsalpinia Sappan L) সহিত মিশাইয়া লাল আবির প্রস্তুত করে। কযুর ও হরিদ্রা গাছের চাষ নারিকেল বাগানে হয়। কযুর বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল বর্ষার পূর্ব্বে জন্মে ও ফল পরে হয়।

সর্দ্দি হইলে ইহার ক্বাথ পিপুল, দারুচিনি ও মধুযোগে ব্যবহৃত হয়। Rheede বলেন ইহার পালো এবং টাটকা মূল শান্তিকর এবং মূত্রকর, ইহা প্রদর ও গনোরিয়া রোগ দমন করে এবং রক্তপরিষ্কার করে। পত্র-রস শোথ-রোগে হিতকর। (Fig. 578.)

579. C. angustifolia Roxb. (এরারুট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934A; Asiat. Research, XI, t. 5 (1810).

Ref.—F. B. I., vi. 210; Roxb., F. I., i. 31; B. P., ii. 1041.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পশ্চিম বিহার, সেয়ানী উপত্যকা, ত্রিহুট, অযোধ্যা। এই গাছ জঙ্গলে জন্মে ও চাষ হয়। মে-জুন মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

বিভিন্ন নাম—বা· হি. টিকুর, এরারুট ; তা. এরারুট, কিসাঙ্গু ; তে. এরারুট, গদ্দালু। Eng. East Indian arrowroot।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, পত্র সরু ১-১½ ফুট লম্বা।

নিম্নলিখিত কয়েকটী গাছ হইতে ভারতীয় এরারুট প্রস্তুত হয় ও ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া থাকে।

(১) *C. leucorhiza Roxb.* (Rosc. Scit. t. 102) এই গাছ বিহারে জন্মে।

(২) *C. montana Rosc.* (Roxb. Cor. Pl. t. 151) এই গাছ দাক্ষিণাত্যে, কঙ্কণ ও উত্তর এবং দক্ষিণসরকারে জন্মে।

(৩) *C. longa Linn.* (Benth. & Trim. f. 269) হলুদ গাছ বঙ্গদেশে জন্মে।

(৪) *C. aromatica Salisb.* (Rosc. Scit. f. 103) বনহরিদ্রা, ইহা ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে।

(৫) *C. rubescens Roxb.* (Voight, 564) বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং মণিপুর ও উত্তর বর্ম্মায় দেখা যায় এবং হুগলী ও হাওড়া জেলায় সচরাচর গ্রামের নিকট জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) *Maranta arundinacea Linn.* এই গাছ আমেরিকা-দেশীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এরারুট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অল্প পরিমাণে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যে সকল গাছ হইতে এরারুট প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ নাম টিকুর। এইগুলির কন্দ অতি অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 579.)

580. C. caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 936.

Ref.—F. B. I., vi. 212 ; Roxb., F. I., i. 26 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বনজঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাল হরিদ্রা, নীলকণ্ঠি ; হি. নারকচুর ; তে. অপাপাসুপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দ গোলাকার ও লম্বা, অধিক মোটা নহে। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বিস্তার ৪´

ফুট, নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে হরিদ্রাবর্ণ ও ছোট, মস্তক ½ ইঞ্চি, তিনভাগে বিভক্ত। ইহা শঠী (*C. Zedoaria Rosc.*) গাছের মত, তবে রংএর বিভিন্নতা আছে। এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শঠী (*C. Zedoaria*) গাছের গুণবিশিষ্ট। লোকে ইহা স্নানের পর গায়ে মাখিয়া থাকে, বঙ্গদেশে ইহা হরিদ্রার ন্যায় ব্যবহার করে। (Fig. 580.)

Genus—ZINGIBER Adans.

581. Z. officinale Rosc. (আদা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 270 ; Woodville, t. 250 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 944.

Ref.—F. B. I., vi. 246 ; Roxb., F. I., i. 47 ; B. P., ii. 1045 ; Dymock, iii. 420 ; Watt, Dic. Econ. Pro. Ind., vi, Pt. 2, 358.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. আদা ; সং. আদ্রক, বিশ্বভেষজ ; তা. শুক্কু ; তে. সুটী ; হি. সুঁঠ। Eng. Ginger.

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৩-৪ ফুট হয়। পত্র ১-১৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে পাতা নাই। পুংকেশর গাঢ় বেগুনে। ফুল প্রায়ই হয় না এবং বীজ দেখা যায় না (Roxburgh)। আদা শুষ্ক করিলে শুঁঠ হয়। ইহা বহু পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হয়। আদা ভাল করিয়া ধুইয়া, চট বা থলেতে রগড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আদা British Pharmacopoeia এবং আয়ুর্ব্বেদে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আদার সংস্কৃত নাম 'মহৌষধ', বিশ্বভেষজ, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও নাগর।

আদ্রক নিঘণ্টুকারের মতে ঝাল, হজমিকারক ও কোষ্ঠবদ্ধ-নিবারক। ইহা হাঁপানি, বমন, সর্দ্দি, পেটবেদনা, বুক-ধড়ফড়ানি, শোথ এবং অর্শরোগে হিতকর।

হিন্দু কবিরাজদের মতে আদা, গোলমরিচ এবং পিপুলকে ত্রিকটু বলে। ইহার সহিত অপরাপর মসলা ও চিনিযোগে সমশর্করাচূর্ণ ও সোভাগ্য-শুঁঠনামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অম্ল ও ক্ষুধাহীনতা-রোগে ব্যবহৃত হয়।

বাতরোগে আদার সহিত মাখন মিশাইয়া সেবন করিলে বাত আরাম হয়। টাটকা

আদার রস এবং হরিদ্রার রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও হাঁপানি আরাম হয় এবং ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ আরাম হয়। শুষ্ক আদা বাটিয়া গরম জলের সহিত কপালে লাগাইলে মাথা-ধরা আরাম হয়। আদার রস অল্প মধু ও ময়ূরের পালক-পোড়া ছাইয়ের সহিত সেবন করিলে অতিশয় বমন একেবারে আরাম হয়।

আদার বিষনাশ করিবার শক্তি আছে অতএব বিষপান করিলে আদার রসে উপকার হয়। আদা হইতে অনেক বিলাতী জল প্রস্তুত হয়। আদা ও লবণ খাইবার পূর্ব্বে খাইলে পেটফাঁপা আরাম হয় ইহা জিহ্বা ও গলার শোধন করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

এলাচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, নাগকেশর ফুল ৩ ভাগ, গোলমরিচ ৪ ভাগ, শুষ্ক আদা ৬ ভাগ এইগুলি গুঁড়া করিয়া ইহাদের ওজনের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া যে ঔষধ হয় উহাকে সমশর্করাচূর্ণ বলে, ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ ও অর্শরোগ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

দুগ্ধের সহিত আদার রস মিশাইয়া নস্য লইলে মাথা-ধরা আরাম হয়।

শুঁটের গুঁড়া ১ তোলা, জল দেড়পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া এইগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়। (চরক)

জল ও শুঁট সমপরিমাণ লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইলে অতিসার আরাম হয় এবং পুরাতন গুড় এবং আদা সমভাগ লইয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১ মাস সেবন করিলে শোথ আরাম হয়। (চরক)

তিলতৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধবলবণ দিয়া খাইলে কানের বেদনা আরাম হয়। পুরাতন গুড়ের সহিত শুঁট পান করিলে কামলা রোগীর কামলা আরাম হয়। গুল্মরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুঁটচূর্ণ সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। (সুশ্রুত)

আদার রসে সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিলে কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া যায়। শুঁটের সহিত গব্যঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। আদার রস মধুর সহিত খাইলে নূতন সর্দ্দি ও শ্বাসকাশের উপশম হয়। শুঁটের ক্বাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ইহা হৃদ্‌রোগ ও কাশের পক্ষে হিতকর। (চক্রদত্ত)

শুঁটচূর্ণে অল্প গব্যঘৃত মিশাইয়া এরণ্ড-পত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, এই চূর্ণ প্রাতে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসার ও পেটবেদনা আরাম হয়। (শার্ঙ্গধর)

শুঁট চূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে ভিজাইয়া পিণ্ড করিবে, এই পিণ্ড এরণ্ড-পত্রে আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে, এই রস মধুর সহিত খাইলে আমবাত আরাম হয়।

পীত বেড়েলার ছাল ও শুঁট সমভাগ লইয়া ক্বাথ করিবে। ২।৩ দিন এই ক্বাথ পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ-সংযুক্ত বিষম জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ছাগদুগ্ধের দ্বারা ক্ষীর পরিভাষানুসারে প্রস্তুত শুঁটের ক্বাথ হিক্কা নাশ করে।

বেল শুঁঠ ও শুঁঠের ক্বাথ সেবন করিলে বমন ও ওক্কাউঠা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। আদার রস পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। সজিনার ক্ষার ও আদা গুল্ম-রোগে সেব্য (ভাবপ্রকাশ)। শুঁঠ, রসুন ও মধু একত্রে পান করিলে শ্বাসকাশ আরাম হয় (R. N. Khory, ii. 6017)। শুঁঠ বিসূচিকা, শোথ, বুক ধড়ফড় করা, পেটফাঁপা, কাশ ও অগ্নিমান্দ্য-রোগে ব্যবহৃত হয়।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠের ক্বাথ গোমূত্র ও গুগ্‌গুল সহ পান করিলে শোথ ও উদর-রোগ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিতা, বামনহাটী ও দেবদারুর ক্বাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখ-শোথ প্রশমিত হয়।

কাঞ্চন ছালের ক্বাথ শুঁঠ-চূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বরুণ ছালের ক্বাথ পান করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয় (শার্ঙ্গধর)। (Fig. 581.)

582. Z. zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 945.

Ref.—F. B. I., vi. 247 ; Roxb., F. I., i. 48 ; B. P., ii. 1045 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে স্থানে চাষ হয় এবং গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মহাবরী বচ ; সং. স্থূলগ্রন্থি ; হি. নারকচুর ; মালাবার—কথু-ইনসিকুয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দচূর্ণ ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; কাণ্ড এক আনা।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদ, কন্দ অতিশয় বৃহৎ, হরিদ্রার মত, অভ্যন্তরভাগ ফিকে পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও বর্ষজীবী। পত্র ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি মোটা, লম্বা খাপের মধ্যে থাকে। ফুল ফিকে উহার অগ্রভাগ একটু অধিক কৃষ্ণবর্ণ। পুষ্পনল ১¼ ইঞ্চি, ফল ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ; বীজ ⅙ ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষার শেষে ফুল ও পরে ফল হয়।

বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—মহাবরী বচ এবং শ্বেতবচ বা ঘোড়া বচ। বাঙ্গালায় কেহ কেহ মহাবরী বচকে অরুণ বচ বা রচা বচ বলে। ভাবপ্রকাশে যে সুগন্ধবচের উল্লেখ আছে উহা মহাবরী বচকেই বুঝায় আর এক প্রকার বচ আছে উহাকে পশ্চিমদেশীয় লোকে কুলঞ্জন বলে। ইহাকে বাঙ্গালায় মহাবরী বচ বলে ; ইহার লাটিন নাম Alpinia Galanga. মোটামুটী মহাবরী বচ, সুগন্ধ বচ ও কুলঞ্জন প্রায় একই জিনিষ। এই বচ অতিশয় উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, আদা অপেক্ষা একটু তিক্ত ; ইহার কন্দ আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্দ্দি ও হাঁপানীর পক্ষে হিতকর। ইহা ক্রমি, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্ম্মরোগের ঔষধ।

অতিবিষা (Aconitum heterophyllum) ও বচের ক্বাথ পান করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (বাগ্‌ভট)। কাঁচাদুগ্ধ ও শীতল জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ বচচূর্ণ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করিলে সর্দ্দিজনিত হৃদ্রোগ আরাম হয়। বচ, কুড় ও বিড়ঙ্গের অল্প গরম ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে শিশুর কন্ডুবিচর্চ্চিকা (Eczema) আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখের ঘা, মুখের গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ আরাম হয়।

বচ অল্পমাত্রায় পাচন, তিন চারি আনা মাত্রায় বমন-কারক ; অজীর্ণের সহিত পেটফাঁপা থাকিলে বচচূর্ণ-সেবন অতিশয় হিতকর। ¼ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ শিশুর পেট-কামড়ানি আরাম করে। ঘুংড়ি কাশিতে বচচূর্ণ মুখে রাখিলে কাশির উপশম হয়।

শিশুর পেট-ফাঁপা ও অজীর্ণ থাকিলে উহার নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয় (Watt)। (Fig. 582.)

583. Z. casumunar Roxb. (বন-আদা)

Fig.—Roxb., Asiat. Research., ii, t. 7 ; Bot. Mag., t. 1426.

Ref.—F. B. I., vi. 248 ; Roxb., F. I., i. 49 ; B. P., ii. 1045 ; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে এবং চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-আদা ; সং. বন-আদ্রক ; তে. কুরাপাসুপু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় গুল্ম ; কন্দ শক্ত পত্রময়, ৪-৬ ফুট উচ্চ, বহুবর্ষজীবী। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উহার পত্র ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, কিংবা সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ, ফুলের পাপড়ি ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, উহার উপরি ভাগ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ ছোট ও গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ আদার তুল্য। ইহা পেট-ফাঁপা-নিবারক, উত্তেজক ও উদরাময়-নিবারক। ইহা ঔষধের দোকানে Casumunar নামে বিক্রীত হয় (Pereira

Met. Med., ii, Pt.i., 236)। মালাবার দেশে Kattu-manual পীত আদাকে বলিয়া থাকে। (Fig. 583.)

Genus—COSTUS Linn.

584. C. speciosa Smith. (কেউ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 8; Lam., Ill., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., vi. 249; Roxb., F. I., i. 50; B. P., ii. 1050; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেউ; সং. কেমুকা; সাঁওতাল—ওসগ, তেবম্মাকাচিকা; মালাবার—পেংবা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীকড় আলুর মত। পত্রময় কাণ্ড ৬-৯ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ½-১ ফুট, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক পশমের মত লোমে আবৃত। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ব্বাস ১ ইঞ্চি, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ ও লম্বা। পুংকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও লালবর্ণ। বর্ষার শেষভাগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Ainslie বলেন জামেকা দেশে ইহার শীকড় আদার ন্যায় ব্যবহৃত হয় (Met. Med. Ind., ii. 167)।

ইহা কামোত্তেজক ও রসায়ন (Cal. Exhib. Catalogue)

ইহার শীকড় Galangar তুল্য, কিন্তু ইহার উত্তেজক গুণ ও সৌগন্ধ নাই। ইহা আদার স্থানে ব্যবহৃত হয়।

শীকড় পরিপাক-কারক, উগ্র, তিক্ত এবং সর্দ্দিজনিত জ্বর, চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ইহার ক্রিমি নাশ করিবার শক্তি আছে (Atkinson)।

সাঁওতালেরা ইহার শীকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 584.)

Genus—AMOMUM Linn.

585. A. subulatum Roxb. (বড় এলাচ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 277; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 942

Ref.—F. B. I., vi. 240; Roxb., F. I., i. 44; Dymock, iii. 436.

জন্মস্থান—হিমালয়-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশে, সাধারণতঃ নেপালে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় এলাচ বা নেপালী এলাচ ; সং. স্থূলৈলা ; তে. পেদ্দ্‌এলাকুলু ; তা. এলম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—এই গাছের মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট, পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন-সন্নিবিষ্ট, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। মঞ্জরী-পত্র লাল ধূসরবর্ণ। ফুলের বহির্ব্বাস এবং পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, ফুল পীতাভ শ্বেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকৃতি, লাল ধূসরবর্ণ। গাছের পাতার কোন সুগন্ধ নাই। গাছ দেখিতে অনেকটা আদা ও হরিদ্রার ন্যায়। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয় ও শরৎকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পেটের দোষ-নিবারক। ইহা কলেরা-রোগে পাকস্থলীর উত্তেজনা কমাইয়া থাকে। এলাচের ক্বাথ মুখ ও দাঁতের গোড়ার রোগে ধৌতিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এলাচের পিত্ত নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে, এজন্য ইহা পাকস্থলীর যে কোন প্রকার অসুখে ব্যবহৃত হয়। এলাচের ১০ গ্রেণ গুঁড়া যকৃৎ-বিকৃতি-রোগে হিতকর। Sur. Maj.-H. D. Coak সাহেব বলেন যে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ এলাচের গুঁড়া কুইনাইনের সহিত দিয়া স্নায়ুশূল-রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এলাচ-চূর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 585.)

586. A. aromaticum Roxb. (মোরঙ্গ এলাচ)

Fig.—Rosc., Scit. Pl., t. 109; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 943.

Ref.—F. B. I., vi. 241 ; Roxb., F. I., i. 45 ; B. P., ii. 1043.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, নেপাল, পূর্ব্ব-হিমালয়, সিকিম, খাসিয়া-পাহাড় ও শ্রীহট্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. মোরঙ্গ এলাচ ; মালাবার—বেলদোদ।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, উভয় দিকে সূক্ষ্ম লোম আছে। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, গোলাকার, বৃন্ত ছোট পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ধূসরবর্ণ দাগ আছে, উপরি ভাগ ফিকে পীতবর্ণ বীজাধার ১ ইঞ্চি লম্বাকৃতি, বীজ ছোট ছোট হয়। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও তৈল বড় এলাচের ন্যায় ব্যবহৃত হয় (Fig. 586.)

Genus—ELETTARIA Maton.

587. E. Cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, tt. 4 & 5; Bentl. & Trim., t. 267; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 948.

Ref.—F. B. I., vi. 251; Dymock, iii. 428.

জন্মস্থান—পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর, কঙ্কণ, মালাবার উপকূল, মান্দ্রাজ, কুর্গ ও মহীশূর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট এলাচ বা গুজরাটী এলাচ; সং. এলা, সূক্ষ্মৈলা; হি. ছোট এলাচী; তা. তে. ইল্লাই Eng. Lesser Cardamon.

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কন্দ পত্রময়, ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, নিম্নে কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বহির্ব্বাস ½ ইঞ্চি, পুষ্পনল ছোট ও প্রসারিত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে অনেকগুলি এলাচ জন্মে। পত্রের অগ্রভাগ অতিশয় লম্বা। বীজকোষ প্রায় গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি; ইহাতে লম্বা লম্বা অনেক শিরা আছে। এলাচের বীজকোষ বা ছোট এলাচ সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার অধিক বর্ণনা আবশ্যক নাই। বীজ উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, ইহার দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে এই গাছ ৪০০-৪০০০ ফুট উচ্চে বেশ উত্তমরূপে জন্মে। জানুয়ারী মাসে যে এলাচ উৎপন্ন হয় উহাকে "মগরা" এলাচ বলে, এই এলাচ অতি উৎকৃষ্ট। সেপ্টেম্বর মাসে যে এলাচ হয় উহাকে কান্নি এলাচ বলে এবং লম্বা এলাচকে নীল এলাচ বলে, ইহা অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর এলাচ। এলাচ পাকিবার পূর্ব্বে পীতবর্ণ ধারণ করে, এই সময় উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পাচক ও উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট। বিরেচক ঔষধে কখন কখন পেট ফাঁপে, কিন্তু উহাতে এলাচ দিলে ওই সকল উপসর্গ দূর হয়। এলাচ গুঁড়া করিয়া নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। বমন-রোগে এলাচের সহিত বেদানা খাইলে বমন আরাম হয়। এলাচ ওলাওঠা রোগের একটী উত্তেজক ঔষধ। (Fig. 587.)

Genus—CANNA Linn.

588. C. indica Linn. (সর্ব্বজয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952A.

Ref.—F. B. I., vi. 260; Roxb., F. I., i. 1; B. P., ii. 1047; Dymock, iii. 449.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. সর্ব্বজয়া ; হি. কিওয়ারা ; তা. কুন্দ-শনী-ফেড্ডী ; তে. গুড়ি-জেনজা-ফেটু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, শীকড়, কন্দ, পুষ্প ও পত্র।

বর্ণনা—৩-৪ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ। পুষ্পমঞ্জরী ½ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও সবুজবর্ণ। ফুল ২-২½ ইঞ্চি লম্বা। ফল উন্নত ½-১ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ গোলাকার, তিনটী ঘরবিশিষ্ট ; কৃষ্ণবর্ণ ও সরু, ইহাতে বীজ অনেক থাকে, মটরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বর ও শোথনাশক, শান্তিকর ও উত্তেজক। গোমহিষাদির কোন প্রকার বিষাক্ত ঘাস খাইয়া পেট ফুলিলে দেশীয় কবিরাজেরা ইহার কাণ্ড ও পাতা ছেঁচিয়া গোলমরিচের সহিত চাউল ধোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেয় (Drury)।

ইহার শীকড় শোথ ও জ্বর-রোগে ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বজয়া-বীজ ক্ষতরোগ-নিবারক ও দেহের স্ফূর্ত্তি উৎপাদক (Beadon Powel)। (Fig. 588.)

Genus—MUSA Linn.

589. M. sapientum Linn. (কদলী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i., tt. 12-14. Roxb., Cor. Pl., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952.

Ref.—F. B. I., vi. 262 ; B. P., ii. 1050 ; Dymock, iii. 443 ; Prain, H. H., 286.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কলা ; সং. তে. কদলী ; হি. বম্বে ও গুজরাট—কেলা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, পত্র, বাসনা, কন্দ ও শীকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রের সংলগ্ন বাসনাযুক্ত কাণ্ড ৪-১২ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি ; ফুলের বহির্ব্বাস পীতের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, পাপড়ি লম্বা। ফল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। চাষ করা কলার প্রায় বীজ হয় না, বন্য কলার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। কলা বৎসরের সকল সময়েই ফলে।

যে সমস্ত কলার ভারতবর্ষে চাষ করা হয় তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) M. paradisiaca Linn.—কাঁচকলা, ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া খাওয়া যায় ; (২) M. sapientum Linn.—পাকা কলা এবং (৩) M. cavendishii Lamb. (M. chinensis Sw.) কাবুলী কলা। এই শেষোক্ত কলা ছাড়া আর যে যে প্রকারের পাকা কলা আমরা খাই তা M. sapientumএর অন্তর্গত। চাঁপা, কাঁটালী, রামকলা, সিঙ্গাপুরের কলা প্রভৃতি অনেক প্রকার কলার বঙ্গদেশে চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কদলী গলার ঘায়ে, শুষ্ক কাশিতে, বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ইহার চিনি কিংবা মধুর সহিত ব্যবহার মূত্রকর ও কামোত্তেজক।

অধিক মাত্রায় কলা খাইলে হজম হয় না। কলাগাছের এঁটের ছাই কৃমিনাশক। কদলী ছোবা পোড়াইয়া উহার অঙ্গার পায়ের তলায় লাগাইলে পা-ফাটা আরাম হয়। আমেরিকা দেশে কলার syrup পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ-রোগে ব্যবহার করে। পক্ব কদলী খণ্ড খণ্ড কাটিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া আবদ্ধ পাত্রে শীতল জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও, এই সিরাপ এক চামচে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে যাবতীয় বক্ষঃপ্রদাহ-রোগের উপশম করে।

কচি কলাপাতা বেলেস্তায় অথবা দগ্ধস্থানে বসাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলার শিকড় বলকারক, ইহা রক্তবিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কলার রস কলেরা-রোগে পিপাসা নিবারণ করে এবং ইহাতে মুখ ধুইলে পিপাসা নিবারিত হয়। কদলী শ্লেষ্মা-কারক, ইহা পেট গরম হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃ ও মূত্রযন্ত্রের উপর কদলীর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ভাল পাকা কলা পুরাতন রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে হিতকর। উত্তর বঙ্গে কলাপাতা পোড়াইয়া ইহার ছাই তরকারীতে দেয় ; ইহাতে অম্ল দমন করে।

পাকাকলা-সিদ্ধ দধিমিশ্রিত করিয়া চিনি কিংবা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয়।

১ আউন্স পাকা কলা ½ আউন্স পুরাতন তেঁতুলে পেষণ করিয়া গুড় কিংবা মিছরী দিয়া দিবসে ২।৩ বার খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। কাঁচাকলার পালো রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খাইলে পেট-ফাঁপা ও বুক-জ্বালার সহিত অজীর্ণ আরাম হয় (N. C. Dutt)।

কলার নরম শিকড় খাইলে মূত্রযন্ত্র ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কলার ছাই সেবন করিলে বুক-জ্বালা ও পেট-বেদনা আরাম হয়। নরম কাঁচাকলা খাইলে বহুমূত্র আরাম হয়। কলার পেটো ও পাতার রস অহিফেন-বিষ নষ্ট করে।

কলার পেটোর ১ আউন্স রস এক আউন্স ঘৃতের সহিত খাইলে জোলাপের কাজ করে। মোচার রস ছানার সহিত খাইলে আর্সেনিক বিষ নষ্ট করে।

কলার পালো উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। কাঁচাকলার আঠা

চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কলার টাটকা কাণ্ডের রস খাইলে স্নায়বিক রোগ ও হিষ্টিরিয়া আরাম হয়।

কলার পেটোর রস অল্প গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

কলার ক্ষার ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে সিধ্ম রোগ (ছুলি) আরাম হয়। (Fig. 589.)

CIII. HAEMODORACEAE.

Genus—SANSEVIERIA Thunbg,

590. S. Ruxburghiana Schult. (মূর্ব্বা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 42; Roxb., Cor. Pl., ii. 45; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 953.

Ref.—F. B. I., vi. 271; Roxb., F. I., ii. 161; B. P., ii. 1054; Baker, in Journ. Linn. Soc., xiv. 549.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মূর্ব্বা; স. মূর্ব্বা; হি. সারুল; তা. মুরাত।

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, মূল। মাত্রা ক্বাথ ৫-১০ তোলা, কল্ক ১-৪ আনা, রস ½-২ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড অতিশয় শক্ত। ৪-৯ ইঞ্চি, কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। মূল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, মাটীর ভিতর থাকে। পত্র লম্বা, দেখিতে ঠোঙ্গার মত, পত্রের অগ্রভাগ কাঁটার ন্যায় সূচাল, ফুল হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, পক্ব অবস্থায় নিম্বের ন্যায় পীতবর্ণ। বীজ এক একটী হয়, ডিম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। ইহা হইতে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূর্ব্বা বিরেচক, মিষ্ট, গুরুপাক, বলকারক ও হৃদ্রোগ-নাশক; ইহা পিত্ত, রক্তের উষ্ণতা, গনোরিয়া ও বায়ু, পিত্ত এবং কফের শান্তিকর। পাঁচড়া ও কুষ্ঠ-নাশক এবং জ্বর ও বাতঘ্ন।

ইহার নরম শিকড়ের ক্বাথ খাইতে উষ্ণ, দেশীয় কবিরাজেরা বহুদিনব্যাপী কাশ ও ক্ষয়-রোগে মধু ও চিনির সহিত ১ চামচে দিবসে ২ বার খাইবার ব্যবস্থা করেন।

নরম ও কচি গাছের রস বালকদের বুকে ও গলায় সর্দ্দি বসিলে প্রদত্ত হয়। ইহার মূল চাউলের জলের সহিত পান করিলে পিত্তবমন কমিয়া যায় (চরক)।

মূর্ব্বার ক্বাথ সকল প্রকার জ্বর নাশ করে, বিশেষতঃ বিষম জ্বরে অতিশয় হিতকর (সুশ্রুত)। (Fig. 590.)

CIV. BROMELIACEAE.

Genus—ANANAS Adans.

591. A. sativus Schult. (আনারস)

Fig.—Bot. Mag., t. 1554 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 1.

Ref.—B. P., ii. 1052 ; H. S., 614.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান আমেরিকা ; ইহা ১৫১৩ খৃঃ ইউরোপে যায় এবং ১৫৯৪ খৃঃ পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ভারতের মালাবার উপকূলে আনয়ন করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আনারস ; Eng. pine-apple.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, ফল।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড পত্রময়। পত্র লম্বা, কিনারা কাঁটাযুক্ত করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল কাণ্ডের উপরিভাগে জন্মে। পুংকেশর ৬টী। ফলের গায়ে অনেক চোক আছে ; বীজ অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, কতক পরিমাণে চেপ্টা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। একটী কাণ্ডে একটী ফল হয়। ফলের বোঁটার নিকট অনেকগুলি চারা গাছ বাহির হয় এবং ফলের পশ্চাতে একটী গাছ হয়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা আনারসের চাটনি হয়, ইহা কফ ও পিত্ত এবং অরুচি-নিবারক। ইহার পাতার রস কৃমি-নাশক এবং মূলচূর্ণ মূত্রকর। আনারসের রস অধিক খাইলে গর্ভস্রাব হয়, এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক।

আনারস পেট-ফাঁপা-নিবারক। গর্ভবতী স্ত্রীলোক আনারস খাইলে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হইয়া পড়ে (R. N. Khori, ii. 620)।

ইহার পাতা ও অপক্কফলের গর্ভস্রাব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভারতের সকল স্থানে ব্যবহৃত হয় (Watt, i. 238)।

ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, একটী কাঁচা আনারস ছাড়াইয়া উহার শাঁসের সমস্ত রস লবণ দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে ৩ মাস পর্য্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভস্রাব হইয়া যায়। ডাঃ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে একটী আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোককে ২ পাঃ পরিমাণ পক্ক আনারসের রস খাওয়াইবার ফলে গর্ভপাত হইয়াছে। Dr. Dymock বলেন যে একটী ইংরেজ মহিলা অতিরিক্ত আনারস খাওয়াতে উহার ৫ মাসের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় (Dymock, iii. 508)। (Fig. 591.)

CV. IRIDEAE.

Genus—CROCUS Linn.

592. C. sativa Linn. (জাফরন)

Fig.—Royle, iii, t. 90 ; Bentl & Trim., t. 274.

Ref.—F. B. I., vi. 276 ; Dymock, iii. 453 ; Stewart, Punjab Pl., 239 ; Boiss., Fl. Orient., v. 100.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান ইউরোপ ; কাশ্মীরের অন্তর্গত পামপুরে নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে ৫০ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে চাষ হয়। পারস্য, স্পেন ও ফ্রান্স দেশে কুঙ্কুমের আবাদ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জাফরন ; সং. কুঙ্কুম, অগ্নিশিখা, কাশ্মীর, বাহ্লিক ; হি. কেশর ; তা. কুঙ্গুমাপু ; তে. কুম্‌কুম্ পুব্বা ; Eng. Saffron.

ব্যবহার্য্য অংশ—স্ত্রীপুষ্পের পরাগ-রেণু। মাত্রা কল্ক ২-৩ আনা ; ক্বাথ ৫ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, ইহার মূলদেশ হইতে অনেক শিকড় বাহির হয়। পত্র মঞ্জরীর নীচে অতিশয় ঘনভাবে হয়। ফুল ২।১টী একসঙ্গে অথবা এক একটী পত্রের সহিত দেখা যায়। ফুলের পুংকেশর ৩টী, ইহা প্রসারিত। বীজকোষ তিনটি কুঠরি বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে অনেক গোলাকার বীজ থাকে। ইহার ফুল শরৎকালে জন্মে। জাফরনের রং উদিত সূর্য্যের ন্যায়। স্ত্রীপুষ্পের শুষ্ক রেণুকেই (Stigma) কুঙ্কুম বলে। পারস্যদেশীয় জাফরনের সহিত কিছু আঠাল দ্রব্য মিশাইয়া মণ্ডাকার করিলেই ব্যবসায়ের জাফরন হয়। বর্ত্তমানে ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যবহারের জন্য জাফরনের চাষ হয়। ইহা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া কখন কখন উহার সহিত গাঁদাফুলের মস্তকস্থ কেশরগুলি ভেজাল দিয়া থাকে। জাফরন গাছের পরাগ হইতে জাফরন হয়। জাফরনের গেঁড়গুলি ভূমিতে রোপণ করে এবং অক্টোবর মাসে পরাগ সংগ্রহ করে। ফুলের স্ত্রীকেসর ও পরাগ হইতে ভাল জাফরন পাওয়া যায়। ১ আউন্স জাফরন পাইতে হইলে ৪৩২০টী ফুল আবশ্যক। Dr. Downes বলেন যে কাশ্মীরের বাগানে অতি উত্তম জাফরন জন্মে। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবু রংএর, নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কৃষ্ণবর্ণ। কাশ্মীর-দেশজাত কুঙ্কুম উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জাফরন উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক এবং ঋতুকর। প্রাচীন কালে ইহা রংএর জন্য ব্যবহৃত হইত। জাফরন উৎসবের সময়ে ও অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বর ও যকৃৎ-বৃদ্ধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময়-নিবারক এবং বালকদের সর্দ্দিতে হিতকর। ইহা মিহিদানা জিলাপী প্রভৃতি দ্রব্য রং করে।

প্রাচীন কালের বৈদ্যেরা জাফরনকে রসায়ন বলিয়া বিধান দিতেন। ইহা ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকদিগকে শীঘ্র প্রসব করাইয়া দেয়। জাফরন মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর।

কিসমিসের ক্বাথের সহিত কুঙ্কুম পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (চরক)।

কুঙ্কুম গব্যঘৃতে ভাজিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বেলা বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্দ্ধশিরঃশূল আরাম হয়। (Fig. 592.)

Genus—BELAMCANDA Adans.

593. B. chinensis Leman (দশবাই চণ্ডী)

Fig.—Bot. Mag., t. 171; Rheede, Hort. Mal., xi. t. 37; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 954C.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., Fl. I., i. 174; B. P., ii. 1056; Prain, H., H. 287.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ, বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—দশবাহু; দশবাই চণ্ডী।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ্, কাণ্ড সরল ও পত্রময়; পত্র লম্বা ও শিরাবিশিষ্ট। মঞ্জরীপত্র সরু। ফুলের বোঁটা লম্বা, পাপড়ীতে টিপ টিপ দাগ আছে। পাপড়ী ৬টী, পুংকেশর ৬টী, স্ত্রীকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। বীজকোষ ডিম্বাকৃতি, বীজ গোলাকার, বীজের ত্বক্ উজ্জ্বল, ভিতরে শাঁস আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মৃদুবিরেচক, বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় আনিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা সাধারণতঃ কণ্ঠ ও কণ্ঠনালীর রোগে ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন যে, ইহা মালাবার দেশে সর্পবিষ-নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত পশু বিষাক্ত ঘাস খাইয়া রুগ্ন হইলে ইহা প্রদত্ত হয়। (Fig. 593.)

Genus—IRIS Linn.

594. I. nepalensis Don (কুড়জাতীয়)

Fig.—Pl. As. Rar., i. 77, t. 86; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 955.

Ref.—F. B. I., vi. 273; Royle, Ill., 372.

জন্মস্থান—পশ্চিম এবং পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, তিব্বত।

বিভিন্ন নাম—পঞ্জাব সোসান, চিলুকি। (Eng. Orris root).

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, মাটীতে গড়াইয়া জন্মে, মাংসল, শিকড় আঙ্গুলের মত মোটা। কাণ্ড ½-১ ফুট, পত্র ২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; উহাতে বিন্দু বিন্দু বেগুনে রংএর রেখা আছে। স্ত্রীকেশর-দণ্ড ১ ইঞ্চি, বীজকোষ লম্বাকৃতি। আগষ্ট মাসে ফুল হয়, এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল Costusএর তুল্য; হিন্দু ও অপরাপর বৈদ্যেরা ইহাকে Costus বা কুড় বলে। মুসলমান হাকিমদের মতে ইহার মূল বিরেচক, মূত্রকর ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর। ইহা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ব্রণে প্রলেপ দেয়। এই গাছ কাশ্মীরে চাষ করে। পঞ্জাবের কবরস্থানে চওড়া-পত্র-বিশিষ্ট গাছ দেখা যায়। (Fig. 594.)

CVI. AMARYLLIDACEAE

Genus—CURCULIGO Gaertn.

595. C. orchioides Gaertn. (তালমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 2043; Roxb., Cor. Pl., i, t. 13; Bot. Mag., t. 1076; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 59.

Ref.—F. B. I., vi. 279; Roxb. F. I., ii. 144; B. P., ii. 1059.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, ছোট নাগপুর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার পতিত জমিতে ও জলের ধারে ও বাঁশ বাগিচায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তালমূলী; হি. কৃষ্ণমুষলী; তে. নেল্লাতাড়ী; সং. মুষলী; Eng. Black musali.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; মাত্রা ১তোলা।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ, মূলদেশ শক্ত, উহাতে নরম সরু সরু মূল থাকে। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, ঘাসের পত্রের ন্যায় অগ্রভাগ সরু, উহাতে ৫টি শিরা আছে। পত্রের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিলে কখন কখন শিকড় বাহির হয়। পুষ্প মঞ্জরী এবং গর্ভকোষ পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, মঞ্জরীর দণ্ডটী চেপ্টা। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ। পুংকেশর ছোট, গর্ভাশয় ৫-৮টি ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বাকৃতি ½ ইঞ্চি। বীজ ১-৪টি থাকে, বীজের ত্বক্ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছের রং সোনার ন্যায় বলিয়া হেমপুষ্পী বলে। বাজারে যে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মুষলী বিক্রয় হয়, উহা দুইটি ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়, বম্বে বাজারে যে শ্বেতমুষলী বিক্রয় হয় উহা Asparagus adscendens গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। Dr. Dutta বলেন

যে শতমূলী (A. racemosusর) শিকড় কখন কখন বাজারে শ্বেতমুষলী বলিয়া বিক্রীত হয়। Ancilema tuberosum, A. sarmentosus গাছের মূলকে বাজারে সিয়ামুসল বা শ্বেত-মুষলী বলিয়া বিক্রয় করে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শ্বেতমুষলী যে কি তাহা এখনও বিশেষরূপে স্থির হয় নাই। বাঙ্গালায় যে শ্বেতমুষলী বিক্রয় হয় উহা A. adscendens গাছের মূল, এই উদ্ভিদে কাঁটা আছে, উহা রোহিলখণ্ড, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহা শুষ্ক অবস্থায় পাকান ৩।৪ অঙ্গুলি লম্বা, জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে। বঙ্গদেশে ছায়াযুক্ত আর্দ্রভূমিতে অতি ছোট তাল চারার ন্যায় যে গাছ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণমুষলী বলে, এই কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তর-ভাগ শ্বেতবর্ণ। Dr. Anislie বলেন ইহা আলুর মত কোঁকড়ান, ৪ ইঞ্চি লম্বা ও তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুষলীর মূল কফাদির সংশোধক, বলকারক, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে হিতকর। ইহা গনোরিয়া ও বাধকের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med., Pharm. Ind.)।

ত্রিবাঙ্কুর-দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার মূল বাধক ও গনোরিয়া রোগে মূল্যবান্ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। ইহার জননেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ইহা হাঁপানি, অর্শ, কামলা, উদরাময়, পেট-ফাঁপা ও গনোরিয়ায় প্রয়োগ করা হয় (Dymock, iii. 462)।

রসায়নের জন্য মুষলী ব্যবহার করিতে হইলে, দুই বৎসরের গাছের মূল সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর উহা গুঁড়া করিয়া ১৮০ গ্রেন মাত্রায় দুগ্ধ কিংবা জলে মিশাইয়া আঠার ন্যায় করিয়া ক্রমাগত ৪০ দিন সেবন করিবে, সেবন-কালে মানসিক ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

মুষলীর কন্দ ও সোমরাজের চূর্ণ সমভাগে জলের সহিত সেবন করিলে বধিরতা আরাম হয়। তালমূলীর কন্দ ছাগী-দুগ্ধে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতমূলী (Asparagus racemosus) ও মুড়মুড়ির (Sphaeranthus indicus) শিকড়, গুলঞ্চ, ও পলাশ (Butea frondosa)-বীজ এবং তালমূলীর কন্দ সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ মধু বা গব্য ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধাবস্থা-জনিত দৌর্ব্বল্য ও জরা দূর হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরও দেবতার ন্যায় সুন্দর আকৃতি হয় এবং সেই ব্যক্তি জরামরণ-বর্জ্জিত হয় (ভাবপ্রকাশ)।

শ্বেত অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ মুষলী অর্থাৎ তালমূলীর গুণ অধিক। রাজনির্ঘণ্টকার বলিয়াছেন:—

মুষলী চ দ্বিধা প্রোক্তা শ্বেতা চাপরসংজ্ঞকা।
শ্বেতা স্বল্পগুণোপেতা অপরা চ রসায়নী॥ রাজনির্ঘণ্টঃ। (Fig. 595.)

Genus—AGAVE Linn.

596. A Cantvla Roxb. (মুর্গা)

Fig.—Rhumph, Herb. Ambo., v, t. 94; Philipp., Agric. Review, vi, No. 4, t. 13; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 956B.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., F. I., ii, 167; B. P., ii, 1057; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বহু স্থানে জমিতে, পতিত জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী আনারস; মুগরা; সং. মুর্গা; তে. রক্ষিমাতালু; হি. বনস্ কেওড়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—পত্র লম্বা, গুঁড়ির চতুর্দ্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, দেখিতে সবুজবর্ণ, উহাতে শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ আছে। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, অগ্রভাগ বক্র ও ছুঁচালো। কিনারায় শক্ত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ কাঁটা আছে; পত্রগুচ্ছের মধ্য হইতে লম্বা বাঁশের মত পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুংকেশর নেবু রং বা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। স্ত্রীকেশর সরু ও ৩টি ভাগে বিভক্ত; বীজকোষ লম্বা ও গোলাকার। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক। ইহা সার্সাপেরিলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইউরোপে চালান যায়। আমেরিকাদেশীয় ডাক্তারেরা ইহার পাতার রস বলপ্রদ ও ধাতুর শোধকরূপে ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় মূত্রকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Ross বলেন ইহার শিকড়ের ৪ আউন্স পরিমাণ ক্বাথ উপদংশ-রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। Dr. R. F. Hutchinson বলেন ইহার বড় পাতার পাতলা টুকরা বেশ পুলটিসের কাজ করে। মুগরার রস মৃদু বিরেচক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা চর্ম্মরোগে হিতকর। ইহার টাটকা রস ভগ্নস্থানে দিলে বেদনা কমিয়া যায়। পাতার ও কাণ্ডের নিম্নভাগের রস দাঁত-বেদনা আরাম করে।

পত্রের মণ্ড চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় এবং উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। (Fig. 596.)

Genus—CRINUM Linn.

597. C. asiaticum Linn. (বড় কানুর)

Fig.—Bot. Mag., t. 1073, 2908, 2239; Wight, Ic., t. 2021; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 38; Bentl. & Trim., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 957.

Ref.—F. B. I., vi, 280; Roxb., F. I., ii, 134; B. P., ii, 1061; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সুন্দর বনের নিম্নভূমিতে এবং দক্ষিণ ভারতের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে; হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কান্থর, সুখদর্শন; গুজরাট—নাগদমনী; তা. বিষমদিল; তে. কেসর চেট্টু; হি. কানমু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল; টাটকা রস ২-৪ ড্রাম।

বর্ণনা—পেঁয়াজের ন্যায় উদ্ভিদ; ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। গাছ ৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়; ছোট মূল হইতে অনেক শিকড় হয়। পত্র ৫-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার ন্যায়, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ; কিনারা মসৃণ পুংকেশর নরম ও এক একটি হয়; দেখিতে সবুজবর্ণ। ফুল রাত্রিতে ফুটে, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ফল প্রায়ই হয় না, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার; ইহাতে দুইটি বীজ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া বমনকারক, অল্প মাত্রায় ঘর্ম্মকর। Sir W. O'shaughnessy বলেন ইহা একটি দেশীয় বমনকারক ঔষধ, ইহাতে ভেদ বা কোন প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ দেখা যায় না। ইহা ইপিকাকুয়ানার স্থানে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.)।

Dr. Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা ছেঁচিয়া রেড়ির তৈলের সহিত আঙ্গুল-হাড়ায় ও পদের অন্যান্য স্থানের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে ইহার রস কান-বেদনায় দেয়।

যাভাদেশে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury)।

কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতায় সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইয়া গরম অবস্থায় ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয়। বমনকারক ঔষধের জন্য রসের মাত্রা ২-৪ ড্রাম, সিরাপের মাত্রা শিশুদের জন্য ২ ড্রাম। শুষ্ক মূল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার দ্বিগুণ।

এই গাছের পত্রের গুঁড়া গোশালায় রাখিলে বিষাক্ত পোকা প্রভৃতি পলাইয়া যায়। পত্রের ধূম দিলে ঘর হইতে বিষাক্ত মশা ও পোকা প্রভৃতি মরিয়া যায় ও পলাইয়া যায়।

পত্রের রসদ্বারা প্রস্তুত তৈল কানবেদনা-নাশক। কন্দ সিদ্ধ করিয়া বাতে লাগাইলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়। (Fig. 597.)

598. C. zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)

Fig.—Wight, Ic., t. 2019-2020; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 39; Bot. Mag., tt. 1171, 2217, 2292 and 2466.

Ref.—F. B. I., vi. 283; Roxb., F. I., ii. 137; B. P., ii. 1061.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলে জন্মে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি.—সুখদর্শন ; তা.—বিষমঙ্গিল।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে ; কন্দ ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি, গলদেশ মোটা ও ছোট। পত্র ২¾ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ডের পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে ঈষৎ বেগুনে কিংবা ঘোর লাল বর্ণের দাগ আছে। ফুলের পুংকেশর অপেক্ষা স্ত্রীকেশর অধিক লম্বা। ফল ঈষৎ গোলাকার। Dr. Rhumphius ইহাকে Tulip Javanica বলেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কোষ পশুদের বেলেস্তারায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস কানবেদনায় ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার পিষ্ট কোষ গরম করিয়া অর্শে ও ফোড়ায় বসাইলে বেশ উপকার হয়। ইহার অপরাপর গুণ C. asiaticumএর তুল্য।

Dr. Rheede বলেন ইহার সিদ্ধকন্দ ফোড়ায় দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। (Fig. 598.)

CVII. TACCACEAE.

Genus--TACCA Forst.

599. T. integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)

Fig. Roxb., Cor. Pl., t. 257.

Ref. F. B. I., vi. 287 ; Roxb., F. I., ii. 169 ; B. P., ii. 1063.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, টেনাসরিম, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. সং.—বরাহীকন্দ ; মারহাট্টা—দাফর কন্দ ; কঙ্কণ—হান্দীগাড্ডি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় উদ্ভিদ, শিকড় বক্র ; পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, শিরা শক্ত। ফুল অবনত, সবুজের আভাযুক্ত বেগুনে কিংবা পীতবর্ণ। ফল ১½ ইঞ্চি লম্বাকৃতি ও শাঁসযুক্ত। বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহাকে নির্ঘণ্টকার শূকরকন্দ বলেন, কারণ বন্য শূকরে ইহা খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহা হজমি-কারক, পুষ্টিকর, বলকারক ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। *T. laevis, T. pinnatifida* প্রভৃতি উদ্ভিদের আলুর মত মূল হয়, ইহা হইতে এরারুটের মত পালো বাহির হয় এবং পালো প্রস্তুতকারীরা এইগুলি হইতে পালো বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 599.)

CVIII. DIOSCOREACEAE

Genus—DIOSCOREA Linn.

600. D. pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)

Fig. Wight, Ic., t. 814; Jacq., Ic., t. 627; Rheede, Hort. Mal., t. 34 & 35.

Ref. F. B. I., vi. 289; Roxb., F. I., iii. 806; B. P., ii. 1066.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটা আলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতানে উদ্ভিদ্, ইহার কন্দ লম্বাকৃতি, ডাঁটা কাঁটাযুক্ত নরম। পত্র নীচের দিকে শ্বেতবর্ণ, পত্রিকা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, পুং পুষ্পদণ্ড ½-১ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফুলের ব্যাস ১/৬ ইঞ্চি। বীজ-কোষ ¾-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ⅙-½ ইঞ্চি, পক্ষবিশিষ্ট। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ ফোড়ার রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলু অতিশয় বলকারক।

Dioscorea (আলু) বহু প্রকারের আছে, ইহাদের গুণ সমস্ত গুলিরই প্রায় সমান বলিয়া আর ভিন্ন ভাবে লিখিত হইল না। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল :—

(*a*) *D. alata Linn.* ইহাকে দেশে খাম আলু বলে (F. B. I., vi. 296; Roxb. F. I., iii. 797; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288) এই আলুর চাষ হয়।

(*b*) *Var. globosa Prain* (চুপড়ি আলু); বাঙ্গালায় ইহার চাষ হয় (B. P., ii. 1067; F. B. I., vi. 296) ইহার সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু।

(*c*) *Var. rubella Prain* (গড়ানিয়া আলু) ইহার চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289).

(*d*) *Var. purpurea Prain* (লাল গড়ানিয়া আলু)। এই আলুর সাধারণতঃ চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289)। ইহার সংস্কৃত নাম রক্তালু।

(*e*) *D. fasciculata Roxb.* (সুস্নি আলু)। বাঙ্গালায় চাষ হয় (F. B. I., vi. 296; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288).

(*f*) *D. spinosa Roxb.* (মৌ আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)।

কোন কোন উদ্ভিদ্‌বেত্তা *D. fasciculata* ও *D. spinosa*কে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের *D. esculenta Burkill* নামে অভিহিত করেন।

(*g*) *D. glabra Roxb.* (শোরা আলু)। এই আলু জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় (F. B. I., vi. 294; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288).

(*h*) *D. anguina Roxb.* (কুকুর আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না। (F. B. I., vi. 293; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। ইহাকে এক্ষণে *D. puberula* Bl. বলা হয়।

(*i*) *D. bulbifera Linn.* (রতালু)। জঙ্গলের ধারে সচরাচর জন্মে ও চাষ হয়। (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। (Fig. 600.)

CIX. LILIACEAE.

Genus—SMILAX Linn.

601. S. glabra Roxb. (তোপচিনি)

Fig.—Seem., Bot. Herald. Voy., 420 t. 100; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 964.

Ref.—F. B. I., vi. 302; Dymock, iii. 500.

জন্মস্থান—শ্রীহট্ট, খাসিয়া পর্ব্বতের নিম্নভূমি, টেনাসরিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে। আদিম বাসস্থান চীন দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. তোপচিনি; জ. পরিঙ্গাই-পুট্টাই; মালাবার—চীনেপাণ্ড; সং. চোবচিনি, দ্বীপান্তরবচা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বহুদূর-বিস্তৃত লতা, প্রশাখাগুলি নরম। পত্রের গোড়া তেজপত্রের মত, ফুল ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি চেপ্টা ও লম্বাকৃতি; পাপড়ি ক্ষুদ্র, পুংকেশর ছোট। Dr. Roxburgh বলেন যে ইহার পত্রের নিম্নদেশ শ্বেতবর্ণ, এই লতা শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড়ে জন্মে, তথাকার লোক ইহাকে "হরিণস্থক চীনা" বলে; ইহা প্রায় চীন-দেশীয় তোপচিনির সমান। ইহার মূল ভারী, দেখিতে ফুলের মত গোলাকার। শরৎকালে ইহার ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আসামের পার্ব্বত্য জাতিরা ইহার শিকড়ের টাট্‌কা রস ক্ষত আরাম করিতে ও জনন-যন্ত্রের রোগে ব্যবহার করে (Watt)।

তোপচিনি শুক্র ও শোণিতের দোষ-নাশক, পক্ষাঘাত ও কটীবাতে ফলপ্রদ, ঋতুবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ ও নেত্ররোগ-নাশক।

দীপান্তর-বচা কটী্তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধনী।

বাতব্যাধিমপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্।
ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী। ভাবপ্রকাশ

ইহা কটুতিক্ত মলমূত্ররোধনাশক, শূলঘ্ন, আধ্মান-দোষনাশক, বাতব্যাধি-নাশক, অগ্নি-বৰ্দ্ধক, উন্মাদ ও গায়ের বেদনা-নাশক এবং উপদংশ-রোগে হিতকর। (Fig. 601.)

602. S. lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া সাকচিনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 965.

Ref.—F. B. I., vi. 308; Roxb, F. I., iii. 792.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, মণিপুর, গারো পাহাড়, বৰ্ম্মা ও শ্যাম দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুটিয়া সাকচিনী; হি. তোপচিনা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার কিংবা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। বোঁটা ½-¾ ইঞ্চি। শাখা নরম, অল্প কাঁটা আছে, পত্রের কিনারা অবনত। ফুলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত—মোটা ও চেপ্টা। ফলের ব্যাস প্রায় ¼ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নরম মূল Smilax China (চীনে তোপচিনি)র মত বিখ্যাত নহে। ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের বেদনা দূর হয় এবং মূল পেষণ করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Roxburgh)। (Fig. 602.)

603. S. macrophylla Roxb. (কুমারিকা)

Fig.—Wight, Ic., t. 809; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 966.

Ref.—F. B. I., vi. 310; Roxb., F. I., iii. 794; B. P., ii. 1071; Prain, H. II., 289.

জন্মস্থান—ছোট নাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমারিকা; সাঁওতাল—আতকীর।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বড় কণ্টকময় লতা; পত্র—৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত ও সরু, লতা শক্ত কণ্টকময়। পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, পুংদণ্ড ½-১½ ইঞ্চি, ইহাতে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফল ⅓-১½ ইঞ্চি; বীজ প্রত্যেক ফলে ১-২টী থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতের বহু স্থানে ইহার শিকড় জনন-যন্ত্রের রোগে সার্যাপেরিলার স্থানে ব্যবহৃত হয়। সামতালেরা ইহা শরীরের নিম্ন অঙ্গের বাতে ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা গনোরিয়া রোগে ইহার মূল ৩ আনা মাত্রায় ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 603.)

Genus—ASPARAGUS Linn.

604. A. racemosus Willd. (শতমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1056; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 968.

Ref.—F. B. I., vi. 316; Roxb., F. I., ii. 151; B. P., ii. 1070; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে দেখা যায়; হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শতমূলী; সং. শতমূল; হি. শতওয়ার; তে. চাল্লা।

বর্ণনা—লম্বা, ইতস্ততঃ গড়ানে বৃক্ষারোহী লতা, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। শিকড় আলুর মত অনেক ধরে। কাঁটা ১/৪-১/২ ইঞ্চি, সরল অথবা বক্রাকৃতি; পুষ্পমঞ্জরী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পুষ্পদণ্ড সরু, ক্ষীণ, ১/৬ ইঞ্চি। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, ১/১২-১/৬ ইঞ্চি; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক ছোট লম্বাকৃতি—ঈষৎ বেগুনে। ফল গোলাকার; ইহাতে ১-২টী বীজ থাকে। শতমূলী সচরাচর নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বরা জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা কণ্টকিত, বর্ষার প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মহাশতাবরী ইহারই মত, ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও বহুসংখ্যক লম্বাকৃতি মূল থাকে। শরৎকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকার এই গাছকে শতাবরী এবং A. Sarmentosa Willd. গাছকে মহাশতাবরী বলিয়াছেন। শতমূলীকে দ্বীপিকা, নারায়ণী ও শতপদী এবং মহাশতমূলীকে বহুপত্রিকা, দগ্ধ ও ভস্ম-রোহ বলে। উভয় গাছই শীতল, মিষ্ট, শান্তিকর, দুগ্ধোৎপাদক, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু-দমন-কারক, রক্ত-শোধক, শোথ-নাশক। শতমূলীর যোগে কয়েকটী তৈল প্রস্তুত হয়। শতমূলীর টাটকা মূলের রস মধুর সহিত খাইলে পৈত্তিক উদরাময় এবং অজীর্ণ নাশ করে (শার্ঙ্গধর)।

শতমূলী কামোত্তেজক, রসায়ন ও অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার যোগে শতাবরী তৈল বা নারায়ণী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, ভূতভৈরবী (Premna integrifolia), সোনা, পালতে মাদার, পারুল (Stereospermum suaveolens), গন্ধভাদুলিয়া (Paederia foetida), অশ্বগন্ধা এবং শ্বেত পুনর্নবার শিকড় ও গোক্ষুর, কণ্টিকারী, বৃহতী, বালা (Sida cordifolia), অতিবালা

প্রত্যেকটি ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিতে হইবে; এই ক্বাথে ৪ সের শতমূলীর রস, ৪ সের তিল তৈল, ১৬ সের ছাগ কিংবা গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হইবে; অনন্তর কৃষ্ণজিরা, দেবদারু (Cedrus Deodara) কাষ্ঠ, জটামাংসীর শিকড়, শীলারস (Styrax officinalis), বচ, চন্দনকাষ্ঠ, টগর পাদুকা অথবা শিউলিছাল (Limnanthemum cristatum), কুড়, এলাচ, শালপানি, মৃগিপর্ণী (Desmodium gangeticum), গোরক্ষ চাকুলিয়া (Uraria lagopoides), মুদ্গপর্ণী (Phaseolus trilobus) এবং মাষপর্ণী (Teramnus labialis), অশ্বগন্ধার শিকড়, রাস্না, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কল্ক হইবে উহা উপরোক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরুষ অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রীগণ পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা যোনিশূল, শিরঃশূল, কাটলাপাণ্ডু, গৃধ্রসী, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মেহ, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, আধ্মান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নাশক।

রসায়নের জন্য ইহা হইতে শতাবরী ঘৃত প্রস্তুত হয়। ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইলে ঘৃত ৪ সের, শতাবরীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, মধু ও পিপুল যোগ করিতে হয়।

তিলের তৈল, গো-দুগ্ধ কিংবা ছাগদুগ্ধ এবং শতমূলীর রস এবং অপরাপর দ্রব্যযোগে বিষ্ণু-তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা স্নায়বিক রোগে হিতকর।

শতমূলীর রস, তিল তৈল, পলাশ ক্বাথ, ঘোল, দুগ্ধ ও অপরাপর দ্রব্যের মণ্ডযোগে প্রমেহমিহির তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে পুরাতন গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম হয় শতমূলীর যোগে মদন-কামদেবরস ও কন্দর্পসুন্দর-রস প্রস্তুত হয়। দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয়। শতাবরী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়।

কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্য দুগ্ধ ½ পোয়া ইহাদের ক্বাথ পান করিলে প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব আরাম হয় (চরক)।

দুগ্ধের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়।

শতাবরীর রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শতাবরীর রস, গুলঞ্চের রস সমভাগ লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর আরাম হয়। সর্দ্দিজন্য স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে (সুশ্রুত)।

শতমূলীর পত্র ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয় (হারীত)।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস সেবন করিলে পিত্তশূল ও পিত্তবিকার প্রশমিত হয় (চক্রদত্ত)।

শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গোদুগ্ধ ½ পোয়া—ইহাদের ক্বাথ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ইহার মূল মূত্রকর, রসায়ন, আক্ষেপ-নাশক, উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়-নাশক। Dr. Baden Powel বলেন ইহা বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক। ইহার রক্ষিত মূল ধ্বজভঙ্গ-রোগে হিতকর। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা মেদা ও মহামেদার স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 604.)

Genus—ALOE Linn.

605. A. Vera Linn. (ঘৃতকুমারী)

Fig.—Flora Graeca, t. 341 ; Bot. Mag., 14, t. 472.

Ref.—F. B. I., vi. 264 ; Dymock, iii. 467 ; Watt, i. Pt. 1, 186.

A. vulgaris Lam. B. veraর নামান্তর মাত্র।

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে জঙ্গলের কিনারায় নানাজাতীয় ঘৃতকুমারী দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় অনেকে বাগানে রোপণ করে ও বাটীর নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইয়া থাকে। ইহার আদিম জন্মস্থান আরব ও সকোট্রাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘৃতকুমারী ; হি. কুমারী ; সং. ঘৃতকুমারী, কন্যা ; তে. ঘৃসমসরম্; তা. কাট্টালী ; বর্মা—মক, তাজা. ভনলেপা ; Eng. Indian aloe.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুষ্ক রস। মাত্রা—শাঁস ১-২ তোলা ; মুসব্বর ¼-½ আনা।

বর্ণনা—ইহার পত্র দীর্ঘ ও মোটা, পত্রের কিনারায় কাঁটা আছে, ইহার পাতার ভিতর হইতে প্রচুর রস নির্গত হয়। পুষ্পদণ্ড লম্বা লাঠির ন্যায়। ফুল লেবু-রং-বিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ইহার রস হইতে মুসব্বর তৈয়ারী হয়। প্রাচীন সংস্কৃত বৈদ্যগ্রন্থে মুসব্বরের উল্লেখ নাই। মুসব্বর চামড়ায় বাঁধিয়া আরব দেশ হইতে এদেশে চালান আসে।

মুসব্বর ৪ প্রকার—(১) সকোট্রাইন, (২) আরব-দেশীয়, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।

মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর কাণ্ডের নিকট মাটীতে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া সেই স্থানে ছাগচর্ম্ম বিস্তৃত করে এবং বারিপুষ্ট, কর্ত্তিত ঘৃতকুমারীর পত্রের প্রান্তদেশ ছাগচর্ম্মের উপর বৃত্তাকারে ৩।৪ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে। ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্ত্তিত পত্র হইতে সমস্ত রস ছাগচর্ম্মে আসিয়া পড়ে। এই রস ফিকে পীতবর্ণ, ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল নহে। এই রস চামড়ায় রাখিয়া দেয় এবং তরল অবস্থাতেই আরব-দেশে প্রেরিত হয়। মাসখানেক

থাকিলে উহার জলীয় অংশ লোপ পাইয়া ঘন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়। এই কঠিন পদার্থ মুসব্বর-রূপে ভারতে প্রেরিত হয়। ভাল মুসব্বর দেখিতে ফিকে সোনালী রংএর ; উপর দিক কঠিন ভিতরে কোমল ও সুগন্ধযুক্ত। ইহার চূর্ণগুলি ধূসরবর্ণ বা লেবু-রং-বিশিষ্ট। আরব-দেশীয় মুসব্বর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর পত্র পেষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না উহার রস তরল হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দ্দন করে ও কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় ও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মুসব্বর তৈয়ারী হয় বলিয়া আরবের মুসব্বর অনেকে পছন্দ করে না; কিন্তু ইহার ভৈষজ্য-গুণ প্রধান। আরবের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, ইহার টুকরা পীতাভ, সূক্ষ্ম ও সৌগন্ধযুক্ত।

জাফিরাবাদ মুসব্বর - কাঠিয়াওয়ারের নিকটবর্ত্তী জাফিরাবাদের মুসব্বর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল, ছোট অংশগুলি পীতাভ। ইহার গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ।

মহীশূর মুসব্বর—এই মুসব্বর শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

Var. officinalis Forsk. বাঙ্গালায় এই গাছকেও ঘৃতকুমারী বলে, ইহার হিন্দী নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহার ফুল লালের আভাযুক্ত লেবু-রং-বিশিষ্ট। পত্রের মূলদেশ বেগুনে-রং-বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ ইহাকে A. perfoliata বলে।

Var. littoralis Koen. ইহাকে বাঙ্গালায় ছোট আনারস বলে। এবং হিন্দীতে ছোটা কানবার বলে। Dr. Ainslie ইহার সংস্কৃত নাম কুমারী দিয়াছেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, ফুল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অপরগুলির অর্দ্ধেক পরিমাণ এবং পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা-রোগ আরাম হয়। গুল্ম-রোগীকে ইহার শাঁস সেবন করাইলে গুল্ম আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ), ঘৃতকুমারী যকৃতের ক্রিয়া -বর্দ্ধক, আর্ত্তব-রজঃস্রাব-কারক ও কৃমিনিঃসারক। অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ইহা পাচক ও যকৃতের বলবর্দ্ধক এবং ধারক। মুসব্বর খাইলে স্তন, যকৃৎ এবং কটীর অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়সকলের উত্তেজনা হয় ; এই কারণে ইহার দ্বারা গর্ভস্রাব হয় ও পুং-শরীরের অতিশয় উত্তেজনা হয়। মুসব্বরে স্ত্রীলোকের স্তন্য বাড়িয়া থাকে। শিশুদের নাভির্তে রেড়ির তৈলের সহিত মুসব্বর মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বৃদ্ধদিগের দৌর্ব্বল্য-জনিত পীড়া এবং স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ-জন্য কোষ্ঠবদ্ধতায় মুসব্বর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শরোগীর আমমিশ্রিত রক্তস্রাবে মুসব্বর হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে মৃদুবিরেচক, ক্রিমিনাশক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয় ও চক্ষের পাতার আঁচিল নাশ করে। (Fig. 605.)

Genus—ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)

Fig.—Bot. Mag., 36, t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970A.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb., F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁয়াজ; সং. পলাণ্ডু; তে. নিরুলী; তা. ইরুল্লি।

ব্যবহার্য্য অংশ—কোষা, বীজ, পত্র।

বর্ণনা—পত্র গোলাকার সবুজবর্ণ। ইহার উপরি ভাগে সবুজবর্ণ ও লম্বা পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। পেঁয়াজ ৩ প্রকার, যথা—দেশী বড় পেঁয়াজ, দেশী ছোট পেঁয়াজ, ইহারা দেখিতে লাল বর্ণ এবং বম্বে পেঁয়াজ; বম্বে পেঁয়াজের কন্দ অতিশয় বৃহৎ। শীতকালে ও শীতের পরে পেঁয়াজের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁয়াজের কোষ হইতে এক প্রকার (Volatile Oil) প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক, মূত্রকর ও সর্দ্দি-নিবারক। পেঁয়াজ কখনও কখনও জ্বর, শোথ ও সর্দ্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ, পেট-বেদনা ও রক্তাল্পতা রোগে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের আরক্ততা জন্মে ও গরম করিয়া দিলে পুলটিসের কাজ করে। দেশীয় কবিরাজগণের মতে ইহা উগ্র এবং পেট-ফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গন্ধে ঘরে সর্প আসিতে পারে না (Baden Powel)।

পেঁয়াজ কামোত্তেজক, কাঁচা পেঁয়াজ ঋতুকর। কোন স্থানে বোল্‌তা বা ভীমরুলে কামড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহার ভিতরের রস গরম করিয়া কানে দিলে কান-বেদনা আরাম হয়। পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গুঁড়া চায়ের মত খাইলে নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বালকেরা ইহাতে শান্ত হয়।

পেঁয়াজের কোষের পিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় এবং ইহার কোষের পুলটিস এই কাজে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া নাকে ধরিলে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া আরাম হয়। পেঁয়াজ কামলা, রক্তস্রাব ও জলাতঙ্ক-রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাটিয়া বিছার কামড়ের স্থানে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পেঁয়াজ কফ ও ক্ষয়-রোগে হিতকর, ইহা ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া খাইলে গলার ঘা আরাম হয়। ইহার ক্বাথ সর্দ্দিনাশক। পেঁয়াজের রস সরিষার তৈলের সহিত বাত-বেদনায় মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। (Watt).

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে পেঁয়াজের রস নস্য লইলে রক্তপড়া আরাম হয়।

অর্শ-রোগীর অর্শে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পেঁয়াজের রস সেবন করিবে, ইহা রক্ত-রোধক ও বাত-নাশক (চরক)। ইহার রস নস্য লইলে হিক্কা আরাম হয়।

পেঁয়াজ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্ররোধ, রক্তমূত্র, অন্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ এবং হৃদযন্ত্রের কার্য্যশক্তির লোপ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সর্দ্দিতে ইহা Tartar Emeric এর সহিত ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ ভোজন করিবে না; হৃদ্-দৌর্ব্বল্য-জাত শোথ রোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী, শর্করাদি-রোগ ও চর্ম্ম-বিকারে ডিজিটেলিস ও লবণস্থ পেঁয়াজ মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কাশ-রোগে যদি শ্লেষ্মা তারের মত ও অতি অল্প পরিমাণে বাহির হয় তবে পেঁয়াজের সিরাপ বিশেষ হিতকর (R. N. Khori, ii. 616)। (Fig. 606.)

607. A. sativum Linn. (রসুন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 28; Woodville, Med. Bot., t. 256; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 973.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb, F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশে অধিক চাষ হয়, তৎপর গাড়োয়াল, কমায়ুন, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রসুন; সং. লসুন, মহৌষধ; তা. বাল্লাইপুণ্ডু; তে. বেল্লুলী-তাল্লা-গাদ্দা; Eng. Garlic.

ব্যবহার্য্য অংশ—কোষ, মাত্রা, কোষ-ছাড়ান রসুন ২-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড পরদাযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে অনেক সরু সরু শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড কোষযুক্ত, ছাড়াইলে পরদায় পরদায় খুলিয়া যায়। পত্র চেপ্টা, পুষ্পদণ্ড ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অতিশয় নরম। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে গুচ্ছবদ্ধ শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে রসুনের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রসুন গরম, মৃদুবিরেচক; ইহা অর্শ, জ্বর, সর্দ্দি, কুষ্ঠ রোগে প্রদত্ত হয়। ইহা পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর, পাকযন্ত্রের পীড়া-নিবারক, ঋতুকর ও বলকারক। ইহার রস কর্ণে দিলে কর্ণ-বেদনা ও কর্ণ-রোগ আরাম হয়। ইহা হইতে এক প্রকার Volatile Oil প্রস্তুত হয়, রসুন ছেঁচিয়া চোয়াইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়, এই তৈল শোধন করিলে কোন বর্ণ থাকে না।

রস্থন ক্রিমি-নাশক ; ইহা হাঁপানী, সাধারণ পক্ষাঘাত, মুখের পক্ষাঘাত ও বাত-রোগে ব্যবহৃত হয়।

রস্থনের রস মাথায় দিলে চুল পাকে না (Emerson), বালকদের তড়কায় রস্থন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতার জন্য মূত্ররোধ হইলে ইহার পুলটিশ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা জ্বর, উদরাময়, কলেরা, সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা, গনোরিয়া, অর্শ ও ক্রমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

রস্থনের ক্বাথ দুগ্ধের সহিত অল্পমাত্রায় পান করিলে হিষ্টিরিয়া, পেটফাঁপা ও হৃদ্‌যন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগ আরাম হয়।

অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে রস্থনের ফুল আস্তে আস্তে চিবাইয়া খাইলে শীঘ্র শরীরে বল-সঞ্চার হয়। পাকা রস্থন ৩২ তোলা, জল ⁄২ সের, গোদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া—এই গুলি পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া খাইলে বাত ও গুল্ম আরাম হয়। তিল-তৈল-যোগে রস্থন পান করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয় (চরক)।

গব্যঘৃত-যোগে রস্থন পেষণ করিয়া পান করিলে বাত-রোগ নাশ হয় (বঙ্গসেন)।

রস্থন পিষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের পোকা মরিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

তলপেটে রস্থনের প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরাম হয়। রস্থন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল অল্পে অল্পে কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। বিষধর সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানে রস্থনের প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 607.)

Genus—GLORIOSA Linn.

608. G. superba Linn. (লাঙ্গলিকা)

Fig.—Bot. Reg., t. 77 ; Wight. Ic., t. 2047 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 978B, Bot. Mag., lii, t. 2539.

Ref.—F. B. I., vi. 358 ; Roxb., F. I., ii. 143 ; B. P., ii. 1073 ; Watt, iii, Pt. ii, 506 ; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট চণ্ডাল, বিলাঙ্গুলি ; সং. অগ্নিশিখা, লাঙ্গলিকা ; হি. লাঙ্গলি ; তে. আদাবি-নাভি ; তা. কলোইপাই-কি-জাঙ্গু।

ব্যবহার্য্য অংশ—লতা। মাত্রা ½-২ আনা। ইহা বিষাক্ত, সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

বর্ণনা—এই লতা দেখিতে অতি সুন্দর ; বাগানের বেড়ায় বর্ষাকালে জন্মে। ইহার ফুল শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লেখকদের মতে যে ৭টী বিষাক্ত গাছ আছে তাহার মধ্যে লাঙ্গলিক একটী। রাজনির্ঘণ্টকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন। ইহার আর একটী

নাম ছিন্নমুখী, লতা দেখিতে লাঙ্গলের ন্যায় বলিয়া লাঙ্গলিকা নামেও অভিহিত। ইহা বস্তি-দেশে প্রয়োগ করিলে গর্ভপাত হয় বলিয়া আর একটি নাম গর্ভপাতিনী। মূল আলুর ন্যায় নরম, গোলাকার, চেপ্টা এবং প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা। লাঙ্গলিকা বৃক্ষারোহী লতা, ১০-১২ ফুট লম্বা হয়। কাণ্ডের গোড়া খিলানের ন্যায়। পত্র বৃন্তহীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬ ৮ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেসর লম্বা ও বিস্তৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ, লম্বাকৃতি; প্রথমে সবুজ, পরে পীতবর্ণ হয়। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মণ্ডের মত পিষ্ট শিকড় নাভিদেশে, তলপেটে ও যোনিতে প্রলেপ দিলে প্রসব-বেদনা বৃদ্ধি পায়।

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্য-ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥ চক্রদত্তঃ

যদি স্ত্রীলোকের প্রসবের পরে ফুল না পড়ে তবে ইহার শিকড় কাটিয়া হাতের চেটোতে ও পায়ের তলায় দিলে এবং কালজিরা ও পিপুল গুঁড়া করিয়া মদ্যের সহিত পান করাইলে শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ প্রলিপ্তে পাণিপাদে চ।
অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ॥ চক্রদত্তঃ।

নির্ঘণ্টকার বলেন যে ইহার শিকড় বিরেচক, উষ্ণ এবং উগ্র। ইহা পিত্ত নিঃসারিত করিয়া দেয় এবং কুষ্ঠ, অর্শ, পেট-বেদনা ও ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পেটের ক্রিমি বাহির করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড়ের সহিত পান চর্ব্বণ করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Moodeen Sherif বলেন ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে। লাঙ্গলিকা বলকারক ও পেটের দোষ-নিবারক, মাত্রা ৫-১২ গ্রেণ।

বিষাক্ত সর্প, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতিতে কামড়াইলে মান্দ্রাজ দেশে ইহা ব্যবহার করে।

Dr. Thompson বলেন "ইহার শিকড়গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘোলের সহিত ৪।৫ দিন ভিজাইয়া শুষ্ক করিবার পর বাটিয়া বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়; ইহাতে উহার বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহার শিকড় অল্প লইয়া প্রত্যহ মাত্রা বাড়াইয়া ১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে শরীরে বেশ বলসঞ্চার হয়; আমি ১৫।১৬ বৎসর চিকিৎসায় বেশ ফল পাইয়াছি।"

লাঙ্গলিকা ৫-১২ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটের দোষ নষ্ট হয়। লাঙ্গলিকা গাছ দুই জাতীয় আছে, একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায়, অপর একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায় না। দেশীয় বৈদ্যেরা প্রথমোক্তটীকে পুরুষ ও শেষোক্তটীকে স্ত্রী লাঙ্গলিকা বলেন। পুং-গাছের শিকড় ফুলের সময়ে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটু লবণ দিয়া

72—1034B.

ঘোলে ভিজাইয়া এবং পরে শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহার বিষাক্ততা নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ইহার এক কিংবা দুই মাত্রা সেবন করাইলে সর্পবিষ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে গনোরিয়া নষ্ট হয়। কখনও কখনও ইহার মূল Aconitum ferox এর সহিত ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রীত হয় (Watt, Dic., iii. 507)।

মস্তকে লাঙ্গলিকার প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)।

লাঙ্গলিকা কন্দ, ত্রিফলা, জারিত লৌহ এই সমুদায় ৪০০ তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজ (Wedelia calendulacea)-রসে পেষণ করিয়া ৩৬০টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। প্রথমে ½ বটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বটিকাগুলি সেবন করিবে এবং ১ মাস কাল মাংস, ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধ বস্তু ভোজন করিবে, তৎপরে খাবার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। এইরূপে এক বৎসর কাল বটিকা সেবন করিলে যাবতীয় অসাধ্য পীড়া আরোগ্য হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

লাঙ্গলিকা প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া ফাটিয়া যায় (চক্রদত্ত)। লাঙ্গলী একদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। (Fig. 608.)

Genus—POLIANTHES Linn.

609. P. tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)

Fig.—Bot. Mag., xliii, t. 1817 ; Bot. Reg., i. t. 63 ; Rumph., Amb., v. t. 98 ; Baily., Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii. 493 ; Voigt, S. C., 656 ; Contrib. National Herb., v. 154, viii. 10.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ; বঙ্গদেশের ফুলবাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. রজনীগন্ধা ; হি. গুলচেরি, গুলসব্বা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদ্ সচরাচর বাগানে রোপণ করে। ফুল রাত্রিকালে ফুটে, পুষ্পদণ্ড গাছের মধ্য হইতে লম্বা ভাবে বাহির হয়, একটী দণ্ডের চারিদিকে দুইটী দুইটী ফুল হয়। উদ্ভিদের মূল মোটা, ইহাতে পেয়াজের ন্যায় সরু সরু শিকড় হয়। গাছ ২-৩½ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, মূলদেশ ঈষৎ লালবর্ণ, পত্রের অগ্রভাগ অবনত। ফুল ১½-২½ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের বৃন্তদেশ নলের মত, ইহার গন্ধ অতি মনোহর। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত

ফুল হয়। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল থাকে, বৃষ্টি আরম্ভ হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রজনীগন্ধা উষ্ণ, মূত্রকর ও বমন-কারক। ইহার মূল গনোরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ-দেশে ইহার মূল হরিদ্রা ও মাখনের সহিত মাখাইয়া ছেলেদের কাউর ও চুলকনায় প্রয়োগ করে। ইহা দূর্ব্বার সহিত পেষণ করিয়া বাগীতে প্রলেপ দেয়। রজনীগন্ধা-ফুল সৌগন্ধের জন্য অতিশয় মূল্যবান্। এই গাছের ফ্রান্সে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। কখনও কখনও রাত্রিকালে এই গাছ হইতে একপ্রকার আলোক বাহির হইয়া থাকে। (Fig. 609.)

Genus—URGINEA Steinh.

610. U. indica Kunth. (বনপেঁয়াজ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Indian Med. Pl., t. 974 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2063.

Ref.—F. B. I., vi. 347 ; Roxb., F. I., ii. 147 ; B. P., ii. 1075.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, সিমলা, করমণ্ডল উপকূল, সাহারানপুর ও বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-পেঁয়াজ ; সং. বনপলাণ্ডু ; হি. জঙ্গলী পেয়াজ ; তা. নারীভেঙ্গায়াম্ ; তে. নাককা-বাল্ল-গাড্ডা ; Eng. Wild onion.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল বা কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ; পত্র বাহির হইবার পূর্ব্বে ফুল হয়। কন্দ দেখিতে ছোট লেবু অথবা আ্যাপেলের মত। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি উচ্চ ও নরম। ফুল অবনত, বিস্তৃত পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে দূরে দূরে জন্মে, দেখিতে ঘণ্টার মত, পাপড়ী শ্বেতবর্ণ, ইহাতে ৩টী সবুজ শিরা আছে। পুংকেশর ৬টী ; বীজকোষ ½-¾ ইঞ্চি, আয়তাকার তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে ৬-৯টী বীজ থাকে, বীজ চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, ¼ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বন-পেঁয়াজ সদ্দি-নিবারক, হজমি-কারক, মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর। ইহা হাঁপানী, শোথ, বাত, কুষ্ঠ এবং চর্ম্মরোগে হিতকর (Dymock)। Dr. Roxburgh বলেন ইহা বমনকারক ও তিক্ত। Dr. Moodeen Sheriff বলেন—ইহার ফল ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকর। ইহা বহুদিন হইতে সরকারী ডাক্তারখানায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Fig. 610.)

CX. PONTEDERIACEAE

Genus—MONOCHORIA Presl.

611. M. vaginalis Presl. (নুখা)

Fig. Roxb., Cor. Pl., ii. t. 110; Rheede, Hort. Mal., ii. t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 979.

Ref.—F. B. I., vi. 363; Roxb., F. I., ii. 121; B. P., ii. 1079; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ; কাশ্মীর হইতে আসাম ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর; বঙ্গদেশে, হুগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—নুখা

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ, মূল ক্ষুদ্র, লতানে অথবা কতক পরিমাণে খাড়া। পত্রবৃন্ত লম্বা ২-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ ডিম্বাকৃতি অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পদণ্ড ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগের ফুল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয়। ফুলের দল অসমান, তিনটি বড় এবং ৩টি ছোট, আয়তাকার নীলবর্ণ। পুংকেশর ৬টি আছে, স্ত্রীকেশরের মস্তক গাঢ় নীলবর্ণ। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা, আয়তাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চর্ব্বণ করিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত সেবন করিলে হাঁপানীর উপশম হয় (Atkinson)। (Fig. 611.)

CXI. XYRIDEAE

Genus—XYRIS Linn.

612. X. pauciflora Willd. (দাবিছুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 980.

Ref.—F. B. I., vi. 364; Roxb., F. I., i. 179; B. P., ii. 1080; Dalz., and Gibs., Bombay Fl., 259; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—ত্রিহুট, উত্তর বঙ্গ, উড়িষ্যা, খুরদা, সিকিম, আসাম ও খাসিয়া পাহাড়; চন্দননগর, শ্রীরামপুর, জাহানাবাদ, হুগলী জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. চীনে ঘাস, দাবিছুবি।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—গুচ্ছবদ্ধ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। কাণ্ড ছোট, পত্র ১-২ ফুট, স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত, অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড ½-⅔ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের মঞ্জরী ⅓ ইঞ্চি বিস্তৃত, মঞ্জরি-পত্র গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল, কিনারাগুলি চামড়ার ন্যায়, পাপড়ি গোলাকার। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেশর ৩টী, ইহা পাপড়িতে বসান, স্ত্রীকেশরের মস্তক আয়তাকার, ইহাতে ২টী ঘর আছে, উপরিভাগ মোটা, গোড়ার দিক্ সরু। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহাকে মূল্যবান্ গাছ বলিয়া জানে কারণ ইহা কষ্টদায়ক দাদের উদ্ভেদ সহজেই কমাইয়া দেয়। ইহা পাঁচড়া ও কুষ্ঠ-রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 612.)

CXII. COMMELINACEAE

Genus—COMMELINA Linn.

613. C. benghalensis Linn. (কানছিড়ে)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Or. vi, t. 2065 ; C. B. Clarke, Comm. Cyrt. Beng., t. 4.

Ref.—F. B. I., vi. 370 ; Roxb., F. I., i. 171 ; B. P., ii. 1082 ; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ছায়াময় স্থানে ও জলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কানছিড়ে ; সং. কানচটা ; হি. কানছিরে।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লতানে, লতার নিম্নদিকে শিকড় হয়। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তহীন অথবা বোঁটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার কিংবা সঙ্কুচিত ; কাণ্ডে কোমল অথবা শক্ত লোম আছে। কাণ্ড গাঁইটযুক্ত ; পত্রের আবরণী ⅙-½ ইঞ্চি, কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে, ইহাতে কোমল লোম আছে। পুষ্পগুচ্ছের উপরের শাখা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, নীচের শাখা ১-২ ভাগে বিভক্ত ; ফুল নীলবর্ণ, বীজকোষ ঝিল্লীযুক্ত, উজ্জ্বল, বীজ ঘন-সন্নিবদ্ধ। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছকে ও এই জাতীয় অনেক গাছকে সংস্কৃতে কানচটা বলে। ইহা ছোট ওষধিজাতীয়, বর্ষার শেষ ভাগে যত্র তত্র জন্মে, ইহার ফুল নীলবর্ণ ও উজ্জ্বল। ইহার কাণ্ড, শিকড় ও বীজের জমাট বাঁধিবার শক্তি আছে। গাছের আঠালে অংশ শান্তিকর ইহা শাকের পরিবর্ত্তে ভোজন করিয়া থাকে। C. communis Roxb. অথবা C. obliqua Ham. কে জটা কানছিড়ে বলে। ইহা অতিশয় ধারক। ইহা কোষ্ঠ-বদ্ধতায় ব্যবহৃত হয় এবং শিকড় মাথাবেদনা, জ্বর, পিত্তজ্বর ও সর্পবিষ-নাশক (Atkinson)।

C. salicifolia Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম পানি কানছিরে বা ঢোলা পাতা (F. B. I., vi. 370 ; B. P., ii. 1082)। এই গাছ ও কানছিড়ের গুণের সমান, গাছের পত্র রগড়াইয়া উহার রস দিলে শুয়াপোকার লোম গলিয়া যায়। (Fig. 613.)

Genus—ANEILEMA Br.

614. A. scapiflorum Wight. (কুরেলী)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2075 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 983 ; Royle, Ill., 403, t. 95.

Ref.—F. B. I., vi. 375 ; Roxb., F. I., i. 775.

জন্মস্থান—হিমালয়-প্রদেশ ; যুক্ত প্রদেশ, ভূটান, ত্রিহুট, টেনাসরিম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুরেলী ; হি. সিয়ামুসলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহার শিকড় লম্বা, আলুর মত নরম। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পমঞ্জরী ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে অবস্থিত। ফুল ক্ষুদ্র, বীজকোষ ¼ ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা বীজকোষে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, বলকারক ও উষ্ণ; মাথাধরা, অলসতা, জ্বর, কামলা এবং বধিরতায় ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ-নাশক বলিয়া সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল বাতাসে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে হাঁপানী আরাম হয়। ইহা অর্শ ও পেট-বেদনা-নাশক এবং বালকদের তড়কা হইলে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাঘাত-রোগে ইহা অতিশয় হিতকর। ইহার শুষ্ক গুঁড়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। গাছের গুঁড়া তুলসী-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রের যাতনা দূর হয়। (Fig. 614.)

CXIII. FLAGELLARIEAE.

Genus—FLAGELLARIA Linn.

615. F. indica Linn. (বনচাঁদ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 53 ; Rumph., Herb. Ambo., v, t. 59. Fig. 1.

Ref.—F. B. I., vi. 391 ; Roxb., F. I., ii. 154 ; B. P., ii. 1087 ; Prain, H. H., 292.

জন্মস্থান—সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীরে ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ব. বনচাঁদ।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—নলখাগড়ার ন্যায় বৃক্ষারোহী লতা, উচ্চ বৃক্ষে জড়াইয়া উঠে। কাণ্ড প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা, শাখাগুলি মসৃণ ও গোলাকার, প্রশাখাগুলি কাকের পালকের মত মোটা। পত্র বৃন্তহীন ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, বহু শিরাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র বোঁটায় জন্মে। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখাগুলি ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফল লালবর্ণ ও মসৃণ (Cooke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা ধারক ও ক্ষত-রোগ-নাশক। (Fig. 615.)

CXIV. PALMEAE.

Genus—ARECA Linn.

616. A. Catechu Linn. (সুপারি)

Fig.—Palms, Brit. Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75; Rheede, Hort. Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi. 405; Roxb., F. I., iii. 615; B. P., ii. 1047; Prain, H. H., 204.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সুপারি; সং. পূগবৃক্ষ, ক্রমুক; তে. পোকা-বাক্কা-বাফ্‌ফা; তা. পকুক কোট্টাই গফকু; Eng. Betel-nut.

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ত্বক্। মাত্রা; কল্কচূর্ণ ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার কোন ডালপালা নাই। পত্র ৪-৯ ফুট লম্বা, পত্রিকা অনেক হয়, ১-২ ফুট লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত; পুষ্পদণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট, কাঁদিতে অনেক ফল হয়, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে। ফল ১½-২ ইঞ্চি, মসৃণ, পাকিলে লেবু-রং-বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে। Dr. Roxburgh এবং Col. Prain তিন প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Areca triandra (Roxb., F. I., iii. 617; Prain, B. P., ii. 1097)। এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে, এই সুপারি দেখিতে লালবর্ণ; Areca Gracilis Bl. (Prain, B. P., ii. 1096) এই গাছের শ্রীহট্ট প্রদেশের নাম রামগুয়া, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা সুপারি ধারক, ইহা পেট-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। পোড়া সুপারি গুঁড়া করিয়া দাঁতে

দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয়। পোড়া স্থপারির গুঁড়া ১০-১৫ গ্রেণ পরিমাণ ৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে দন্তের যাবতীয় রোগ আরাম হয়।

স্থপারি চিবাইয়া খাইলে যাবতীয় মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম করে। স্থপারির রস ৪-৬ ড্রাম পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বড় বড় ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায় (Bentley & Trim)। স্থপারি স্নায়বিক রোগে হিতকর এবং ইহা শোধক বলিয়া চক্ষে প্রলেপ দিয়া থাকে। স্থপারির কচি পাতার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে কটিবাত আরাম হয়।

স্থপারি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তরোগ আরাম করে। কাঁচা স্থপারি, রক্তচন্দন ও চিনি তণ্ডুলোদক-সহ পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)।

শল্লকী ও স্থপারির ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তিল-তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতগ্রস্ত রোগী ২০ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায় (চরক)।

মসূরিকার প্রথম অবস্থায় জলের সহিত স্থপারি সেব্য (চক্রদত্ত)। স্থপারি কফ ও পিত্তনাশক, ইহা রুক্ষ ও মুখের ক্লেদনাশক। অন্তর্ধূমদগ্ধ স্থপারি-ভস্ম হইতে বেশ দন্তধাবন-চূর্ণ প্রস্তুত হয়—উহা দাঁতের বেদনা-নিবারক, আম ও রক্তাতিসার-নাশক। কাঁচা স্থপারি খাইলে মত্ততা আনয়ন করে।

স্থপারি দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি-যোগে বেশ রসায়ন প্রস্তুত হয়; ইহার সহিত ধুতুরা বীজ ও সিদ্ধি যোগ করিলে কামেশ্বর-মোদক প্রস্তুত হয়।

সিকিতোলা স্থপারি গুঁড়াইয়া উহার সহিত ২ তোলা লেবুর রস মিশাইয়া মণ্ড করিতে হয়; উহা ক্রিমি-নাশক। (Fig. 616.)

Genus—COCOS Linn.

617. C. nucifera Linn. (নারিকেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, 'ort. Mal., ii. 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.

Ref.—F. B. I., vi. 482; Roxb., F. I., iii. 614; B. P., ii. 1095; Dymock, iii. 511; Prain, H. H., 203.

জন্মস্থান—ভারতের সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানে নারিকেল বহু পরিমাণে জন্মে; লঙ্কা, করমণ্ডল উপকূল, মালাবার উপকূল, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নারিকেল; হি. নারিয়েল; তে. নারিকাদাম; তা. তেন্নামারম্।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফুল, ফল, খোলা, তৈল, রস, শিকড় এবং ছাই।

বর্ণনা—অনাবৃত-দেহ খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ, গাছের ব্যাস ১-২ ফুট; গাছের গোড়া অধিক মোটা, কৃষ্ণ অথবা ধূসরবর্ণ, গাছের গাত্রে গোলাকার দাগ আছে। পত্র ১২-১৮

ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, পত্রের শিরা ৩-৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়, ইহা অতিশয় শক্ত। পুং পুষ্প ছোট হরিদ্রাভ, ইহার পাপড়ী ¼ ইঞ্চি লম্বা। ফল ডিম্বাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে জল ও শাঁস আছে। ফলের উপরিভাগ ছোবড়াযুক্ত, খোলা অতিশয় শক্ত। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি ও জাহাজের কাছি এবং খোলা হইতে হুঁকা প্রস্তুত হয়। সারাবৎসরই ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নারিকেলের মূল মূত্রকর, ইহা মূত্রযন্ত্রের ও স্ত্রীলোকদের জনন যন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্রের ছাই অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধ, ইহা পিপাসা নিবারক ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ডাবের শাঁস পুষ্টিকর, শীতল ও মূত্রকর, পক্ক নারিকেলের শাঁস গুরুপাক কিন্তু অতিশয় বলকারক, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। নারিকেল গাছের মেথি পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক। নারিকেলের তৈল মস্তকের কেশ বাড়াইয়া দেয়, এই তৈলের সহিত মাথাঘসা মশলা পচাইয়া সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা রস মূত্রকর, নারিকেলের রস গাঁজিয়া খাইলে তাড়ি হয়। নারিকেল মালা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে পাথরবাটী চাপা দিলে পাথরে যে ঘাম হয় উহা দাদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল হইতে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ ও ক্ষয় কাসের ঔষধ।

½ সের নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া উহা ৮০ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া লও তৎপরে ৪ সের নারিকেল জলে উহা পাককর এবং জল একটু ঘন গালার মত হইলে উহাতে ধনে, পিপুল, বংশলোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা মুথার মূল, নাগেশ্বর ফুল (Mesua ferrea) প্রত্যেকটি ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া এই গালার সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হইল। এই দ্রব্য ২-৪ তোলা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে হইবে (Dutta, Met. Med., 249)।

নারিকেল জল কোন ক্ষতিকর নহে ; আয়ুর্ব্বেদ মতে উহার রক্ত পরিষ্কার করিবার গুণ আছে (Ainslie)।

নারিকেল শাঁস কুরুনী দ্বারা কুরিয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইলে উহা দুগ্ধের মত হয়, উহা দুগ্ধের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন যে নারিকেলের দুগ্ধ ৪-৮ আউন্স পরিমাণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে শারিরীক দৌর্ব্বল্য দূর হয় এবং ইহা প্রাথমিক ক্ষয় রোগে বিষেশ উপকার হয়। ইহার স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট বালকদিগকে খাওয়াইলে ইহা বেশ উপকার হয় কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে বিরেচনের কাজ করে। ইহা Castor Oil ও অপরাপর বিরেচক ঔষধের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind. 247)। নারিকেল ভাঙ্গিয়া ইহার শাঁস খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অতি বড় বড় কৃমি বাহির হইয়া যায়।

নারিকেলের খোলা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা দাদের পক্ষে হিতকর। নারিকেলের তৈল হইতে সস্তায় সাবান প্রস্তুত হয় (Dymock,)। এই তৈল বাদাম ও তিল তৈল অপেক্ষা মালিসের পক্ষে কম গুণশালী। নারিকেল দুগ্ধ জ্বাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যায় উহা পোড়া ঘা এবং টাকের পক্ষে হিতকর।

নারিকেল শাঁস ও তেঁতুল বীজের শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া ঘা ও বাতের বেদনায় হিতকর। নারিকেল তৈল একটি সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। কচি ডাবের শাঁস হইতে যে দুগ্ধ বাহির হয় উহা কলেরা রোগ নিবারক, যখন অপর ঔষধে বমন নিবারণ হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। টাটকা নারিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০-৩০ মিনিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

নারিকেল ফুল, চিনি-খসখসের শীকড় ও শ্বেত চন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বরে বমন নিবারণ করে ও শরীরে বেশ শান্তি হয় (Civil Sur. William Wilson, Bogra)।

সুপক্ক সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ দিয়া নারিকেলের চতুর্দ্দিকে মাটীর লেপ দিবে, অনন্তর উহা ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিয়া যখন শীতল হইবে তখন নারিকেলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ শস্য পাইবে, উহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিছু পিপুল চূর্ণ যোগে সেবন করিলে পরিণাম শূল আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। নারিকেলের ফুল দধির সহিত পেষণ করিয়া কয়েক দিন পান করিলে শর্করা রোগ আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। (Fig. 617).

Genus—BORASSUS Linn.

618. B. flabellifer Linn. (তাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, tt. 9 & 10; Rumph., Herb. Ambo., i, t. 10; Roxb., Cor. Pl., i, 50, t. 70 & 71.

Ref.—F. B. I., vi, 482; Roxb., F. I., iii, 790; B. P., ii, 1092; Prain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে ও বর্ম্মায় রোপন করে; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সং. তাল; তা. পালাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—মোচা, ফল, মূল ও মেথি; মোচা ক্ষারে ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ—ইহার শাখা প্রশাখা হয় না, গুঁড়ি ৬০-৭০ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল মোটা ও গোলাকার। পত্র ৫-১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পাখার ন্যায়, পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত,

ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে, শিরাগুলি পত্রদণ্ডের গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাঁটার মত। পত্র দণ্ডের উভয় কিনারায় করাতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দাঁত আছে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুং গাছে তাল ফলে না, ইহার মোচ সোঁদালের ফলের ন্যায় লম্বা; স্ত্রীগাছে তাল ফলে, অগ্রভাগ হইতে তালের মোচ বাহির হয়, এক একটী মোচায় ১৫-২০টী তাল হয়। তালের কাঁদি কয়েক ফুট লম্বা ও শক্ত। তাল গোলাকার, কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ; পাকিলে কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও কোনটি হরিদ্রাবর্ণ হয়। প্রত্যেক ফলে ১-৩টী বীজ বা আঁটী থাকে। আঁটি শক্ত, ডিম্বাকৃতি ও একটু চেপ্টা। বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে তাল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তালের রস উত্তেজক ও শ্লেষ্মা নাশক। ইহার টাটকা রস মিষ্ট, মৃদু বিরেচক ও মূত্রকর। তাল পত্রের গায়ে যে তুলার মত পদার্থ পাওয়া যায় উহা কোন কর্ত্তিত স্থানে লাগাইলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারণ করে। টাটকা রস প্রদাহ ও শোথ নিবারণ করে। তালের শীকড় স্নিগ্ধকর, পুষ্টিকর ও বলকারক। পাকা ফলের শাঁস গুরুপাক।

তালের ফোপল খাইতে মিষ্ট ও ইহাতে বেশ তরকারী হয়, ইহা স্নিগ্ধকর এবং মূত্রকর। তালের কাঁদির ছাই সেবন করিলে বর্দ্ধিত প্লীহা কমিয়া যায়। তালের মাড়ি বাহির করিয়া উহাতে অল্প চূণ দিলে উহা জমিয়া যায় এবং উহা বরফির ন্যায় খাইতে উপাদেয় হয়। তালের মাড়িতে ময়দা বা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া লইলে তালফুলুরি হয়। কাঁচা তালের শাঁস স্নিগ্ধকর ও শান্তিকর।

শীতল জলের সহিত তাল গাছের মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ আরাম হয় (সুশ্রুত)। তাল শাঁড়ার রস মধু সহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়।

তালজটার (কাঁদির) অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষার পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে প্লীহাবৃদ্ধি কমিয়া যায়।

তালপুষ্পভবঃ ক্ষার সগুড়ঃ প্লীহানাশনঃ। চক্রদত্ত

তালগাছের উত্তর দিকের মূল প্রস্থতির দেহপরিমাণ লম্বা সূত্র দ্বারা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

তালজটার ছাই উগ্র, উহা blister এর কাজ করে। পক্ক তালের মাড়ি চর্ম্মরোগ নাশক। তালের চিনি বা মিছরী পিত্তনাশক, যকৃতের দোষ নিবারক; ইহা মধুমেহে ফলপ্রদ ঔষধ। তালের রস মূত্রকর ও পুরাতন গণোরিয়া নাশক (T. N. Mukherjee)।

তালের কাঁদির ছাই বর্দ্ধিত প্লীহায় হিতকর (U. C. Dutt)।

তালের টাটকা রসে চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে আঠার মত করিয়া উহা একটি বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পুলটিস দিলে পৃষ্ঠব্রণ ও পুরাতন ক্ষত আরাম হয় (Pharm.

Indica)। তাল শাঁড়ার রস ও তালের নূতন শীকড়ের রস ছেঁচিয়া খাইলে পুরাতন সর্দ্দি ও ঘুংড়িকাশী আরাম হয়। তালের সবুজ পত্রের রস উপদংশে হিতকর।

শুষ্ক তালের শাঁস পেট কামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শীকড়ের গুঁড়া নারিকেল দুগ্ধ, লবণ ও মৎস্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তালের তাড়ি প্রত্যহ খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ খাওয়াইলে তাহাদের পাঁচড়া ও অপরাপর চর্ম্মরোগ আরাম হয় (Bomb. Nat. Hist. Journ., Vol. xxi I., P. 929.)। (Fig. 618.)

Genus—CARYOTA Linn.

619. C. urens Linn. (গোলসাগু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 11; Mart., Hist. Nat. Palm, 193 & 107; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 986B.

Ref.—F. B. I., vi, 422; Roxb., F. I., iii, 625; B. P., ii, 1093.

জন্মস্থান—পশ্চিমঘাট, মহাবালেশ্বর, বর্ম্মা, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সিকিমে সাধারণতঃ ৫০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত দেখা যায়; উত্তর বঙ্গ, ত্রিহুট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

বিভিন্ন নাম—হি. মারি; তা. কুন্দলে পানাই; উড়িয়া—স্থালোপা; বা. গোল সাগু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও রস।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১০-২০ ফুট লম্বা ১০-১৫ ফুট চওড়া, পত্রিকা ৫-৬ ফুট লম্বা, বক্র ও অবনত। উপরের পত্রের গোড়া হইতে ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নীচে পুং ও স্ত্রীপুষ্প জন্মে। কাঁদি ৩-৫টী হয়, ১½ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ; পুষ্পের পাপড়ী ⅜-⅞ ইঞ্চি গোলাকার। ফল ১-২টী, গোলাকার, ঈষৎ লালবর্ণ। ফলে ১-২টী বীজ হয়, বীজ সোজাভাবে থাকে। এপ্রিল মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস গাঁজাইয়া বেশ মদ প্রস্তুত হয়। টাটকা তাড়ি প্রাতে ১ গ্লাস খাইলে বেশ বিরেচনের কাজ করে (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ আধকপালে মাথা ধরায় প্রয়োগ হয়। পুরাতন গাছের মাইজ হইতে ব্যবসায়ের উপযুক্ত সাগু প্রস্তুত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 619.)

Genus—PHOENIX Linn.

620. P. sylvestris Roxb. (খেজুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, tt. 22 & 25; Griff. Palms of Brit. India 141 t. 228A.

Ref.—F. B. I., vi. 425 ; Roxb., F. I. iii, 787 ; B. P., ii, 1096 ; Prain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, সিন্ধুদেশের অরণ্যে বহু পরিমাণে দেখা যায়; বঙ্গ দেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, যশোহর, ২৪-পরগণায় অরণ্যের ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. খেজুর; হি. আলমা; তা. ইচুমপান্নাই; তে. ইথাণবেদী; কন্দন—ইচালুমারা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, আঁটী ও শীকড়।

বর্ণনা—সোজা গাছ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ, ৩ ফুট মোটা। কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, বহির্ভাগ শক্ত, পত্রবৃন্ত গাছকে জড়াইয়া থাকে. পত্র দণ্ড ৬-৭ ফুট লম্বা, পত্র পক্ষাকার দণ্ডের উভয় দিকে হয়, সম্মুখে একটী পত্র থাকে। পত্রদণ্ডের মূলদেশে প্রায় ৪ ইঞ্চ লম্বা কাঁটা আছে, পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চ লম্বা ¾-১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কাঁদ নিম্নে অবনত। খেজুর গাছ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। খেজুর সমেত যে গাছ হয় উহা স্ত্রী জাতীয় গাছ, আর যে গাছের কাঁদিতে খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণ ভাবে খেজুর পাকিয়া ওঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। ফলের উপরিভাগে শাঁস থাকে, বীজ অতিশয় শক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিভক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর বলবর্দ্ধক। খেজুরের আঁটী গুঁড়াইয়া অপামার্গের শীকড়ের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয় (Dymock)।

খেজুর রস অতিশয় তৃষ্ণা নিবারক, খেজুরের মেথি গণোরিয়া ও মধুমেহ আরাম করে। ইহার শীকড় দাঁত বেদনা আরাম করে। (Fig. 620.)

621. P. dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)

Fig.—Lam. Ill. t. 897.

Ref.—F. B. I., vi, 425 ; Kur. For. Fl. ii, 541 ; Ic. Pl., Asiat. 244 ; Roxb. F. I., iii, 786.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, ও সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. পিণ্ডখেজুর; তা. পেরিকচাক্কাই; তে. কজ্জুরুকার।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস, ফল, আঁটী।

বর্ণনা—সরল গাছ ১০০-১২০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে বহু শীকড় জন্মে। পত্র ধূসরবর্ণ ও লম্বা। P. sylvestris অপেক্ষা ইহার পত্রের অগ্রভাগ অধিক সরু।

ফল ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস অধিক হয়, খাইতে মিষ্ট। ভাল খেজুর মস্কট হইতে এদেশে আইসে, পারস্যের খেজুর অতি উৎকৃষ্ট।

একপ্রকার খেজুর আছে উহা ভারতের করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রের কিনারায় জন্মে, উহার লাটিন নাম P. faringifera Don. (Roxb. Cor. Pl., i. 56, t. 74; F. B. I., vi. 426). ইহার পক্ক ফল কৃষ্ণবর্ণ ও ফলে প্রায় শাঁস নাই। বিহারে এক প্রকার খেজুর জন্মে উহার গাছ ½-১ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না, পত্র খেজুর-পত্রের (*P. acaulis.*) ন্যায়। ফল ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল ও লোহিত বর্ণ। ফলে শাস আছে এই খেজুরকে ভূখঞ্জুর বলে। বসন্ত ও গরমে ফুল হয়, বর্ষা ও শরতে ফল পাকে।

Dr. Roxburgh অনেক পিণ্ড খেজুরের গাছ Royal Botanic Garden Calcuttaতে রোপণ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ তদ্বির করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত গাছগুলি হইতে খর্জ্জুর উৎপাদন করিতে পারেন নাই। ফুল ধরিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধেক গাছ মরিয়া যায়। অবশিষ্ট গুলিতে ফল হয় নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর স্নিগ্ধকর, শ্লেষ্মানিবারক, মৃদুবিরেচক, পুষ্টিকর এবং রসায়ন। সর্দ্দি, হাঁপানী ও অপরাপর হৃদযন্ত্রের পীড়ায় খেজুর বড় উপকারী। ইহার আঠা উদরাময় ও জননযন্ত্রের যাবতীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। খেজুরের আঁটী জলে ভিজাইয়া তাহার জল চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। খেজুরের টাট্‌কা রস ধারক ও স্নিগ্ধকর।

খেজুর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে হিতকর (Watt)।

খেজুরের জেলি, পিপুলচূর্ণ ও মধু যোগে সেবন করিলে হিক্কা আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মধুর সহিত পিণ্ডখেজুর চাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

খেজুর মূত্রকর ও বলকারক, বসন্ত ও জ্বরের পর দুর্ব্বলতা থাকিলে খেজুর গব্যদুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুর্ব্বলতা দূর হয়। খেজুরের রস মূত্রকর। ইহার জেলি প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। (Fig. 621.)

Genus—CALAMUS Linn.

622. C. viminalis Willd. (বড়বেত)

Fig.—Rumph. Herb. Amboin. v, t. 55; Fig. 2, (1750); Blume. Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

Ref.—F. B. I., vi, 441; Roxb., F. I., iii, 779; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে জন্মে, কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে অনেক বেতগাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়বেত ; সং. বেতস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—সরল ভাবে জন্মে অথবা কখন কখন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। কাণ্ড মোটা, পত্রিকা পক্ষাকার। বেতের পত্রে, পত্রদণ্ডে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বক্র কাঁটা আছে, পত্রের অগ্রভাগ সরু লম্বা কাঁটাযুক্ত পত্রবিহীন লেজের (flagella) বিশি। এই flagellaর অংশ যদি শরীরের মধ্যে যায় ত যে কোন স্থান দিয়া পাকিয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কাঁটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের দরকার হয়। ফল গোলাকার, বীজ আয়তাকার ও মসৃণ। বর্ষায় ফুল ও পরে শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেত মধুর, কটুরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্তপ্রকোপে ও রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্র লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তদমনকারী। বেতের পত্র মল ও মূত্রকর, ইহার ডগী অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ ও মূত্ররোগে বিশেষ ব্যবহার হয়। ইহা পাথরী ও যোণী রোগে হিতকর। বেতের ফল পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও রক্ত দুষ্টি রোগ-নাশক। (Fig. 622.)

623. C. tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)

Fig.—Griff. Palms. Brit. Ind. (1874) t. 193; A. B. C. (1850); Journ. Asiat. Soc. Bengal x, l, iii. p. 11 & 212; Annals. R. B. G. Calcutta xi, t. 94 (1908).

Ref.—F. B. I., vi, 447; Roxb., F. I., iii, 780; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Journ. Bomb. Nat. Hist. xxv, 393 (1918).

জন্মস্থান—পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন; বর্দ্ধমান, আসাম, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাঁচিবেত।

ব্যবহার্য্য অংশ—শীকড়, রস, মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা; শাখার অগ্রভাগের রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা, গাছে কাঁটা আছে। পত্রিকা অনেক থাকে; ফল গোলাকার, বীজ মসৃণ। এই বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয়। এইরূপ লম্বা জাতীয় বেতকে "rattan" বলে। জানুয়ারী হইতে এপ্রেল মাস অবধি ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোমল বেত পাতা তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিট লবনে সেবন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় (চরক)

নল ও বেতস মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মৃদু অগ্নিতে বেতস মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া যোনী প্রক্ষালন করিলে শ্লথ যোনী দৃঢ় হয় (চক্রদত্ত)।

কুড় ও ছাঁচি বেতস মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে কুক্কুর বিষ নাশ হয়। বেতস বলিলে ছাঁচিবেত এবং বেত বলিলে বড় বেত বুঝায়। বেত শ্বাস নাশ করে ও বেদনা দূর করে। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চ বল্কল বলে। (Fig. 923.)

CXV. PANDANACEAE

Genus—PANDANUS

624. P. fascicularis Lam. (কেয়া)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., i, tt. 94-96; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 1-8. (1679).

Ref.—F. B. I., vi, 485; Roxb, Fl. I, iii, 738; B. P., ii, 1101; Watt, vi, Pt., i, 45; Dymock, iii, 535; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরব দেশ, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেয়া, হি. কেওড়া, তা. জবনান চেদী, তে. মোগালি চেট্টু, সং. কেতকী, ছিন্নরুহ; কঙ্কন—ক্যাদেজ গিয়া; Eng. Screwpine.

ব্যবহার্য্য অংশ—কাণ্ড, পুংপুষ্পদণ্ড এবং বীজ, মাত্রা মূলধারে ২-৪ আনা পুংপুষ্পের ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—স্ত্রী ও পুরুষভেদে কেতকী দুই প্রকার; পুং কেতকীকে সিত কেতকী এবং স্ত্রী কেতকীকে স্বর্ণ কেতকী বা হেম কেতকী বলে। ইহার ডাল হইতে গাছ হয়, কাণ্ড প্রায়ই বক্র হয়, গাছ বড় হইলে গাছের কাণ্ড হইতে নীচের দিকে বটের ন্যায় মোটা শিকড়ের ঝুড়ি বাহির হয়। ইহার পত্র লম্বা, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে; অগ্রভাগ সরু, কিনারায় করাতের ন্যায় কাঁটা আছে। কাণ্ড ১০-১২ ফুট লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পত্র ৪-১২ ফিট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি সরু। অবনত, মসৃণ ও সবুজবর্ণ। পুষ্প শ্বেতবর্ণ সৌগন্ধযুক্ত, একলিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল ৬-৮ ইঞ্চি, লেবুরং বিশিষ্ট, পীতবর্ণ কিংবা ধূসরবর্ণ। ফল একত্রে ৫-২০টি হয়, ইহা কাষ্ঠের মত শক্ত, গোলাকার, পুং পুষ্পদণ্ড ছোট। মে হইতে জুন মাস অবধি ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিকে আনারসের মত লাল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার ফুল

ও পত্র কেশে পরিধান করে। কেতকী গাছ শিবের পক্ষে অতি ঘৃণার্হ, কথিত আছে যে শিব পার্ব্বতীর সহিত পাশাখেলায় পরাস্ত হইয়া, কেতকী বনে লুক্কায়িত থাকেন এবং সন্যাস অবলম্বন করেন; ইহাতে পার্ব্বতী একটী ভীলকন্যার রূপ ধরিয়া কেশে কেয়াফুল পরিধান পূর্ব্বক কেয়াবনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন। শিব কুপিত হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন।

নির্ঘণ্টকারের মতে কেতকী তিক্ত, মিষ্ট ও শ্লেষ্মা নিবারক। ইহা কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগে হিতকর। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে রসায়ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কেতকী কাষ্ঠের ছাই ক্ষত রোগে হিতকর। ইহার বীজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। কেয়াফুল হইতে বেশ কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী ফুলের পুষ্পদণ্ডের ক্ষার অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তিল তৈল যোগে পান করিলে বাতজ গুল্ম আরাম হয় (চক্রদত্ত)

কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্ত কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়াচক্ষুষ্যা হেমকেতকী। ভাবপ্রকাশ

কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত ও কফনাশক; ইহা উষ্ণ তিক্তরস এবং চক্ষুরোগ নাশক। কেতকী হইতে আতর ও কেওড়ার জল এবং কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহার তৈল ফোঁটা ফোঁটা কর্ণে দিলে কর্ণ শূল আরাম হয়। দৌর্ব্বল্য ও মাথাধরায় কেতকীপুষ্প সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেতকী কামোত্তেজক ও নিদ্রাকর (R. N. Khori ii, 634)। (Fig. 624.)

CXVI. TYPHACEAE

Genus—TYPHA Linn.

625. T. elephantina Roxb. (হোগলা)

Fig.—Wien, xxxix, 165. t. 5. Fig. 10; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 992, (1918.)

Ref.—F. B. I., vi, 489; Roxb., Fl. Ind. iii, 566; B. P., ii, 1102; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গদেশে জন্মে। ইহা সচরাচর পুষ্করিণীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায়। সুন্দরবন, আসাম, বম্বে ও উত্তর পশ্চিম ভারতের জলাভূমিতে প্রচুর আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হোগলা; সং. ইরাক; হি. পাতের রামবন; তে. জম্বু-এমিগেজানম্।

74—1034B

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবি জলাভূমিজাত উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের গঠন স্পঞ্জের মত, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো; ফুল সোজা ডাঁটার মত পুষ্পদণ্ডের উপর সরু ফুলের মত বেশনে আবৃত থাকে। পুং পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড পুং পুষ্পদণ্ড অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ⅙-১ ইঞ্চি গোলাকার। শীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা ফলের উপরিভাগস্থিত পালকের ন্যায় নরম পদার্থ ক্ষত ও দুষ্ট ক্ষতে ব্যবহার হয় উহা তুলার ন্যায় নরম। ইহার শিকড় মূত্রকর এবং পূর্ব্ব এসিয়ায় রক্ত আমাশয়, গনোরিয়া ও হাম রোগে ব্যবহার করে। (Pharm. Journ. September, 1888, pp. 180)। (Fig. 625.)

CXVII. ARACEAE

Genus—AMORPHOPHALUS Bl.

626. A. campanulatus Bl. (ওল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 272; Bot. Mag., t. 2312; Wight, Ic., iii, t. 785, (1852).

Ref.—F. B. I., vi, 513; Roxb., F. I., iii, 509; B. P., ii, 1109; Dymock, iii, 546; Prain, H. H., 295.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে নদীর ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়; হুগলী হাওড়া জেলায় চাষ হয়। হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছীতে ভাল ওল চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ওল; সং. শূরণ, অর্শঘ্ন; তা. করুলা; তে, মুঞ্চকন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ; মাত্রা ½-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার কন্দ হইতে বহু সংখ্যক শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কন্দ কখন কখন দুই হইতে আড়াই ফুট গোলাকার হয়; পূর্ব্ব বৎসরের কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ডাঁটা ১½-৩ ফুট লম্বা হয় কাণ্ডের উপরি ভাগে ছত্রাকার পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। পত্র গোড়ার দিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, ইহা ১-৩ ফুট বিস্তৃত। ওলের ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, পুং পুষ্প মধ্যে হয়; স্ত্রী পুষ্প নিম্নে হয়। পুং কেশর ঘনভাবে অনেক হয়; গর্ভাশয়ের মস্তক তিন ভাগে বিভক্ত কোষ বিশিষ্ট, বৃন্তহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। স্ত্রী কেশর দণ্ড লালবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে, ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভকোষ ২ কিংবা ৩টী ভাগে বিভক্ত, বেগুণে কিংবা গাঢ় লালবর্ণ। ফল, ২।৩টী বীজ বিশিষ্ট লালবর্ণ। চাষ করা ওলে ও বনজাত ওলের এক নাম নহে, বন্য ওলের নাম A. Sylvaticus (Dymock)। ইহা বাজারে মদন মস্ত নামে খ্যাত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ওলের কন্দ ও বীজ স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুলা আরাম হয়। ওল উষ্ণ ও পেটফাঁপা নিবারক। ওলের টাটকা রস, সর্দ্দি নিবারক ও অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক বাতে হিতকর। ইহা রক্তস্রাব নিবারক, অর্শনাশক বলিয়া ইহার আর একটী নাম অর্শঘ্ন। ওলের শিকড় ফোড়া ও চক্ষুরোগে হিতকর ও ধাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত গুড় ও আরও কয়েকটী সৌগন্ধযুক্ত দ্রব্য যোগে মোদক প্রস্তুত হয়। যথা—লঘুশূরণ মোদক, শূরণ পিণ্ডি ও শূরণ বটক প্রভৃতি। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতগুড় ১৬ ভাগ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লঘুশূরণ মোদক প্রস্তুত হয়। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিলে অর্শ ও অজীর্ণ আরাম হয়।

বন্য ওলের কন্দ ঘৃত ও মধু যোগে পেষণ করিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (হারীত)।

ওল পোড়াইয়া ঘৃত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্ব্বুদ আরাম হয়। ওল পিষিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে দন্তশূল এবং শূলরোগে ওল চূর্ণ সেবন করিলে শূল আরাম হয়।

হিন্দু বৈদ্য শাস্ত্রমতে ওল দুই প্রকার, এক প্রকার রক্তাভ শ্বেতবর্ণ অপরটী শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ। রক্তাভ শ্বেতবর্ণ ওলই ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বন্য ওল অতিশয় চুলকায়। অর্শ রোগে রক্তাভ বন্য ওল এবং ভোজনার্থে চাষ করা রক্তাভ ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওল ১৬ ভাগ, বৃদ্ধদারক ১৬ ভাগ, তালমূলী ও চিতামূল প্রত্যেকটী ৮ ভাগ। পিপুলমূল, তালীশপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়শুঠ পিপুল, তেলা প্রত্যেকটী ৪ ভাগ, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেকটী ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উক্ত দ্রব্য গুলির দ্বিগুণ পরিমাণ গুড় যোগ করিয়া যে বটীকা হইবে উহাকে শূরণ বটক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য, মেধা ও রসায়নী, ইহাদ্বারা অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, প্লীহা, শ্লীপদ, শোথ, প্রমেহ ও ভগন্দর রোগ আরাম হয়।

Calcium oxalate এর সূচগুচ্ছ বন্য ওলের কোষে সন্নিহিত থাকায় ওল খাইলে গলায় উক্ত সূচ বিদ্ধ হইয়া গলা বন্ধ হয় ও যন্ত্রনা দেয়। কোন এসিড, নেবুর ও তেঁতুলের রস খাইলে সূচ গলিয়া যায় ও যন্ত্রনার আশু উপশম হয়। (Fig. 626.)

Genus—ACORUS Linn.

627. A. calamus Linn. (ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat., 162 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 48 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1008.

Ref.—F. B. I., vi, 555 ; Roxb., F. I., ii, 169 ; Dalz & Gibs., Bombay Suppl. Pl., 96.

জন্মস্থান—ভারতের পার্ব্বত্য জলাভূমিতে জন্মে ; সিকিম, মণিপুর, নাগা পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে বহু জন্মে ও চাষ হয়। শিবপুর ও দার্জ্জিলিং বোটানিক গার্ডেনেও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ ; সং. বচা, উগ্রগন্ধ ; তা. বাসম্বু ; তে. বাস। Eng. Sweetflag.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; এক আনা মাত্রায় কফ নিবারক।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, নিম্নভূমিজাত ওষধি। ইহার মূলদেশ আদার মত ভূমধ্যে লতাইয়া যায় প্রশাখা মধ্যমা অঙ্গুলিবৎ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, মধ্যস্থল মোটা, কিনারা সোজা অথবা ঢেউখেলান। মূলগাত্রে গাঁইট আছে। ফুলের গর্ভকেসরের মস্তক পীতবর্ণ। ফল লম্বা, উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার মত। বেহারের বহু স্থানে শ্বেতবচ জন্মে। বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার, শ্বেত বচ, ঘোড়া বচ এবং অরুণ বচ। ভাবপ্রকাশে যে সুগন্ধা বচের উল্লেখ দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের লোকে ইহাকে "কুলিঞ্জন" বলে। বঙ্গদেশে ইহাকে মহাবরী বচ বা অরুণ বচ বলিয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ মতে সুগন্ধা বচই মহাবরী বচ ; অতএব মহাবরী, আকবরী, কুলিঞ্জন ও সুগন্ধা বচ একই জিনিষ। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বচ অল্পমাত্রায় পাচক ও অধিক মাত্রায় বমন কারক। বচের চূর্ণ ১½-২ আনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া পেটব্যথা হইলে অন্তর্ধূমদগ্ধ বচের ক্ষার ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পেট কামড়ানি আরাম হয়। শিশুর অজীর্ণ জন্য পেট ফাঁপিলে নাভির চতুর্দিকে বচের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। বিরেচক ও বলকারক ঔষধের সহিত বচ সেবন করিলে উহাদের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind. I, Pt. i, 99)।

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকারক ও সৌগন্ধময়। ইহা বলপ্রদ ঔষধের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কম্পজ্বর, পেটফাঁপা আরাম হয়। বচ অল্পজ্বর ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতের ফুলায় বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণনাদ আরাম হয়। কাশ ও কফরোগে বচ হিতকর। বচ ক্রমিনাশক, ধারক বলিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khori, ii. 328)।

বচ, অতিবিষার ক্বাথ, অতিসার রোগে হিতকর। বচের সহিত মধুযোগে অপস্মারগ্রস্থ রোগীকে সেবন করাইলে অপস্মার আরাম হয়। বচ শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উহার পেঁচো পাওয়া ও অপরাপর বাল রোগ আরাম হইয়া যায় (সুশ্রুত)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়। কাঁচা দুগ্ধ ও শীতল জল সমভাবে মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ জনিত উদরী রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

লবণ জলের সহিত বচচূর্ণ সেবন করিলে আমাশয়ের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ও বমন নিবারণ হয়। চর্ম্মরোগে শ্বেতবচের প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; শ্বেতবচ ও বিড়ঙ্গের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে কাউর আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখরোগ আরাম হয়। বচ, পেটফাঁপা, পেট বেদনা ও অজীর্ণ রোগের একটী বিশেষ ঔষধ, ইহা একজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক।

বচ কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অবিরাম জ্বর আরাম হয়। উদারাময় রোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত ঔষধগুলির ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় (Met. Med.)।

বচের শিকড়ের রস ও গরম জল ১½ আউন্স পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটফাঁপা আরাম হয়। বচের শিকড় জলে কিংবা Spiritএ বাটিয়া সেবন করিলে বুকে সর্দ্দিবসা ও সর্দ্দির টান কমাইয়া দেয়। কথিত আছে যে বচের গন্ধ সর্প ভালবাসে না, এই কারণে অনেকে বাটীর নিকটে বচ রোপণ করে এবং সাপুড়েরা সাপ খেলাইবার সময় বচ চর্ব্বণ করিয়া থাকে। বচ মুখে রাখিলে মুখ গরম হয় ও লালা নির্গত হইয়া সর্দ্দি কমিয়া আইসে (Surg. Maj. R. L. Dutt, Pabna)।

বচ, বমন কারক, আক্ষেপ নিবারক, পেটফাঁপা ও পেটের বেদনা নিবারক, উত্তেজক ও কীটনাশক। বমনকারক ঔষধরূপে ইহা (Ipecacuanha) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, যে সকল রোগে ইপিকাক আবশ্যক হয়, তাহার স্থানে বচ অধিক ফল প্রদান করে; মাত্রা ৩০ গ্রেণ পরিমাণ, কিন্তু ৩৫ গ্রেণের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। হাঁপানীতে ১৫-২০ গ্রেণ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং কেবল সর্দ্দিতে ১০ গ্রেণ পরিমাণ যথেষ্ট।

দগ্ধ বচ বালকদের উদরাময়ে একটি উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ, মাত্রা ৩ গ্রেণ পরিমাণ। বচের গুঁড়া জলের পোকা নাশ করে। জলে বচ ১ দিন কিংবা ২ দিন ভিজাইয়া সেই জলে মুরগীকে স্নান করাইলে উহার গায়ের পোকা মরিয়া যায়।

বচের শিকড়, হিঙ্গু, অতিবিষা, গোলমরিচ, আদা, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া ও মিশ্রিত করিয়া ¼ ড্রাম পরিমাণ সেবন করিলে, অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। (Fig. 627.)

Genus—ALOCASIA Schott.

628. A. indica Schott (মানকচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 794; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1603.

Ref.—F. B. I., vi, 525; Roxb., F. I., iii, 498; B. P., ii, 1111; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান— সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বরিশালে প্রচুর চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয় ও বাটীর সন্নিকটস্থ ভূমিতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. মানকচু ; স. মানক ; হি. মানকন্দ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়, কন্দ ও পত্রবৃন্ত ; কন্দচূর্ণ ½-১ তোলা।

বর্ণনা—মানের কন্দ মোটা ও খসখসে ; কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয় ; পত্র ২-৩ ফুট লম্বা ; ডিম্বাকৃতি পত্রের বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের শিরা প্রায় ৮ যোড়া হয়। বোঁটা শক্ত ও লম্বা, পত্রের গোড়া কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। মানপাতা সবুজবর্ণ। বর্ষার শেষে এবং শীতের প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিষ্কার মানের শুষ্ককন্দ ঔষধে ব্যবহার হয়। মান মৃদুবিরেচক ও মূত্রকর, ইহা অর্শ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার করে। মান শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিলে যে ময়দা হয় উহা শিশুদের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুরাতন মান শোথরোগে হিতকর। মানের শিকড়ের ছাই মধুর সহিত সেবন করিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। পুরাতন মানচূর্ণ ½ তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের পক্ষে হিতকর।

মান অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার করিলে জিহ্বার জড়তা দূর হয় (চক্রদত্ত)। মানপাতার রস সঙ্কোচক ও রক্ত রোধক রূপে গৃহস্থেরা ব্যবহার করে। .মানপাতা আগুনে সেকিয়া সেই রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়। মান অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিণ্যে বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ। মান অতিশয় পুষ্টিকর।

পুরাতন মান হইতে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়।

পুরাণং মানকং পিষ্টা দ্বিগুণীকৃতং তণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ।
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধোভিগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ং নিরত্যয়ঃ। (চক্রদত্ত)

পুরাতন মানের গুঁড়া ৮ তোলা, চাউলের গুঁড়া ১৬ তোলা, জল ও দুগ্ধ ৪৮ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ড সেবন করাইলে গ্রহণী, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। রোগীকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে দিবে, জল দিবে না। (Fig. 628.)

Genus—COLOCASIA Linn.

629. C. Antiquorum Schott (কচু)

Fig.—Wight, Ic. t. 786 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 23.

Ref.—F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I., iii, 494; B. P. ii, 1112; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ও চট্টগ্রামে চাষ হয়

বিভিন্ন নাম—বা. কচু; সং. কচ্ছী; তে. চেমা; তা. সেমাকালেন্থ।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ ও ডাঁটা।

বর্ণনা—কচুর কন্দ গোলাকার ও লম্বা, মূলদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে আলুর ন্যায় কচু জন্মে, চট্টগ্রামের কচু অতি উৎকৃষ্ট, ইহার পত্রের গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশ সরু, ডাঁটা ২-৩ ফুট লম্বা হয়। কচুগাছ পুং ও স্ত্রী ভেদে দুই প্রকার হয়, কচুগাছ সাধারণত জলের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে জন্মে। ইহার কন্দ, পত্র ও পত্রদণ্ড মানুষে খায়। কচু কয়েক জাতীয় আছে। (1) C. nymphaeifolia Kunth (সার কচু) F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I. iii, 495; B. P. ii, 1112; (2) Alocasia fornicata Kunth. (সোলাকচু) F. B. I., vi, 526; Roxb, F. I. iii, 501; Wight, Ic. t. 793; (3) A. cucullata Schott, (ভূইমান বা বিষমান) F. B. I., vi, 525; Wight, Ic. t. 787; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচু ডাঁটার রস ধমনী হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং কোন স্থান কাটিয়া যাইলে কচুর আঠা দিলে ক্ষত আরাম হয় (Pharm, Ind.)। কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণের সহিত ইহা কুচকী ও বাগিতে দিলে উহা বসিয়া যায়। কচুর রস মৃদু বিরেচক এবং অর্শরোগে হিতকর; ইহা বোলতা ও বিছার বিষের প্রতিষেধক ঔষধ। (Fig. 629.)

Genus—PISTIA Linn

630. P. stratiotes Linn. (টোকাপানা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl. iii, t. 268; Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 993.

Ref.—F. B. I., vi, 497; Roxb., F. I., iii, 131; B. P. ii, 105; Prain, H. H. 294.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পুকুরে সচরাচর দেখা যায়। ইহা এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. টোকাপানা; হি. জলকুম্ভী; সং. জলোদ্ভূতা, কুম্ভিকা; তা. আগসাতামারাই; তে. আনটেরী-টামার।

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা—রস ১-২ তোলা; ক্বাথ—৪-১০ তোলা।

বর্ণনা—ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ; পত্র ১$\frac{1}{2}$-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক গোলাকার ও মোটা, কোমল লোমযুক্ত। পুং পুষ্পদণ্ড বৃন্তহীন, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড এক একটী, গর্ভাশয় ঝিল্লীযুক্ত, ইহাতে কয়েকটী বীজ থাকে। বীজ লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা স্নিগ্ধকর এবং অনেক রোগের উপশম কারক। ইহার পত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দেয় (Ainslie)। পানার ছাই বড় বড় কৃমি নাশের জন্য ব্যবহার হয়।

ইহার পাতা বাটিয়া পুলটিসের মত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা নারিকেল-দুগ্ধ ও চাউলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পানা গোলাপ জল ও চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হাঁপানী ও সর্দ্দিতে বেশ কাজ করে, ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Rheede, Ainslie)।

ইহার ছাই ফিতার ন্যায় কৃমিনাশক, ভারতের অনেক স্থানে ইহাকে পানা (Salt) বলে। (Fig. 630.)

Genus—SCINDAPSUS Schott.

631. S. officinalis Schott (গজপিপুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 781; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1005.

Ref.—F. B. I., vi, 541; Roxb., F. I., i, 431; Prain, B. P., ii, 1114; Dymock, iii, 543.

জন্মস্থান—হিমালয়, সিকিম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সিওয়ালিক পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গজপিপুল; সামতাল দারিঝাপাক; তা. আত্তি চিপ্পালী; তে. এনুগা পিপ্পালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল, ছাল।

বর্ণনা—বনজাত বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক মোটা হয়। পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২$\frac{1}{2}$-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার দুইদিকে একটির পর একটি পত্র হয়। পত্রের বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডাঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, ডিম্বাকৃতি কিংবা মৎস্যাকার প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি দেখিতে শনের বীজ অপেক্ষা একটু বড়, ধূসরবর্ণ, ইহার ভিতর তৈলময় শ্বেতবর্ণ শাঁস থাকে। ইহার পত্র শাকের ন্যায় তরকারী করিয়া খাইয়া থাকে। নির্ঘণ্টকার ইহার

পাকা ফলকে গজপিপ্পলী বলেন। ইহার ফলগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ এবং ¾ ইঞ্চি মোটা দেখিতে ধূসরবর্ণ ও গন্ধহীন। ফলের মধ্যে শাস ও বীজ থাকে, ইহা জলে ভিজাইলে ফুলিয়া ওঠে ও নরম হয়। বর্ষাকালে ফুল হয়, জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুষ্ক ফল উত্তেজক, ঘর্ম্মকর ও কৃমিনাশক (Pharm Ind.)। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, উদরাময় ও হাঁপানী রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সামতালেরা ইহার ফল বাতে পুলটিস রূপে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

বঙ্গদেশে ও মেদিনীপুর জেলায় গজপিপুলের চাষ হয়। ফল শুষ্ক করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে গজপিপুল রূপে বিক্রয় করে। কোচবেহারে এক প্রকার গাছ আছে, উহার ফল দেখিতে ইচড়ের ন্যায়, তদ্দেশীয় লোকে ইহাকে গজপিপুল বলে। চৈ গাছের সহিত গজপিপুল গাছের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ আছে এবং সংস্কৃত লেখকগণের মতে (Piper chaba) গাছের ফলই গজপিপুল নামে খ্যাত যথা "চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।" Dr. Roxburgh লিখিত Drawingএ চৈ ও গজপিপ্পলী গাছ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; Sir. J. D. Hroker এবং Sir. David Prainএর পুস্তকে চৈ ও গজপিপ্পলী ভিন্ন গাছ বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাদের Familyও ভিন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে চৈ ও গজপিপ্পলী এক গাছ নহে এবং চৈ এর ফল গজপিপ্পলী নহে, যদিও উভয় গাছের পাতার আকৃতি এক প্রকার। চৈয়ের ফল অপেক্ষা গজপিপ্পলীর ফল বড়। (Fig. 631.)

Genus—TYPHONIUM Schott.

632. T. trilobatum Schott (ঘেঁটকচু)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 998; Journ. & Proc. Asiat. Soc. Bengal. New. Ser. x. t. 32 (1914).

Ref.—F. B. I., vi, 509; Roxb., F. I., iii, 503; B. P., ii, 1107; Basu, Man., Ind, Bot. 118.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, নিম্নব্রহ্ম, দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘেঁটকচু; তা. করুনাইক কিসাঙ্গু; কন্দ গাজ্জা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মুল প্রায় গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি। পত্র তিন অংশে বিভক্ত। পত্রবৃন্ত ফুল ও পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের আচ্ছাদন ৩-১২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত

অভ্যন্তর লাল ও বেগুণে, প্রায় চেপ্টা উপরিভাগ মোটা নহে। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় ফিরফিরে, ইহা পুলটিশে ব্যবহার হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে ইহার প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। খাদ্য হিসাবে ইহা পেটবেদনা নাশক ও রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 632.)

CXVIII. CYPERACEAE.

Genus—KYLLINGA Rottb.

633. K. triceps Rottb (শ্বেতগোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. xii, t. 52; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1001; Lamarck, Ill. i, t. 38; Fig. 2 (1791); Rottb, Descr. Ic. Nov. Pl. t. 4, 1773.

Ref.—F. B. I., vi, 587; Roxb., F. I., 181; B. P. ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারত, সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ সমগ্রবঙ্গে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত নিম্নভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতগোথুবি; সং. নির্বিষ; মারহাট্টা মুস্ত।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার পত্র কাণ্ডের সমান। কাণ্ড ১-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুং পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রায় তিনটি হয় কখন বা একটি হয়। পুংকেশর ২টি। ফল লম্বাকৃতি, পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, অতিশয় চেপ্টা, ১/১৬ ইঞ্চি লম্বা স্ত্রীকেশর ২টি। ইহার শীর্ষ মুথা ঘাসের ন্যায়। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শ্বেত গোথবি সর্পবিষের প্রতিষেধক। (Fig. 633.)

634. K. monocephala Rottb (গোথুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 53; Rumph. Ambo. vi, t. 3. Fig. 2 (1753); Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1001 B; Clarke, Cyperac. t. 2 (1909).

Ref.—F. B. I. vi, 588; Roxb., F. I., i, 180; B. P., ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; কুমায়ুন ও সিকিম।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নির্ব্বিষা।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লোমযুক্ত, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পদণ্ড এক একটি হয়, কখন বা ২।৩টি জন্মে ও মধ্যস্থলেরটী ¼-⅙ ইঞ্চি, পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ লম্বা ডিম্বাকৃতি, ফিকে লাল ও ধুসরবর্ণ; স্ত্রীকেশর ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই গাছও দেখিতে মুথার ন্যায়। ফুল হয় বর্ষা ও শরৎ কালে, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ব্বিষা সর্প বিষের প্রতিষেধক বলিয়া সংস্কৃত লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Rheede, বলেন K. triceps & K. manocephalaর গুণ সমান, প্রথমোক্তটিকে পোর্টুগীজেরা "ককুইনা" বলিত। মালাবার দেশে ইহার শিকড় জ্বরে পিপাসা নিবারণের জন্য ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন যে কাশ্মীর দেশে ইহা Zedoaryর তুল্য বলিয়া ব্যবহার হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার হয়। ইহার গন্ধ ও অপরাপর গুণ C. rotundus (মুথা)এর তুল্য। (Fig. 634.)

Genus—JUNCELLUS Kunth.

635. J. inundatus Clarke (পাতি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1009 (1918).

Ref.—F. B. I., vi, 595; Roxb., F. I., i, 201; B. P., ii, 1138; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—আদ্রভূমিতে, ধান্যক্ষেত্রে ও সুন্দরবনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পাতি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীতকালে মরিয়া যায় আবার বর্ষা আসিলে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মুথা ঘাসের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম লোমযুক্ত সোজা; ইহার প্রশাখা ৮-৬ ইঞ্চি। ফল একটু লম্বা, চেপ্টা ও মসৃণ। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল জ্বরনাশক ও উত্তেজক (Irvine), (Fig. 635.)

Genus—CYPERUS Linn.

636. C. scariosus R. Br. (নাগরমুথা)

Fig.—Clarke, Ill. Cyperac. t. 16 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1010 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3 ; Fig. 22 (1884)

Ref.—F. B. I., vi, 612 ; Roxb., F. I., i, 198 ; B. P. ii, 1144 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সুন্দরবন, পেগু, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বৰ্দ্ধমান জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগরমুথা ; সং. নাগরমুস্তক ; তা. মুথাকচ ; তে. টুঙ্গো-গাদ্ধালা-বিম।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় ও মূল। মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নরম ঘাস, ৬-২ ইঞ্চি, ইহার কাণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত। কমল কাণ্ড ১৬-৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয় ; উপরিভাগ নরম। পত্র সবগুলি সমান হয় না। পুষ্পদণ্ড সরু ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন বা ½ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ইহার মূল শক্ত এবং ঈষৎ লালবর্ণ এবং গন্ধ শ্বেত বচের মত। এই মুথা জলে জন্মে, কখন দেশের পুকুর ও ঝিলে জন্মে। মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে "লাবালা" বলে ; ইহা ইংরাজী Rush নামের তুল্য। আদ্র জমিতেও ইহা বেশ জন্মে। মূল অঙ্গুলিবৎ, ইহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ মুথার তুল্য। পারস্য দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মুথা অপেক্ষা অল্পগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নাগরমুথা গোলঞ্চ, আদা ও হরিতকী প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া, ৫ ভাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটি ভাগের ক্বাথ মধু ও পিপুলের সহিত পান করিলে জ্বর আরাম হয়।

নাগরমুথা, মোচারস (শিমুল আঠা), লোধ্র, ধাইফুল (Woodfordia floribunda), অপক্ক বেল এবং ইন্দ্রযব (কুরচিবীজ) এইগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও মাতগুড়ের সহিত ৬ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

মুথার মূল পেটের দোষ নিবারক এবং ইহা কেশ ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। মুথা ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর। ইহার মূল উগ্র এবং ধারক, ইহা অতিসার রোগে প্রয়োগ হয় এবং ক্বাথ উপদংশ এবং গণোরিয়া রোগ নিবারক (Watt, Dict. Econ. Prod. Ind. III Pt. ii, 687)। (Fig. 636.)

637. C. rotundus Linn. (মুথা)

Fig.—Rumph, Herb. Amboin. vi, t. 1 ; Fig. 1,1750 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 2, Fig. 16 (1886) ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1011.

Ref.—F. B. I., vi, 614 ; Roxb., F. I., i, 197 ; B. P., ii, 1145 ; Dymock, iii, 552 ; Watt, ii, Pt. ii. 686 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে ; বাঙ্গলা দেশে উচ্চ জমিতে এবং পতিত স্থানে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুথা ; সং. মুস্তক ; তা. কোরাই ; তে. তুঙ্গমুস্তি ; মালাবার বিম্বল ; Eng. Nutgrass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল। মাত্রা মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; ক্বাথ, ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, সচরাচর বালুকাময় জমিতে জন্মে। মূলের উপরিভাগ সরু, ½-১ ইঞ্চি মোটা, কৃষ্ণবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মূলে সরু সরু শিকড় আছে। মূলদেশ হইতে মুকুল বাহির হইয়া নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে। পত্র লম্বা, পুষ্পদণ্ড গাছের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়, ফুলের মস্তকে ১০-২০টী শাখাপ্রশাখা হয়, উহা দেখিতে ফিকে অথবা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও অতিশয় নরম। পুংকেশর ৩টী, স্ত্রীকেশর লম্বা ও সরু। ফল লম্বাকৃতি। ফুল ও ফল বৎসরের প্রায় সকল সময়েই হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুথা মূত্রকর, ঘর্ম্মকর, ধারক, উগ্র পেটবেদনা-নিবারক ও জ্বর-নাশক। টাট্‌কা মুথা বাটিয়া বক্ষে প্রলেপ দিলে প্রসূতির দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। আরব ও পারস্য দেশীয় বৈদ্যদের মতে ইহা মূত্রকর, ঋতুকর ও ঘর্ম্মকর। জ্বর ও অজীর্ণ রোগে মুথা অতিশয় হিতকর। মুথা ১ আউন্স সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়। বিছা ও বোল্‌তা কামড়াইলে দষ্টস্থানে মুথার রস দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। মুথা শোথনাশক বলিয়া কথিত আছে।

বালা ও মুথার ক্বাথ অতিসার রোগে হিতকর। মুথাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে কফ ও পিত্তজ কাস আরাম হয় (চরক)।

বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত্ত মুথা অথবা মুথাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজনিত বমন আরাম হয় (চরক)।

মৌস্তং কষায়মেকং বা পেয়ং মধুসমাযুতম্। (সুশ্রুত)

২০টী মুথা, দেড়পোয়া জল, ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া ইহাদের ক্বাথ, দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে পান করিলে আমাশয় ও তজ্জনিত পেটবেদনা আরাম হয়। মুথার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে পক্কাতিসার আরাম হয় (সুশ্রুত)।

মুথা গব্যঘৃত যোগে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অস্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত একেবারে আরাম হয়। (চক্রদত্ত)

উত্তর দিকস্থ মুথার মূল তুলিয়া সবর্ণবৎস্যা গরুর (যে গরু বাছুর সমান বর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপস্মার আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বৈদ্যশাস্ত্রে মুথা ৪ প্রকার, যথা নাগর মুস্তক, কৈবর্ত্ত মুস্তক, ভদ্র মুস্তক ও সাধারণ মুস্তক। ভদ্র মুস্তক মুস্তকেরই অপর নাম। কৈবর্ত্ত মুস্তক জলে জন্মে, নাগর মুস্তক অপেক্ষা ইহার কাণ্ড লম্বা ও ত্রিকোণবিশিষ্ট।

মুথা, রক্তচন্দন, উষীর শিকড় (Andropogon muricatus); পর্পট (Oldenlandia herbacea), বালা (Pavonia odorata) শুঁট প্রত্যেক ১ ড্রাম পরিমাণ, জল দুই সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ ১ সের এই ক্বাথ পান করিলে জ্বরে পিপাসা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ষড়ঙ্গ-পানীয় বলে।

মুস্তক-পর্পটোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শতশীরং জলং দদ্যাৎ পিপাসা-জ্বর-শান্তয়ে॥ (Fig. 637.)

Genus—SCIRPUS

638. S. grossus Linn. (কেসুর)

Fig.—C. B. Clerke, Illus. Cyper. t. 49; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1013.

Ref.—F. B. I., vi, 660; Roxb., F. I., i, 231; B. P., ii, 1160; Prain, H. H., 306.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া বর্দ্ধমান জেলার জলাভূমিতে ও মাঠের পুকুরের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেসুর; সং. কসেরু; তে. গুণ্ডা-তিঙ্গা; মালাবার—কশর।

ব্যবহার্য্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলীয় অথবা নিম্নভূমি জাত ওষধি। মূলদেশ মোটা, সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড়ে আচ্ছাদিত; কাণ্ড ৬-১৬ ইঞ্চি, অঙ্গুলিবৎ মোটা; পত্র অতি অল্প হয়। ইহার পত্র মুথার ন্যায়। পুষ্পমঞ্জরী বড়, ৩ ফুট লম্বা, ½-⅙ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফল ১/১৬ ইঞ্চি গাঢ় ধূসরবর্ণ, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। কেসুর ২ প্রকার, একটীর মূল বড় ও মোটা, আর একটির মুথার ন্যায় ছোট। বড় কেসুরেরই গুণ অধিক। ছোট কেসুরের লাটিন নাম S. Grossus, Var. Kysoor Clarke।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কেসুর ধারক, উদারাময় ও বমন রোগে হিতকর (Dymock)। ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে। কেসুর পেষণ করিয়া গব্যঘৃত যোগে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

কেসুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া বৃষ্টির জলে সিক্ত করিয়া চক্ষে দিলে রক্তাভিষ্যন্দ আরাম হয় (সুশ্রুত)। (Fig. 638.)

CXIX. GRAMINEAE

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. A. squarrosus Linn. (বেনা, খসখস)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat. t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015B. (ইহার আধুনিক নাম Vitiveria zizamoides Nash).

Ref.—F. B. I., vii, 186 ; Roxb., F. I., i, 265 ; B. P. ii, 1204 ; Prain, H. H., 317.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, উত্তর ব্রহ্ম এবং বঙ্গদেশের বালুকাময় নদীর ধারে ও নিম্ন স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেনাঘাস, খসখস ; সং. উশীর, বীরণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড় এবং সমগ্র ঘাস। ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ২-৫ ফুট, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, শীকড় দেখিতে হংসের পালকের মত। পত্র ১-২ ফুট, সরু, অগ্রভাগ লম্বা। পত্র ধূসরবর্ণ, সবুজ ও পীতবর্ণ ⅙-⅛ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার শীকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলাইয়া রাখে ও ইহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়। বর্ষাকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস শান্তিকর ও পিপাসা নিবারক। ইহা হইতে অনেক স্নিগ্ধকর ঔষধ প্রস্তুত হয়।

খসখসের শীকড় বাটিয়া গায়ে লাগাইলে শরীরের জ্বালা নিবারিত হয় ও উত্তাপ দূর হয়।

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন কাষ্ঠ ও পদ্মকাণ্ড পেষণ করিয়া এক বালতি জলে মিশাইয়া স্নান করিলে শরীরের শান্তি হয় (W. C. Dutt.)।

বেনার শীকড়ের পিষ্টরস জ্বরনাশক এবং ইহার গুঁড়া পিত্তবিকৃতিতে অতি হিতকর ঔষধ। বেনা উত্তেজক, ঘর্ম্মকর ও উদরাময় নাশক। বেনার Otto জ্বর নাশক ও বলকারক, ইহার শীকড় জলের সহিত বাটিয়া শরীরে মর্দ্দন করিলে শরীরের শান্তি হয় ও অবসাদ দূর হয়।

খসখস আক্ষেপনিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, ধাতুকর, মাত্রা শিকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ।

খসখসের Otto দুই মিনিম মাত্রায় সেবন করিলে কলেরার বমন নিবারণ করে।

বেনার শীকড় সিগারেটের ন্যায় খাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Watt), উশীর এবং শ্বেতচন্দন সমভাগে তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া শর্করা সহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। ছোলা ভিজান জলে বেনামূল ও ধনে একরাত্রি ভিজাইয়া প্রাতে পান করিলে বমন নিবারণ হয় (চরক)। (Fig. 639.)

640. A. nardus Linn. (গন্ধবেনা)

Fig.—Royle, Ill. t. 97 ; Bentl. & Trim. Med. Pl., iv, t. 297 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 1017.

Ref.—F. B. I., vii, 206 ; Roxb., F. I., i. 274 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Nardus Rendle.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সমতল ভূমি এবং পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে সাধারণতঃ জন্মে ; সিঙ্গাপুর ও সিংহলে Citronella তৈলের জন্য বহু পরিমাণে চাষ হয়। বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবেনা ; হি. সুগন্ধারস ; সং. রোহিণ ; তামিল সাকনারু-পিল্লু ; মা. রোহিষ-গাবাত। Eng. Lemon Grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার সৌগন্ধযুক্ত পত্রের জন্য বঙ্গদেশের বাগানে চাষ করে। আসল গন্ধবেনার মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও সরু ; পুষ্পদণ্ড ৪-৫ জোড়া হয়। এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোহর। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সুরাদা এবং গন্ধতৃণ, ইহার মূল ও পত্রে গোলাপের ন্যায় গন্ধ আছে, কোন কোন স্থানে ইহাকে গুলাব কাঁড়া বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গন্ধবেনা সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক এবং পিত্ত দমনকারক ও শ্লেষ্মাজনিত রোগে হিতকর। General Martin টিপু সুলতানের রাজত্ব কালে এই গাছ ভারতে আনয়ন করেন, সর্ব্ব প্রথমে লক্ষ্মৌ নগরে ইহার চাষ হয় তৎপরে Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ করেন। Dr. Ainslie ইহাকে ginger grass বলেন। এই ঘাসের পিষ্টরস উদরাময়ের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

খান্দেশ দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে। এই ঘাস ভারতের খান্দেশ নামক স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয় ; তদ্দেশীয় লোকেরা এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে, এই তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয়। ৩৭৩ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১৫/১৬ পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাদাম, তার্পিন ও মসিনার তৈল ভেজাল দিয়া থাকে। কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ ফুল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া গোলাপী আতর বলিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। (Fig. 640.)

641. A. schoenanthus Linn. (অগ্যঘাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015A ; Duthie, Ill. Fodd. Grasses t. 26 (1886) ; Wall., Pl. Asiat. Rar., iii, 280 (1832).

Ref.—F. B. I., vii. 204 ; Roxb. F. I., i, 277 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Martini Wats.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্য ভারত, যুক্ত প্রদেশ, ছোট নাগপুর, বেহার, মৈমনসিংহ, পশ্চিম ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অগ্যঘাস, রুসাঘাস ; হি. রাসঘাস ; সং. দীর্ঘরোহিষক ; পাঞ্জাব রান্সুস।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই ঘাস ৩-৬ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল জোড়া জোড়া জন্মে। Mr. R. S. Pearson লিখিত Rosa ঘাস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা কি কি কাজে ব্যবহার হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For. Records, v. pt. 3)। এই জাতীয় ঘাসকে মতিয়া ও সোফিয়া বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের তৈল ইন্দ্রলুপ্ত রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এই তৈল অজীর্ণ ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Stewart)।

এই ঘাসের ক্বাথ জ্বর নাশক ও সর্দ্দিতে হিতকর ; ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ (Watt)। (Fig. 641.)

642. A. Iwarancusa Jons. (করাঙ্কুশ)

Fig.—Duthei, Ill. Fodd. Grasses, t. 23 (1886) ; Hook, Ic. Pl., xix, t. 1871 (1889) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1016.

Ref.—F. B. I., vii, 203 ; Roxb. F. I. i, 275 ; B. P. ii, 1202. ইহার আধুনিক নাম Cymbopogon Iwarancusa Schult.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুত, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং রাজপুতনার শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. করাঙ্কুশ ; সং. লাহজ্জক, কতৃণ ; হি. রোহিষ তৃণ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিম্নদিকে লোমযুক্ত, পত্র মসৃণ, পত্রের বিস্তার সরু, পুষ্পদণ্ড সরল, সরু এবং আয়তাকার, কাণ্ডাচ্ছাদিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা রক্ত পরিষ্কার করণার্থে ব্যবহার হয়। এই তৃণ সর্দ্দি, পুরাতন বাত ও কলেরা রোগ নাশক। ইহা বালকদের অজীর্ণ রোগে একটি উত্তেজক ঔষধ। গেঁটেবাত, বাত ও জ্বর রোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell)।

আরব দেশীয় বৈদ্যেরা ইহাকে ধাতুকর, মূত্রকর ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটিয়া উদরে লেপন করিলে পেটের ফুলা কমিয়া যায়। বাতরোগে ইহা বিরেচক ঔষধ রূপে প্রয়োগ হয়। (Fig. 642.)

643. A. citratus Dc. (গন্ধতৃণ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 72 ; Wall., Pl. As. Rar. iii, t. 280; Rumph., Herb. Amb., v, t. 72 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1018.

Ref.—F. B. I., vii, 210 ; B. P. ii, 1203 ; Kew. Bull., P. 357, 1906.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, ইহা সাধারণতঃ সিংহল দ্বীপে তৈলের জন্য চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধতৃণ ; সং. ভূস্তৃণ ; হি. হিরবাচা ; তে. নিম্মাগন্ধি। Eng. Lemon grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও তৈল।

বর্ণনা—এই ঘাসের স্বাধীন সত্বা অতিশয় সন্দেহজনক, ইহাকে A. Nardus কিংবা A. Schoenanthus, বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর অধিক দেওয়া হইল না। এই তৃণ ৫-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ও ¾ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুলের বোঁটা ছোট, পুষ্পদণ্ড সরু একদিকে অবনত। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, থোপা জোড়া হয়। পুংকেশর ৩টি। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের volatile oil ভারতীয় ফারমেকোপিয়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা ও আক্ষেপ নিবারক ও ঘর্ম্মকর। পাকাশয়িক যন্ত্রনায় ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। কলেরা রোগে ইহা যে শুদ্ধ বমন নিবারণ করে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা পাকস্থলীকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে। এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয়। ইহার তৈল খাওয়াইলে বাত আরাম হয়, ইহা উত্তেজক ও ঘর্ম্মকর। দেশীয় বৈদ্যগণ ইহাকে কলেরা রোগের মহৌষধ বলিয়া প্রশংসা করেন। ইহা কলেরার বমন নিবারণ করিয়া শরীরের অবসাদ দূর করে ও বল সঞ্চার করাইয়া দেয়। Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ রস ১ পাইন্ট গরম জলে দিয়া পান করিলে কলেরার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। Typhoid জ্বরে দুর্ব্বল রোগীর ঘর্ম্ম উৎপাদন করিতে ও জ্বর কমাইবার পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Ross আরও বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ শোথ রোগীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ (Pharm. Ind. 255)। (Fig. 643.)

644. A. sorghum Brot. (জুয়ার)

Fig.—Gaertn. Fruct. ii, 9, t. 80.

Ref.—F. B. I., vii, 183 ; B. P., ii, 1204 ; Roxb, F. I., i. 269 ; Dymock, iii, 618.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয়; পূর্ব্ববঙ্গে অনেক জমিতে চাষ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. জুয়ার ; সং. যবনাল। Indian Millet.

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্, লম্বা এবং সাধারণতঃ খুব বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। পাতা পাতলা ও চেপ্টা ; ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু ; পাতার মধ্যবর্ত্তী শিরা খুব সরল। পুষ্পগুচ্ছ বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত ; ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। পুংকেশর ৩টী। একটী পুষ্পদণ্ডে অনেক শস্যদানা জন্মে। ইহার প্রায় ৩৭টী জাতি ও ১২টী উপজাতি আছে। ইহা একটী গরু, মহিষ, অশ্বজাতীয় পশুখাদ্য। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জুয়ার হইতে দেশী মদ্য প্রস্তুত হয়। (Fig. 644.)

Genus—BAMBUSA Schreb.

645. B. arundinacea Retz. (বাঁশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 16 ; Roxb., Cor. Pl., i, 56, t. 79 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl. t. 1024.

Ref.—F. B. I., vii, 395 ; Roxb., F. I., ii, 191 ; B. P., ii, 1233 ; Prain, H H., 323.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চাষ হয় ; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেউড় বাঁশ ; সং. বংশ, কীচক ; তে. মূলকাশ ; তা. মঙ্গিল ; কন্নন-বিদ্দিঙ্গুলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, শিকড়, বংশলোচন।

বর্ণনা—৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। সাধারণতঃ বাঁশ ১২-১৮ ইঞ্চি মোটা ও গায়ে কুলচীদ্বারা আবৃত, কুলুচীতে শক্ত লোম আছে। পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার।

ইহার ফুল লম্বা পুষ্পদণ্ডে জন্মে, পুষ্পদণ্ডের বহু শাখাপ্রশাখা আছে। কয়েক জাতীয় বাঁশ আছে; যথা, B. spinosa Roxb. (বেউড় বাঁশ); B. Tulda Roxb. (তলদা বাঁশ); B. Balcooa Roxb. (ভাল্‌কো বাঁশ); B. Vulgaris Schr. প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ ও আসামে বহু প্রকার বাঁশ আছে। বাঁশের ফলকে "বেসফল" বলে, ইহা দেখিতে ছোলার মত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাঁশপাতা ঋতুকারক। পাকা বাঁশের চটাদ্বারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া থাকে। বাঁশ উত্তেজক ও রসায়ন; কচি বাঁশপাতা লবণ ও গোলমরিচ সহ পেষণ করিয়া খাইলে উদরাময় আরাম হয় (Thornton)। কচি বাঁশপাতা বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। বাঁশপাতার কুঁড়ি সেবন করিলে ঋতু আনয়ন করে ও প্রসবাস্তিক স্রাব নির্গত করিয়া দেয়। বাঁশপাতা কুষ্ঠ জ্বরে হিতকর। বাঁশপাতা পক্ষাঘাত ও পেটফাঁপা নিবারণ করে। বাঁশের মধ্যে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ খড়ির মত পদার্থ দেখিতে পওয়া যায়, উহাকে বংশলোচন বলে, এই বংশলোচন অনেক কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার হয়। বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, দারুচিনি ১ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ এইগুলি একত্র ও চূর্ণ করিয়া পিতোপদাদি চূর্ণ প্রস্তত হয়। ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়কাশ, বক্ষবেদনা, ক্ষুধানাশ, হস্ত পদের জ্বালা আরাম হয়। শ্রীবংশ হইতে বংশলোচন পাওয়া যায়; কাঠপিপড়া কিংবা পোকায় বাঁশের গায়ের গর্ত্ত করিলে উহার ভিতরে বংশলোচন জন্মে, কখন কখন বাঁশের গায়ে ছিদ্র করিয়া দিলে কৃত্তিম বংশলোচন উৎপন্ন হয়। যাবা ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকার বাঁশ আছে—তথা হইতে বংশলোচন ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। অঙ্কোট (Alangium Lamarakii) ও বংশমূল গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে কুক্কুর-বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 645.)

Genus—DENDROCALAMUS Nees.

646. D. strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)

Fig.—Brandis, For. Fl., 569. t. 70; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref.—F. B. I., vii, 404; Roxb., F. I., ii, 193; B. P., ii, 1234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—বা. কারাইল বাঁশ; হি. বাঁশ; তে. কাম্বা; বম্বে—উধা; বর্ম্মা—মাইনওয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র ও ভিতরের নরম অংশ।

বর্ণনা—এই বাঁশ দেখিতে অতিশয় সুন্দর ; স্থিতিস্থাপক, প্রায় নিরেট, গাছ ২০-১০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস প্রায় ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে সবুজবর্ণ, একটু পুরাতন হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গাঁইটের নিকটবর্ত্তী ভিতরের নরম অংশ স্নিগ্ধকর ও জ্বরনাশক। গাভীর প্রসববেদনা হইলে ইহার পাতা শীঘ্র প্রসবের জন্য খাওয়াইয়া থাকে (Dr. Emerson)। (Fig. 646.)

Genus—CYNODON Rich.

647. C. dactylon Pers. (দূর্ব্বা)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 25, t. 10, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1020 ; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 47.

Ref.—F. B. I., vii, 288 ; Roxb., F. I., ii, 289 ; B. P., ii, 1227 ; Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে, বাটীর কিনারায় ও পতিত শুষ্ক জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, খেলিবার জমির বাহারের জন্য রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. স. দূর্ব্বা; হি. হারিয়ালি; তা. দোবিঘাস; তে. খেরিচা Eng. Conch grass.

ব্যবহার্য্য অংশ—সমগ্র ঘাস। মাত্রা, স্বরস, ১-২ তোলা; কল্ক বা চূর্ণ ২-৪ আনা; ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—দূর্ব্বাঘাস লতার মত জন্মে, ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৩/৪-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/১০-১/৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, সরু ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে রং-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি নরম ১/১২-১/১০ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১/১৪ ইঞ্চি লম্বা। বৎসরের সকল সময়ই ফুল ও ফল হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে দূর্ব্বাঘাসে এক জয়াবতী অপ্সরা বাস করে। ঋগ্বেদের সময় হইতে হিন্দুরা ঘরবাড়ী নির্ম্মাণকালীন উহার চারি কোণে দূর্ব্বাঘাস বসাইয়া থাকে।

দূর্ব্বাঘাসকে দূর্ব্বাষ্টক বলে ইহা বিষ্ণু ও গণেশের নিকট অতি পবিত্র। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতের দিন (ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি) পুরুষ তাহার ডাইন হস্তে এবং স্ত্রীলোকে বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে বরের দক্ষিণ হস্তে এবং কন্যার বাম হস্তে দূর্ব্বাঘাস শুভ চিহ্নস্বরূপ বাঁধিয়া থাকে। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী পুস্তকের তৃতীয় স্কন্ধে উর্ব্বশী কেশে দূর্ব্বাঘাস বাঁধিয়া পুরুরবাকে ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছিল। কথিত আছে স্বামী যদি

স্ত্রীর গর্ভের ৩য় মাসে তাহার দক্ষিণ নাসিকায় দূর্ব্বারস প্রদান করে তবে পুত্রসন্তান হয়। পশ্চিম ভারতে এখনও এই পদ্ধতি বিদ্যমান আছে (Dymock)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে দূর্ব্বারস ধারক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে রসের নস্য লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কোন স্থান কাটিয়া যাইলে দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিয়া বাঁধিয়া দিলে ও রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় (W. C. Dutt)।

ইহার ক্বাথ রক্ত-আমাশয় ও অতিরজ-রোগে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ (Dymock)। দূর্ব্বার রস বমন-নিবারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর (Sakharam Arjun)। দূর্ব্বা মূত্রকর, শোথ, সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ, পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Dr. Thornton)।

সবুজ দূর্ব্বারস শ্লেষ্মাযুক্ত চক্ষু-উঠা রোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পাঁচড়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। দূর্ব্বার শিকড়ের ক্বাথ মহীশূর দেশে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয় (Dr. North)। দূর্ব্বার পিষ্ট রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে অর্শের রক্তপাত নিবারণ করে (Dr. R. C. Dutta)। ইহার শিকড় পেষণ করিয়া ছানার সহিত খাইলে পুরাতন মধুমেহ আরাম হয় (Watt.)।

রক্তপিত্ত রোগী দূর্ব্বাপত্র চূর্ণ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)। দূর্ব্বারস ¼ তোলার সহিত তিল তৈল পাক করিয়া গায়ে মর্দ্দন করিলে পাঁচড়া চুলকান প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

দূর্ব্বাঘাস তণ্ডুল চূর্ণের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে যে স্ত্রীলোকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু হয় নাই তাহার ঋতু আগমন করে এবং যে স্ত্রীলোকের রজ রোধ হইয়াছে তাহার পুনরায় সরল ভাবে রজঃস্রাব হয় (চক্রদত্ত)।

শ্বেত দূর্ব্বার মূল ৮ তোলা ২ সের জলে ক্বাথ করিয়া ¼ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্ররোধ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 647.)

Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

Fig.—Lamark., Ill. t. 749 ; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 296.

Ref.—F. B. I., vii, 102 ; Roxb. F. I., iii, 568 ; B. P. 1209.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুট্টা, জোনার ; হি. মাকাই ; তা. মক্কা-সোলম্ ; মারহাট্টা বোন্দা।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ এখনও বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহা মক্কা হইতে ভারতে আনা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মক্কা বলে। চীন দেশীয় পুস্তকে দেখা যায় যে এই গাছ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীন দেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Sorghum Vulgare এর তুল্য গুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইক্ষু গাছের তুল্য। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বর্ষা ও শীতকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক ও পুষ্টিকর, ক্ষয়কাশ ও উদরাময়ে উপযুক্ত পথ্য। ইউরোপে দুর্ব্বল রোগীদিগকে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহার শস্যের ক্বাথ গ্রীসদেশে মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহার করে। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 648.)

Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. E. cynosuroides Beauv. (কুশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57 ; Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref.—F. B. I., vii, 324 ; Roxb. F. I., i, 233 ; B. P. ii, 1223 ; Prain, H. H. 321.

জন্মস্থান—ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে ; বঙ্গদেশের শুষ্ক তৃণময় স্থানে ও নদীর ধারে জন্মে, কখন কখন গ্রামের জঙ্গলের কিনারায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কুশ ; হি. ডব, কুশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয়। ইহার পত্র কেশে অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও একটু মোটা, পুষ্পদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা খাড়া ও সরু। পুংকেশর ৩টী, বীজ ⅛ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা, কুশের পাতার অগ্রভাগ সূচাল বলিয়া ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম সূক্ষ্মাগ্র। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তুলসী ও দর্ভের ন্যায় ইহা হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার হয়। কুশ রক্ত আমাশয় ও যাবতীয় স্ত্রীরজঃ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 649.)

Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. E. coracana Gaertn. (মার্ণা, মেরুয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 78 ; Duthie, Fodd, Grass, India, 57, t. 69 ; Kirtikar & Basu, Indian, Med. Pl., t. 1021.

Ref.—Dymock, iii, 620 ; F. B. I., vii, 294 ; Roxb. F. I., i, 342 ; B. P. ii. 1229 ; Prain, H. H, 322.

জন্মস্থান—ভারতের নিম্ন ভূমিতে ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মার্ণা, মেরুয়া ; হি. মণ্ডুয়া, মাকরী ; তামিল রাগি ; তে. তামিডালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—মাঝারী বর্ষজীবী ঘাস, ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড কতকটা চেপ্টা ও মসৃণ, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে লাগিয়া থাকে যেমন ইক্ষু ও অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদে হইয়া থাকে। গাছের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ড হয় যেমন ধানের শীষ হয়। শস্য গোলাকার, প্রায় সরিষার মত, গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও কোঁকড়ান। বর্ষার পরে ফুল হয় ও ইহার দানা শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা পশ্চিম ভারতের দরিদ্র লোকে খাইয়া থাকে। শস্য দুর্ব্বল বালকদিগকে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। ইহা একটী বেশ শিশুখাদ্য। ইহার ময়দার মত গুঁড়া হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে ইহার বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ইহা ধারক বলিয়া কথিত আছে (Baden Powell)। Fig. 650.

Genus—IMPERATA Cyrill.

651. I. arundinacea Cyrill. (উলু)

Fig.—Hort. Gram.. Austr. iv. t. 40.

Ref.—F. B. I. vii, 106 ; Roxb., F. I. i, 234 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 307.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ; পৃথিবীর অপরাপর উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. উলু ; সং. দর্ভ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গোড়া লতানে, কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, নিরেট। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখা ৮-১২ ইঞ্চি, পত্র অতিশয় দীর্ঘ, ইহার পত্রদ্বারা গরীবলোকে ঘর ছাইয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রকর ও শান্তিকর এবং গণোরিয়া রোগে অতিশয় হিতকর। (Fig. 651.)

Genus—ORYZA Linn.

652. O. sativa Linn. (ধান)

Fig.—Duthie Fodder Grasses t. B. ; Bentl. & Trim., iv, t. 291 ; Proc. Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896. Bose, Man. of Ind. Bot. 10, 12, 302.

Ref.—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P., ii, 1184 ; Watt, v, Pt. ii, 502 ; Prain, H. H., 312.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধান্য।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা ঘাসের পাতার ন্যায়-পাতলা, সরু ও চেপ্টা; কাণ্ড ২-১০ ফুট উচ্চ। ১-২ ফুট লম্বা ও ⅛-½ ইঞ্চি চওড়া। শীষ হরিদ্রা অথবা রক্তাভ বর্ণের, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৬টী। গর্ভদণ্ড ২টী, ছোট। গর্ভমুণ্ড পুষ্পের আবরণ হইতে বাহির হইয়া থাকে। বীজ সরু ও চেপ্টা। ধান সাধারণতঃ বর্ষাকালে চাষ হয় ও আশ্বিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া থাকে। আউস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে এবং বোরো ধান শীতকালে চাষ হয় ও চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে। ধানের খড় পশুখাদ্য। একজাতীয় ধান আছে উহার চাষ হয় না, আপনি জলা জমিতে জন্মে; উহার লাটিন নাম Var. fatua. বন্য ধান মণিপুরের জলায় ও অন্যান্য স্থানে হয়। মৎসজীবি ও দরিদ্র লোকেরা ভাল ধানের অভাবে বন্য ধানের চাউল খাইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঋগ্বেদে ধান্যের বর্ণনা নাই, তবে আয়ুর্ব্বেদে ইহা যব ও মাষকলায়ের সহিত বর্ণনা দেখা যায়। ভারতে ধান্যের চাষ চীন দেশ ও বর্ম্মার পর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ধান, যব ও গমের উল্লেখ করিয়াছেন। ধান্য ও যব হইতে যবাগু, খই, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পক্ষে হিতকর।

চাউল জলে ভিজাইয়া তণ্ডুলাম্বু প্রস্তুত হয়; উহা অনেক ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহার হয়।

চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী Sir. George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

দধির সহিত চিড়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

সিদ্ধ চাউল গরম অবস্থায় বেশ পুলটিসের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; ইহা মসিনা কিংবা ভূষির পুলটিসের স্থানীয়। (Fig. 652.)

Genus—PASPALUM Linn.

653. P. scrobiculatum Linn. (কোদো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2, t. 27.

Ref.—F. B. I., vii, 10 ; Roxb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P., ii, 1182 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কোদো ; সং. কোদ্রব ; তে. অরুগু ; তা. গোরাকন্দ্রু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, চাষ হয় ; কাণ্ড সোজা ১-৬ ফুট উচ্চ ; কচিৎ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পাতা লম্বা, পাতলা ও চেপ্টা, ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ⅛-½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শীষ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, শীষের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পুষ্পগুচ্ছ ১-৩ ইঞ্চি লম্বা পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ২টী, মুক্ত। গর্ভমুণ্ড লোমযুক্ত, পুষ্প হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া থাকে। বীজ লম্বা এবং চেপ্টা, পুষ্পাবরণের দ্বারা আবৃত থাকে। কোদো অক্টোবর মাসে পাকিয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে কোদো অতি বিষাক্ত খাদ্য। ফুলের পর ফুলের শীষ জলে ভিজিয়া যাইলে বা পচিয়া যাইলে কোদোর ফুলের শীষে ও পাতার ডাঁটায় Hydro cyanic acid তৈয়ারী হয়। এই সমস্ত কোদো ঘাস খাইলে ঘোড়া, মহিষ, গরু মরিয়া যায়। Andropogon halepensis জাতীয় ঘাস ফুলের সময় মহিষে খাইয়া—সেনা বিভাগের প্রায় ৩ শত মহিষ পূর্ণিয়ায় মারা পড়ে; ঐ ঘাসেও—বর্ষার সময় Hydro cyanic acid পাওয়া যায়। ১৭৭৯-৮০ খৃঃ একজন পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘোড়ার পক্ষেও ইহা অনিষ্টকর, ইহার মাদকতা শক্তি আছে। অনেকে বলেন যে কোদো দুই জাতীয় আছে, একটি শ্বেতবর্ণ, অপরটী গৌরবর্ণ, শেষোক্তটী বিষাক্ত। (Fig. 653.)

Genus—PANICUM Linn.

654. P. miliaceum Linn. (চীনা)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ., t. 82; Hort. Gram. Aust., ii, 16, t. 20.

Ref.—F. B. I., vii, 45 ; Roxb., F. I., i, 310 ; B. P., ii, 1179 ; Dymock, iii, 619 ; Prain, H. H. 309.

জন্মস্থান—ত্রিহুট ও বেহার প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. চীনা ; তা. বারাঙ্গু ; তে. বোরগ্লো।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড শক্ত, ২-৪ ফুট উচ্চ, গাছের গোড়া অঙ্গুলিবৎ মোটা, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শীষ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, শাখা

সবুজবর্ণ ও খাড়া। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টী, গর্ভদণ্ড খুব ছোট। ফল প্রায় গোলাকৃতি, সাদা। চীনার গাছ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইহার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা মোটা, স্বাদে সামান্য তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘোটকের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য (ভাবপ্রকাশ)। চীনার তণ্ডুল খাইলে রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনম্ রক্তপিত্তনাম্। (চক্রদত্ত)।

শূলরোগে কাউনের পায়স চিনি সহ খাইলে শূল আরাম হয়। (Fig. 654.)

655. P. frumentaceum Roxb. (শ্যামা)

Fig.—Trin. Sp. Gram. Ic., t. 164.

Ref.—F. B. I., vii, 31; Roxb., F. I., i, 304; Dymock, iii, 619; B. P., ii, 1177.

জন্মস্থান—উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্যামা; তে. সামলু।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—শক্ত ও সোজা তৃণবিশেষ, কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা ৬-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ¼-১ ইঞ্চি চওড়া, কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মোটা, ৪-৮ ইঞ্চি, অবনত। শীষের বোঁটা ক্ষুদ্র, উপরের শীষের প্রশাখাগুলি ক্ষুদ্র। পুষ্পগুচ্ছ ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, শুঁয়া শূন্য (unawned), পুংকেশর ৩টী। ফল ক্ষুদ্র, প্রায় ডিম্বাকৃতি, সাদা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য, দরিদ্রলোকে খাইয়া থাকে। (Fig. 655.)

Genus—SETARIA Beauv.

656. S. italica Beauv (কঙ্গু) The Italian millet.

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 79.

Ref.—F. B. I., vii, 78; B. P., ii, 1170; Roxb., F. I., i, 302; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—কোচবেহার ও উত্তর বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কঙ্গু, কঙ্গুনি, কাকনিদানা; সং. কঙ্গু; তা. তেল্লাই; তে. করালু।

ব্যবহার্য্য অংশ—মূল ও দানা। মাত্রা, মূল ½-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ, সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সরু, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ½-¾ ইঞ্চি চওড়া পুষ্পগুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা; বহু লোমযুক্ত এবং দেখিতে চোঙ্গার ন্যায়। পুংকেশর ৩টী। বীজ ডিম্বাকৃতি। ইহা ভারতের বহুস্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে একটী লঘুপাক খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কঙ্গু তৈল বিশেষ হিতকর। কঙ্গু তণ্ডুল অশ্বের পক্ষে অতি বলকর (ভাবপ্রকাশ)। চিনিযোগে কঙ্গুর পায়স অতি পুষ্টিকর। (Fig. 656.)

Genus—SACCHARUM Linn.

657. S. officinarum Linn. (ইক্ষু)

Fig.—Bentl. & Trim., iv, t. 298; Woodville, Med. Bot., t. 266; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1014B.

Ref.—F. B. I., vii, 118; Roxb. F. I., i, 237; B. P., ii, 1189.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশে চাষ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ইক্ষু, আক; তা. কারুম্ব্; তে. চেরুকু; কঙ্কন—থাবুব।

ব্যবহার্য্য অংশ—রস, চিনি ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। কাণ্ড ৬-১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাঁইটযুক্ত ও নিরেট। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেপ্টা; ৩-৪ ফুট লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি চওড়া; অগ্রভাগ সরু ও ঝুলিয়া থাকে। পুষ্পগুচ্ছ খুব বৃহৎ ও বহু শাখাপ্রশাখা-যুক্ত। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট। বর্ষায় ইক্ষুর ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন সংস্কৃত লেখকেরা ১২ রকম ইক্ষুর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কতকগুলি জুয়ার গাছের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইক্ষু শিকড় শান্তিকর ও মূত্রকর।

ইক্ষু, শর, কেশে, কুশ ও দূর্ব্বার শিকড়কে তৃণ পঞ্চমূল বলে, ইহা হইতে কুশাবলেহ প্রস্তুত হয়, এবং ধাতুজ ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়।

ইক্ষু গনোরিয়া ও অন্যান্য মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। গুড় হইতে এক প্রকার সিধু বা মদ্য প্রস্তুত হয়।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্॥ (ভাবপ্রকাশ)।

কুশাবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত তৃণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ৮০ তোলা, জল ৬৪ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, এইগুলি ছাঁকিয়া উহাতে ৪ সের চিনি দিয়া পানা প্রস্তুত কর। তৎপরে জষ্টিমধু, শশাবীজ, কাঁকুড় বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি, বরুণছাল, গোলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু (Aglaia Ruxburghii)বীজ, নাগ কেসর (Mesua ferrea) ফুল, প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর এবং উক্ত গুঁড়া পানার সহিত মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য হইবে উহাই কুশাবলেহ হইল। উক্ত অবলেহ ১-২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সান্নিপাতিক পীড়া শীঘ্র আরাম হইয়া যায়।

ইক্ষুরসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্ত পড়া আরাম হয় (চরক)।

ইক্ষু স্নিগ্ধকর, রসায়ন, কফনাশক ও মূত্রকর। কৃষ্ণবর্ণের ইক্ষু বলকারক, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

পিত্ত-দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের স্নিগ্ধকর।

ইক্ষু হইতে যে মিছরী হয় উহা কাশ, হিক্কা ও স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। (Fig. 657.)

658. S. Sara Roxb. (শর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46; Duthie, Ill. Fodder Grasses, t. xvi; Kirtikar Ind. Med. Pl., t. 1014A.

Ref.—F. B. I., vii, 119; Roxb., Fl. Indica i, 246 & 244; B. P., ii, 1189. আধুনিক নামকরণ অনুসারে S. munja Roxb. নাম হইয়াছে।

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গ দেশ, বেহার, ত্রিহুট।

বিভিন্ন নাম—বা. শর; সং. মুঞ্জ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সোজা; ১০-১২ ফুট উচ্চ। দ্বিতীয় বর্ষে শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ৩-৫ ফুট লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি চওড়া। পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পুষ্পগুচ্ছ ১-২ ফুট লম্বা ও কোমল লোমযুক্ত। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট; পুষ্প হইতে বাহির হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে। ইহার পাতা ব্রাহ্মণদের উপনয়নের সময় ব্যবহার হয়। বঙ্গদেশে কেহ কেহ বিক্রয়ের জন্য ইহার চাষ করে। ইহার ফুল কেশে ফুলের মত শ্বেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ড ঠিক কেশের

মত। শরের ন্যায় এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে "খড়ি" বলে। উহার ল্যাটিন নাম *S. fuscum* Roxb. (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। *S. arundinaceum* Retzকে বাঙ্গালায় "তেঙ্গ" বলে (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। (এই গাছ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচুর জন্মে)। শর জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে *S. spontaneum Linn.* বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম খাগড়া। ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহা হইতে খাগড়া কলম প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরের শিকড় পঞ্জাবে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে শর গাছের পোড়া ধোঁয়া অতি হিতকর (Stewart)। (Fig. 658.)

659. S. spontaneum Linn. (কেশে)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 139, Fig. 63.

Ref.—F. B. I., vii, 118 ; Roxb., F. I., i, 235 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 313.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সিংহলের ৬০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া।

বিভিন্ন নাম—বাং কেশে ; সং. কাশ।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়। মাত্রা ২-৮ আনা ; মূলের ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৫-২০ ফুট, সরল, শক্ত, লম্বা, পত্রের কিনারা সরু। ইহা সচরাচর পতিত জমিতে নদীর ধারে ও ধান জমির আইলে দেখা যায়। শরৎকালে শ্বেতবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেশে গাছ আছে সেই স্থানটী যেন শ্বেতবর্ণ সমুদ্র বিশেষ দেখা যায়। কেশে সরু ও সুচাল। শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে একটি। মাংস ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে কাশ মূল অতিশয় হিতকর। বেড়েলার মূল ত্বক ও কুশমূল সমপরিমাণ লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্ত অর্শ জনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কুশমূল চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয় ; কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষুকে তৃণ পঞ্চমূল বলে। ইহার গুণ নিম্নে লিখিত হইল।

মূত্রদোষ বিকারশ্চ রক্তপিত্তং তথৈবচ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্ত ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ ॥ সুশ্রুত। (Fig. 659.)

Genus—HORDEUM Linn.

660. H. vulgare Linn. (যব)

Fig.—Duthie, Fodder, Grasses of N. India Fig. 32 ; Beauv. Agrost. 114, t. 21. Fig. 1 ;Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1023.

Ref.—F. B. I., vii, 371 ; Roxb, F. I., i, 358 ; . B. P., ii, 1231 ; Dymock, iii, 615 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. যব ; তে. যকো ; তা. বার্লি-অরিষি।

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা লম্বা, পাতলা, চেপ্টা ১২″-১৪″ লম্বা ও ⅙″-১″ চওড়া। পুষ্পগুচ্ছ ২″-৪″ লম্বা, প্রথমে সোজা থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত বক্রাকারে ঝুলিয়া পড়ে। পুষ্প বৃন্ত শূন্য, লম্বা, শুঁয়াবিশিষ্ট। পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড অতিশয় ছোট। বীজ কদাচিৎ লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন বৃন্তশূণ্য যবের ধান হয়। ধানের মুখে লম্বা শুঁয়া আছে ; এই কারণে গরু বাছুরে ইহা শীঘ্র খায় না। একটী যব রোপন করিলে ধানের ন্যায় চারিদিকে অনেক গাছ হয়। শীতকালে ফুল, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যব হিন্দুদের অনেক পূজায় ব্যবহার হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীর দিন এক প্রকার খেলা হয়, উক্ত দিনে লোকে প্রত্যেকের উপর যব নিক্ষেপ করে। উত্তর ভারতে যব হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। বার্লি রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহার হয়। বার্লি অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। বার্লির পাতা পোড়ান ছাই হইতে এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়, উহা অতি শান্তিকর ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Irvine)। বার্লি হইতে প্রস্তুত Malt আমেরিকা ও ইউরোপে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হয় ; ইহা জ্বর-নাশক ও প্রসবের পর প্রসূতিদের দুর্ব্বলতায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 660.)

Genus—TRITICUM Linn.

661. T. vulgare Vill. (গম)

Fig.—Bentl. & Trim. t. 294.

Ref.—F. B. I., vii, 367 ; Roxb., F. I., i, 359 ; B. P., ii, 1231.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, হিমালয় প্রদেশের ১৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গম ; সং. গোধূম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—দেখিতে যবের ন্যায়, বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সোজা, ৩-৬ ফুট উচ্চ। পাতা চেপ্টা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা ও ⅛-½ ইঞ্চি চওড়া ; গাছের মস্তকে শীষ হয়। প্রত্যেক শস্যের মস্তকে লম্বা লম্বা শুঁয়া জন্মে। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘ শুঁয়াযুক্ত (Awned), পুংকেশর ৩টী। গর্ভদণ্ড ২টী, ছোট ; বীজ লম্বাকৃতি, কচিৎ লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা, সুজী ও আটা প্রস্তুত হয়। গমের ভূষি পুলটিসে ব্যবহার হয়।

অস্থিভঙ্গ রোগে গব্যদুগ্ধ সহ পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (চক্রদত্ত)।

মধুর সহিত পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে কফজ শূল আরাম হয়।

গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ সমভাগ লইয়া তিলতৈল ও গব্যঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও জলের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে হৃদ্রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। Fig. (661).

Genus—AVENA Linn.

662. A. sativa Linn. (যই)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ. t. 103 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1019.

Ref.—F. B. I., vii, 275 ; B. P. ii, 1217.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, সিকিম ও বঙ্গদেশের উত্তর ভাগে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. যই। Eng. Oat.

ব্যবহার্য্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ, লোমযুক্ত। পত্র চেপ্টা, বৃন্তদেশ মসৃণ। পুষ্পদণ্ড ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা আছে। পুংকেশর ৩টি, বিস্তৃত, উহার মস্তক পীতবর্ণ ; স্ত্রীকেসর ২টি, ছোট, পালকের মত শ্বেতবর্ণ। ফল ঘেঁসাঘেসি ভাবে স্থাপিত, ⅓ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পশুখাদ্য। কথিত আছে যে ইহার বিষক্রিয়া আছে (Stewart)। (Fig. 662.)

Genus—COIX Linn.

663. C. lacryma Jobi Linn. (গড়গড়ে)

Fig.—Lamk., Ill., t. 750 ; Bot. Mag., t. 2479.

Ref.—F. B. I., vii, 100 ; Roxb., F. I., iii, 568 ; B. P., ii, 1210 ; Prain, H. H., 319.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গড়গড়ে সং. গাবেধু ; হি. গুরলু ; সামতাল—যারগদি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড, ৫-৭ ফুট উচ্চ, মোটা, পত্রময়, কাণ্ডের গোড়া হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৪-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, ঢেউ খেলান। পুংকেশর ৩টী, গর্ভদণ্ড ২টী, সরু, মুক্ত। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, সোজা। ফল ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ¼-⅓ ইঞ্চি, নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে ডেঙ্গাগড়গড়ে বলে, ইহা সচরাচর ছোটনাগপুরে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম জল গড়গড়ে (F. I. iii. 571)। এই গাছ জলে জন্মে, ৫-১০ ফুট লম্বা হয় এবং জলে ভাসিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গের পুকুরের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P., ii, 1210)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের গুঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা রক্ত শোধক ও মূত্রকর। টঙ্কিনের লোকে ইহাকে জীবনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ খানা বলে। গড়গড়ের বায়ু ও জল পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। গড়গড়ের গুঁড়া জলে দিয়া চায়ের ন্যায় গরম করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করা যাইতে পারে, ইহাতে জল দোষহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকদের আর্ত্তব ব্যাধিতে প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে ইহার বীজ বম্বে বাজারে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বন্য গড়গড়ে মূত্রকর ও ইহা অপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 663.)

78—1084B

CXX. POLYPODIACEAE

Genus—ADIANTUM Linn.

664. A. lunulatum Burm. (কালিঝাঁট)

Fig.—Hook., Garden Fern. t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.

Ref.—Beddome, Handbook Fern. Br. India, 82 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রাচীন দেওয়ালে ও ছায়াময় স্থানে ও ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালিঝাঁট ; বম্বে—হংসরাজ ; হি. হংসপদী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহা একটি পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ১ ফুট লম্বা মসৃণ, পক্ষাকার। শিরার উভয় দিকে পত্রিকা জন্মে, পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কর্তিত। প্রায়ই পত্রের অগ্রভাগ হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রবৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর হইলে ব্যবহৃত হয়, পত্র জলে বাটিয়া চিনির সহিত ব্যবহার্য্য। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিংবা আরক্ত হইলে ইহা স্থানীয় প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইরিসেপ্লাস হইলে উহার প্রদাহ কমাইবার জন্য সচরাচর বাহিক প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Watt)। কলিকাতায় ঔষধের দোকানে যে হংসরাজ বিক্রয় হয় উহা বঙ্গদেশ-জাত এই গাছ হইতে সংগ্রহ হয় কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে (Dymock)। ইহা মূত্রকর, সর্দ্দি-নাশক ও ঋতুকর। ইউরোপে Maiden-hair যে যে রোগে ব্যবহৃত হয় ভারতে এই উদ্ভিদও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Fig. (664).

665. A. caudatum Linn. (ময়ূরশিখা)

Fig.—Hook., Spec. Filicum, t. i. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1029.

Ref.—Beddome, Handbook, Fern. Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 324.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রাচীন দেওয়ালে, শিবপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ও সং. ময়ূরশিখা।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও গুচ্ছবদ্ধ। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে পত্রিকাগুলি জন্মে, পত্রিকা ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ মোটা। কিনারা হইতে শিকড়

হয়। কথিত আছে এই উদ্ভিদ্ Dr. Colerbook শিবপুরে আনয়ন করেন। কলিকাতা হারবেরিয়মে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সর্দ্দি ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Ibbetson)। ইহার পাতা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)। মরিসন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে ঘর্ম্মকর বলিয়া বিশ্বাস করে। (Fig. 665.)

666. A. capillus-veneris Linn. (হংসপদী) Eng. Maidens Hair.

Fig.—Hook., Sp. Filicum. ii, t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1028.

Ref.—Bedd., Handbook Fern Br. India, 84; Hook., Sp. Fili, ii, 36.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ ৮০০০ ফুট উচ্চে, দক্ষিণ ভারতে ও আফগানিস্থানে জন্মে। ব্রহ্মদেশ ও মনিপুরের সীমান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হংসপদী; হি. হংসরাজ; কাশ্মীর—ডুমতুলী।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার পাতা হাঁসের পায়ের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হংসপদী বলে। পত্র ৪-৯ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পত্রে ৯টী ভাগ আছে, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, প্রত্যেক ভাগ ½-১ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ¼ ইঞ্চি লম্বা ও পাতলা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া জ্বরে এবং দক্ষিণ ভারতে সর্দ্দি আরামের জন্য মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)।

পত্র চায়ের ন্যায় ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও স্ত্রীলোকদিগের স্বল্পরজঃ রোগ আরাম হয় (Dymock)।

মুসলমান হাকিমেরা ইহা কুক্কুর বিষে এবং কেশপতন নিবারণে ব্যবহার করেন। ইহা মূত্রবিরেচক (Watt)।

টাটকা রস চিনি কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে ঋতুনাশ রোগ আরাম হয় (Journ. Bomb. Nat. Hist., Vol. 38, No. 2. P. 346, 1936). (Fig. 666.)

667. A. venustum Don. (হংসরাজ)

Fig.—Hook., Spe. Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Bedd., Handbook. Fern Brit. Ind., 86; Hook., Sp. Filli. ii, 40.

জন্মস্থান—উত্তর ভারত, নেপাল, কামরূপ, সিমলা ও খাসিয়া পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—হি. হংসরাজ, কালিঝাঁট, বম্বে—মুবারক; পঞ্জাব—ঘাস।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র পক্ষাকার, ঝিল্লাযুক্ত আয়তাকার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোঁটা ছোট, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত, ইহার মধ্যে বড় বিভাগটীর কিনারা গোলাকার, দাঁতের ন্যায় বা করাতের ন্যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সৌগন্ধযুক্ত ও উগ্র; অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন হয়। পত্র বলকারক, সর্দ্দি নিবারক। চাম্বা নামক স্থানের লোকেরা ইহার পত্র ভগ্নস্থানে প্রলেপ দেয়।

পঞ্জাবে হংসরাজ একটী সাধারণ ঔষধ; ইহা বেদনা নিবারক এবং বক্ষে সর্দ্দি বসিলে প্রযুক্ত হয়। ইহার ঋতুকর ও মূত্রকর গুণ আছে। কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন Adiantum এর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহারা সকল গুলিরই সমান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার ক্বাথের ভাপ্‌রা জ্বরে অতিশয় হিতকর। হাকিমেরা ইহা কুক্কুর বিষে এবং ইহার সরবত জ্বর ভোগের পর—দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার করিতে বলেন (Watt)।

ইহার কেশপতন নিবারণ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 667.)

Genus—POLYPODIUM Linn.

668. P. quercifolium Linn. (গুরুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 11; Hook., Gard. Fern. t. 5.

Ref.—Willd. Sp. Pl., 170, vol. v, Pt. 1; Hook., Gard. Fern. 17; B. P., ii, 1258; Roxb., F. I., 750 (Ed. C. B. C.); Prain, H. H. 325.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারত, মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. গুরুর; হি. কাস্কলি।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ্ বৃক্ষের উপরে জন্মে। পত্র দুই প্রকার। সাধারণ বীজহীন (Spore) পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩-৭ ইঞ্চি চওড়া। কচি অবস্থায় সবুজ থাকে; কিন্তু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী রংএর হইয়া থাকে। পত্রাংশ বহুভাগে বিভক্ত। (Spore) বীজবাহী পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, লম্বা বৃন্তযুক্ত, বহুভাগে বিভক্ত। পত্রাংশ ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। মারহাট্টা দেশীয় লোকেরা এই গাছের পত্র বিবাহের সময় বর ও কন্যার মস্তকে মুকুটের ন্যায় ব্যবহার করে।

ইহার মূল পশমের ন্যায়। Dr. Rheede বলেন যে এই উদ্ভিদ্ যে গাছে জন্মে সেই গাছেরই গুণ প্রাপ্ত হয়; কুঁচিলা গাছে জন্মিলে উহা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পত্রে টিপ টিপ দাগ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা যকৃত সম্বন্ধীয় জ্বর ও অজীর্ণনাশক (Dymock)। (Fig. 668).

Genus—ACTINOPTERIS Link.

669. A. dichotoma Forsk (ময়ুর পঙ্খী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027; Blatter & Almeida, Ferns of Bombay. Pl. x; Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883).

Ref.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. Vol. 2 p. 1389; Blatter & Almeida Ferns of Bombay. p. 122; Bedd., Ferns of Brit. India, p. 197; Dymock, Vol. III. p. 627.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। ৩০০০ ফুটের নিম্নে শুষ্ক ও পর্ব্বতময় স্থান। পারস্য এবং কাবুল। খান্দালা, মহাবালেশ্বর রোডের কাতরাজঘাট এবং বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যান। লঙ্কাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ময়ুর পঙ্খী; হি. মরপঙ্খ; বম্বে. ময়ুর শিখা; গুজ. ভুইতার।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্রদণ্ড ঘন সন্নিবিষ্ট এবং গুচ্ছবদ্ধ। পত্র লম্বা ডাঁটায় সংলগ্ন। পত্রাংশ চওড়া বহুভাগে বিভক্ত, কতকটা তাল পত্রের ন্যায় বিস্তৃত। (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ (Spore) বীজহীন পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ক্রিমিনাশক এবং রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 669.)

CXXI. SALVINIACEAE

Genus—AZOLLA Lamk.

670. A. pinnata Lamk. (পানা)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 119-23 (1849.)

Ref.—B. P., ii, 1266; Prain, H. H., 326; Gard. Cron. Ser. iii. xiv, 15 (1893) Fig. 6.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—পানা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—পানা ভাসমান উদ্ভিদ্, পুকুরের উপরিভাগে জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার রক্তাভ ধূসরবর্ণ, শিকড় সরু ও লম্বা; জলের ভিতর থাকে। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পানার শিকড় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। (Fig. 670.)

Genus—SALVINIA Schreb.

671. S. cucullata Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)

Ref.—Roxb., F. I., 745 (C. B. Clarke); B. P., ii, 1265; Prain, H. H., 326.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র নদী, ঝিল ও পুষ্করিণীতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ইন্দুর কানি পানা।

ব্যবহার্য্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকে। পত্র লম্বা অপেক্ষা চওড়া অধিক, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বড় পানার মত। ইহা কৃমিনাশক, অপরাপর কৃমিনাশক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। (Fig. 671.)

CXXII. MARSILIACEAE

Genus—MARSILEA Linn.

672. M. quadrifolia Linn. (সুষুনি শাক)

Fig.—Lamarck, Ill., v, t. 863; Reveil, Regne Veg. iii, t. 15, 10. t. 30.

Ref.—Muhan, Fl. & Fern. U. S. ii, t. 4; B. P., ii, 1266. Roxb., F. I., (C. B. Clarke). 745.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জন্মে, পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে বা ধান্যক্ষেত্রে।

বিভিন্ন নাম—বা. সুষুনি শাক ; সং. সুনিষন্নক।

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ্—পুকুরের কিনারায় জন্মে, পত্রের বৃন্ত সরু ও পত্র ৪ ভাগে বিভক্ত, কর্দ্দমের উপর লতাইয়া হয়। শীতকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত ও কাশ রোগী সুষুনি শাক খাইলে বাতের উপশম হয় (চরক)।

বিষদোষে এই শাক পথ্য রূপে ব্যবহার হয় ও ইহা বিষ নাশ করে।

পক্ক সুষুনি শাক তিলতৈল ও বিনা লবনে ভোজন করিলে উরুস্তম্ভ আরাম হয় ; সুষুনি শাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (চরক)।

তক্রেনযুক্তং শিতিবারকস্য বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহোক্তঃ। (চরক)।

সুষুনি শাক ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)।

সুষুনি শাক খাইলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয়। (Fig. 672.)

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

79—1034B

80—1034B.

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

[বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, আসামী, সামতালী প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সাধারণ সূচী]

82—1754B. (1034B.)

83—1754B. (1034B)

84—1754B. (1034B.)

85—1754B. (1034B.)

O

U

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী *

অ

* পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

আ

ঋ

এ

ক

87—1754B. (1034B.)

গ

ছ

জ

88--1754B (1034B.)

ল

শ

স

সংজ্ঞানাশকরণে—হাইওসেসল ৪০৪; কোহিবাঙ্গ ৩৮৬; আকরকরা ২৮৬।

সংজ্ঞাহীনতা নিবারণে—বৃহতী ৩৮০; কোহিবাঙ্গ ৩৮৬; হাইওসেসল ৪০৪; আকরকরা ২৮৬।

সন্ন্যাসরোগে—অপস্মার দ্রষ্টব্য।

সর্দ্দিরোগে—ভেলা ১২৬; বাসক ৪০৯; কুকসিম ২৮৫; ইশেরমূল ৪৫৮; জৈত্রী ৪৬৬; নাভিঅঙ্গুরী ৩৮২; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; কুঁদ ৩১৬; তেলাকুঁচা ২৩৯; সাবুনী ২৪৯; ধারকরলা ২৬৬; কুড় ২৯৩; আচ ২৭৭; অগ্যঘাস ৬২০; লবঙ্গ ২১৬।

সর্পবিতাড়নে—পেয়াজ ৫৬৬; রস্থন ৫৬৭; শ্বেতবচ ৫৮৭।

সর্পবিষে—আকন্দ ৩৪১; নাগেশ্বর ৪৯; রিঠা ১১৭; একলেজা ১৯; তিলিয়াকরা ১৮; কাঠবিষ ২; আঁতমোরা ৬৮; কালকস্তুরী ৫৮; বেল ৮০; আসসেওড়া ৮৭; নীলকণ্ঠি ৪৩; অপরাজিতা ১৫৭; দাদমর্দ্দন ১৫৪; পলাস ১৪৩; শিরীষ ১৩৯; শঙ্করজটা ১৯৩; হরকুচকাঁটা ৪১৪; শ্বেতঝাঁটী ৪১৫; পলকজুই ৪১৮; নাসভাগ ৪২০; অপামার্গ ৪৪৫; হলকসা ৪৩৮; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; দুধকলমী ৩৭১; ছোট কল্প ৩৬২; মেষশৃঙ্গী ৩৪৮; বেগুন ৩৭৭; কুন্দ ৩১৬; করবী ৩৩৩; কুন্তী ২১৩; সোমরাজ ২৮২; আয়াপান ২৮৫; দুধকরবী ৩৩৫; চন্দ্রা ৩৩২; সেওড়া ৫১৯; বনহলুদ ৫৩৭; কানছিড়ে ৫৭৩; দশবাহু ৫৫৩; রস্থন ৫৬৭; গোথুবি ৫৯৪; কাঁঠাল ৫০৬; শ্বেতকেরই ৪৯০; আমলকী ৫০০; মনসা ৪৮৭; ঘেঁটকচু ৫৯৩; শ্বেতবচ ৫৮৭; পিলু ৩২৩; বাসক ৪০৯; জীবন্তি ৫২৯; বনহরিদ্রা ৫৩৭ কুরেল ৫৭৪।

সূতিকাদোষনাশে—নিম্ব ৯৭।

স্বরভঙ্গে—কুল ১০৮; যষ্টিমধু ১৮৭; কুঁচ ১৩৩; চৈ ৪৬৫; কাবাবচিনি ৪৬৪; বিরমী ৩৯২; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২; তুঁত ৫৪৮; কটফল ৫২০; তালিশপত্র ৫২৫; বহেড়া ২০৫; পিপুল ৪৬০; কুলঞ্জন ৫৩২।

স্বল্পরজে—ঋস্বতুল্পতায় দেখ।

স্তনঠুনকায়—ইন্দ্রায়ণ ২৩০; গাবভেরেন্দা ৪৯৩; বেল ৩১৮; ধুতুরা ৩৮৩; মাকাল ২২৯।

স্তন্যনাশে—অড়হর ১৪৯; মস্থর ১৬৩; পান ৪৬২; কর্পূর ৩৯৭।

স্তনপতনে—গাম্ভারী ৪৩০; অনন্তমূল ৩৪৯; বনটেপারী ৩৮৯।

স্তন্যবর্দ্ধনে—কালজীরা ৮; ইশবাঁধ ৮৯; চীনাবাদাম ১৪২; খদির ১৩৬; পালতেমাদার ১৬৪; গোলঞ্চ ১৫; পিপুল ৪৬০; সান্‌চি ৪৪৭; ভূমিকুমড়া ৩৬৬; ছাতিম ৩২৬; কাকডুম্বুর ৫১৫; বড়কেরই ৪৮৯ এরণ্ড ৪৯৪; কুমারী ৫৬১; মুথা ৫৯৬।

স্তন্যশোধনে—কটকী ৩৯৪।

স্নায়ুবিক রোগে—ঘোড়ানিম ৯৯; চীনাবাদাম ১৪২; ভেলা ১২৬; সজিনা ১২৯; কুঁচ ১৩৩; ডানকুনি ৩৫৬; বীজতাড়ক ৩৬৩; কুঁচিলা ৩৫৩; ছাঁচিকুমড়া ২৩৭; গুপারী ৫৭৫; বড়এলাচ ৫৪৫; তেকাটাসিজ ৫০৩।

হ



453. Rhinacanthus communis Nees (পলকজু ই)



454. Ecbolium Linneanum Kurz. (উদুজাত)



455. Rungia parviflora Nees (পিপ্তি)



456. Peristrophe bicalyculata Nees. (নাসভাগ)



457. Clerodendron infortunatum Gaertn. (ঘেঁটু)



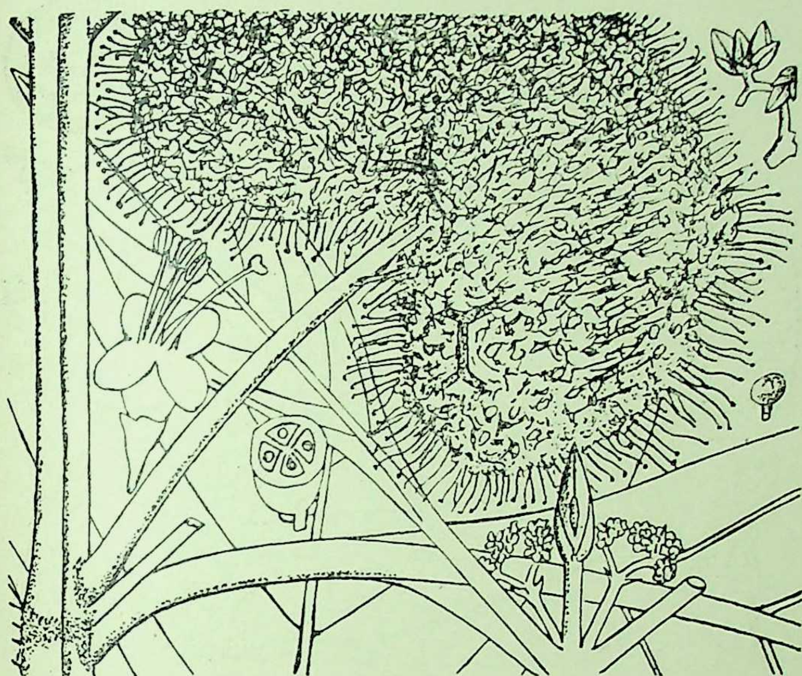
458. Clerodendron Siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)



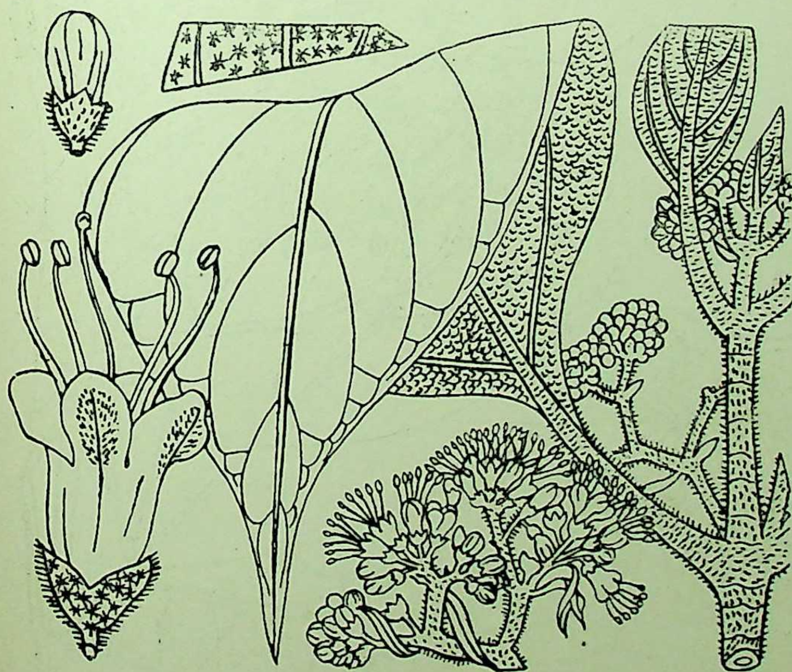
459. Clerodendron phlomoidis Linn. f. (বাতঘ্নী)



460. Lantana Camara Linn. (গুয়ে গেঁদা)



461. Callicarpa arborea Roxb. (বরমাল্লা)



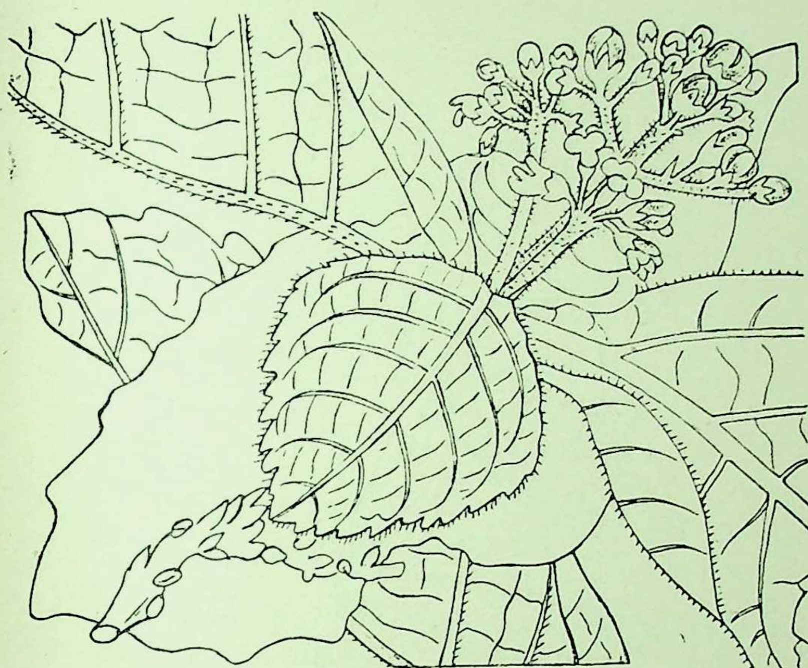
462. Callicarpa lanata Linn. (মসন্দার)



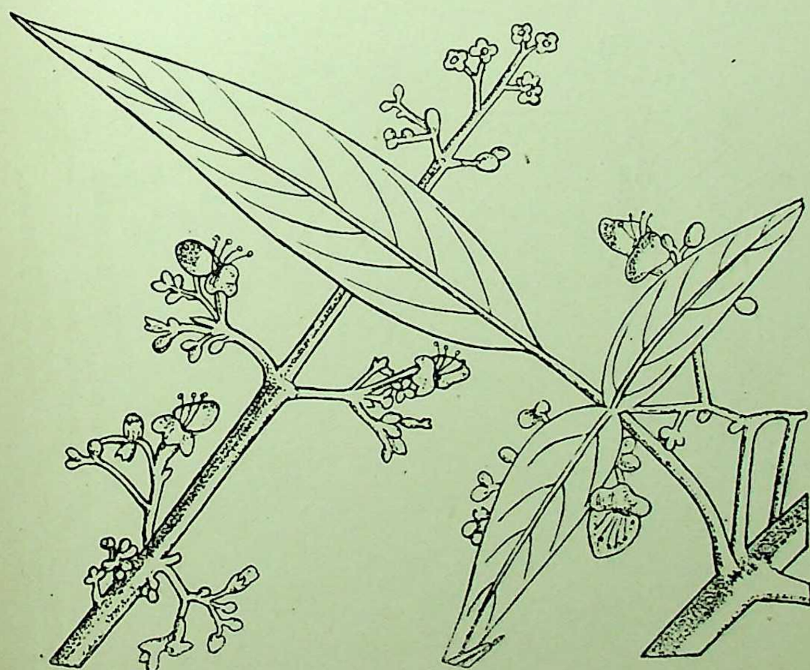
463. Tectona grandis Linn. f. (সেগুণ)



464. Premna integrifolia Linn. (ভূতভৈরবী)



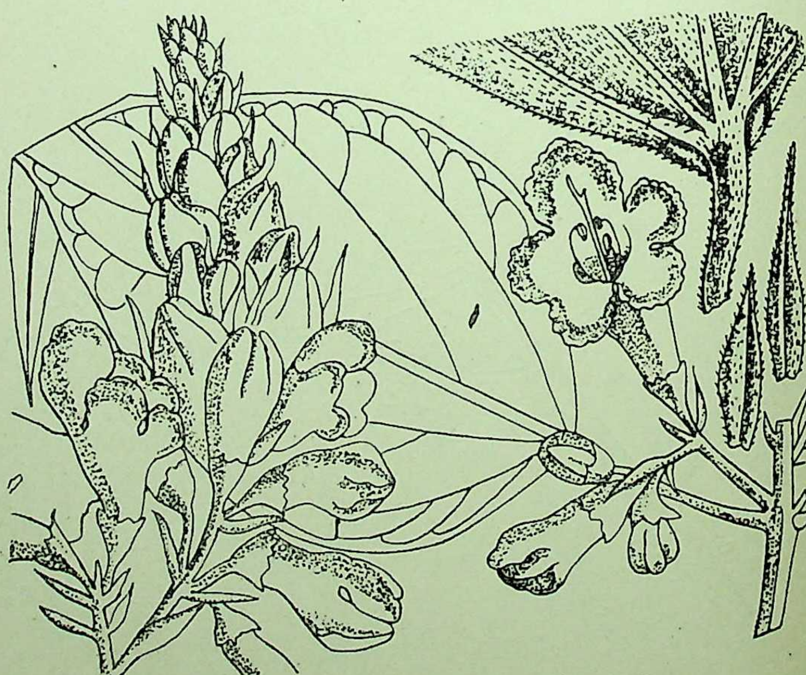
465. Premna herbacea Roxb. (ভুঁইজাম)



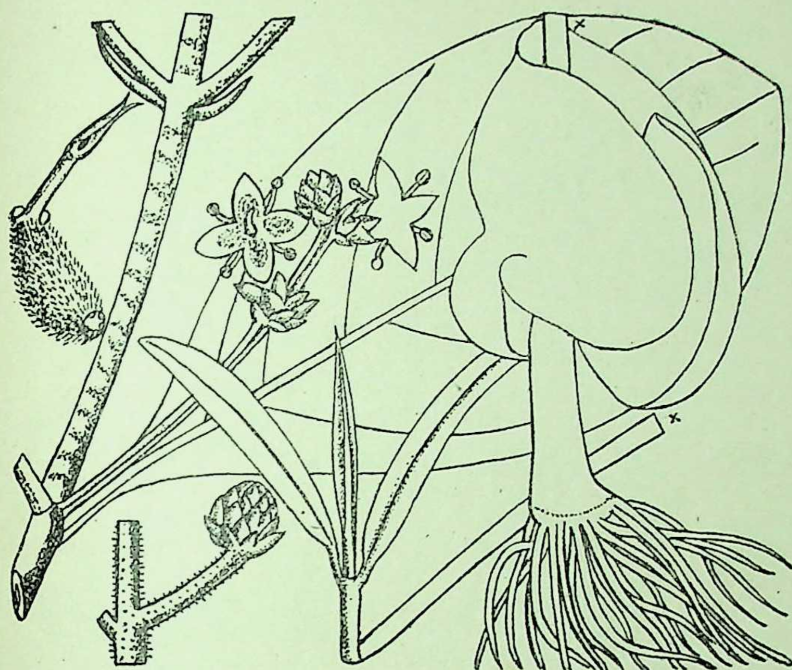
466. Vitex Negundo Linn. (নিশিন্দা)



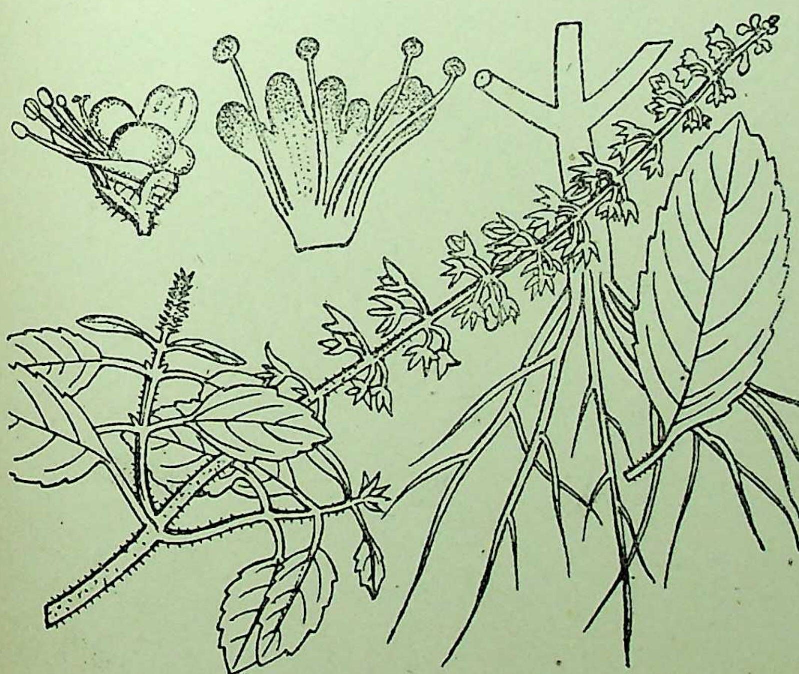
467. Vitex trifolia Linn. f. (নীলনিশিন্দা)



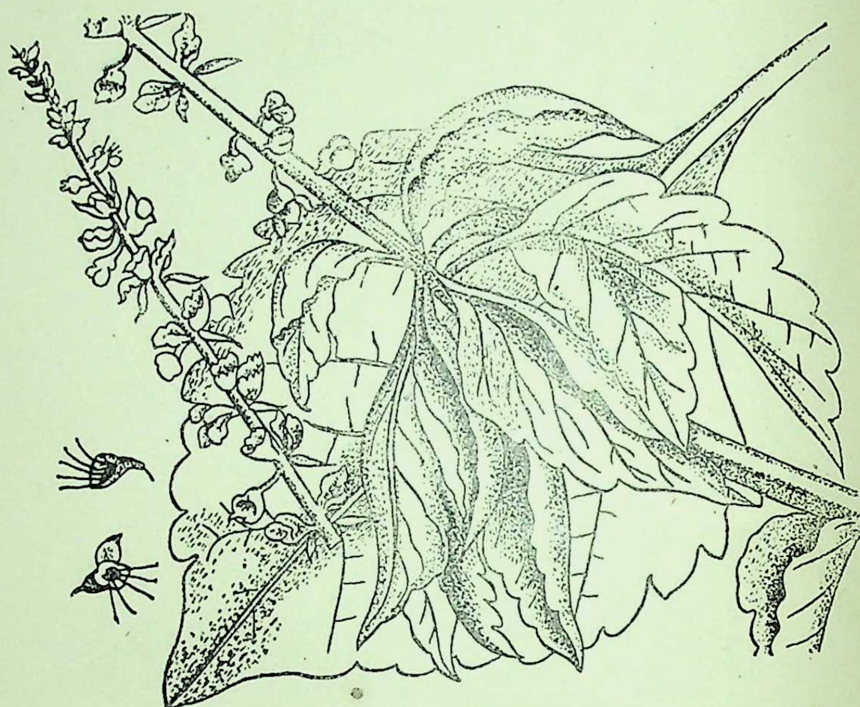
468. Gmelina arborea Roxb. (গামার)



469. Avicennia officinalis Linn. (বীনা)



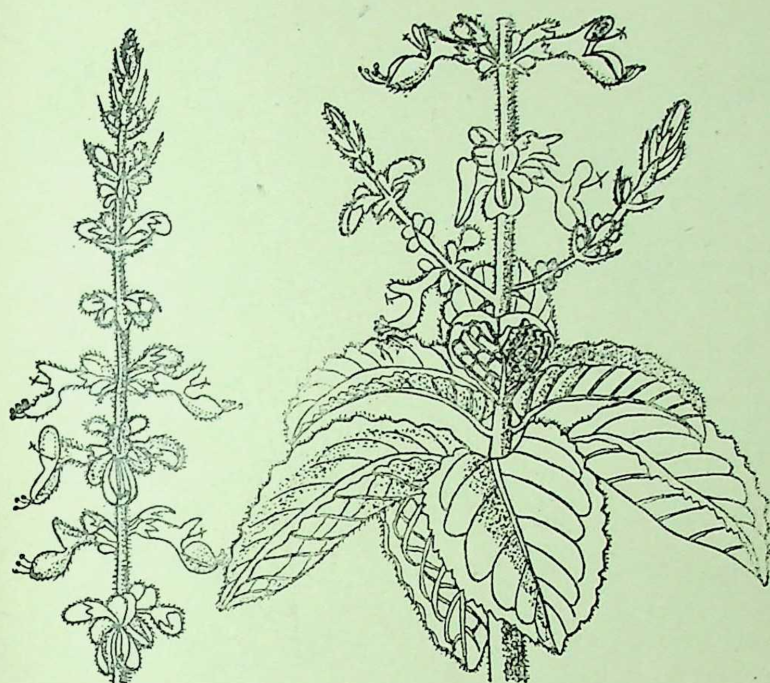
470. Ocimum sanctum Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)



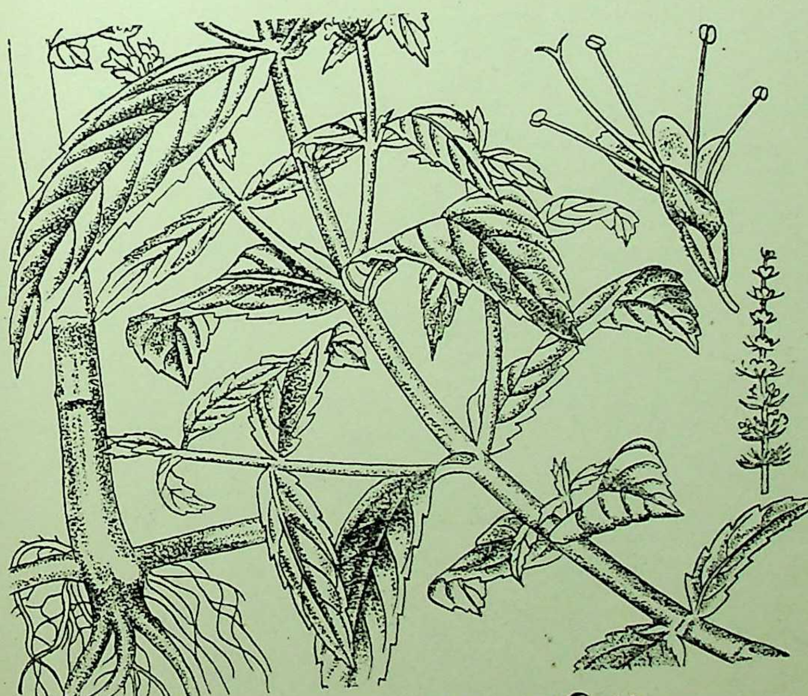
471. Ocimum gratissimum Linn. (রামতুলসী)



472. Ocimum Basilicum Linn. (বাবুইতুলসী)



473. Coleus aromaticus Benth. (পাথরচুর)



474. Mentha viridis Linn. (পুদিনা)



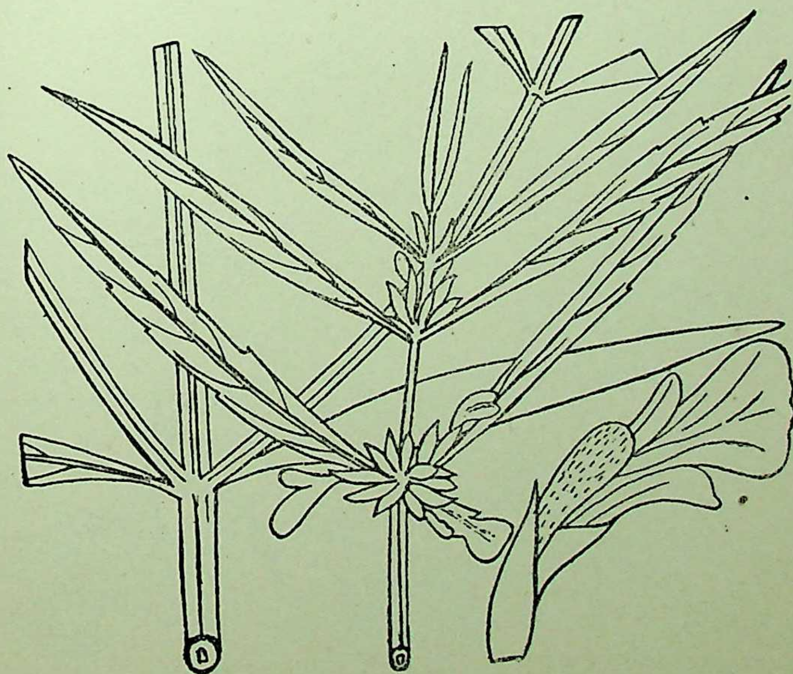
475. Mentha piperita Linn. (পিপারমেণ্ট)



476. Salvia plebeia R. Br. (ভুতুলসী)



477. Anisomeles ovata R. Br. (গোবরা)



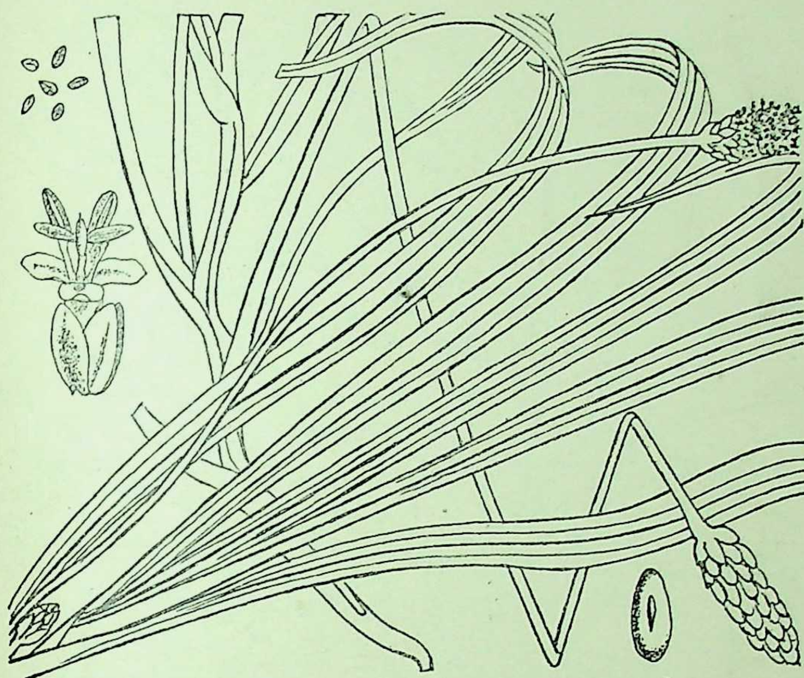
478. Leucas linifolia Spreng. (হলকসা বা ঘলঘসে)



479. Leucas cephalotes Spreng. (বড় ঘলঘসা)



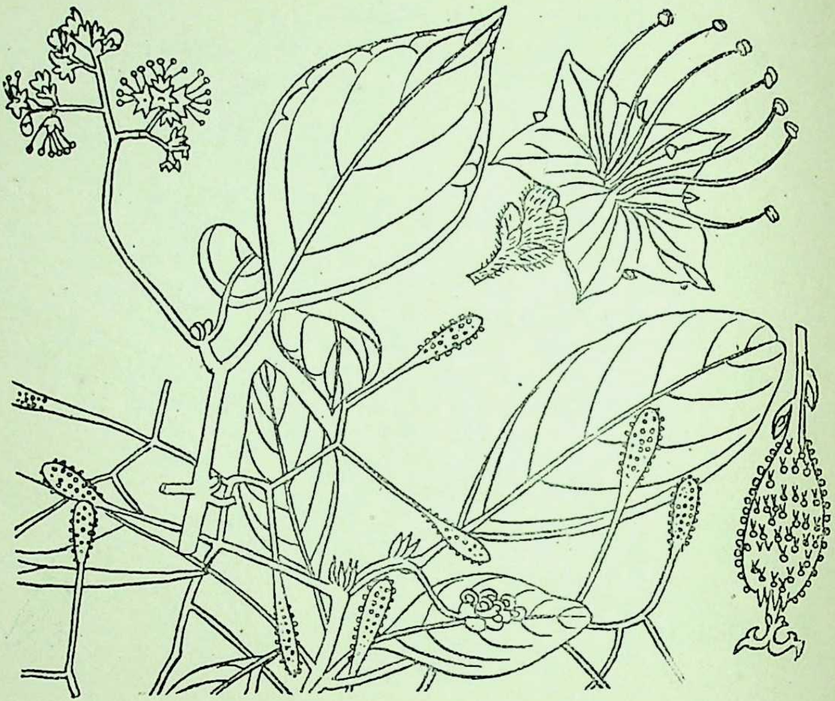
480. Lallemantia Royleana Benth. (তোকমারি)



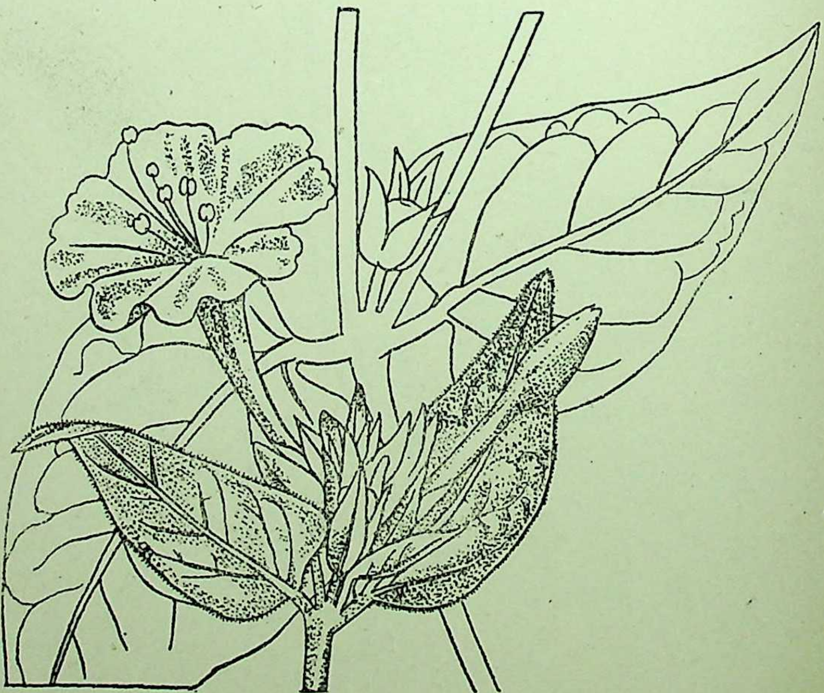
481. Plantago ovata Forsk. (ইসপগুল)



482. Boerhaavia repens Linn. (পুনর্ণবা)



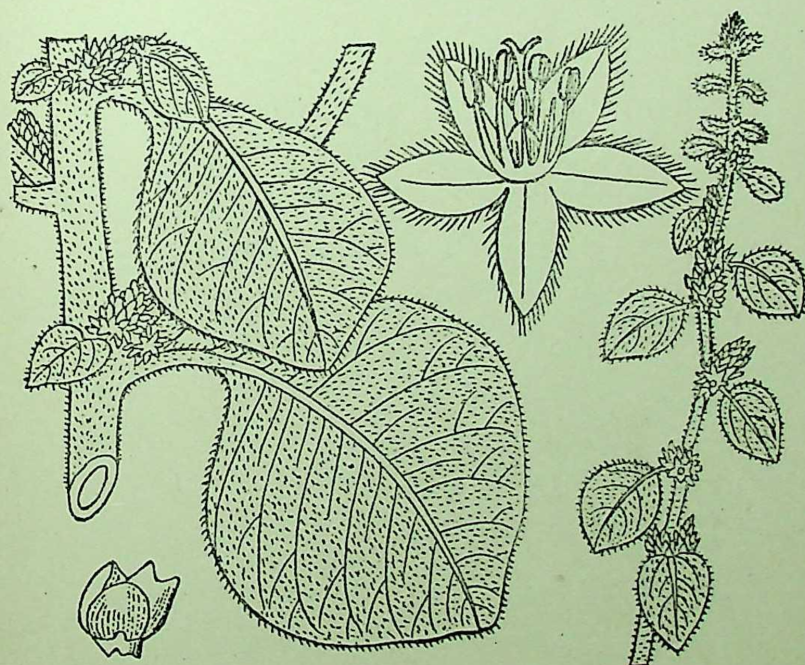
483. Pisonia aculeata Linn. (বাঘ আঁচড়া)



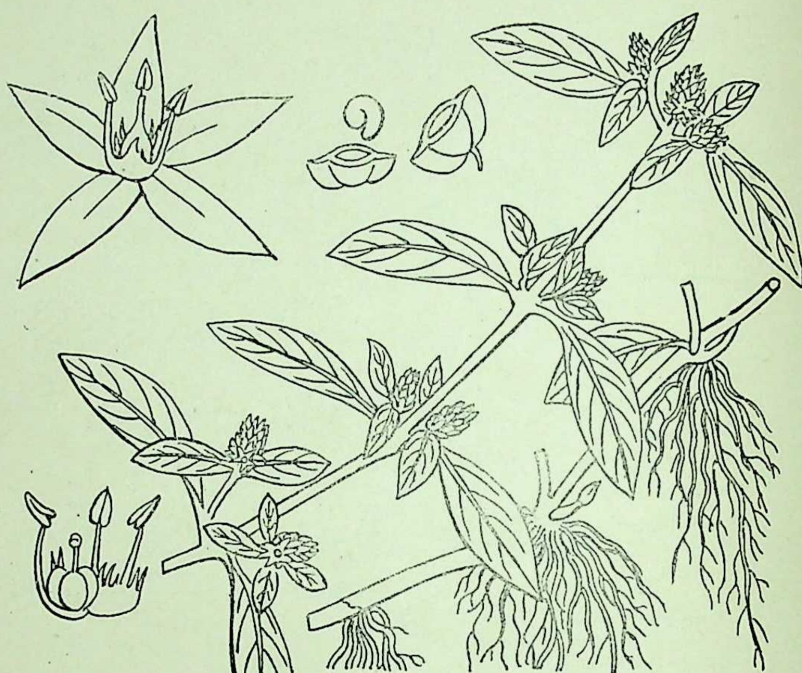
484. Mirabilis Jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)



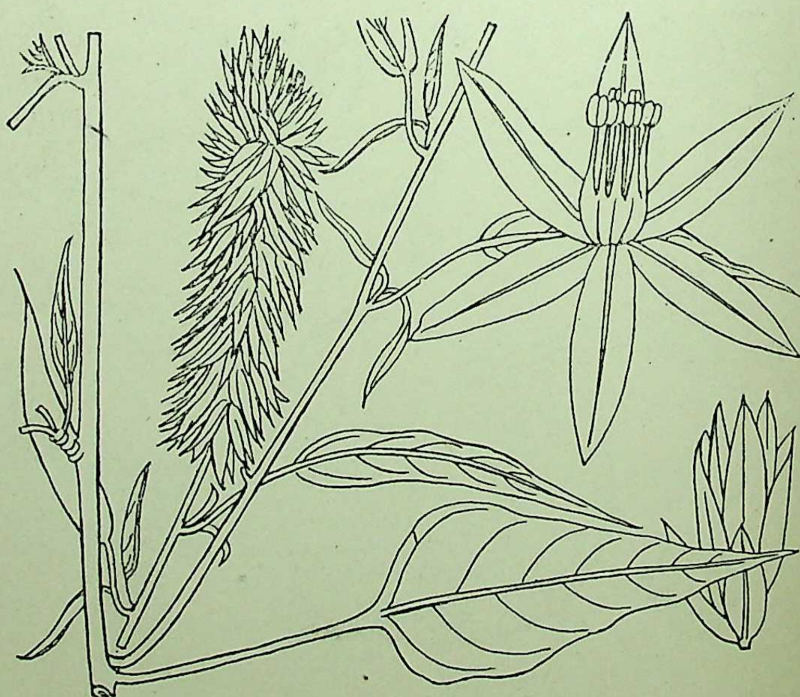
485. Achyranthes aspera Linn. (আপাঙ)



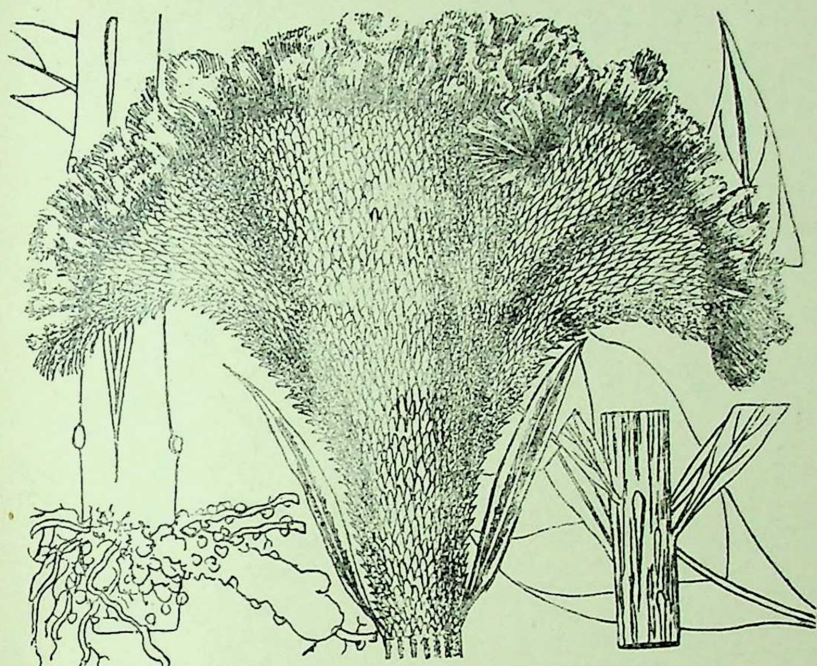
486. Aerua lanata Juss. (চায়া)



487. Alternanthera Sessilis R. Br. (সান্‌চি)



488. Celosia argentea Linn. (শ্বেতমুর্গা)



489. Celosia cristata Linn. (লালমূর্গা)



490. Amarantus spinosus Linn. (কাঁটানটে)



491. Amarantus tristis Linn. (চাঁপানটে)



492. Chenopodium album Linn. (বেতোশাক)



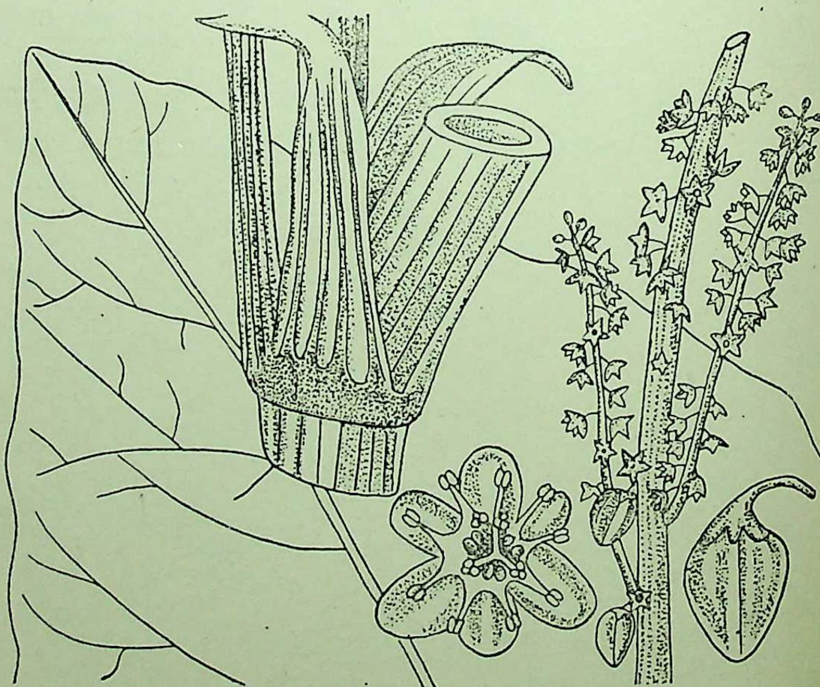
493. Chenopodium ambrosioides Linn. (চন্দন বেতো)



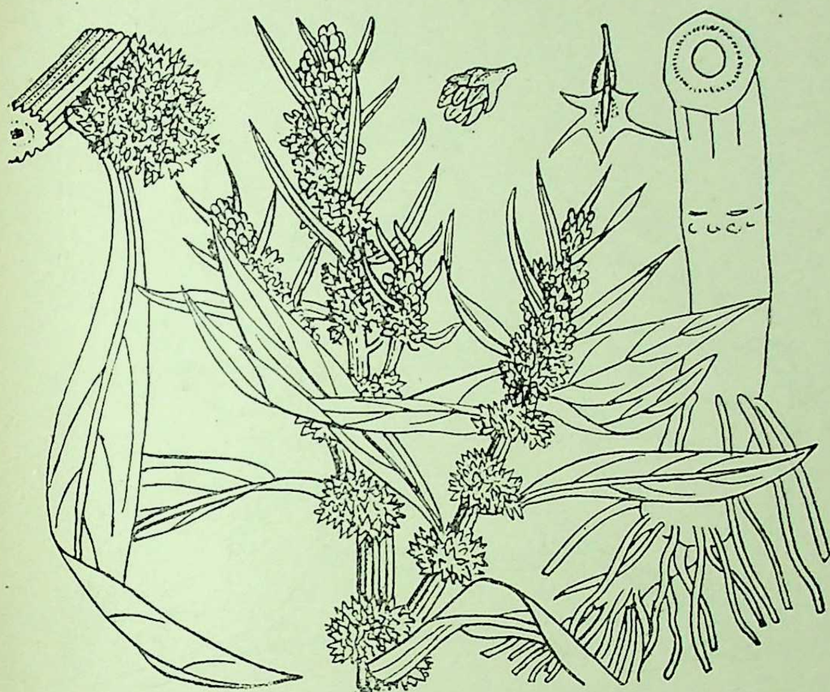
494. Spinacia oleracea Linn. (পালং শাক)



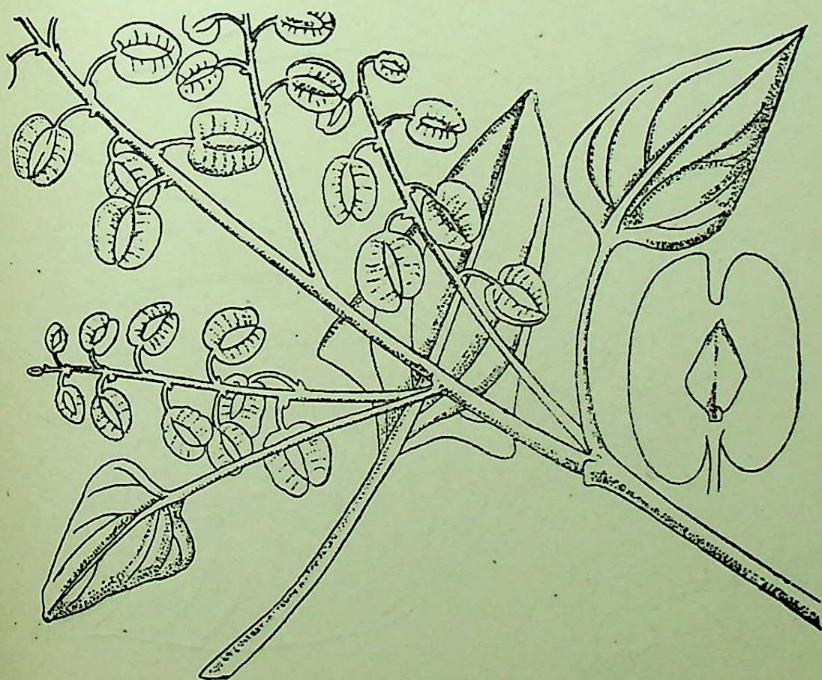
495. Basella rubra Linn. (পুঁই শাক)



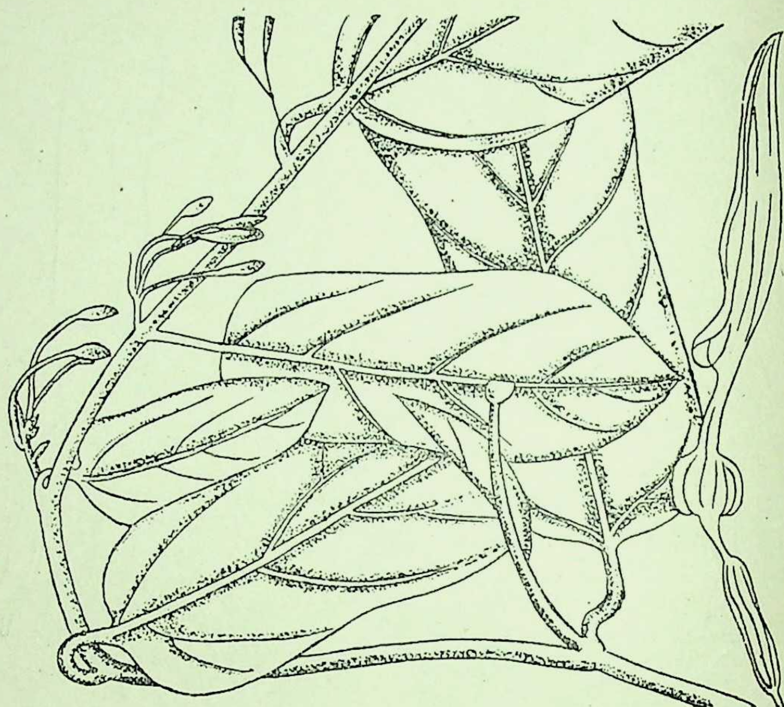
496. Rheum emodi Wall. (রেবান্দচিনি)



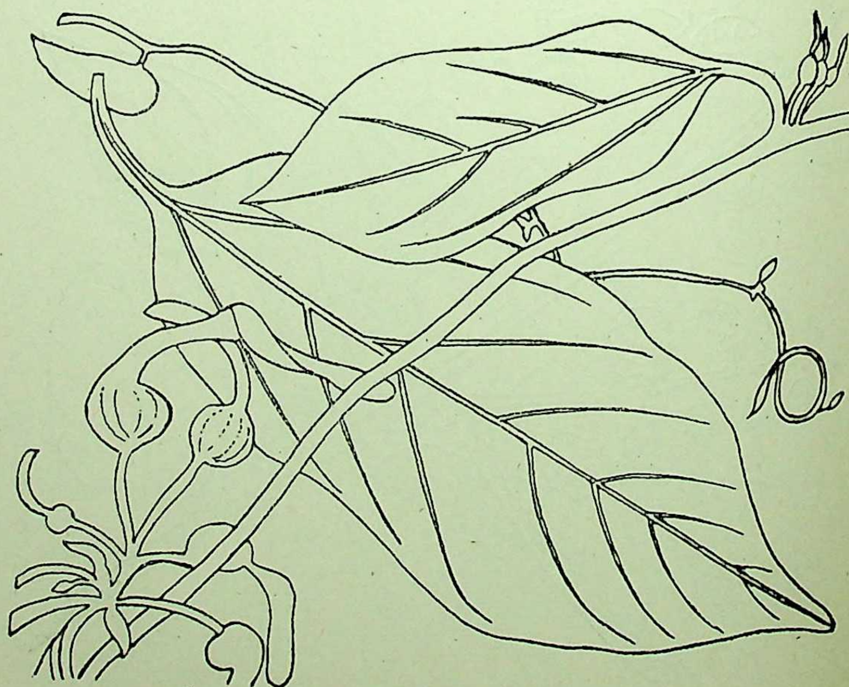
497. Rumex maritimus Linn. (বনপালং)



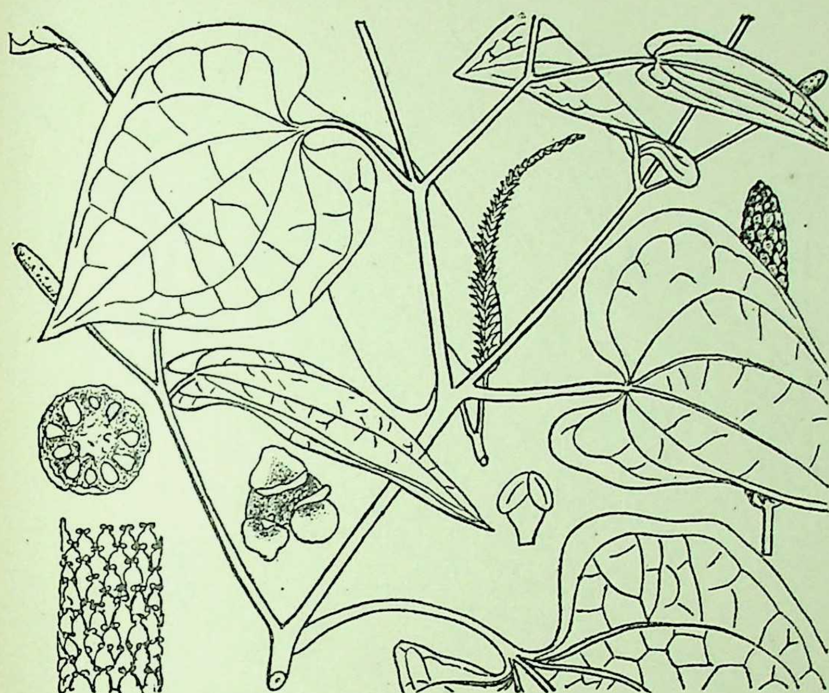
498. Rumex vesicarius Linn. (চুকপালং)



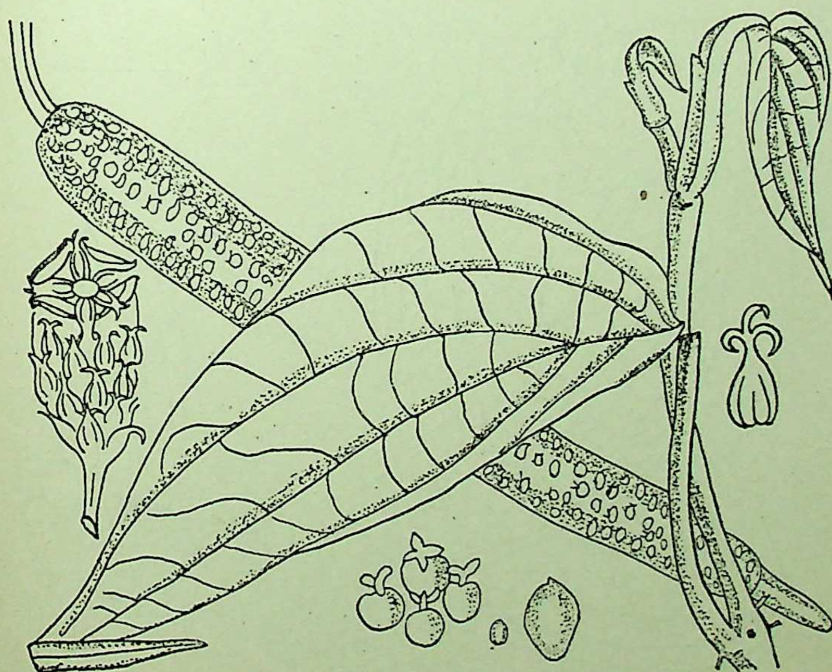
499. Aristolochia indica Linn. (ইশের মূল)



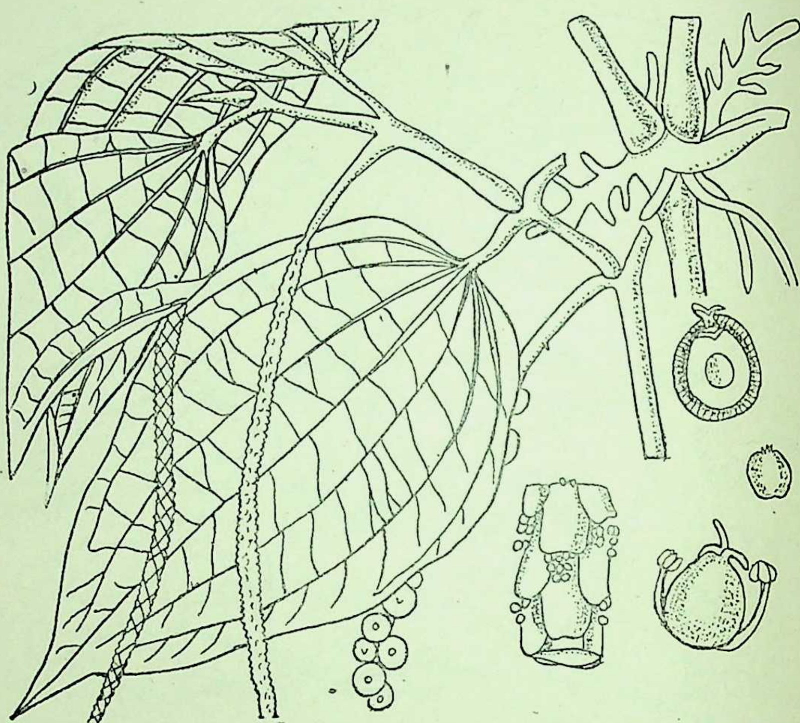
500. Aristolochia bracteata Retz. (কিরামার)



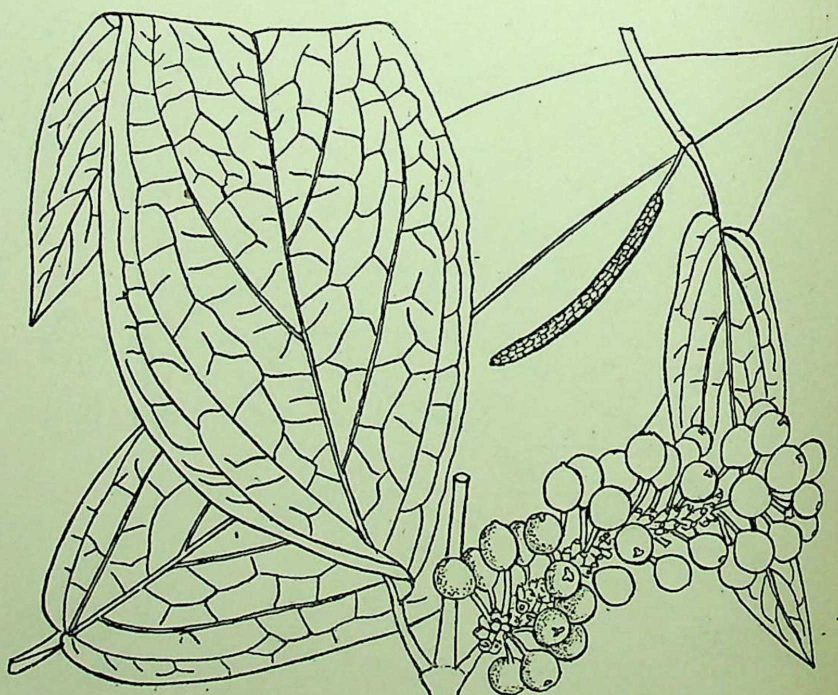
501. Piper longum Linn. (পিপুল)



502. Piper Betle Linn. (পান)



503. Piper nigrum Linn. (গোলমরিচ)



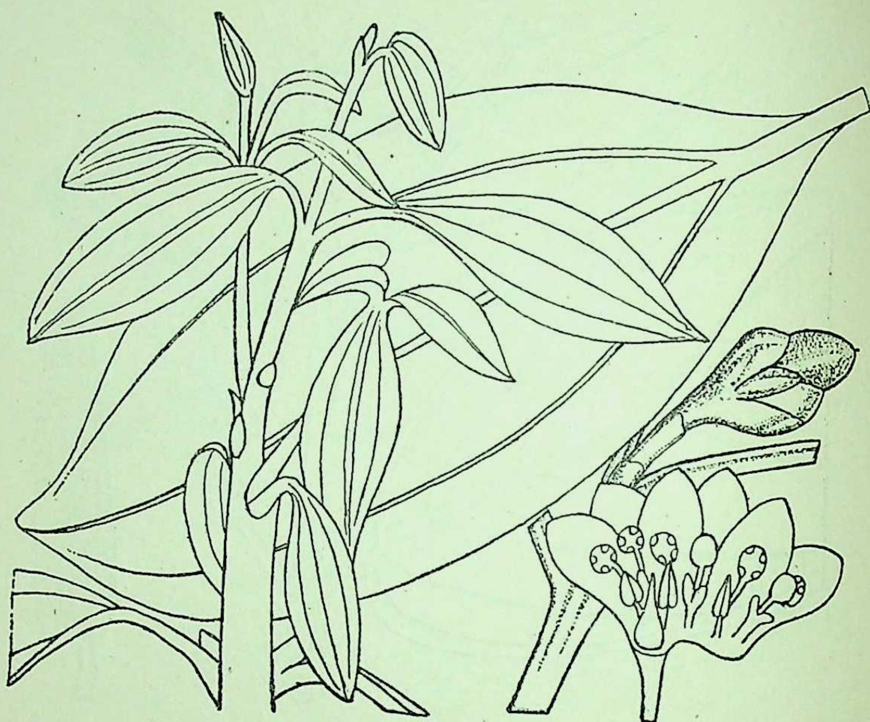
504. Piper Cubebe Linn. (কাবাবচিনি)



505. Piper chaba Hunter. (চৈ)



506. Myristica fragrans Houtt. (জৈত্রী)



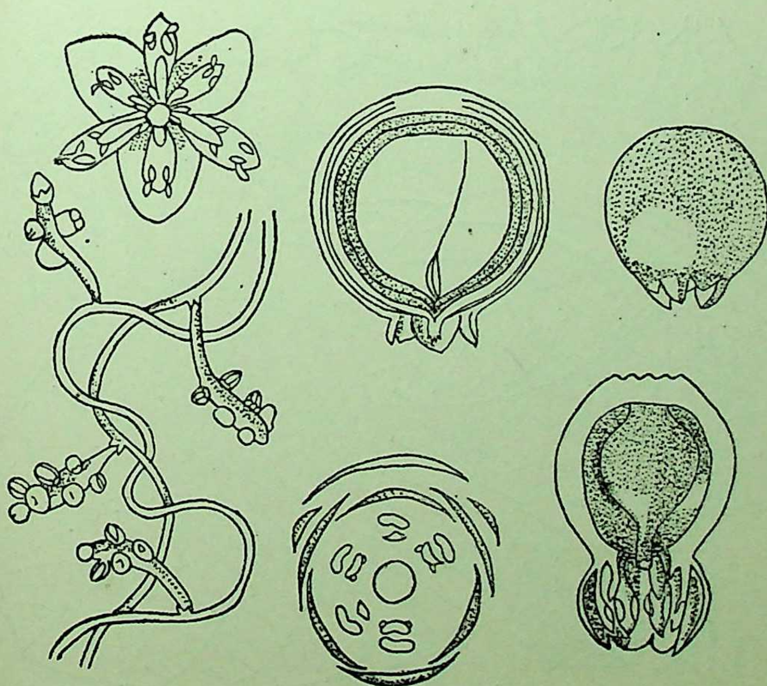
507. Cinnamomum tamala Fr. Nees. (তেজপাতা)



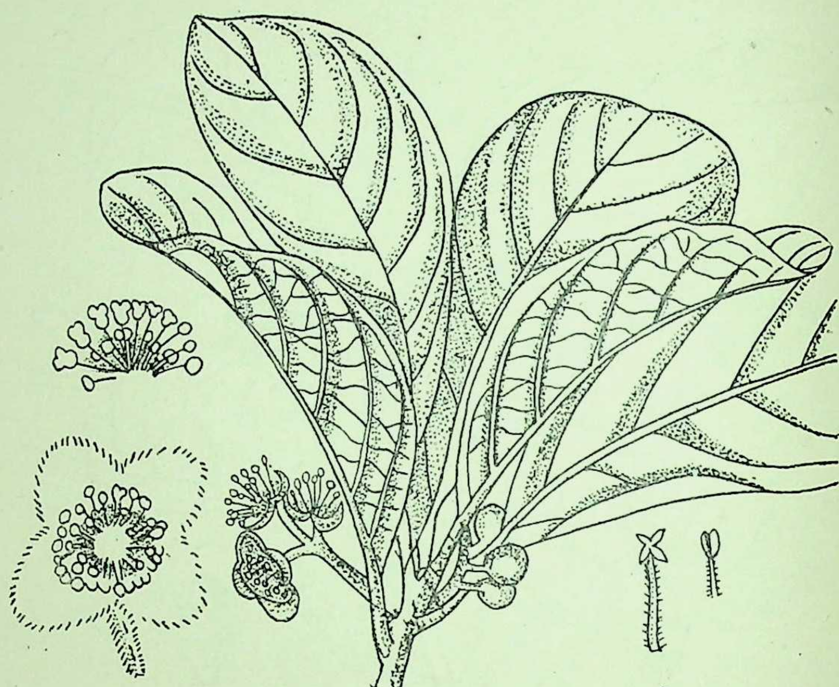
508. Cinnamomum Zeylanicum Bl. (দারুচিনি)



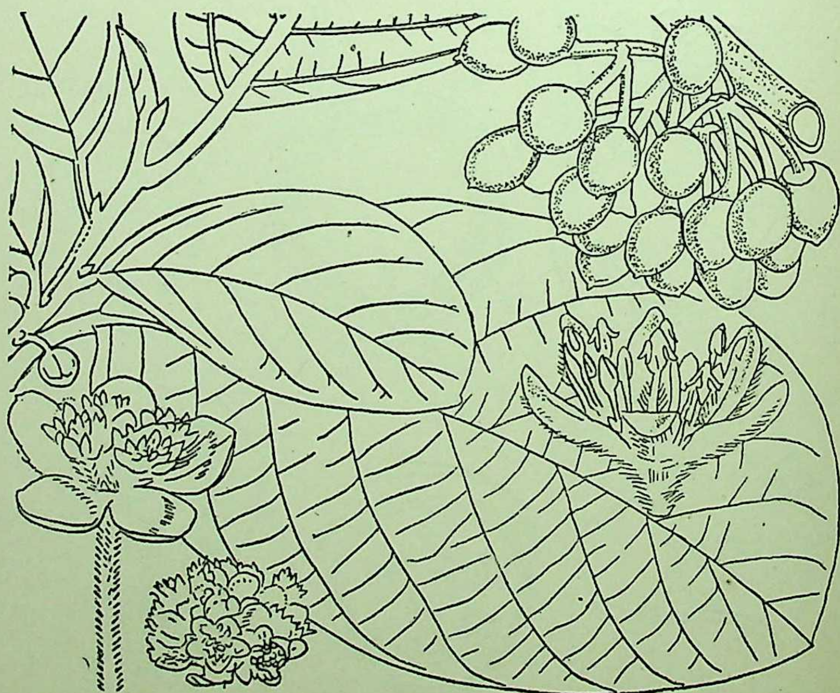
509. Cinnamomum Camphora Nees. (কর্পূর)



510. Cassytha filiformis Linn. (আকাশবেল)



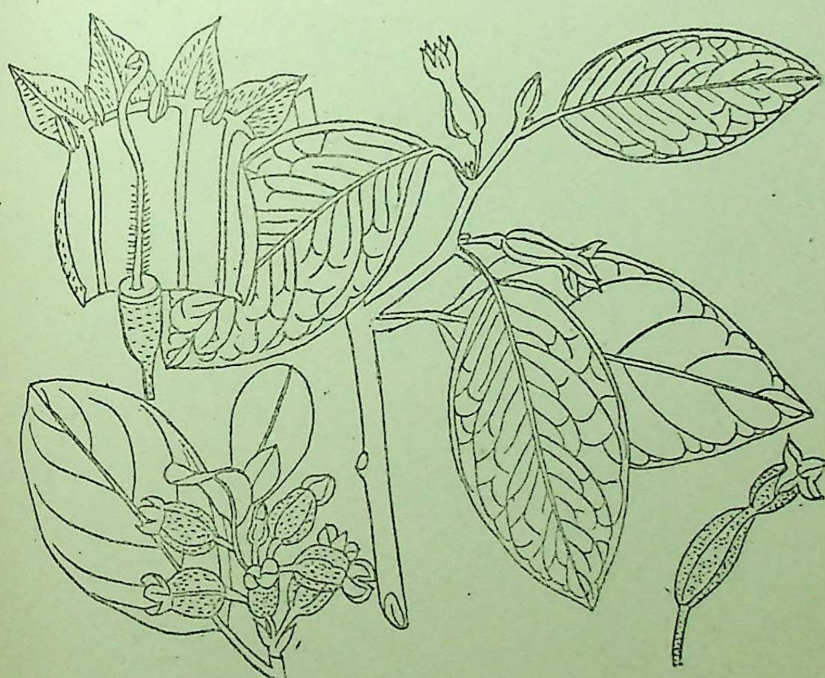
511. Litsaea sebifera Pers. (কুকুরচিতে)



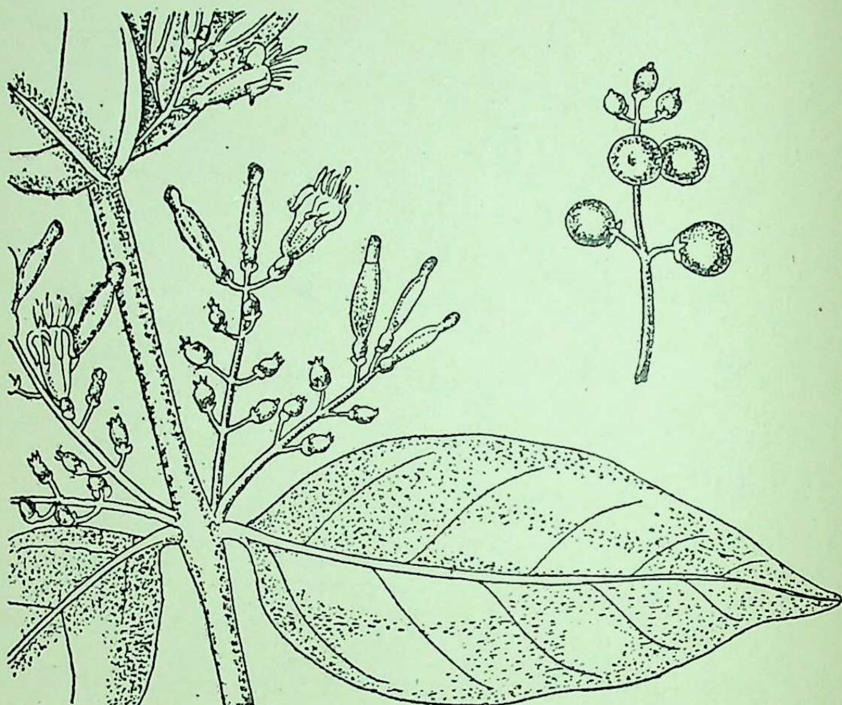
512. Litsaea polyantha Juss. (বড় কুকুরচিতে)



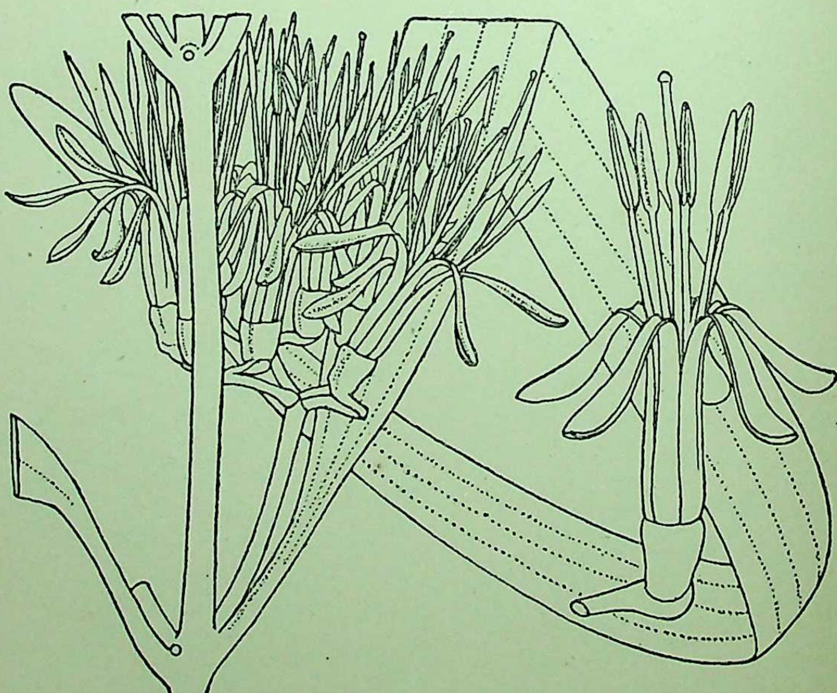
513. Aquilaria Agallocha Roxb. (অগুরু)



514. Elaeagnus latifolia Linn. (গুয়ারা)



515. Loranthus globusus Roxb. (ছোট মান্দা)



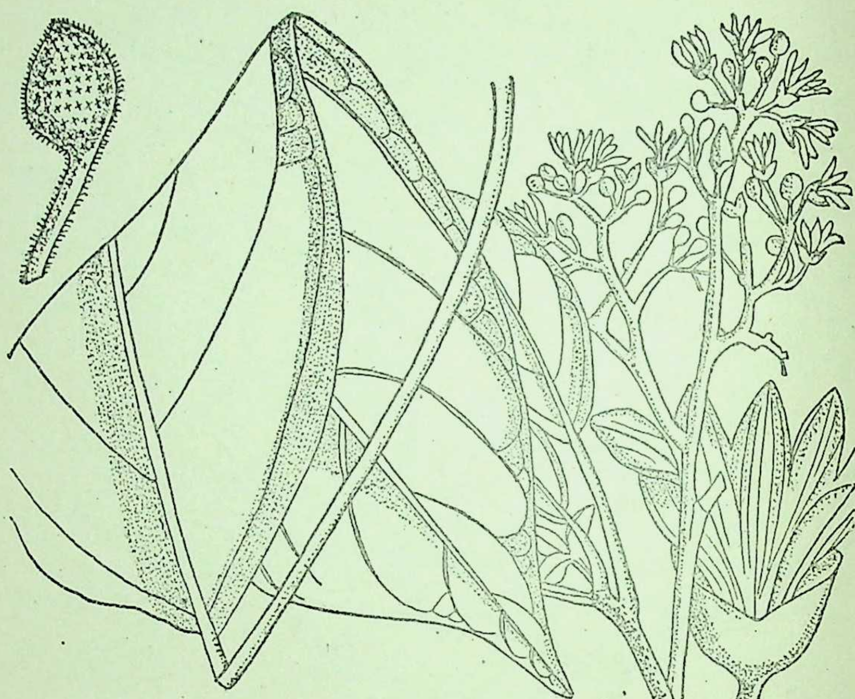
516. Loranthus longiflorus Desv. (বড় মান্দা)



517. Santalum album Linn. (চন্দন)



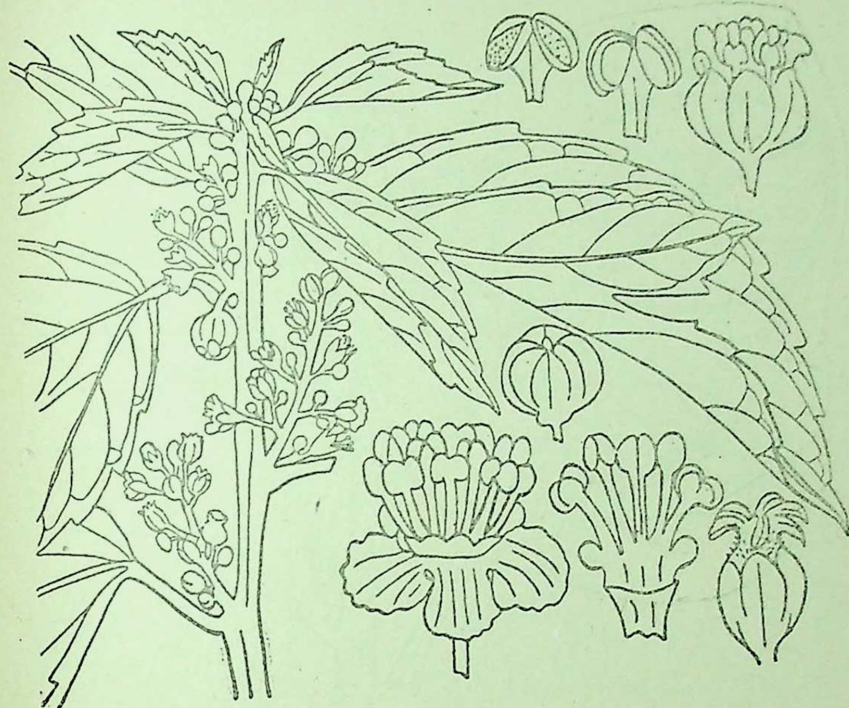
518. Acalypha indica Linn. (মুক্তঝুরি)



519. Aleurites moluccana Willd. (আখরোট)



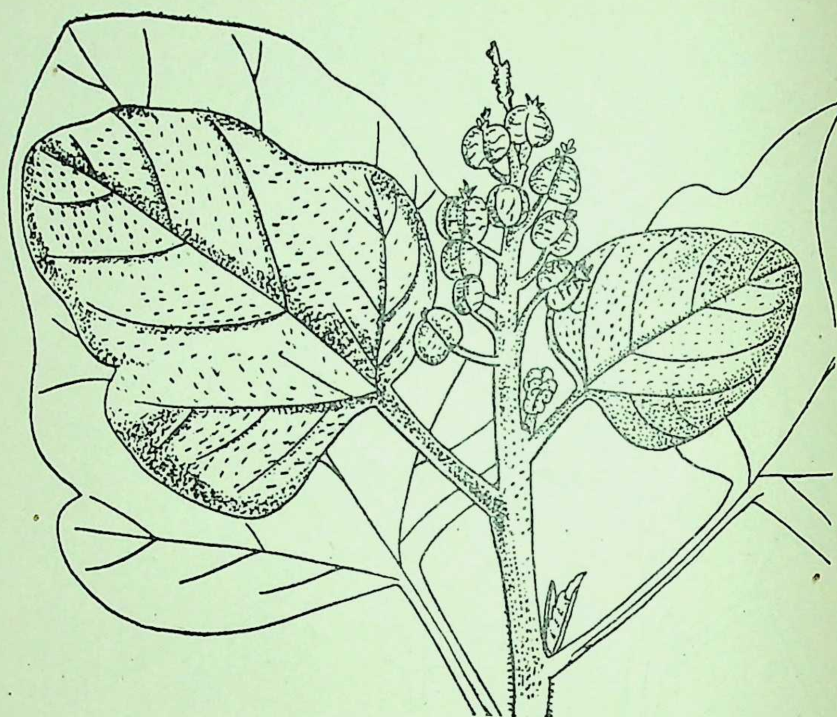
520. **Aleurites Fordii Hemsl. (টাঙ্গ অইল বা টাঙ্গ তৈল)**



521. Baliospermum axillare Blume. (হাকুন)



522. Croton tiglium Linn. (জয়পাল)



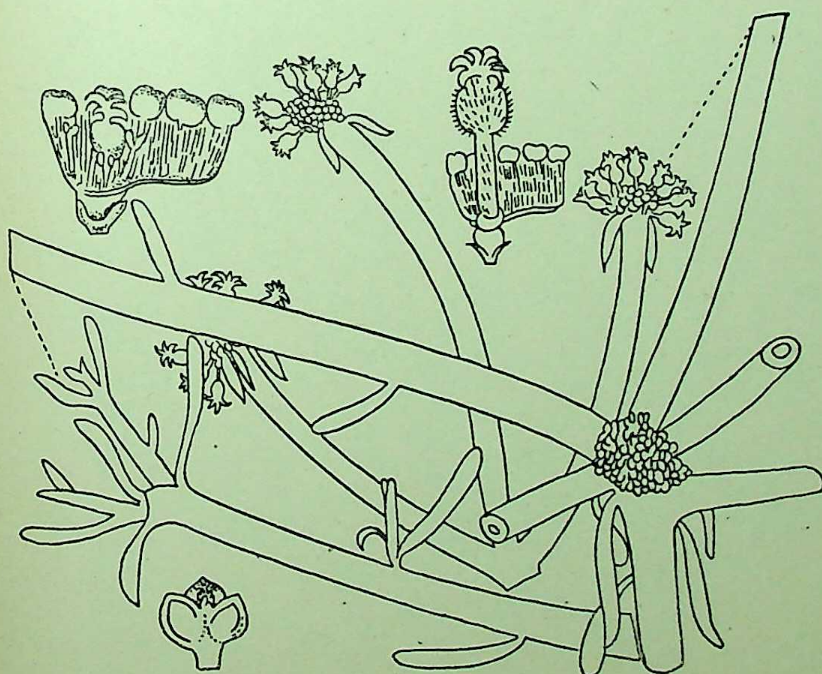
523. Chrozophora plicata A. Juss. (ক্ষুদিওকরা)



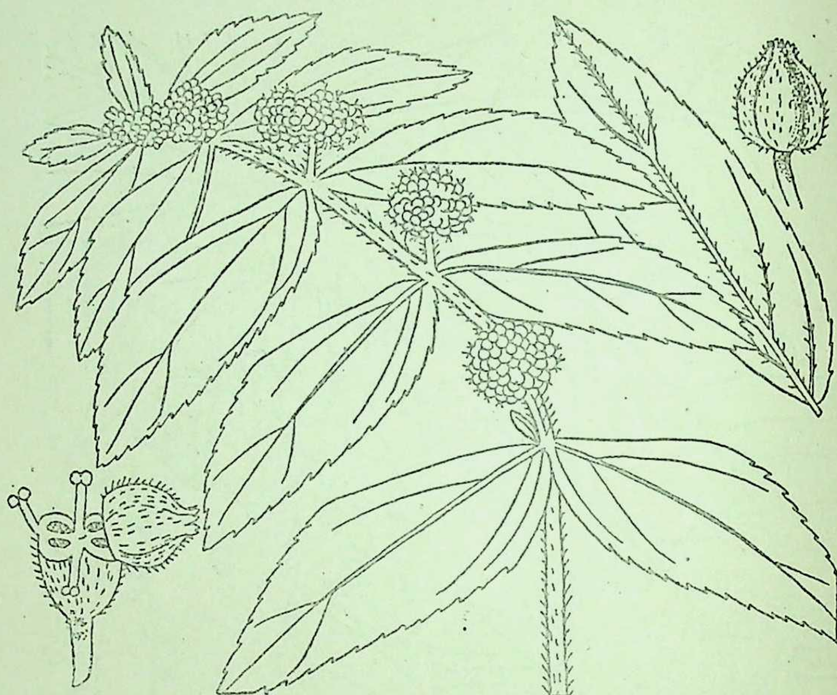
524. Euphorbia antiquorum Linn. (বাজবারণ)



525. Euphorbia neriifolia Linn. (মনসাসিজ)



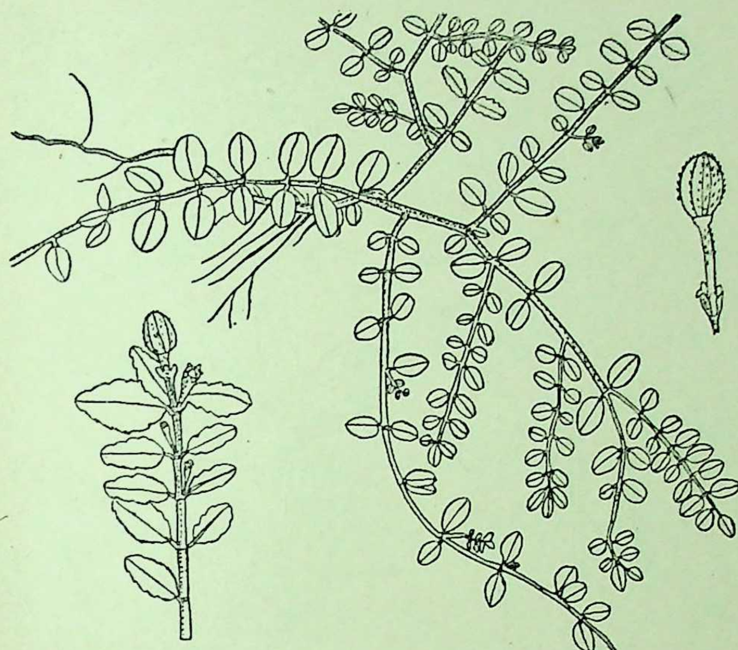
526. Euphorbia Tirucalli Linn. (জটালঙ্কা)



527. Euphorbia pilulifera Linn. (বড় কেরই)



528. Euphorbia microphylla Heyne. (ছোট কেরই)



529. Euphorbia thymifolia Burm. (শ্বেত কেরই)



530. Jatropha Curcas Linn. (বাগা ভেরেণ্ডা)



531. Jatropha gossypifolia Linn. (লাল ভেরেণ্ডা)



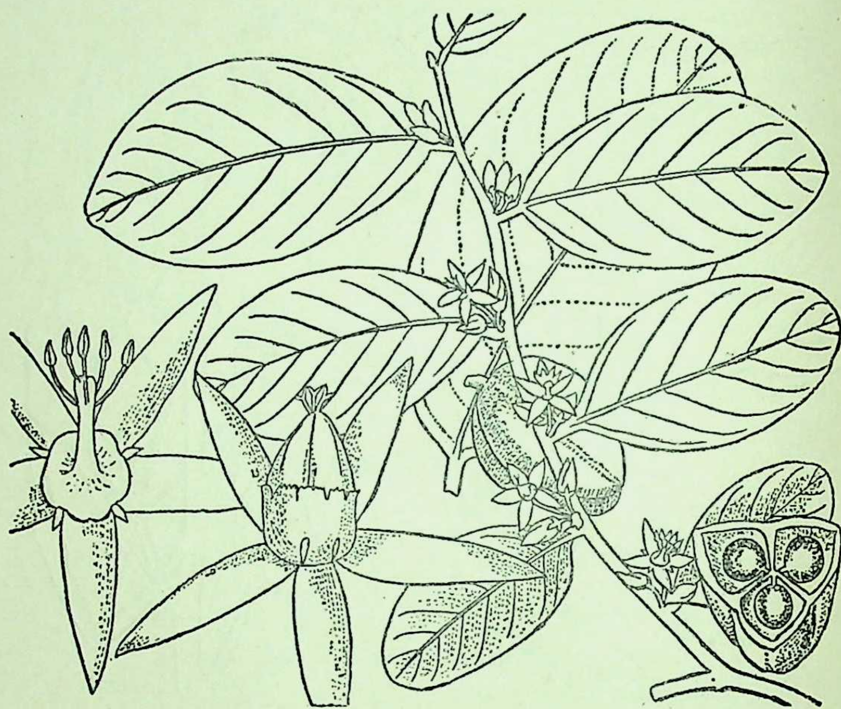
532. Ricinus communis Linn. (গাব ভেরেণ্ডা)



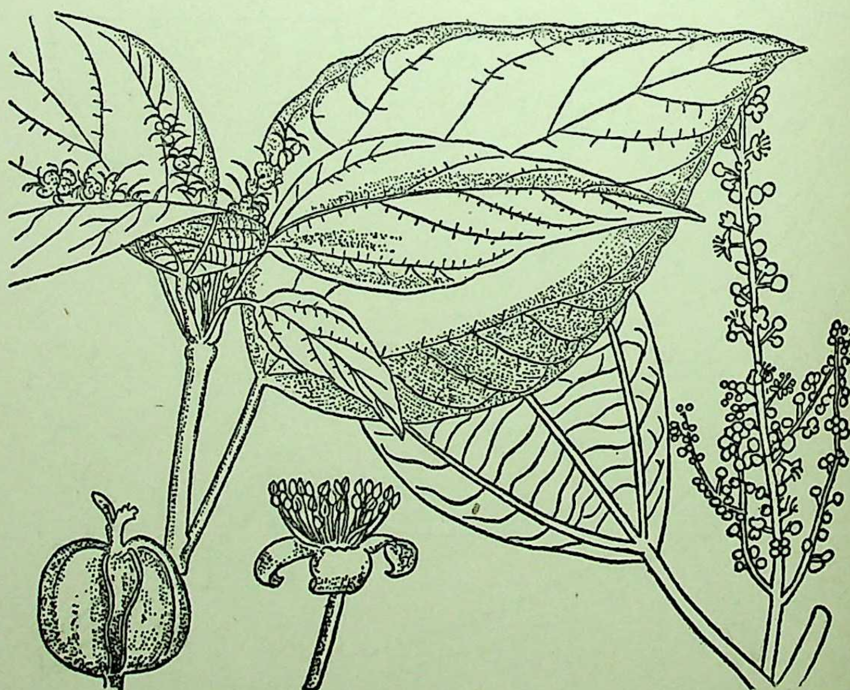
533. Putranjiva Roxburghii Wall. (পুত্রঞ্জীব)



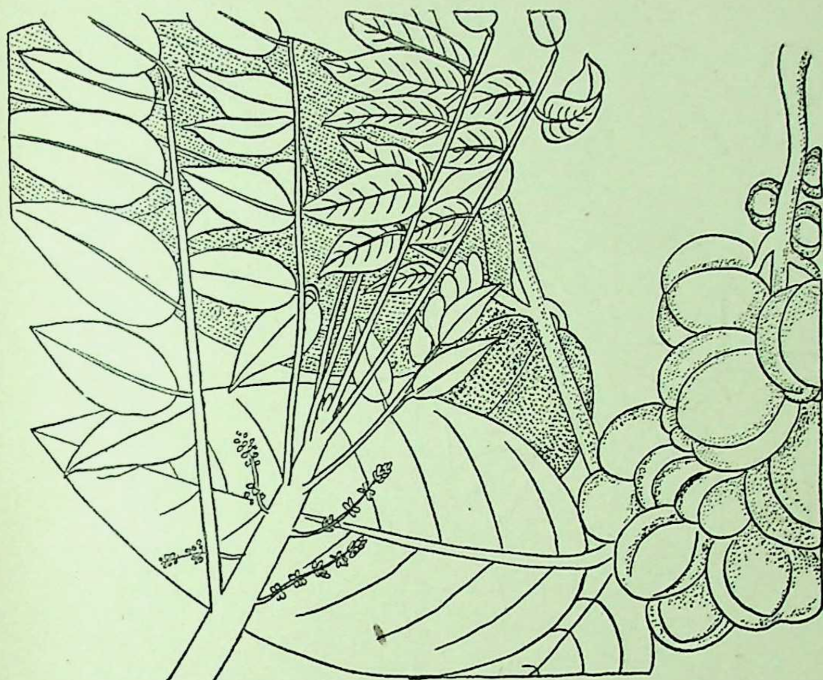
534. Tragia involucrata Linn. (বিছুটী)



535. Cleistanthus collinus Benth. (গাররি)



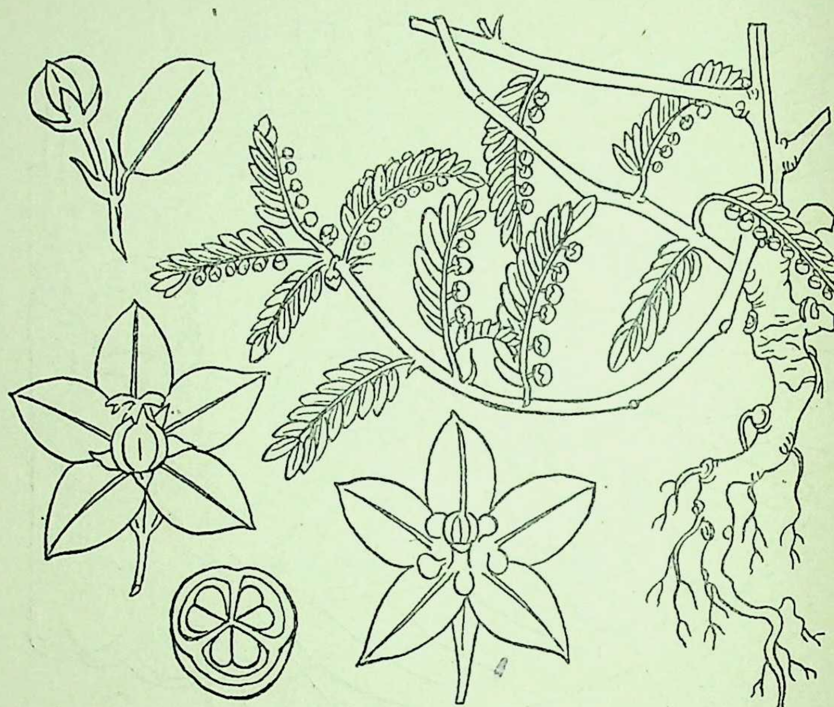
536. Mallotus philippinensis Muell. (কমলাগুঁড়ি)



537. Phyllanthus distichus Muell. (নোয়াড়)



538. Phyllanthus Emblica Linn. (আমলকী)



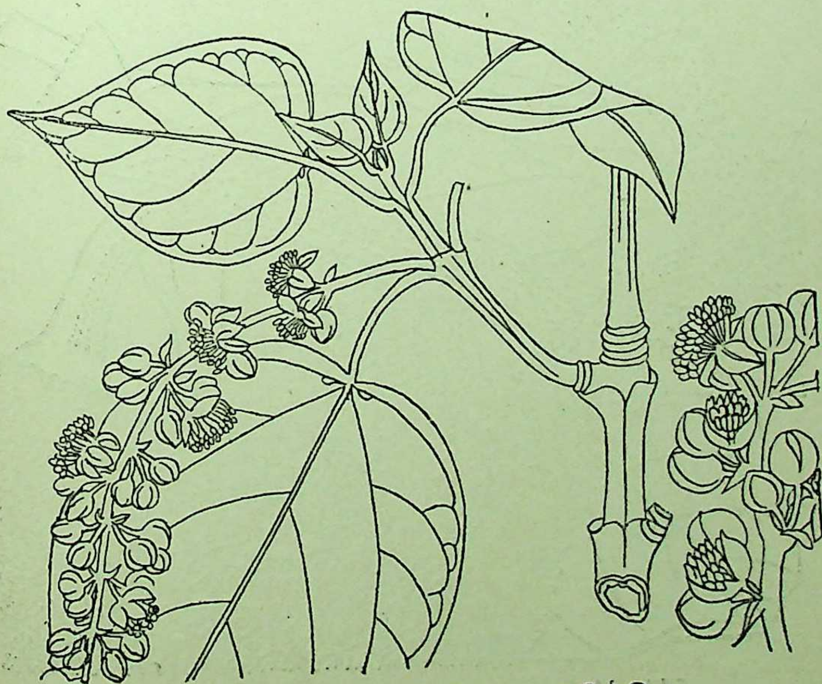
539. Phyllanthus Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)



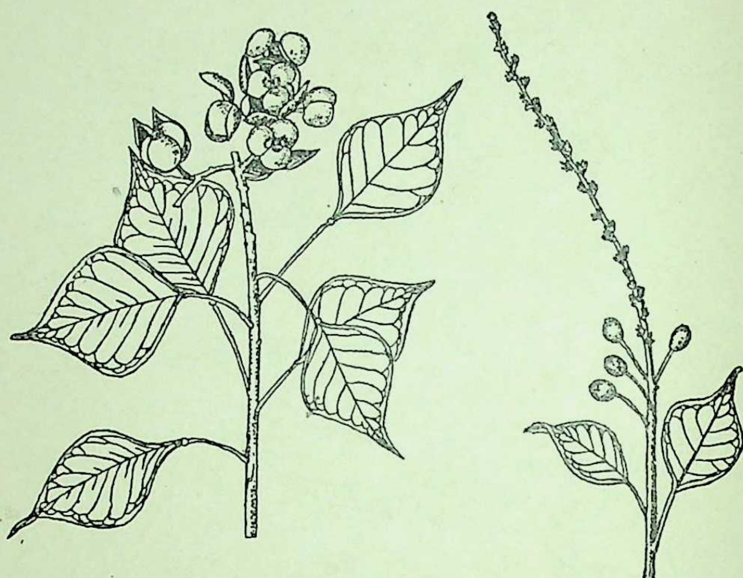
540. Phyllanthus urinaria Linn. (হাজরমণি)



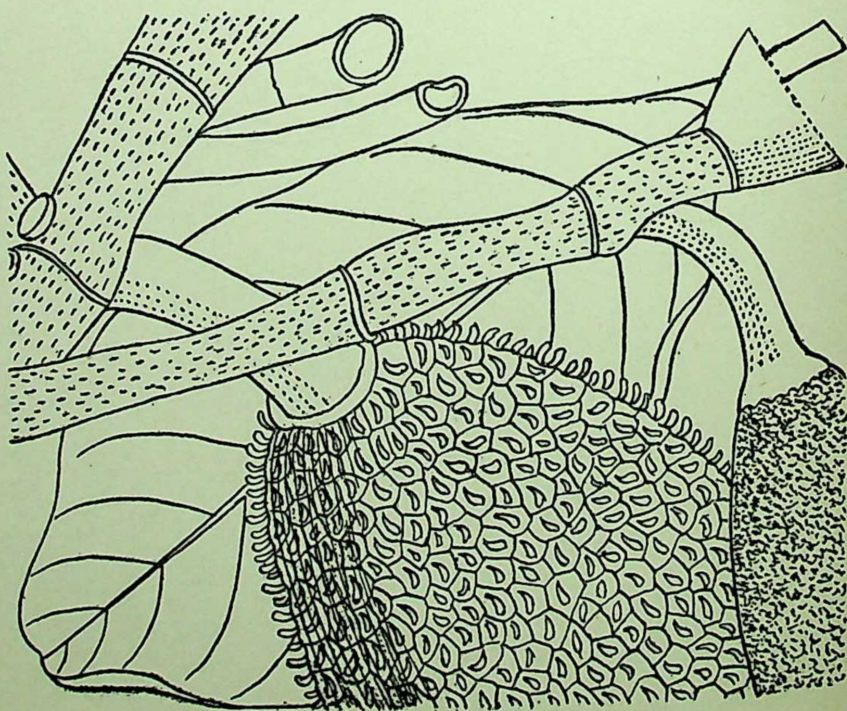
541. Phyllanthus reticulatus Poir. (পানশিউলি)



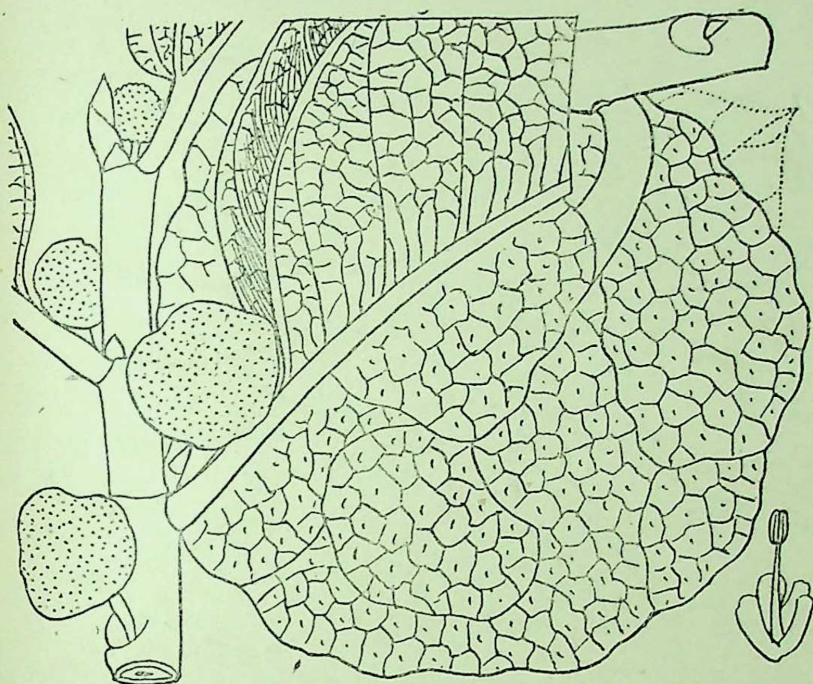
542. Trewia nudiflora Linn. (পিটুলি)



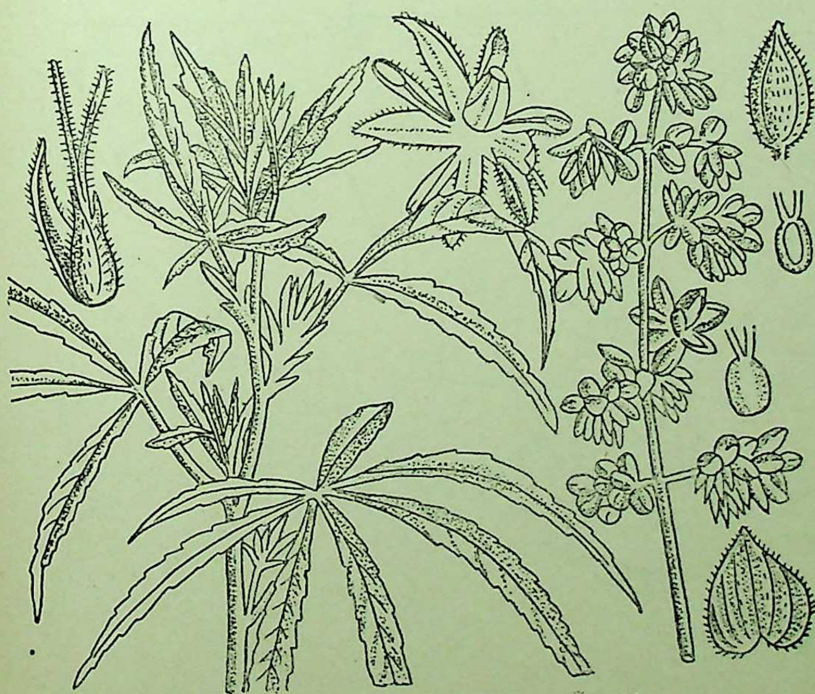
543. Sapium sebiferum Roxb. (মোমচীনা)



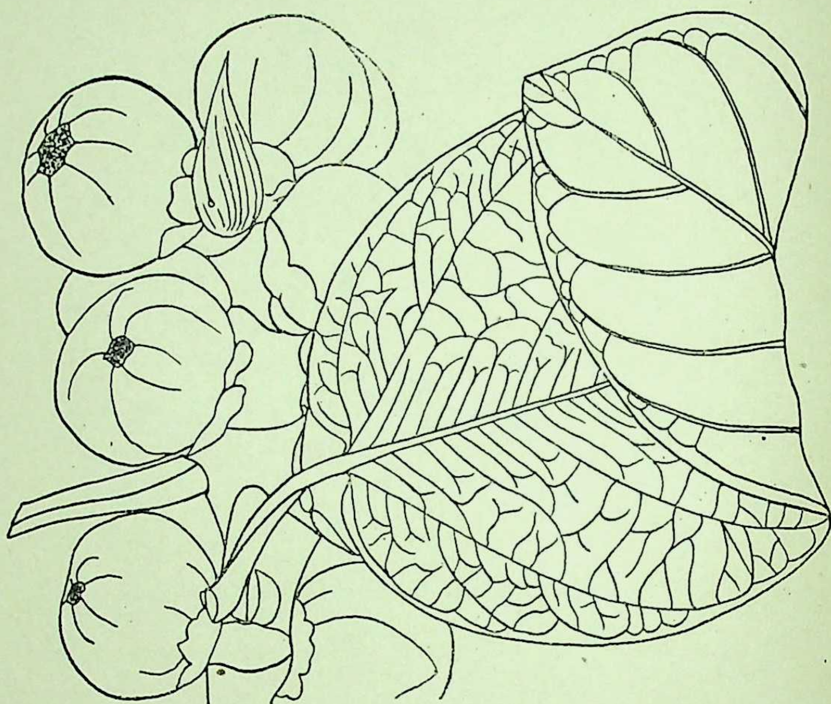
544. Artocarpus integrifolia Linn. (কাঁটাল)



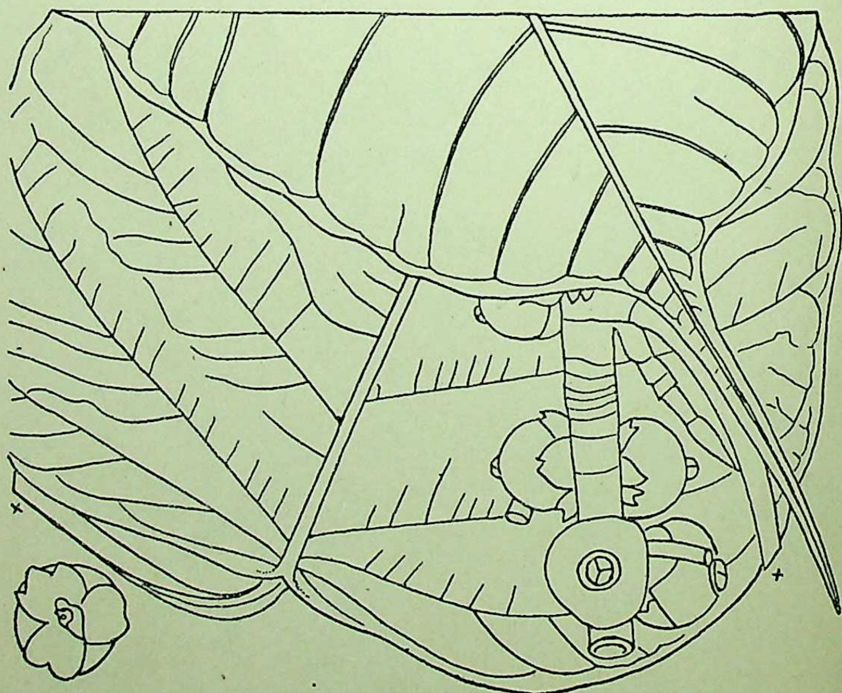
545. Artocarpus Lakoocha Roxb. (ডেলো, মাদার)



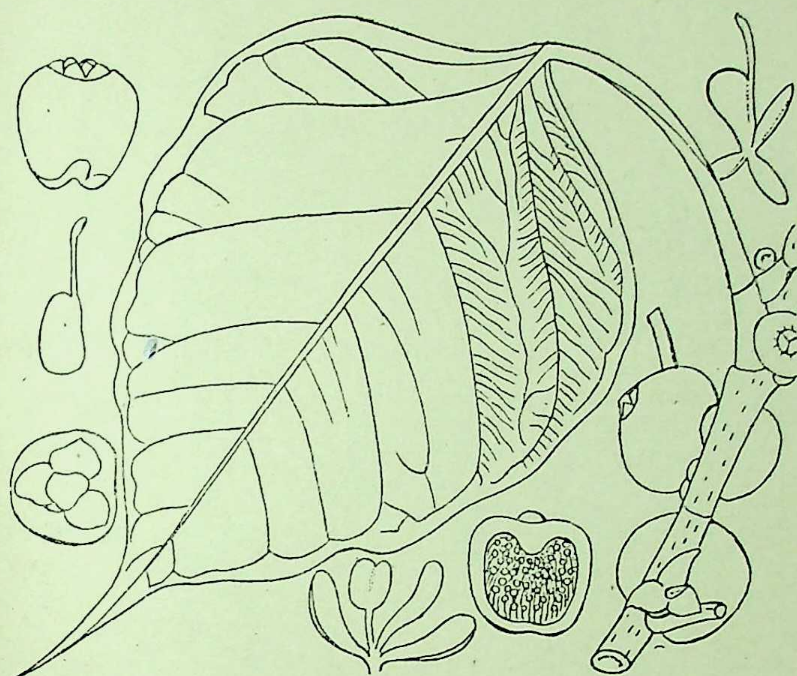
546. Cannabis sativa Linn. (গাঁজা)



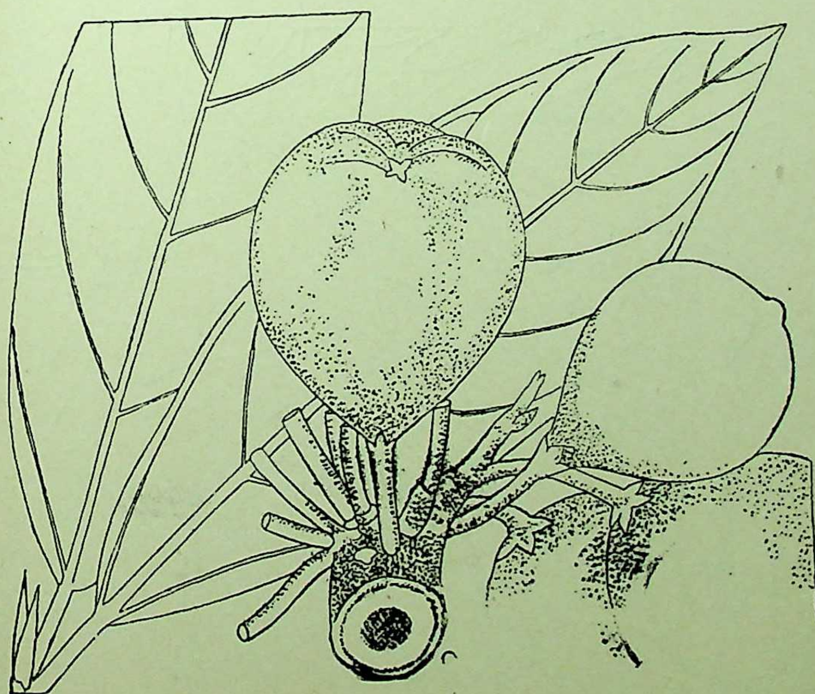
547. Ficus bengalensis Linn. (বট)



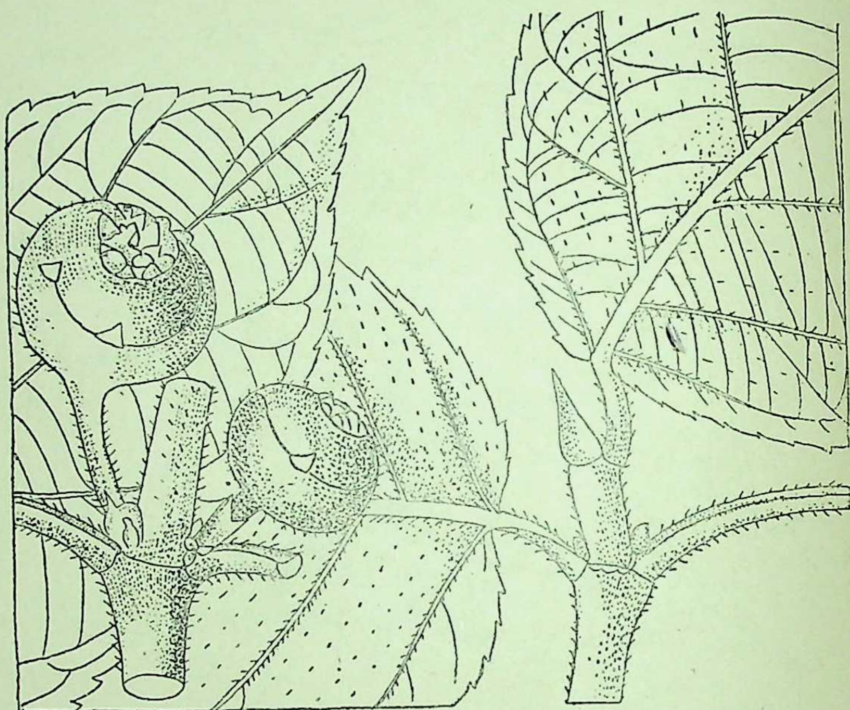
548. Ficus religiosa Linn. (অশ্বত্থ)



549. Ficus Rumphii Blume. (গয়াশ্বত্থ)



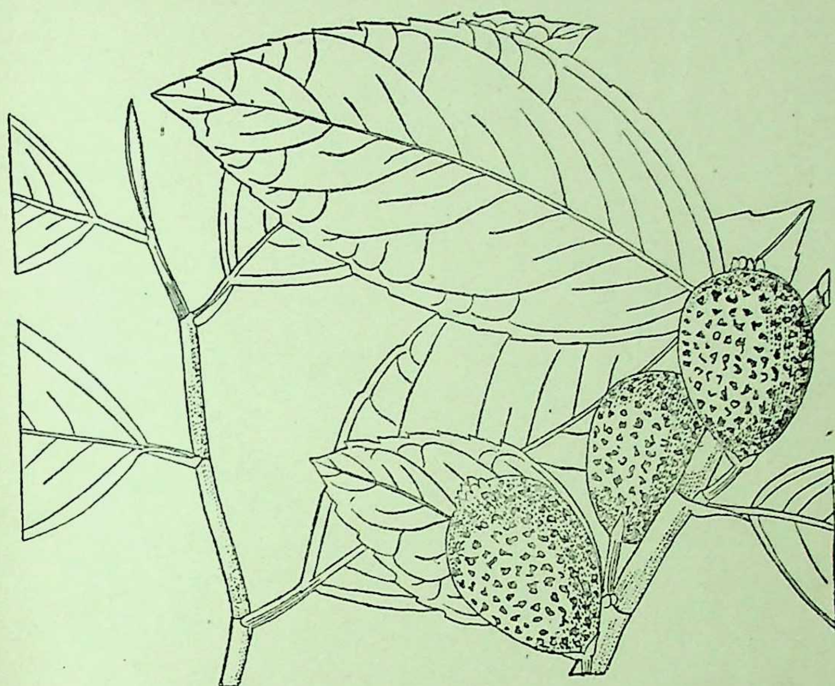
550. Ficus glomerata Roxb. (যজ্ঞডুম্বুর)



551. Ficus hispida Linn. (কাকডুম্বুর)



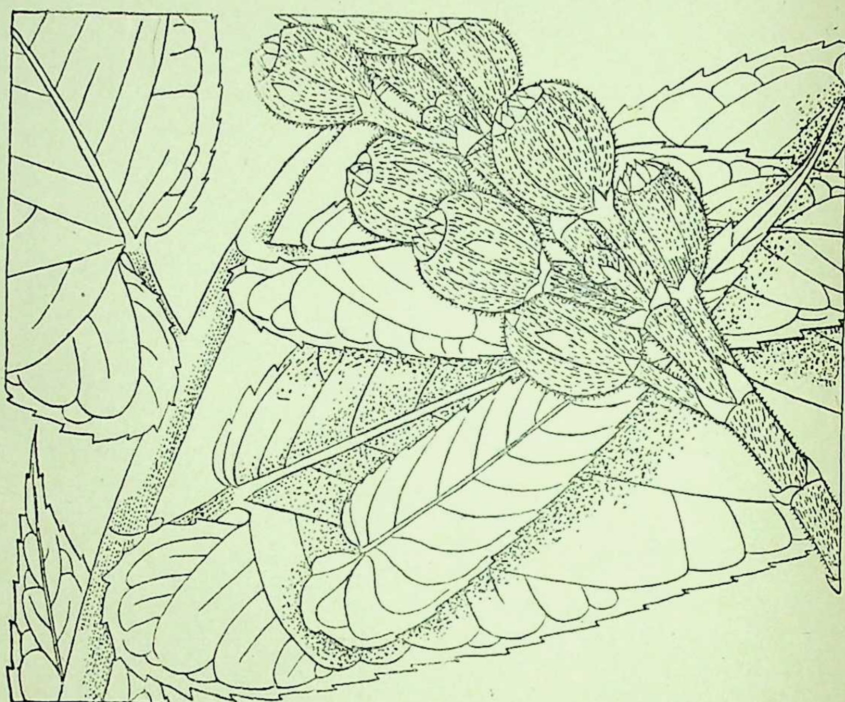
552. Ficus heterophylla Linn. (ঘটী শেওড়া)



552 A. Ficus heterophylla Linn Var. F. scabrella King. (বল্লম ডুম্বুর)



552 B. Ficus heterophylla Linn. Var. repens King. (ভুঁই ডুম্বুর)



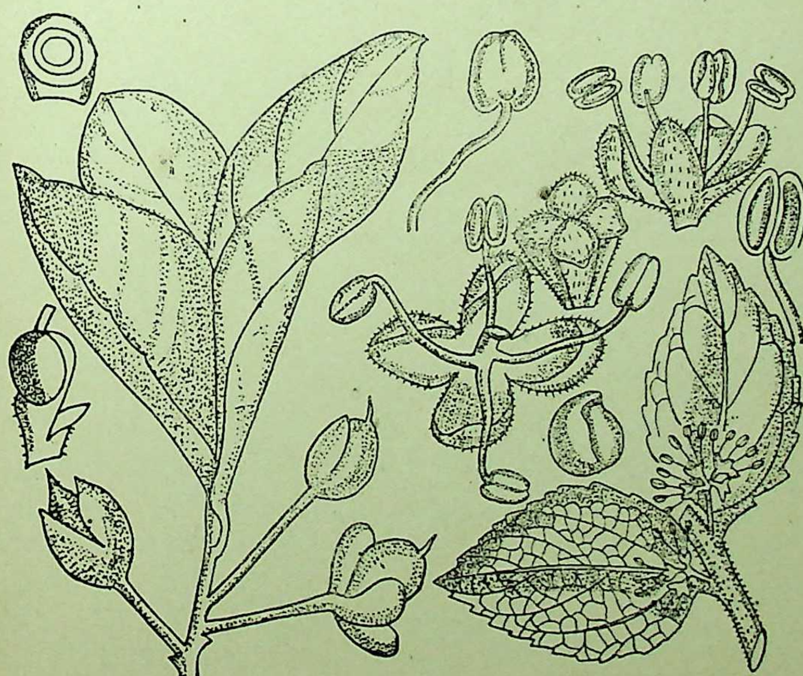
553. Ficus Cunia Ham. (জয়া ডুম্বুর)



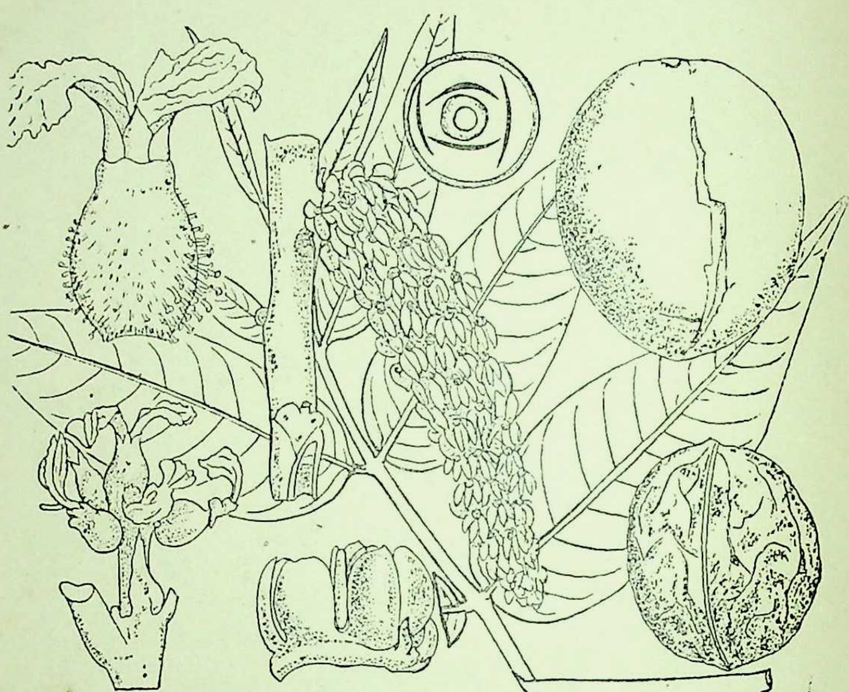
554. Ficus infectoria Roxb. (পাকুড়)



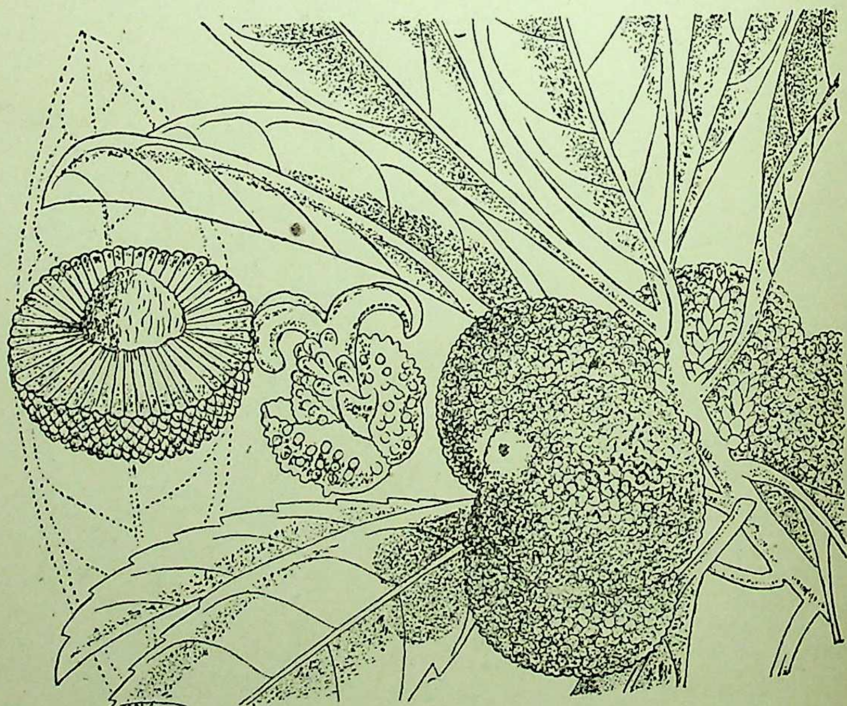
555. Morus indica Linn. (তুত)



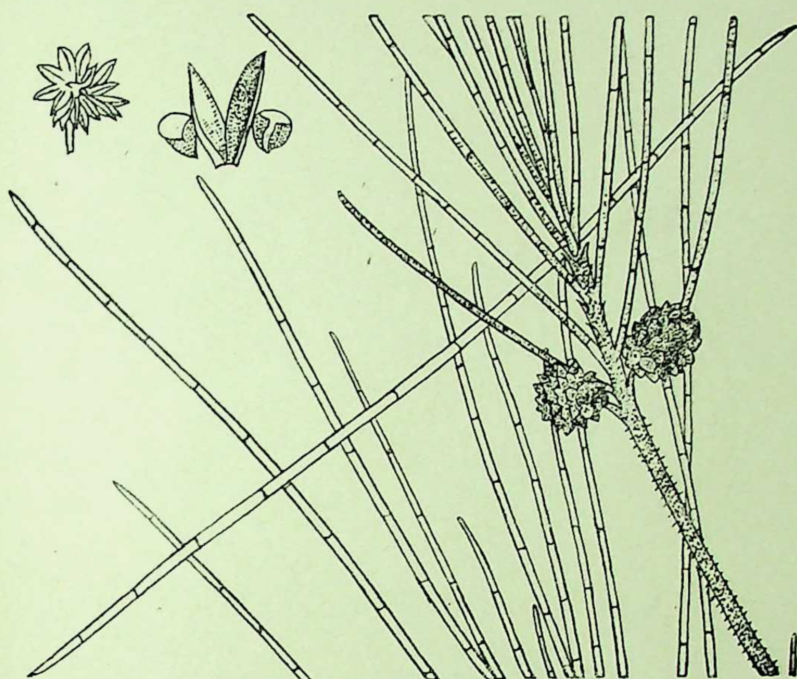
556. Streblus asper Lour. (শেওড়া)



557. Juglans regia Linn. (আখরোট)



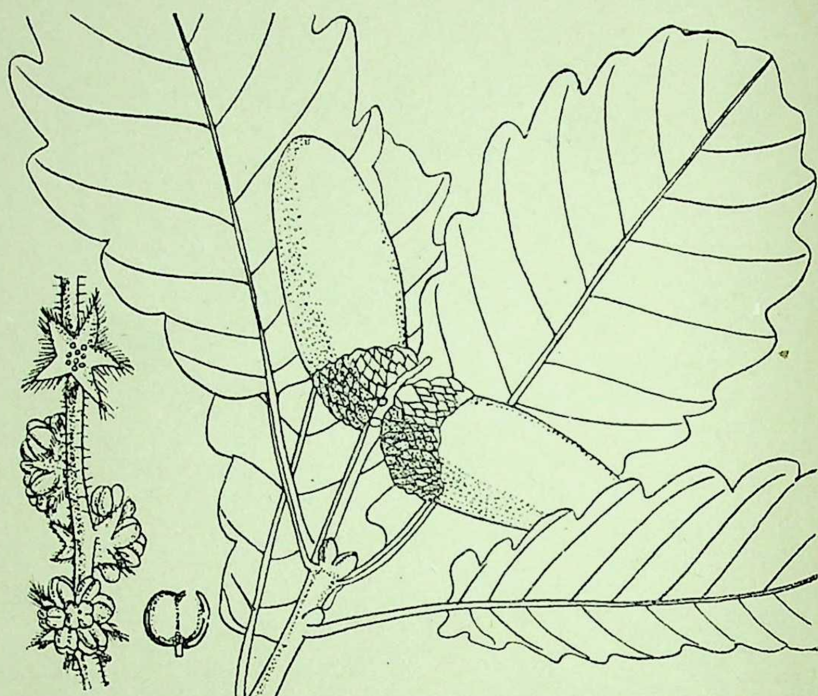
558. Myrica Nagi Thunb. (কটফল)



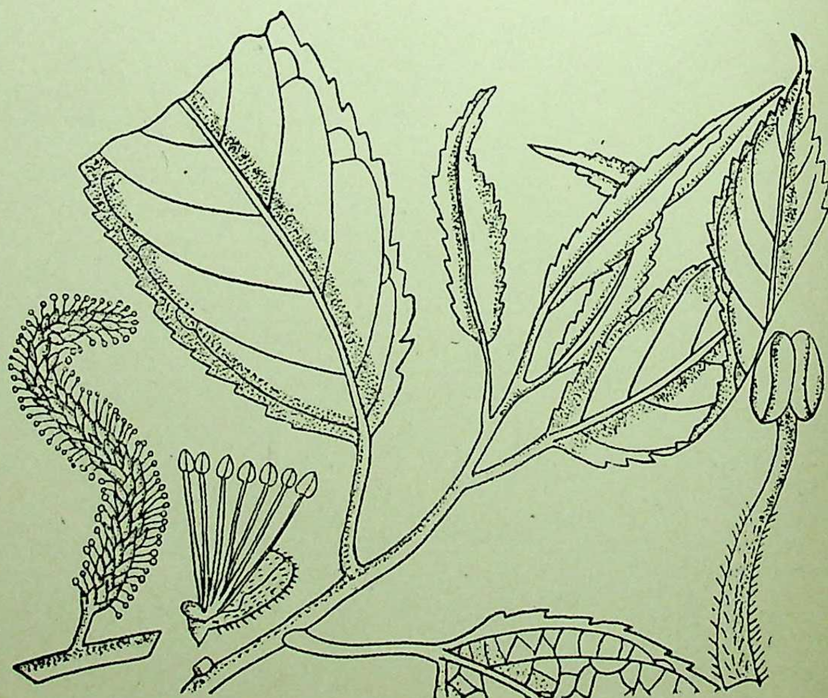
559. Casuarina equisetifolia Forst. (বিলাতী ঝাউ)



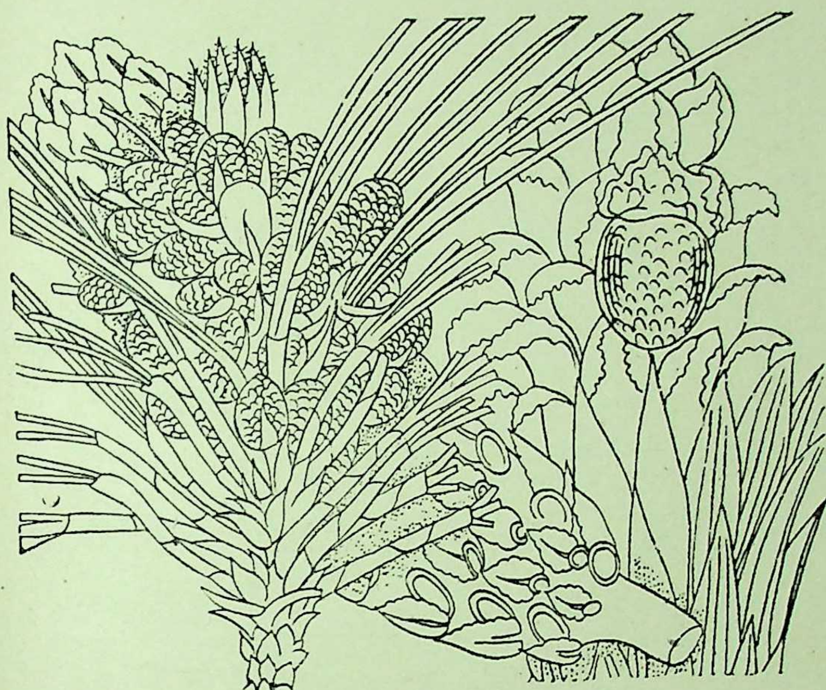
560. Betula utilis Don. (ভূর্জ্জপত্র)



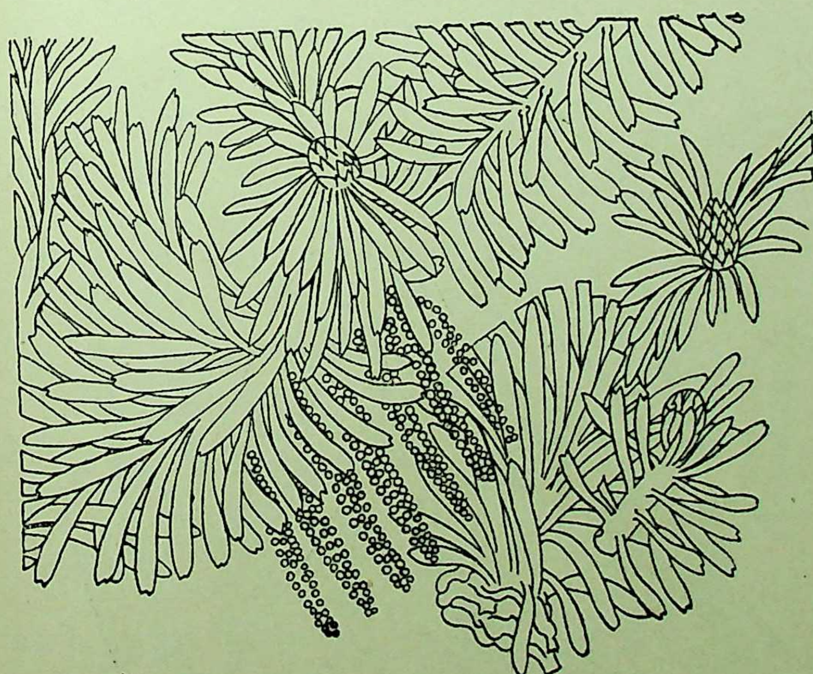
561. Quercus infectoria Oliver. (মাজুফল)



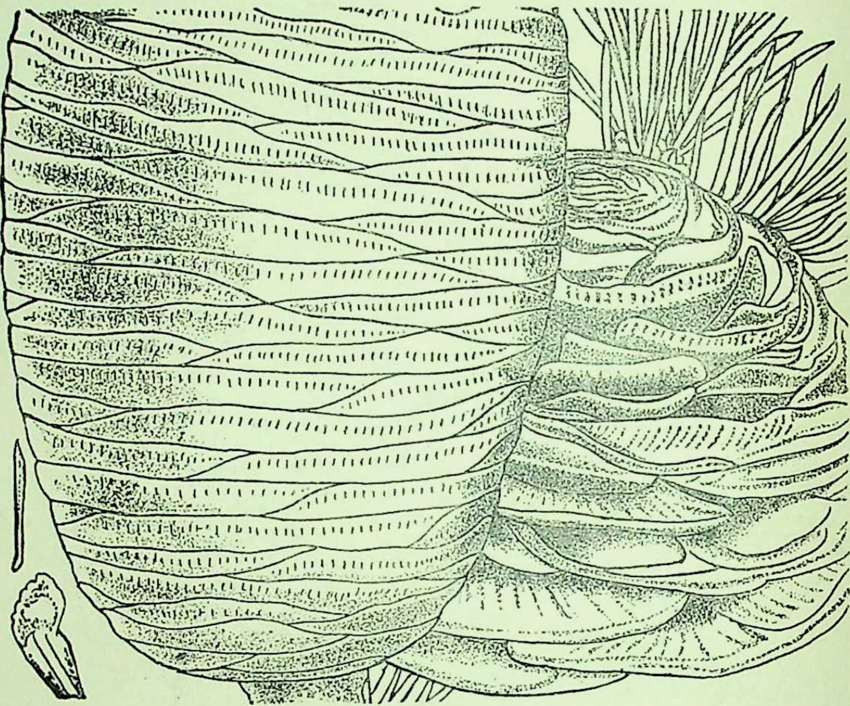
562. Salix tetrasperma Roxb. (পানিজামা)



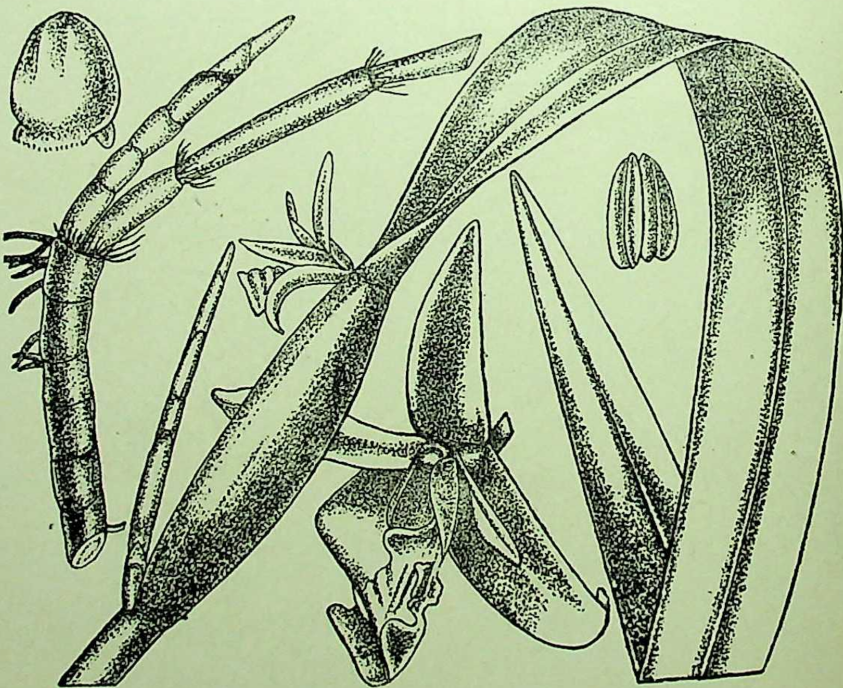
563. Pinus longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা)



564. Abies Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)



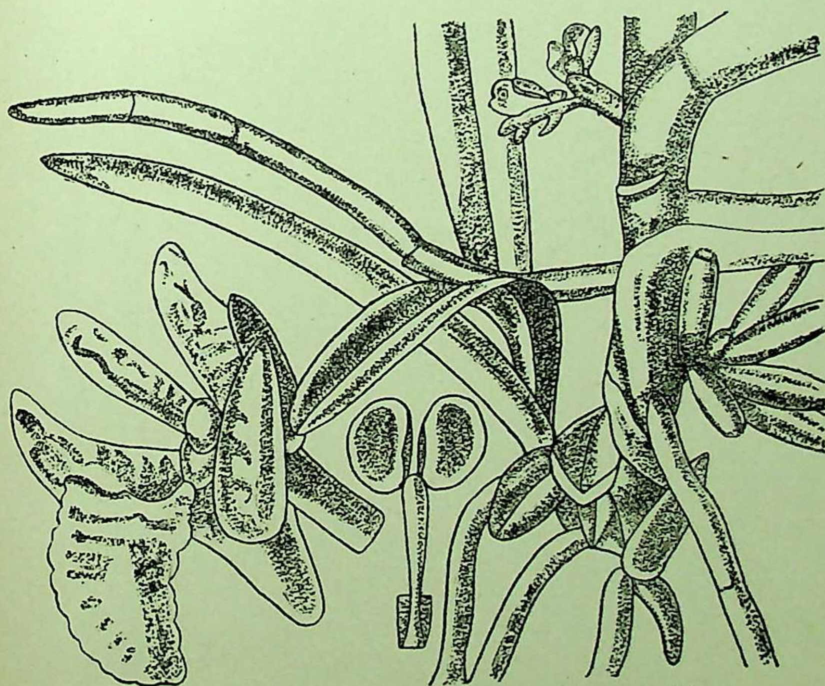
565. Cedrus Libani Barrl. (দেবদারু)



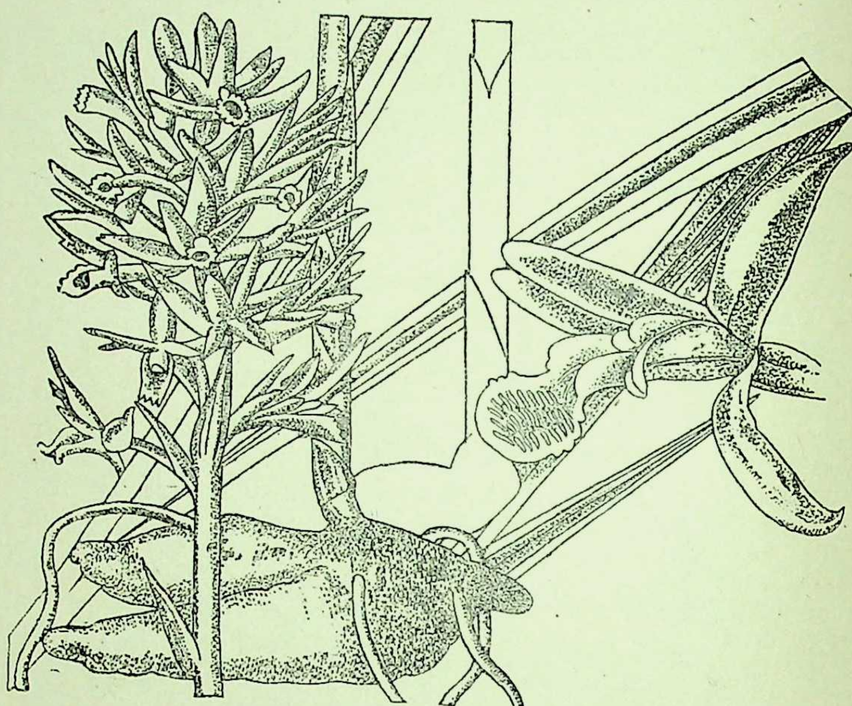
566. Dendrobium Macraei Lindl. (জীবন্তী)



567. Vanda Roxburghii R. Br. (রাস্না)



568. Saccolabium papillosum Lindl. (রাস্না)



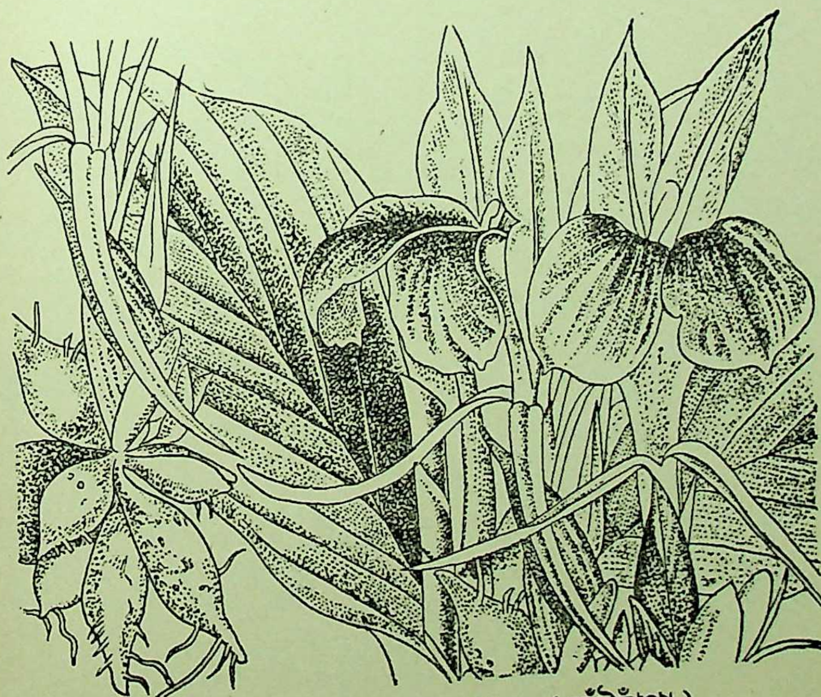
569. Eulophia campestris Roxb. (সালেমমিশ্রি)



570. Alpinia galanga Sw. (কুলঞ্জন)



571. Kaempferia angustifolia Rosc. (মধুনির্ব্বিষা)



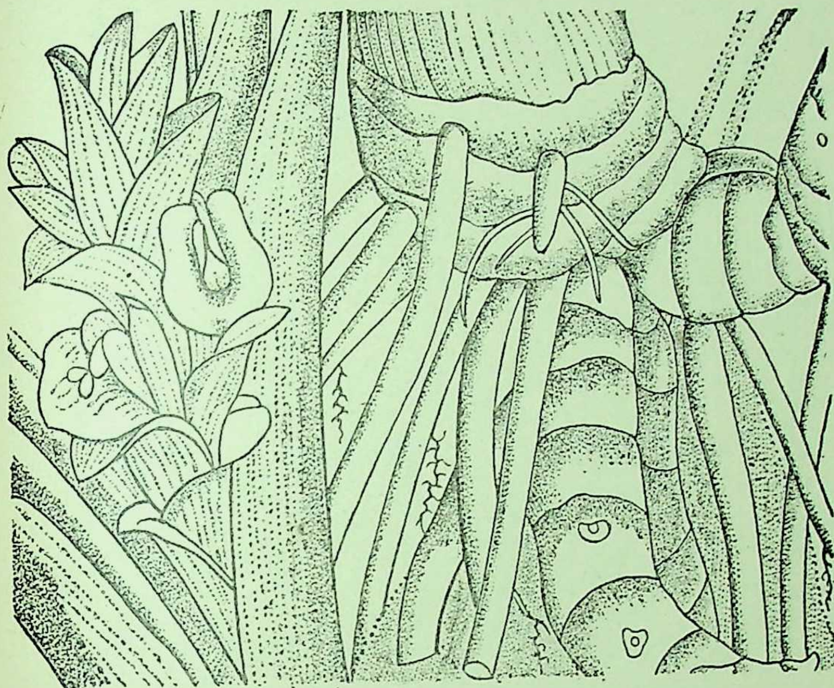
572. Kaempferia rotunda Linn. (ভুঁইচাঁপা)



573. Kaempferia galanga Linn. (চন্দ্রমূলা)



574. Hedychium spicatum Ham. (কর্পূর-কচুরি)

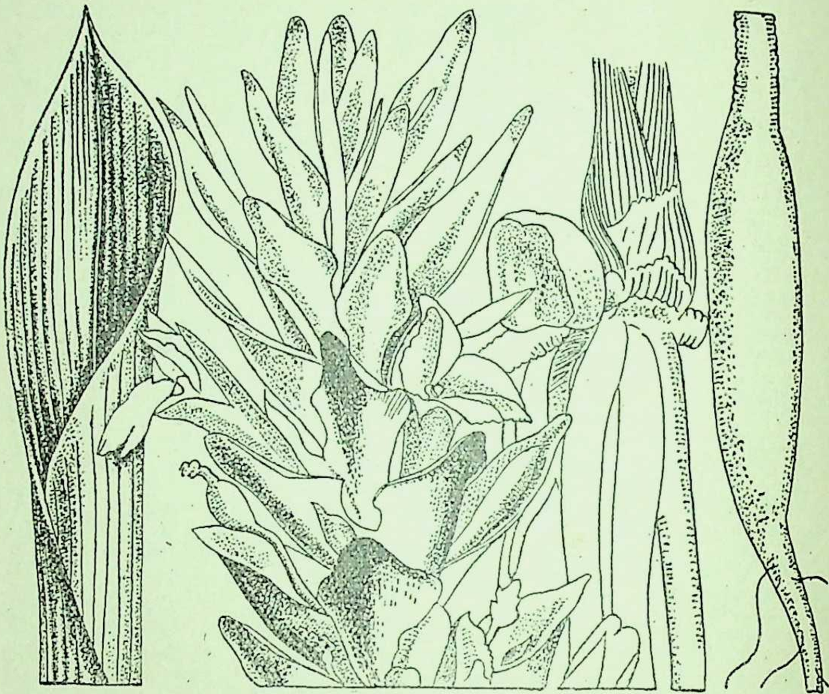


575. Curcuma Amada Roxb. (আমাদা)

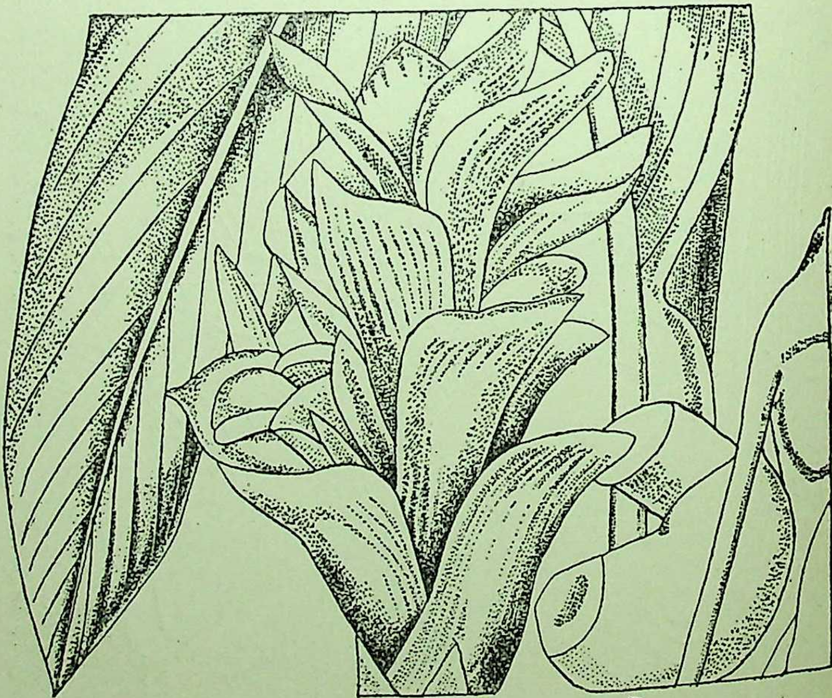


576. Curcuma aromatica Salisb. (বন-হলুদ)

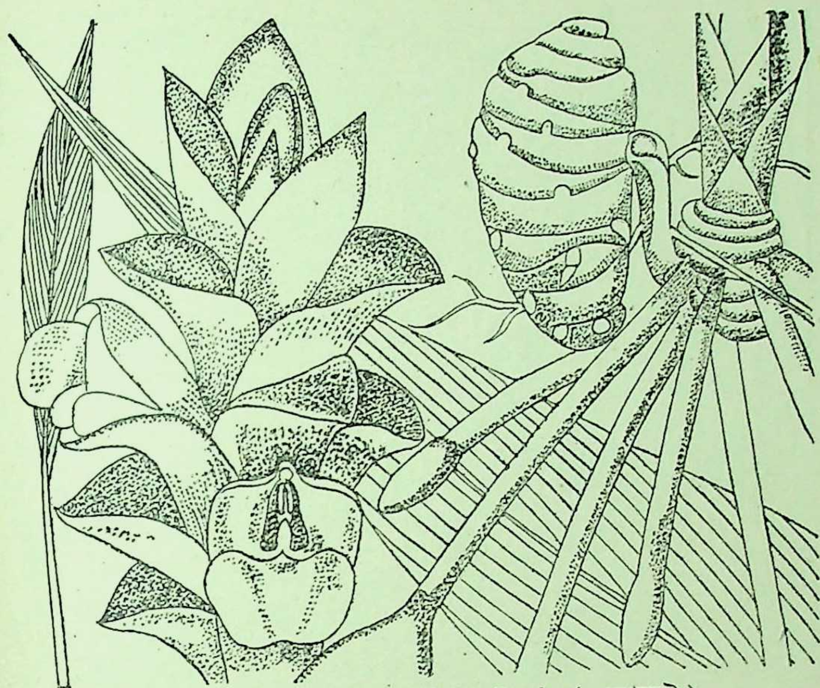
37—1754B.



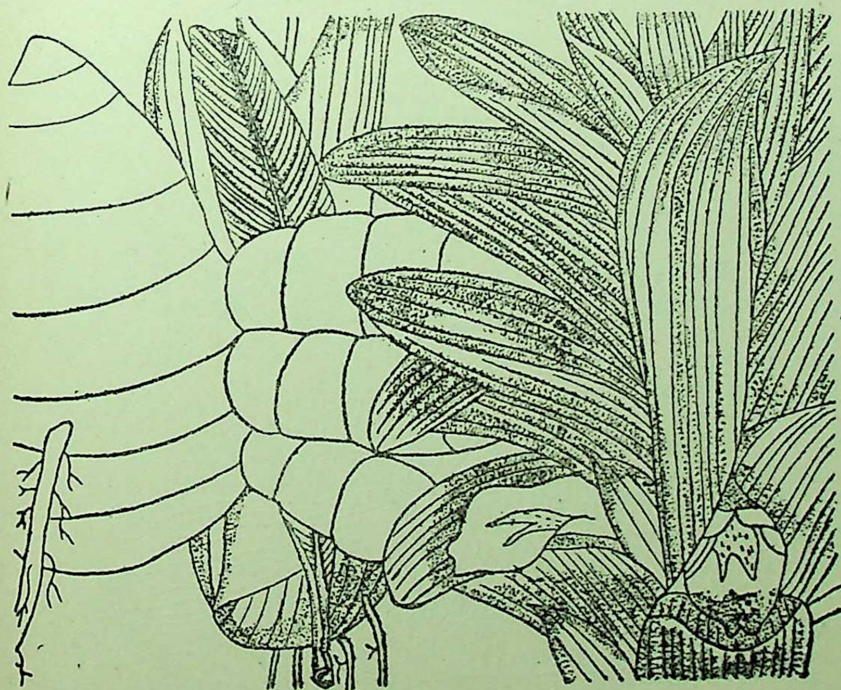
577. Curcuma longa Linn. (হরিদ্রা)



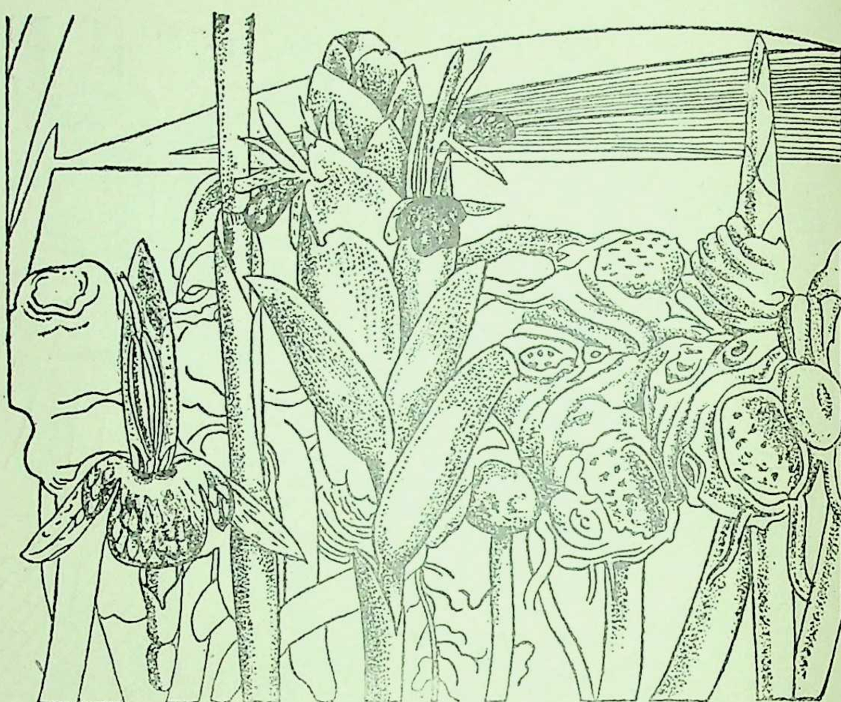
578. Curcuma Zedoaria Rosc. (শটী)



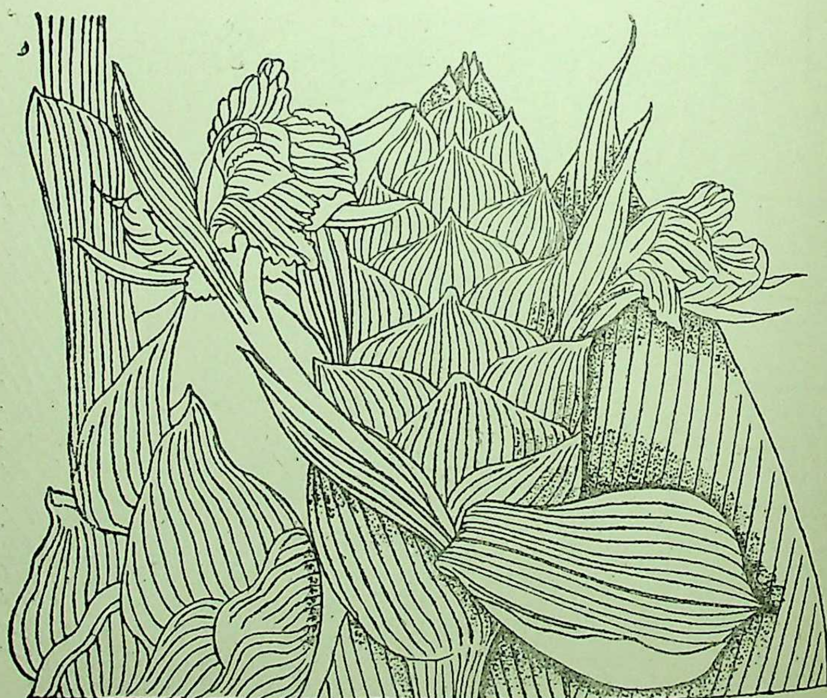
579. Curcuma angustifolia Roxb. (এরারুট)



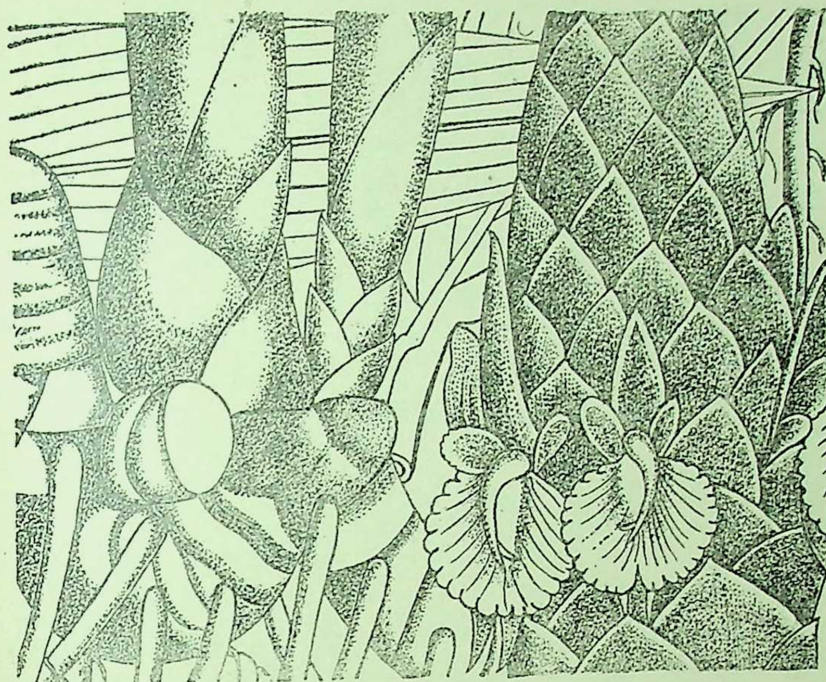
580. Curcuma caesia Roxb. (কালহরিদ্রা)



581. Zingiber officinale Rosc. (আদা)



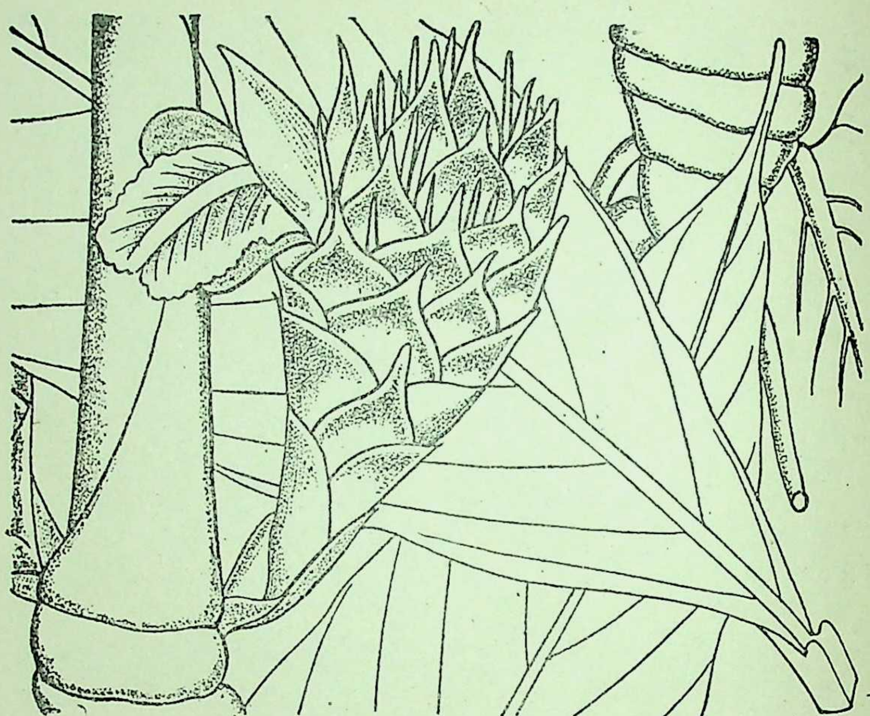
582. Zingiber Zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)



583. Zingiber Casumunar Roxb. (বন-আদা)



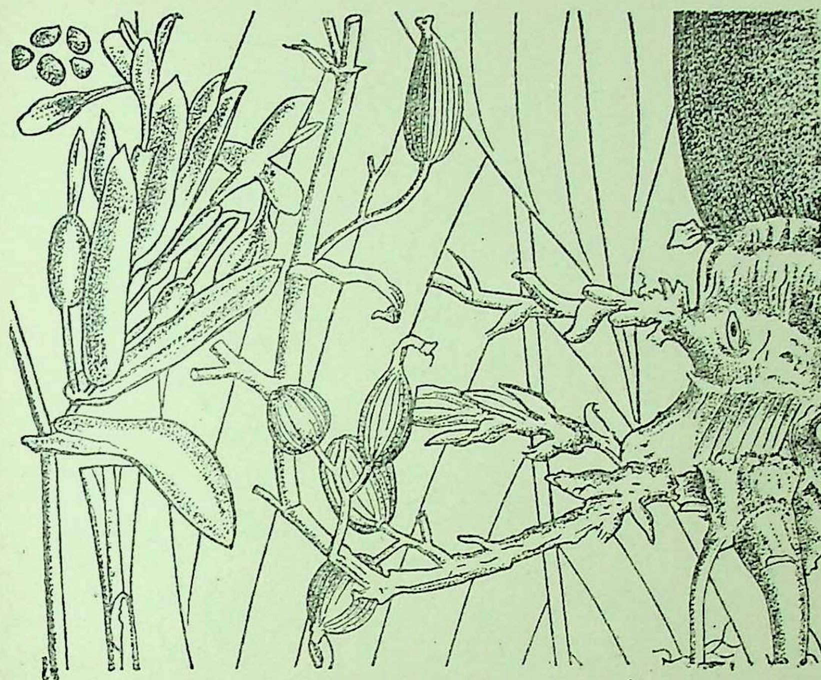
584. Costus speciosa Smith. (কেউ)



585. Amomum subulatum Roxb. (বড় এলাচ)



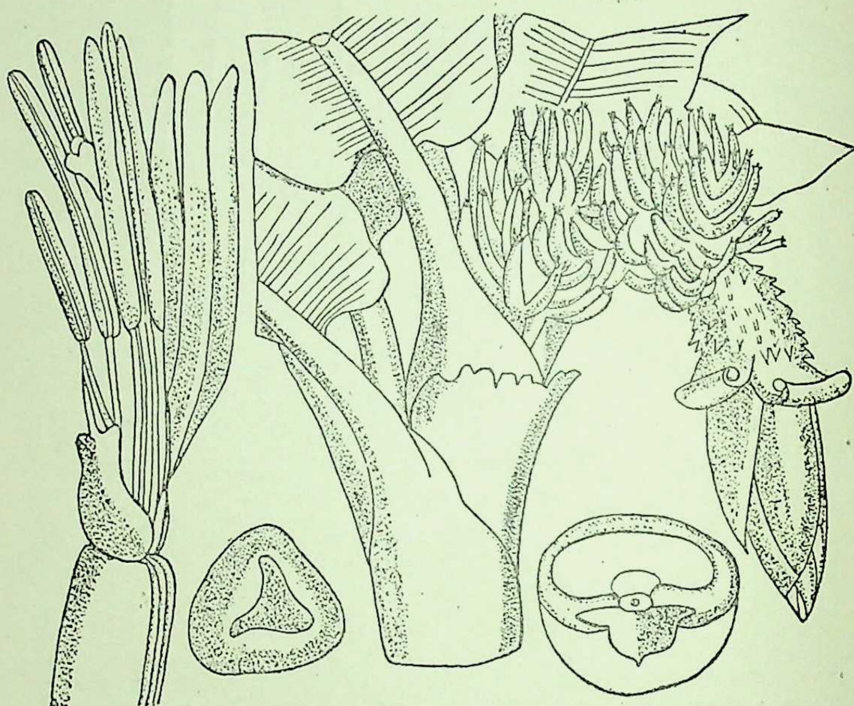
586. Amomum aromaticum Roxb. (সোরঙ্গ এলাচ)



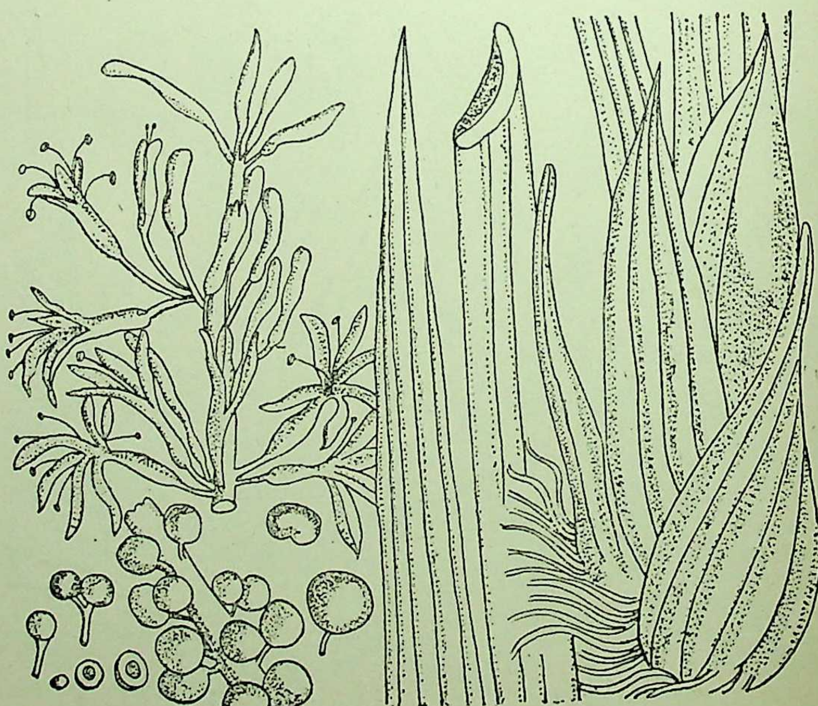
587. Elettaria Cardamomum Maton. (ছোট এলাচ)



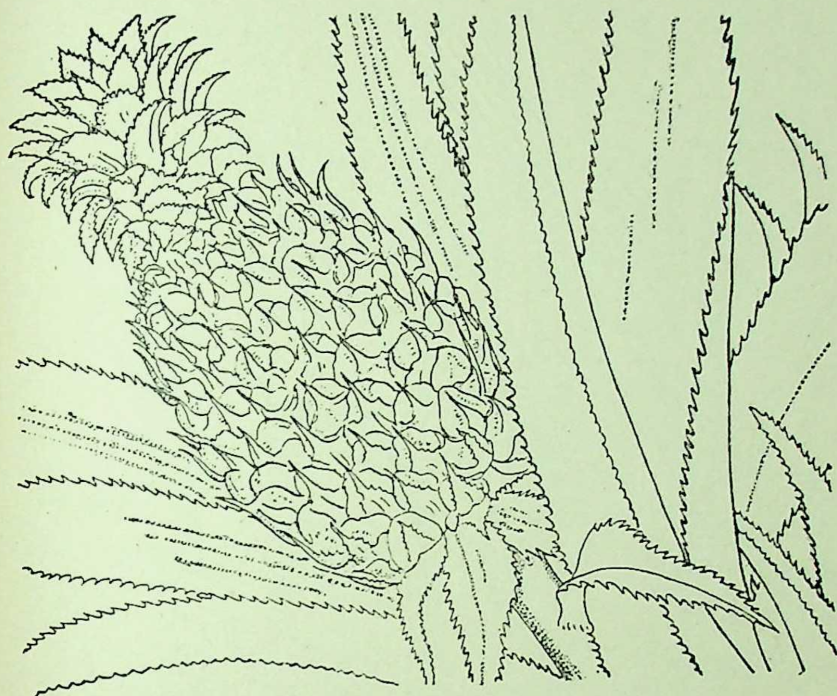
588. Canna indica Linn. (সর্ব্বজয়া)



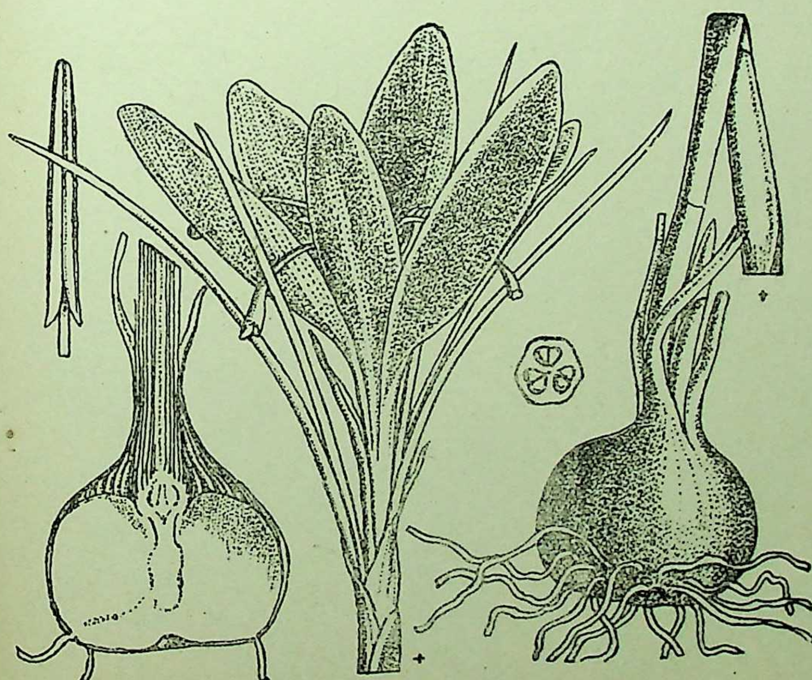
589. Musa sapientum Linn. (কদলী)



590. Sansevieria Roxburghiana Schult. (মূর্ব্বা)



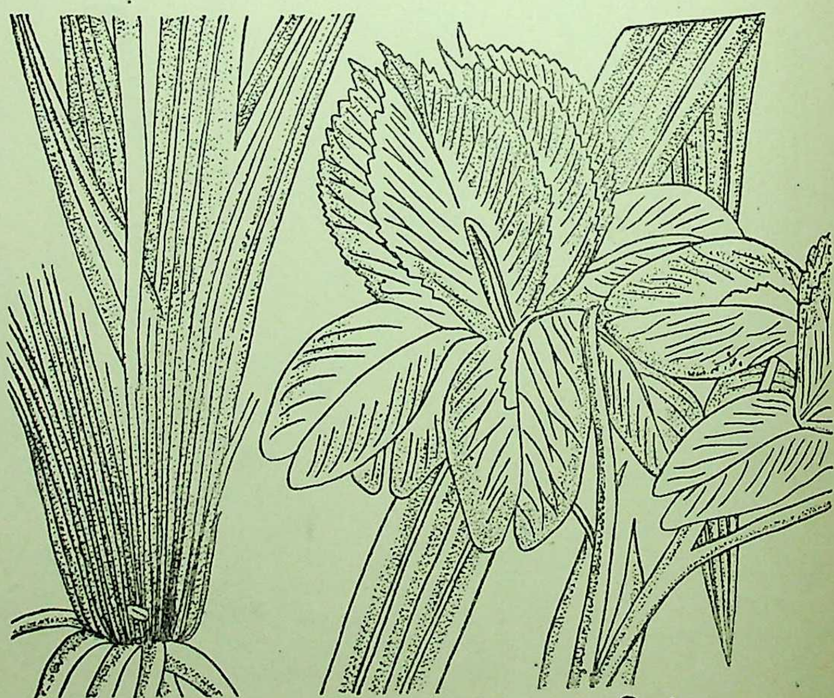
591. Ananas sativus Schult. (আনারস)



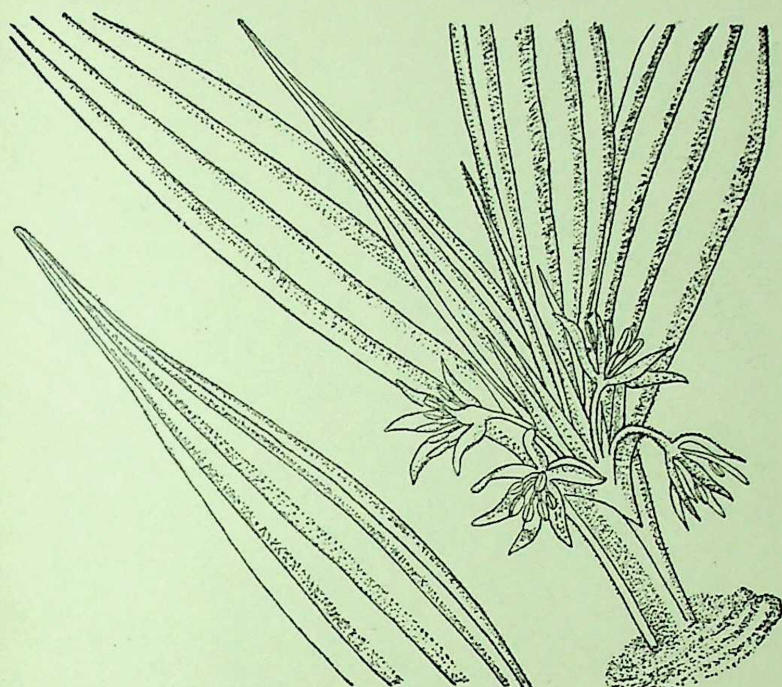
592. Crocus sativus Linn. (জাফরন)



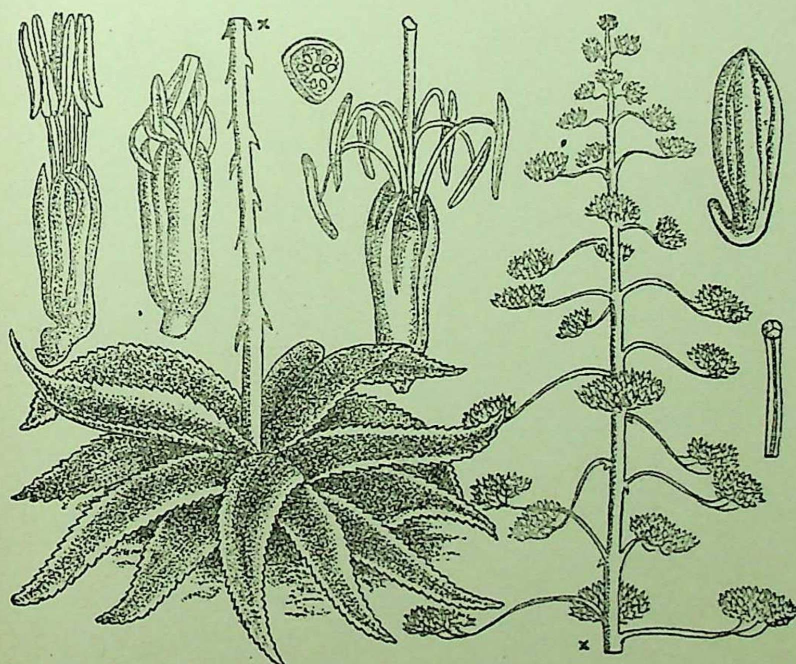
593. Belamcanda chinensis Leman. (দশবাহু চণ্ডী)



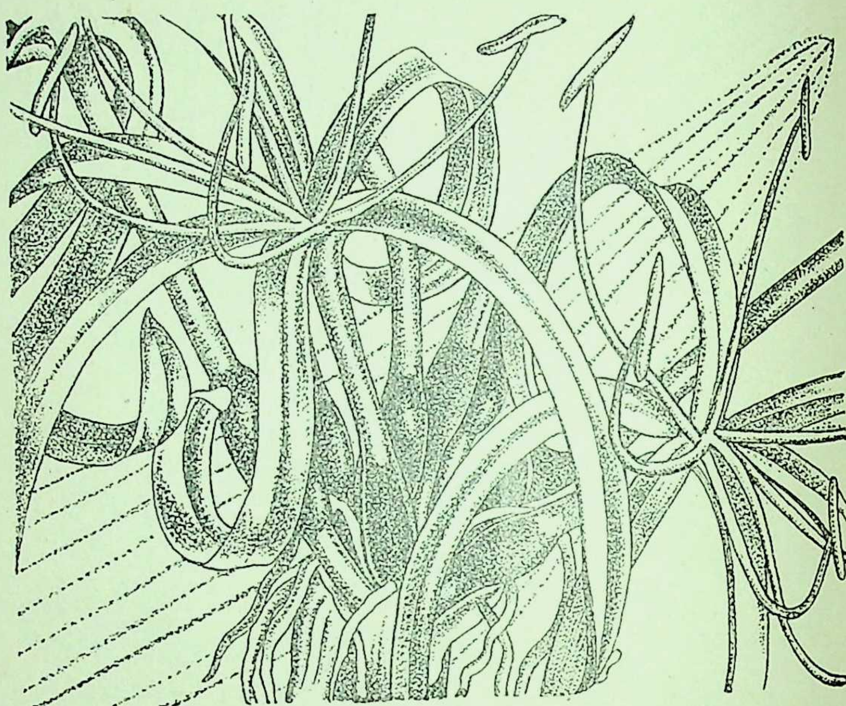
594. Iris nepalensis Don. (কুড়জাতীয়)



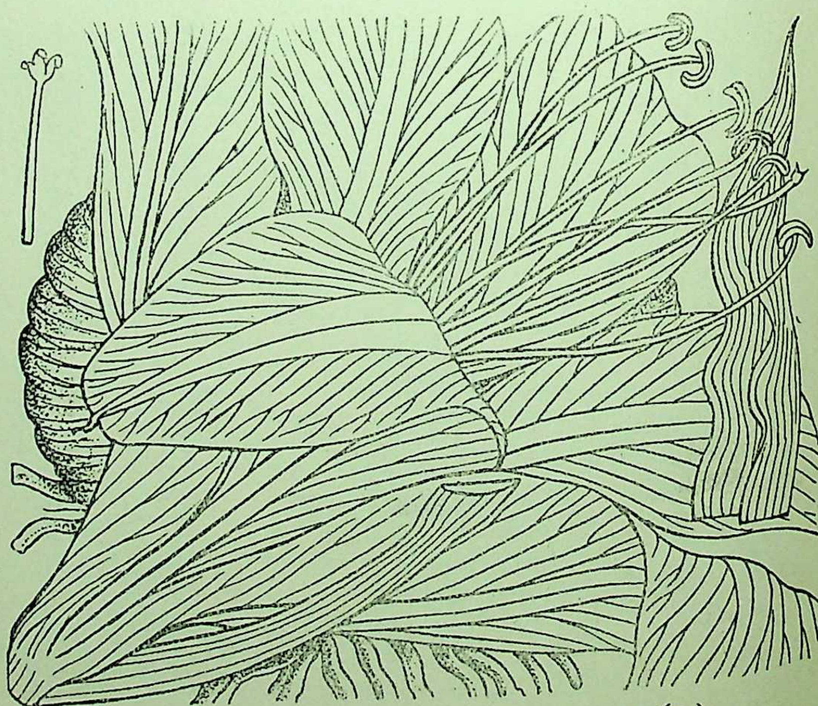
595. Curculigo orchioides Gaertn. (তালমূলী)



596. Agave Cantala Roxb. (মুর্গা)



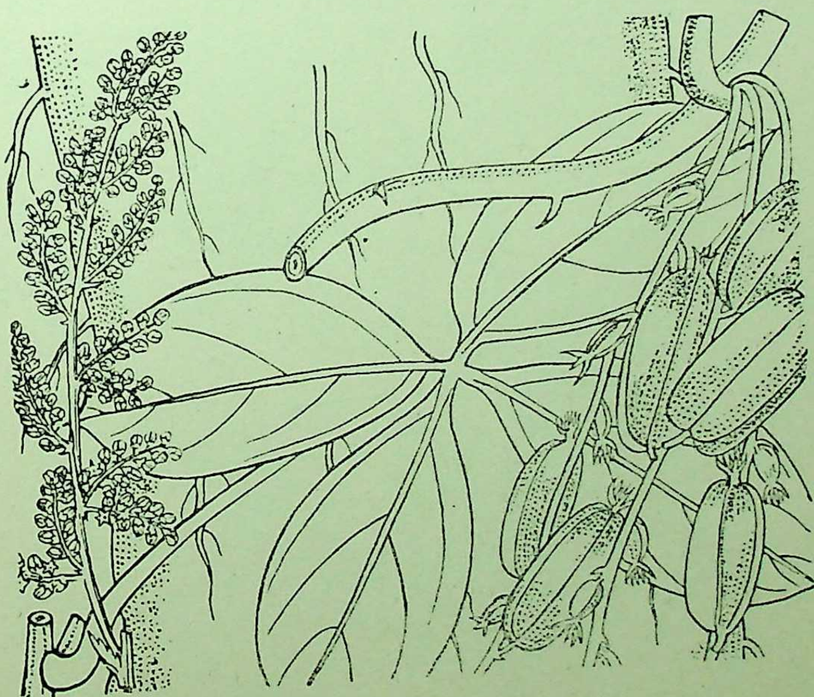
597. Crinum asiaticum Linn. (বড় কান্নুর)



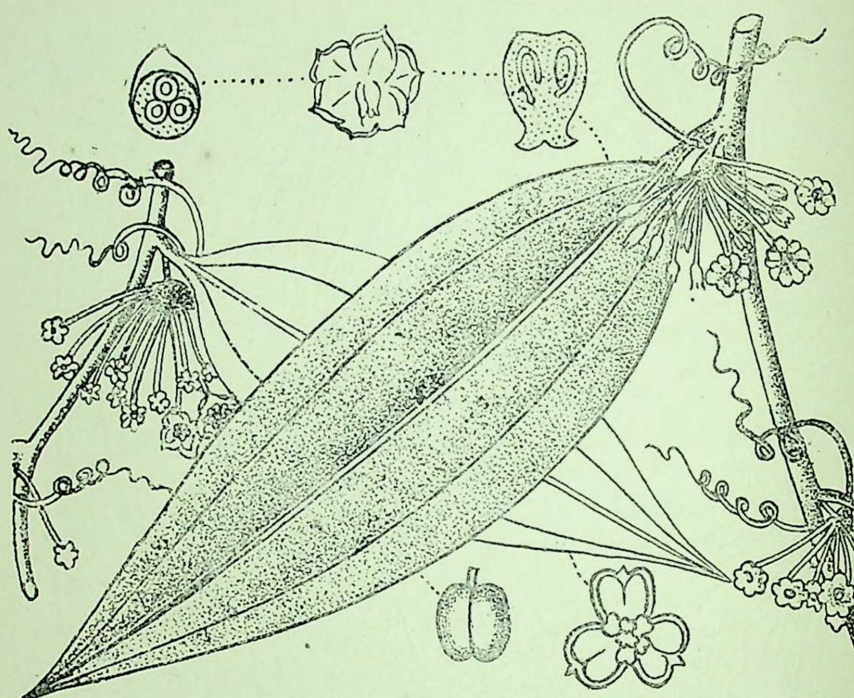
598. Crinum zeylanicum Linn. (সুখদর্শন)



599. Tacca integrifolia Ker. (বরাহীকন্দ)



600. Dioscorea pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)



601. Smilax glabra Roxb. (চোপচিনি)



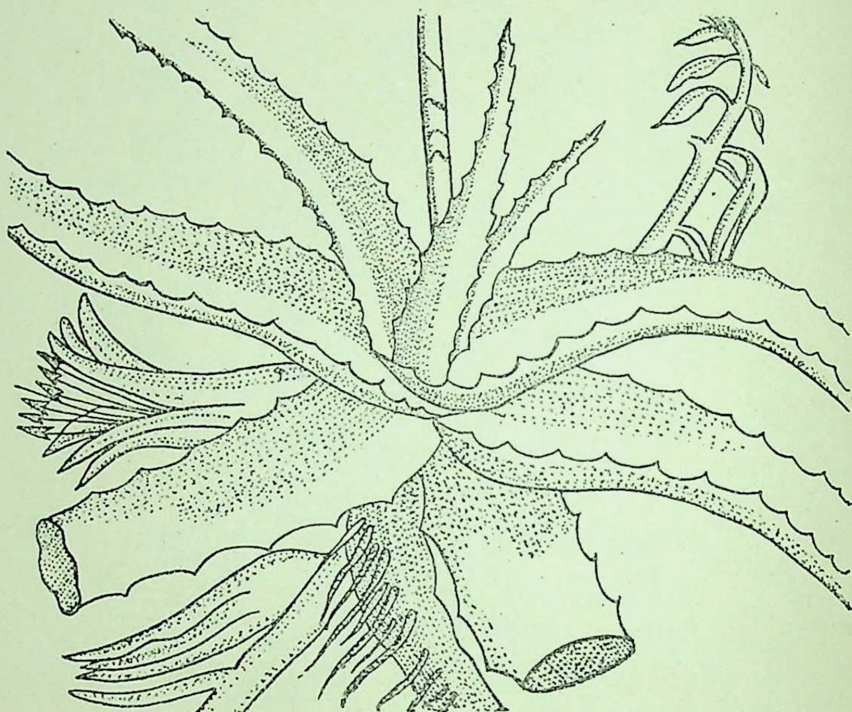
602. Smilax lanceaefolia Roxb. (গুটিয়া-সাকচিনী)



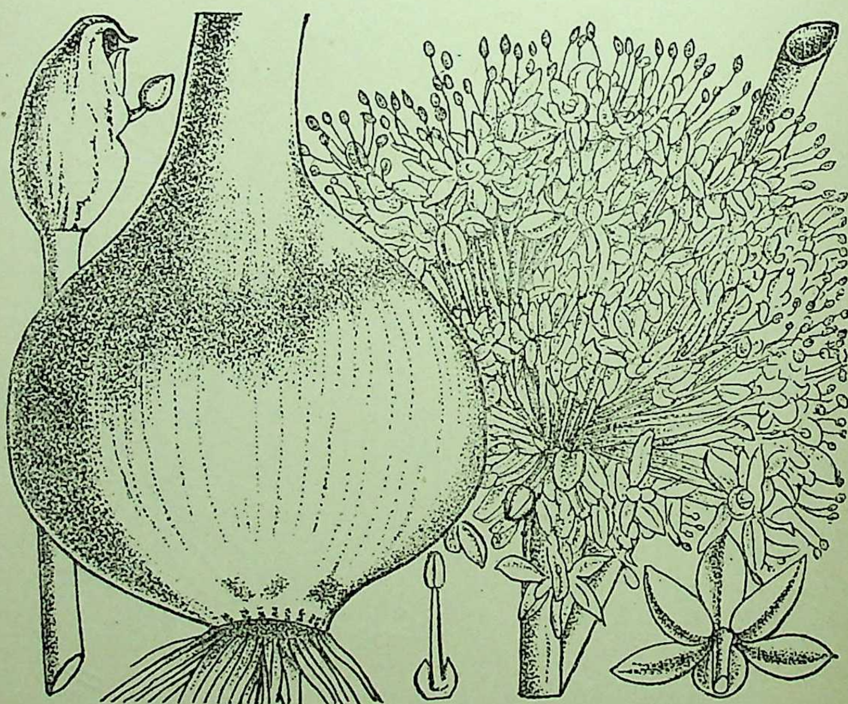
603. Smilax macrophylla Roxb. (কুমারিকা)



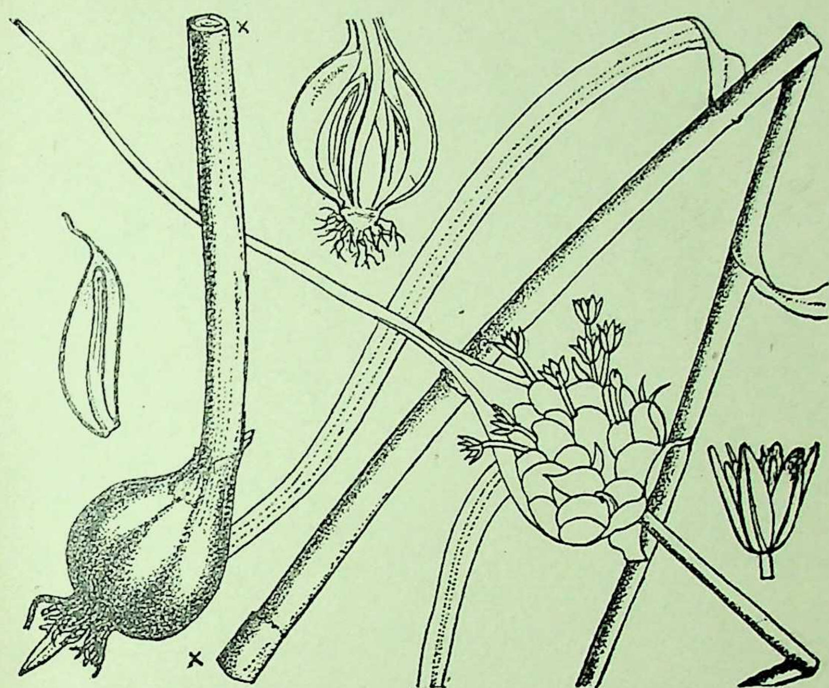
604. Asparagus racemosus Willd. (শতমূলী)



605. Aloe Vera Linn. (ঘৃতকুমারী)



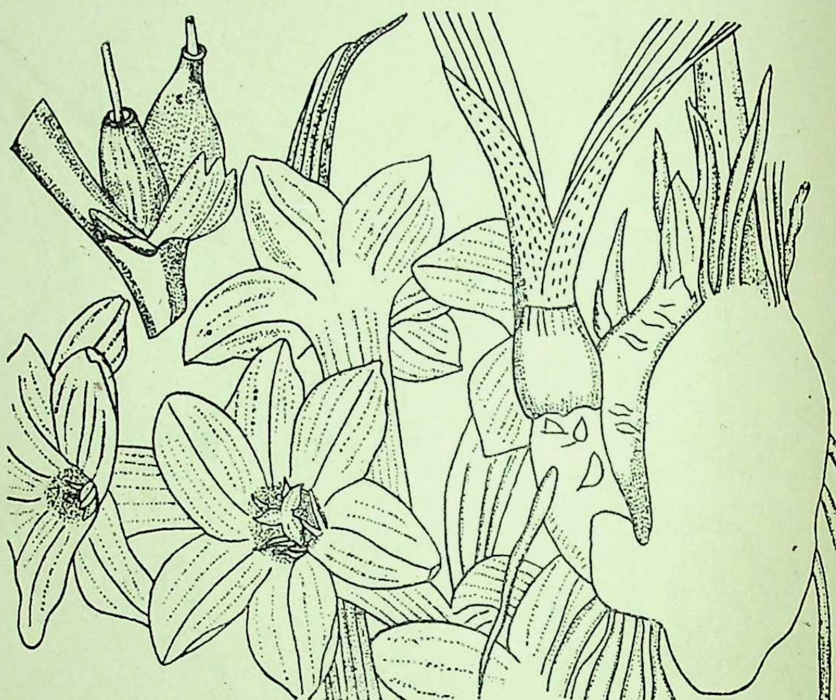
606. Allium cepa Linn. (পেঁয়াজ)



607. Allium sativum Linn. (রসুন)



608. Gloriosa superba Linn. (লাঙ্গলিকা)



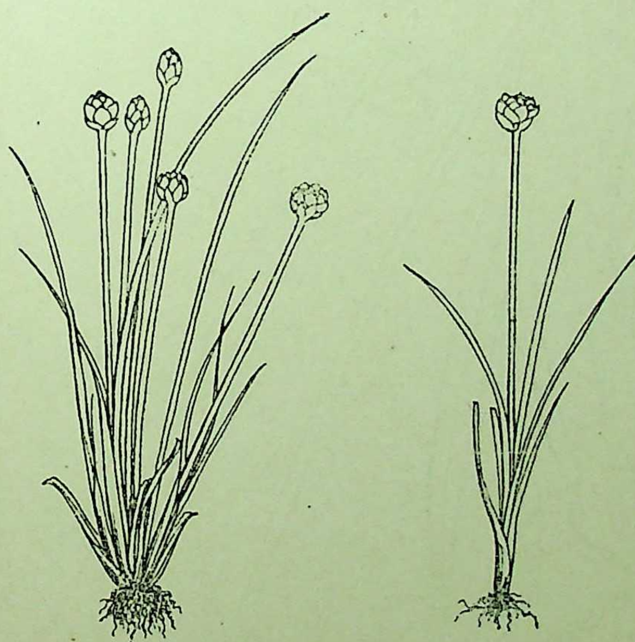
609. Polianthes tuberosa Linn. (রজনীগন্ধা)



610. Urginea indica Kunth. (বনপেঁয়াজ)



611. Monochoria vaginalis Presl. (নুখা)



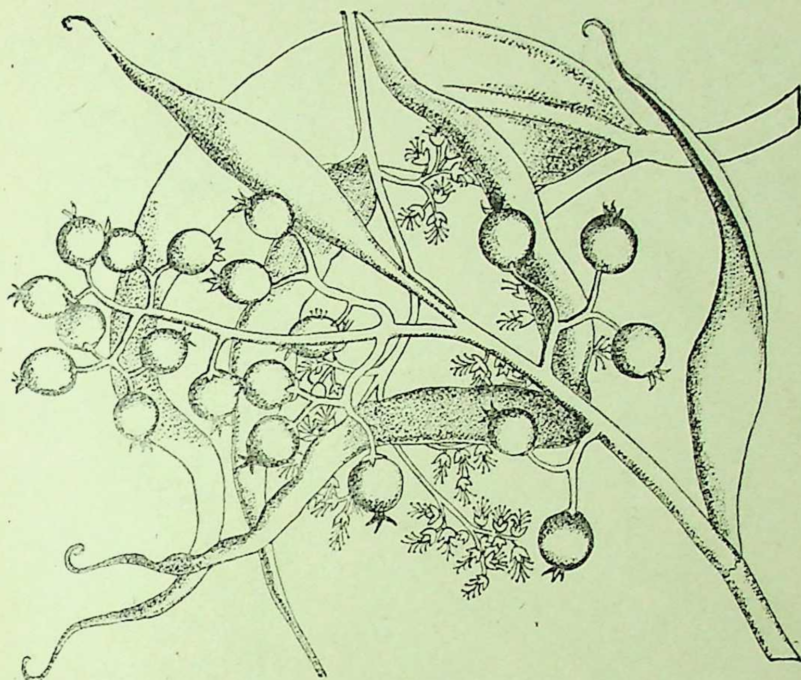
612. Xyris pauciflora Willd. (দাবিছুবি)



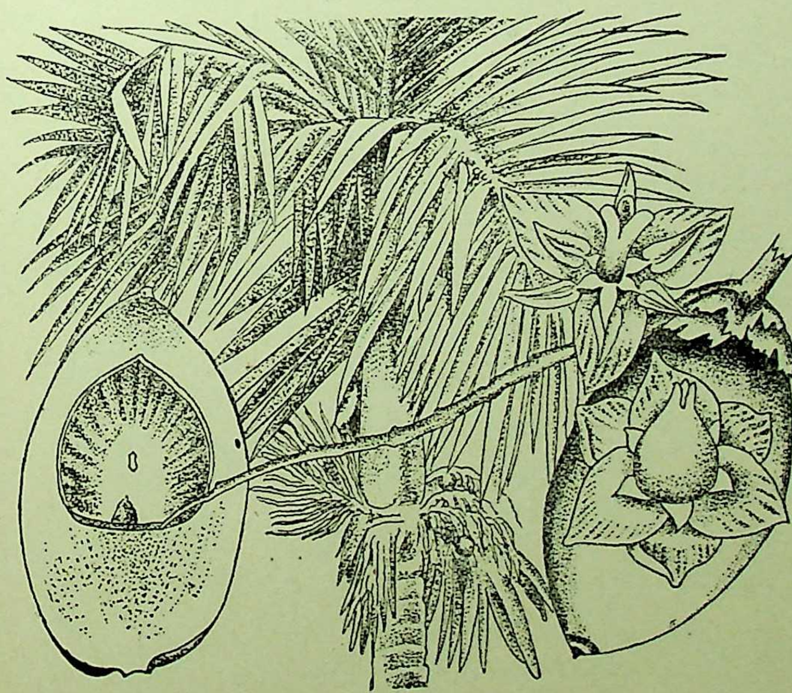
613. Commelina benghalensis Linn. (কানছিড়ে)



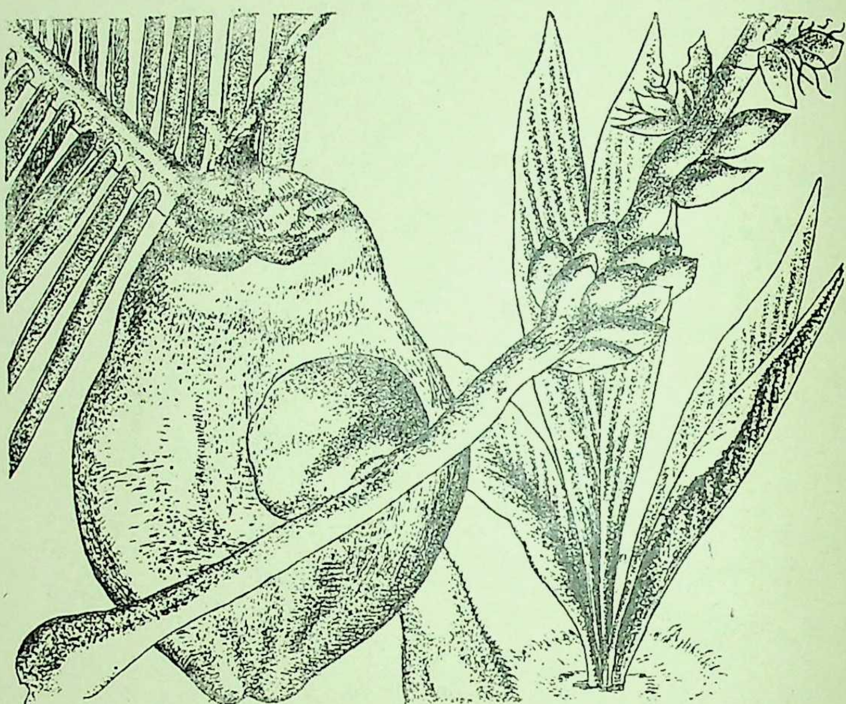
614. Aneilema scapiflorum Wight. (কুরেলী)



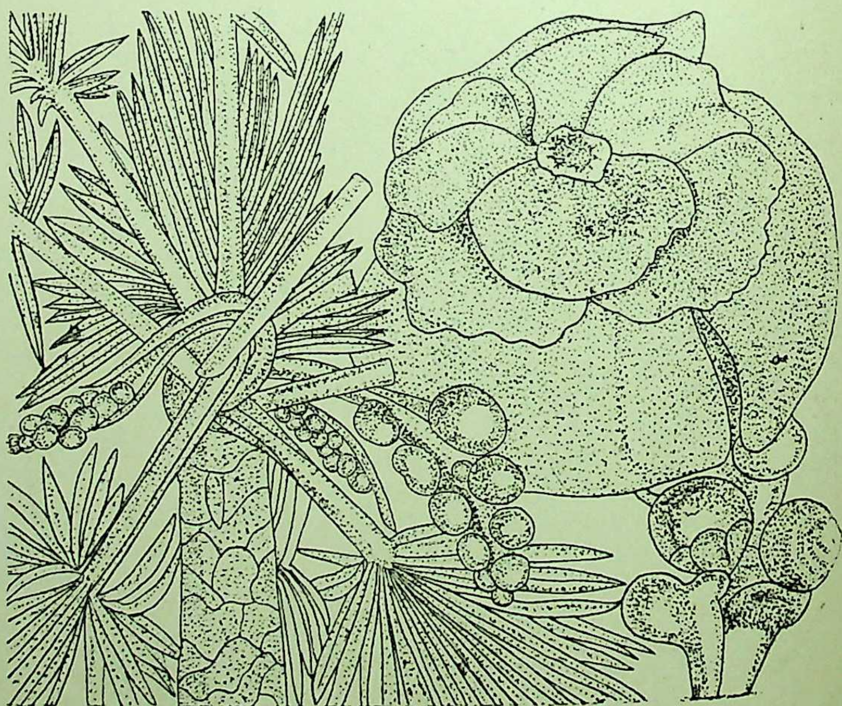
615. Flagellaria indica Linn. (বনচাঁদ)



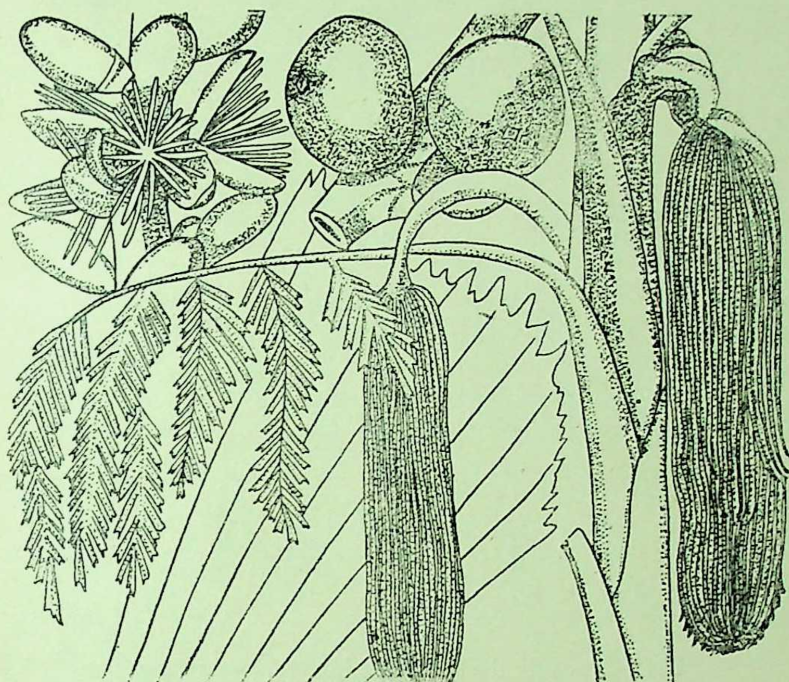
616. Areca Catechu Linn. (সুপারি)



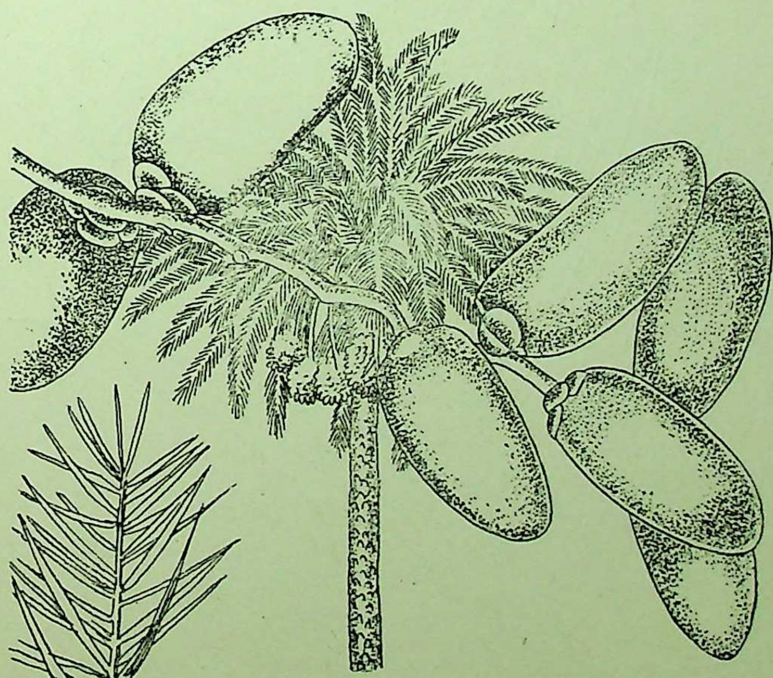
617. Cocos nucifera Linn. (নারিকেল)



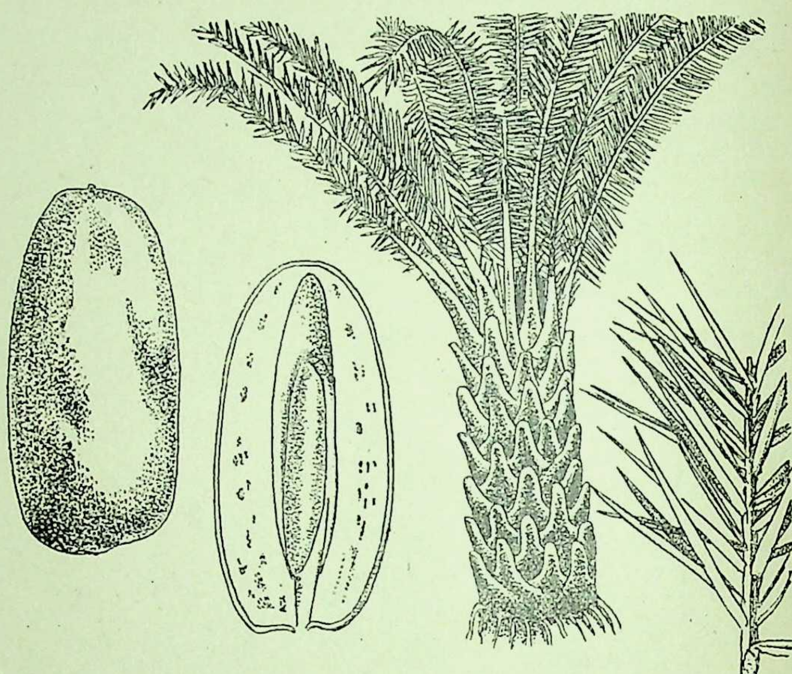
618. Borassus flabellifer Linn. (তাল)



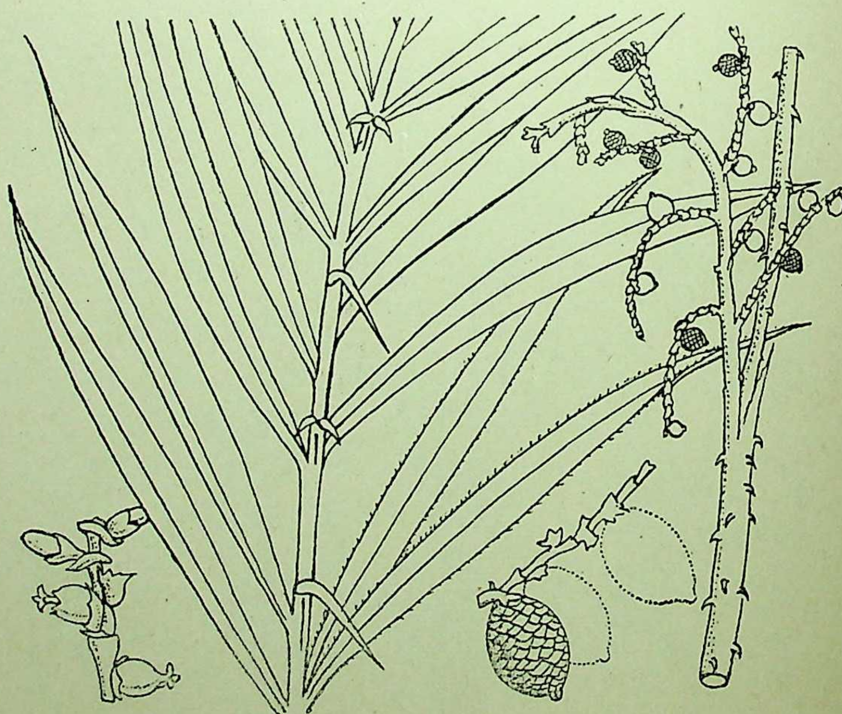
619. Caryota urens Linn. (গোলসাগু)



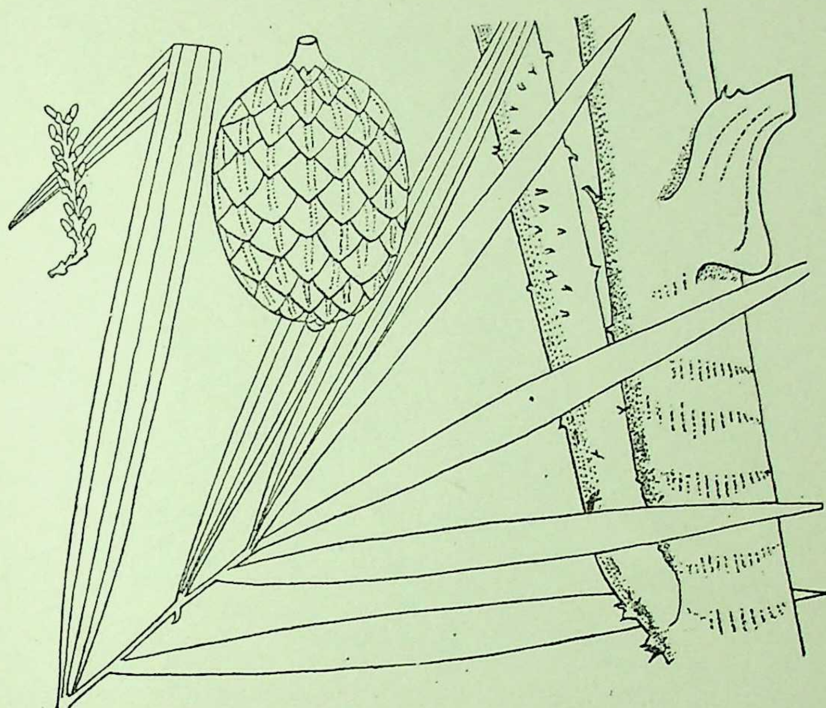
620. Phoenix sylvestris Roxb. (খেজুর)



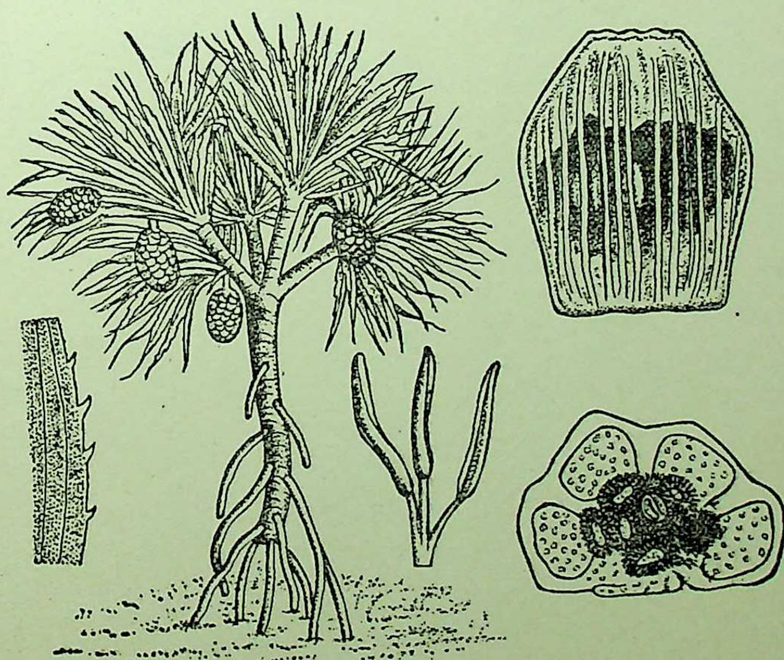
621. Phoenix dactylifera Linn. (পিণ্ড খেজুর)



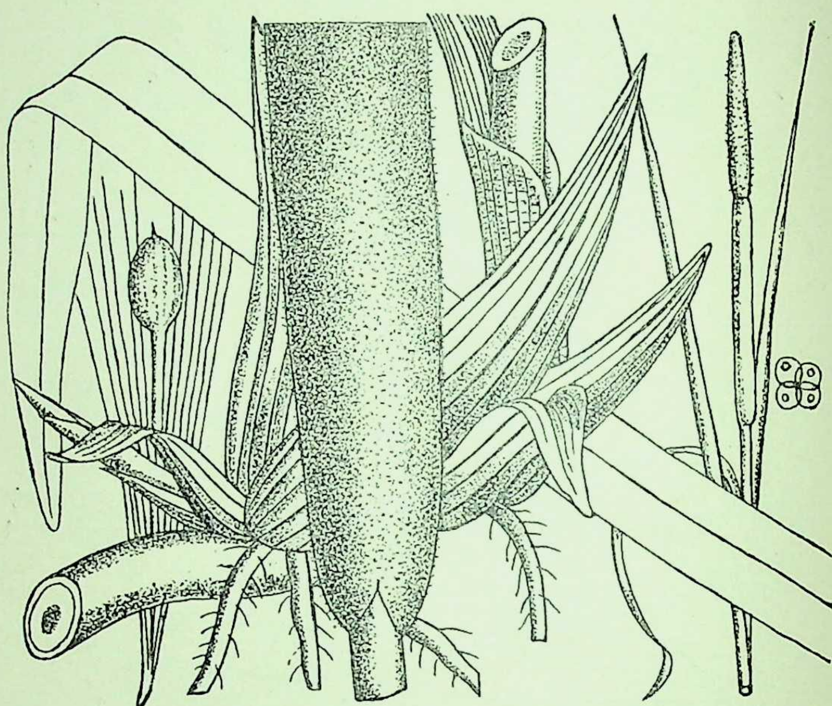
622. Calamus viminalis Willd. (বড়বেত)



623. Calamus tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)



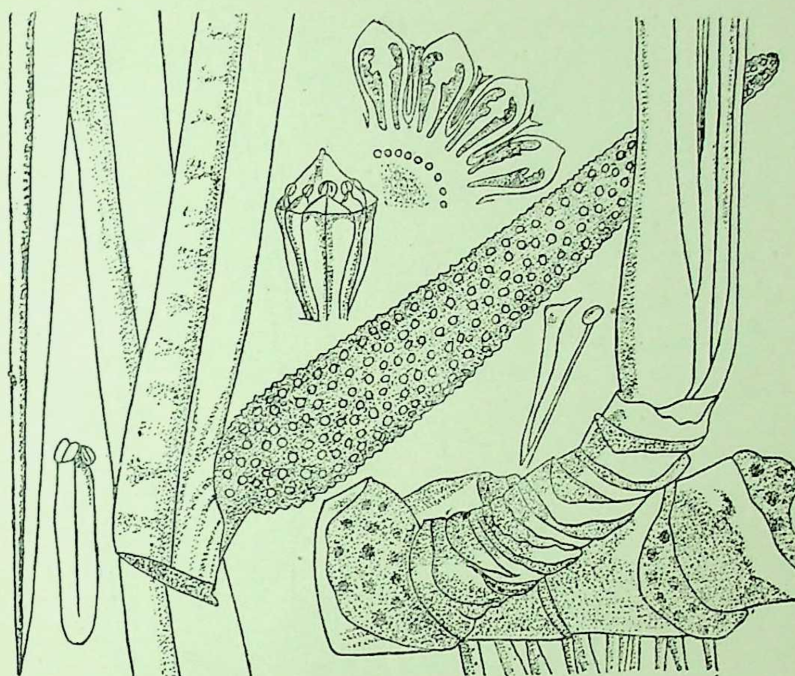
624. Pandanus fascicularis Lam. (কেয়া)



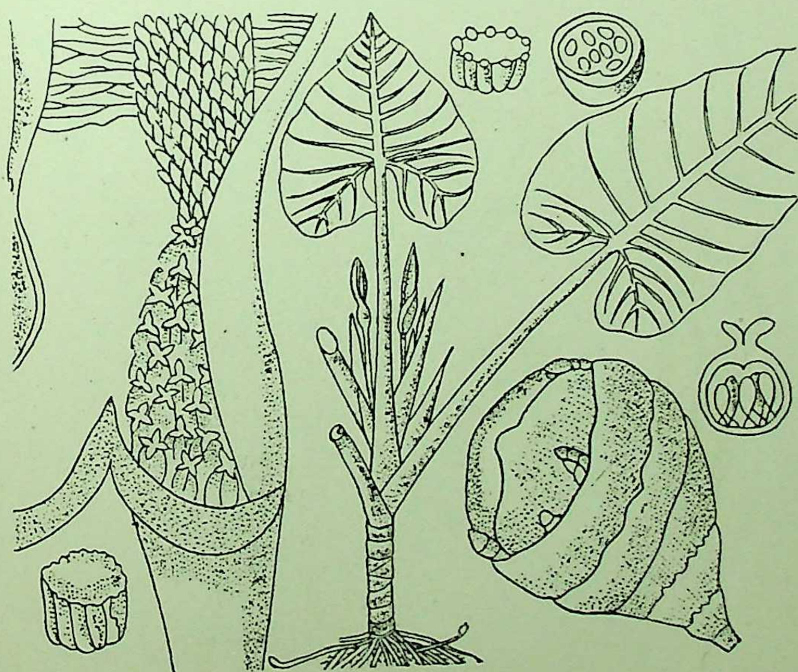
625. Typha elephantina Roxb. (হোগলা)



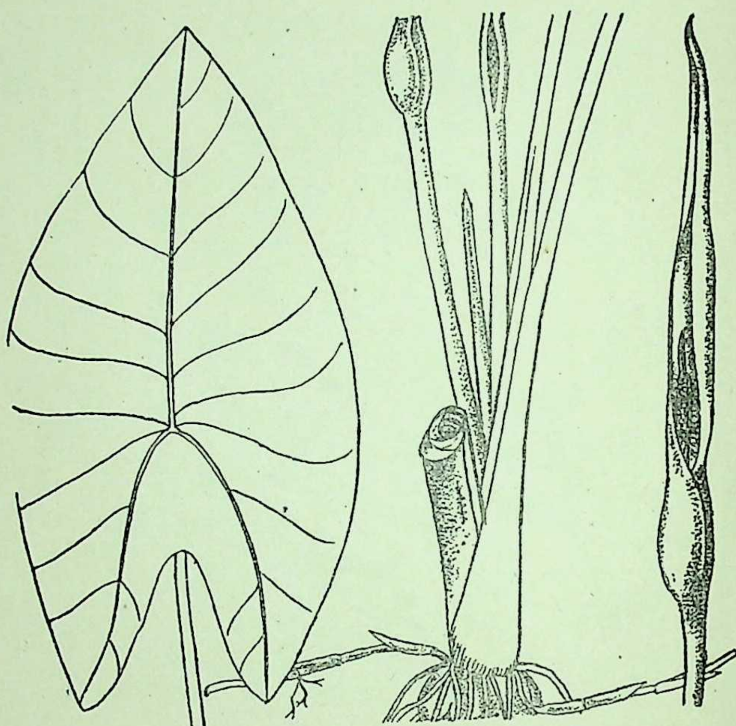
626. Amorphophalus campanulatus Bl. (ওল)



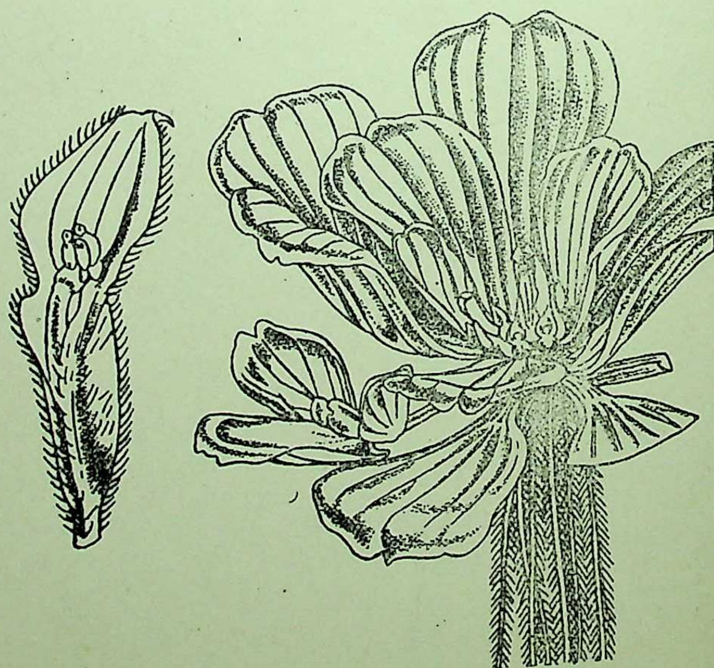
627. Acorus calamus Linn. (ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)



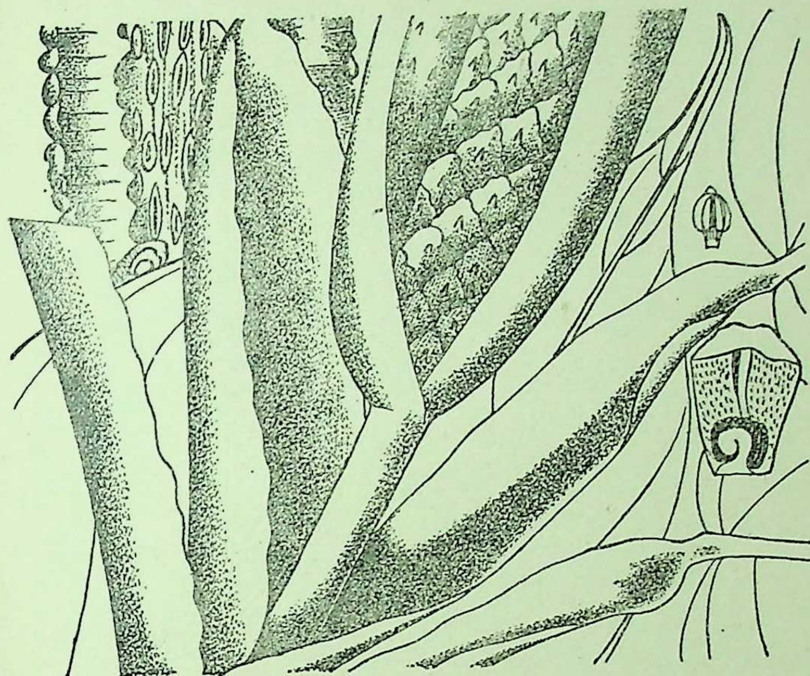
628. Alocasia indica Schott. (মানকচু)



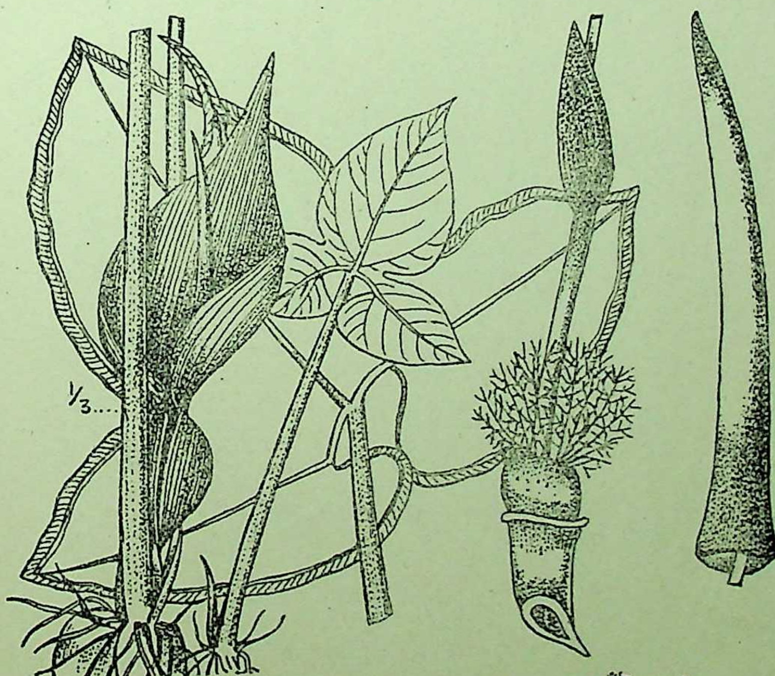
629. Colocasia antiquorum Schott. (কচু)



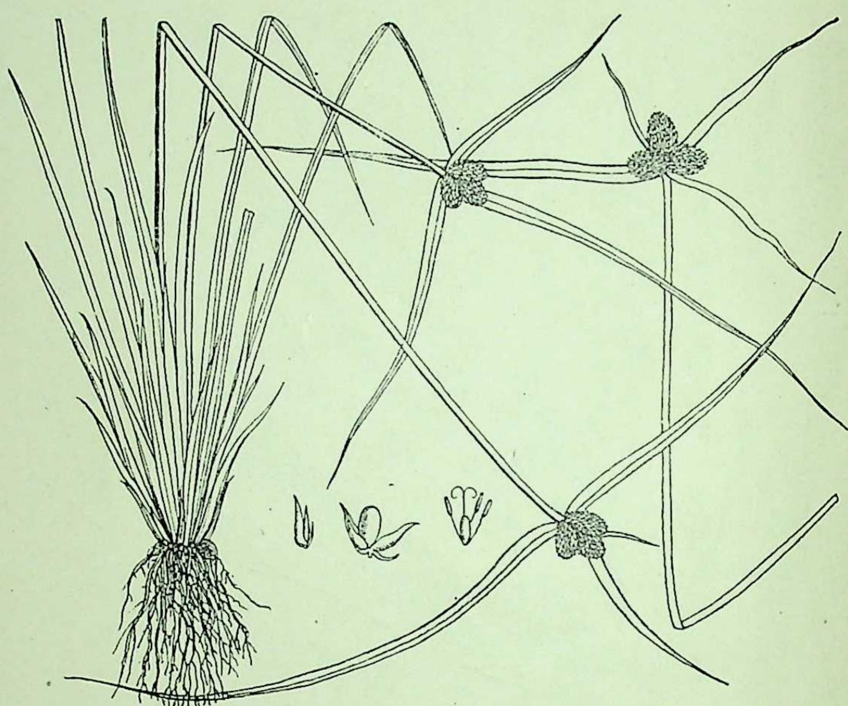
630. Pistia stratiotes Linn. (টোকাপানা)



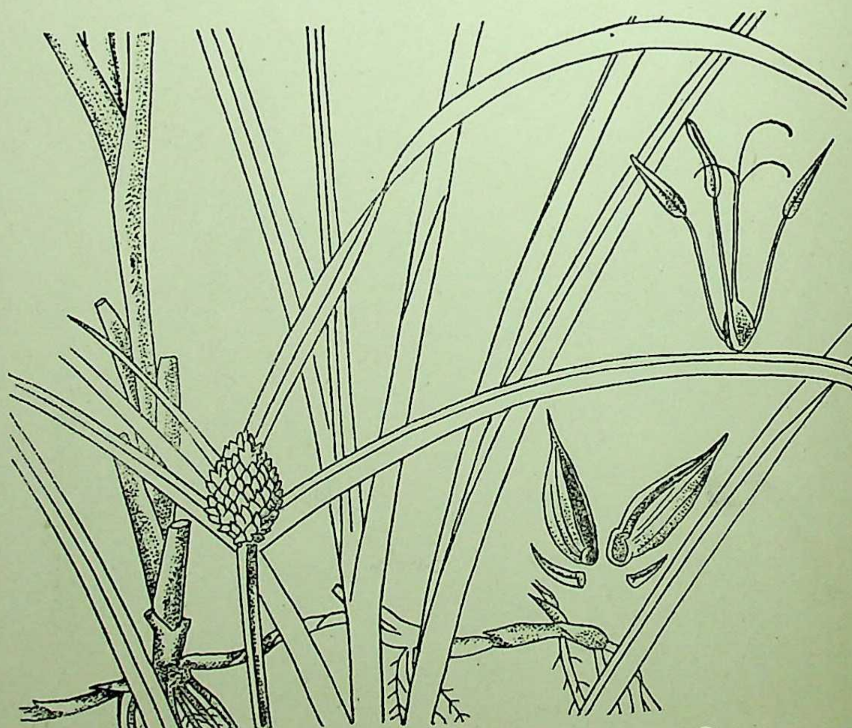
631. Scindapsus officinalis Schott. (গজপিপুল)



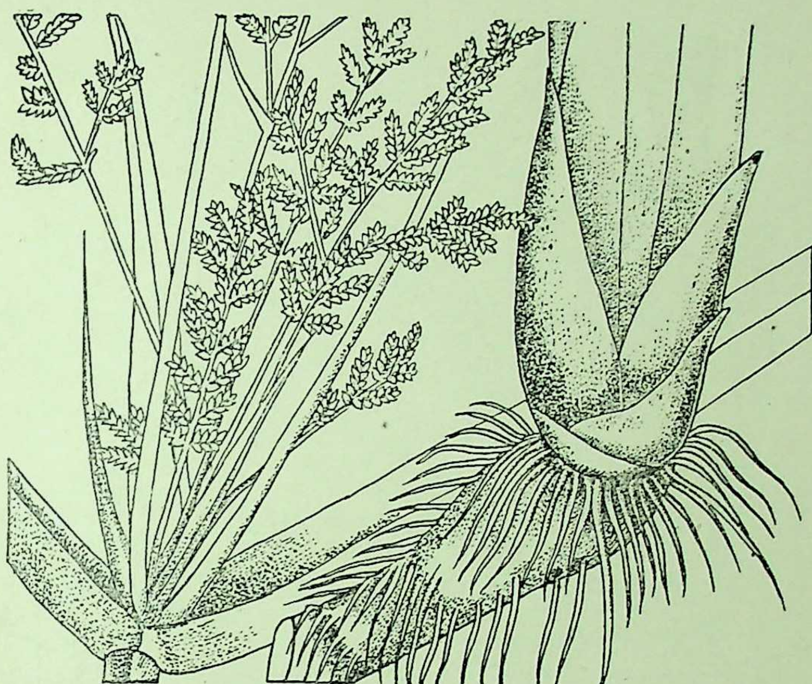
632. Typhonium trilobatum Schott. (ঘেঁটকচু)



633. Kyllinga triceps Rottb. (শ্বেতগোথুবি)



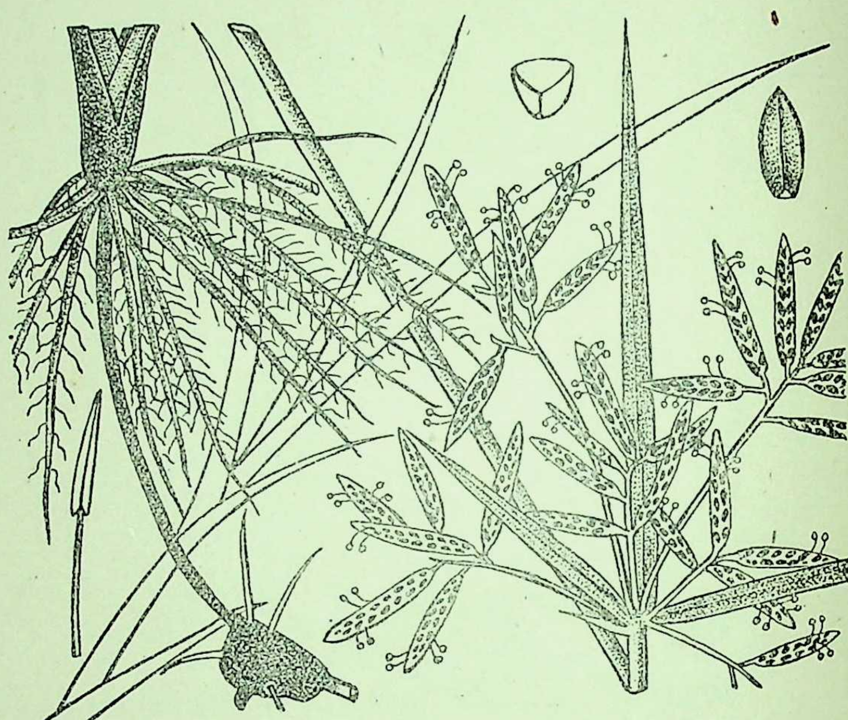
634. Kyllinga monocephala Rottb. (গোথুবি)



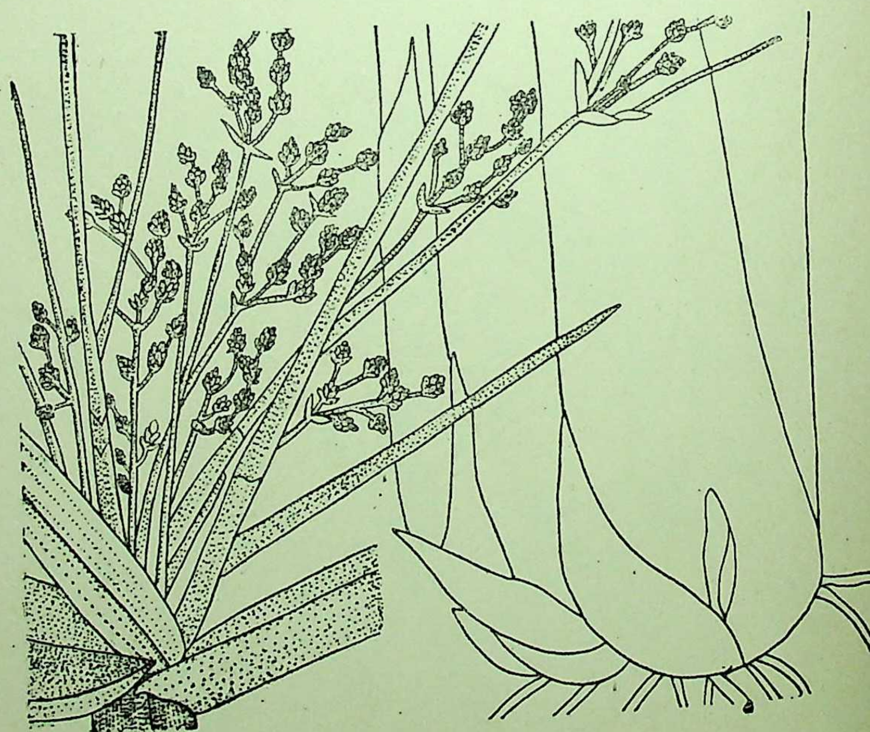
635. Juncellus inundatus Clarke. (পাতি)



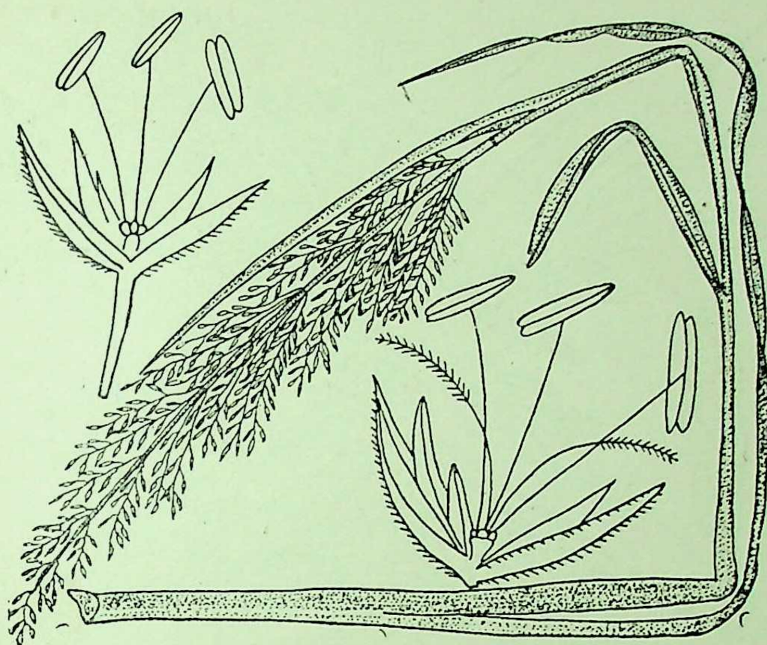
636. Cyperus scariosus R. Br. (নাগরমুথা)



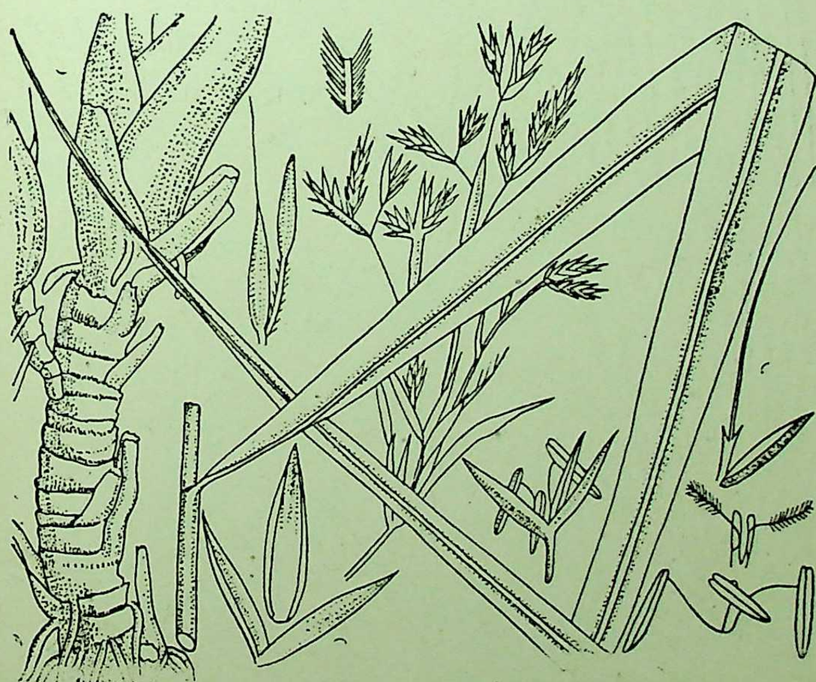
637. Cyperus rotundus Linn. (মুথা)



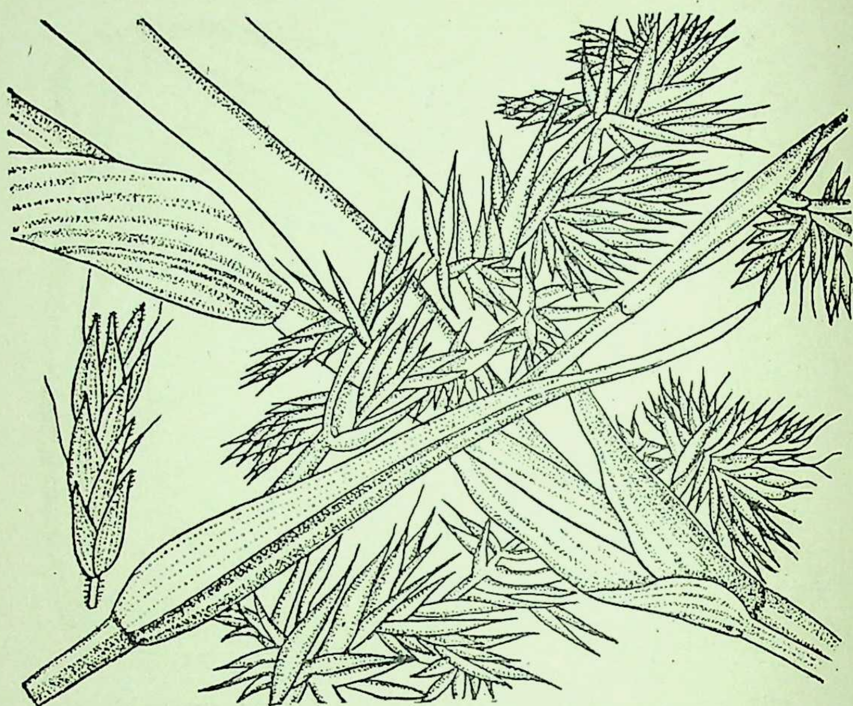
638. Scirpus grossus Linn. (কেসুর)



639. Andropogon squarrosus Linn. (বেনা, খসখস)



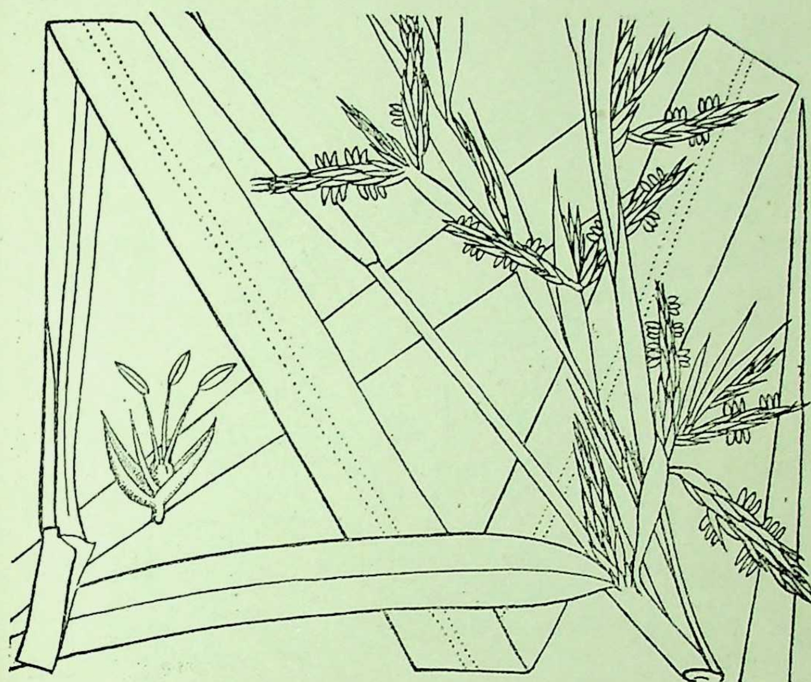
640. Andropogon nardus Linn. (গন্ধবেনা)



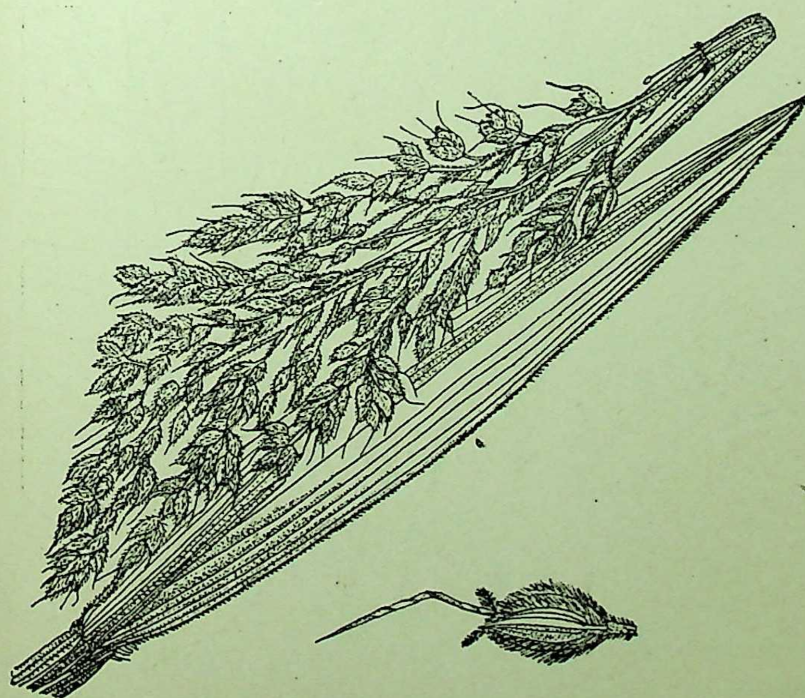
641. Andropogon schoenanthus Linn. (অগ্যঘাস)



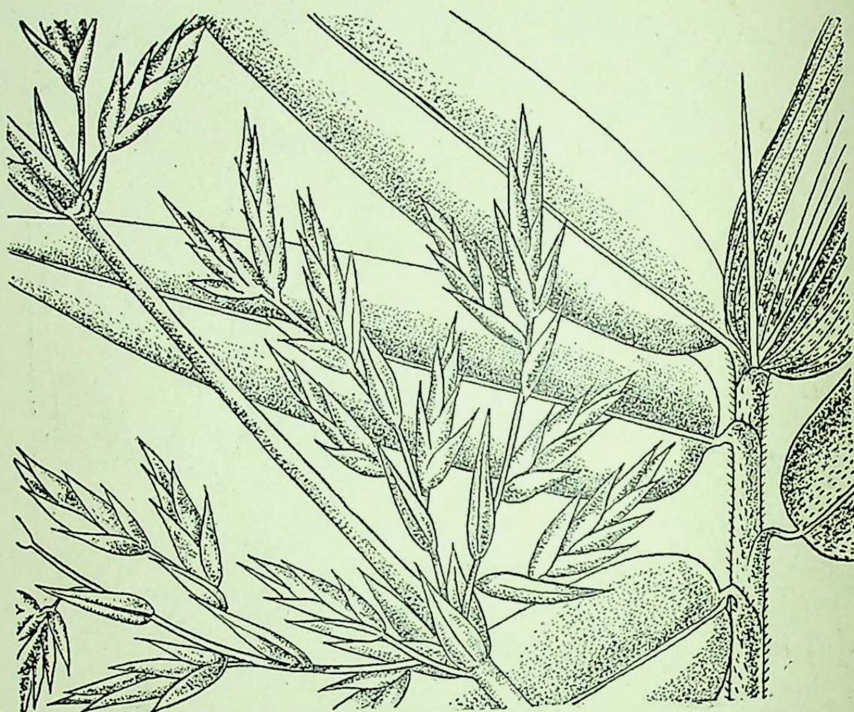
642. Andropogon Iwarancusa Jons. (করাঙ্কুশ)



643. Andropogon citratus Dc. (গন্ধতৃণ)



644. Andropogon sorghum Brot. (জুয়ার)



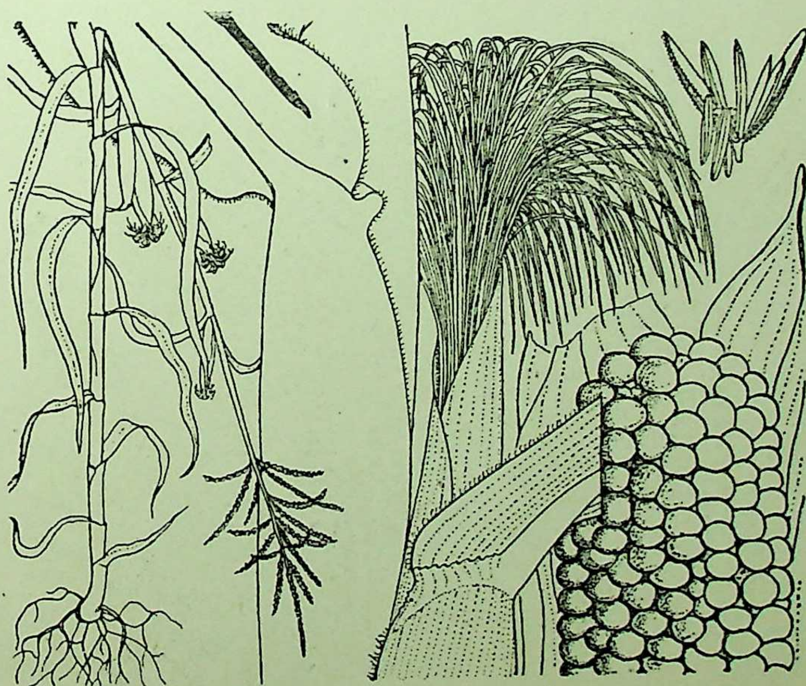
645. Bambusa arundinacea Retz. (বাঁশ)



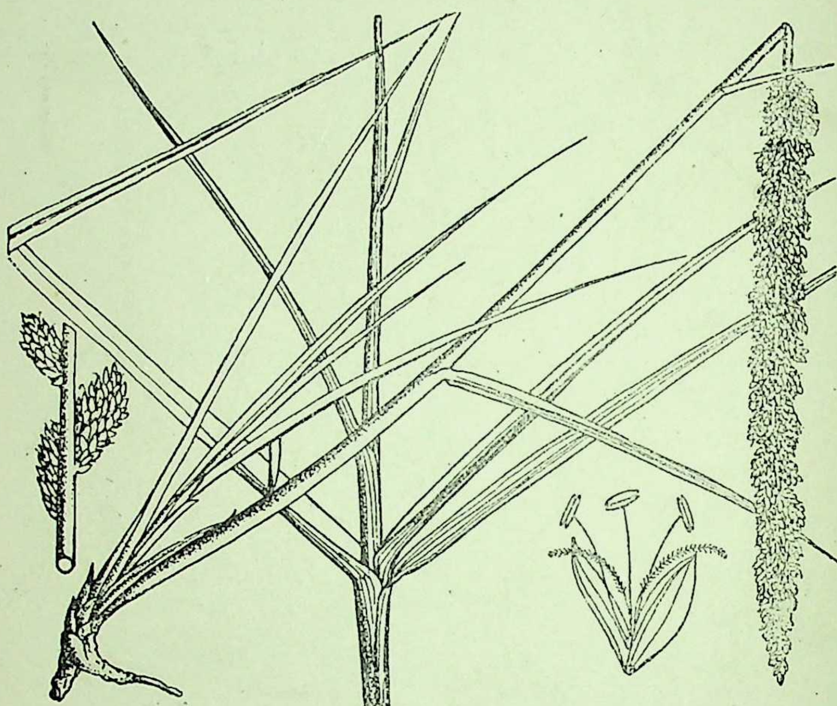
646. Dendrocalamus strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)



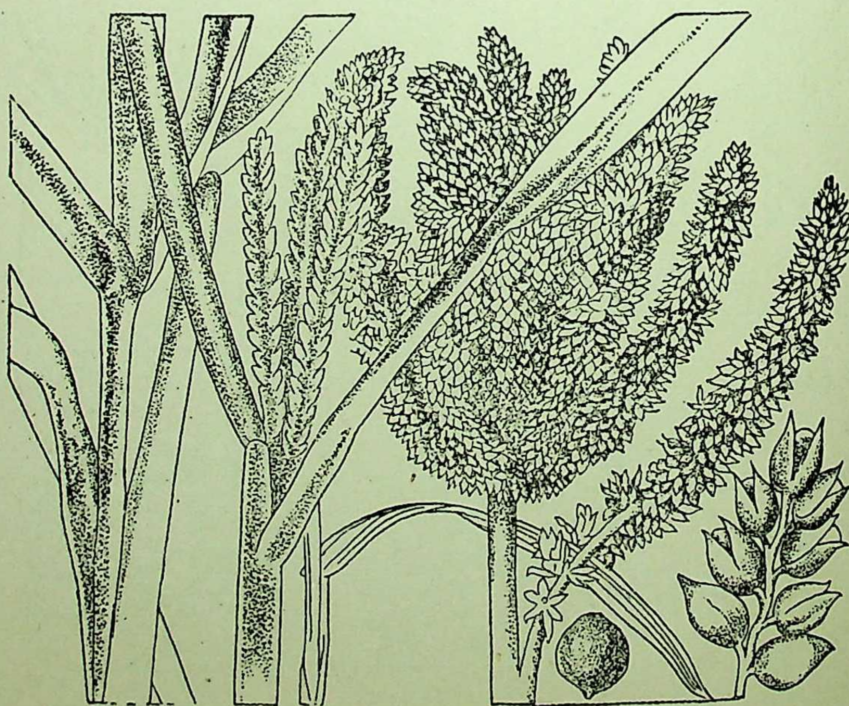
647. Cynodon dactylon Pers. (দূর্ব্বা)



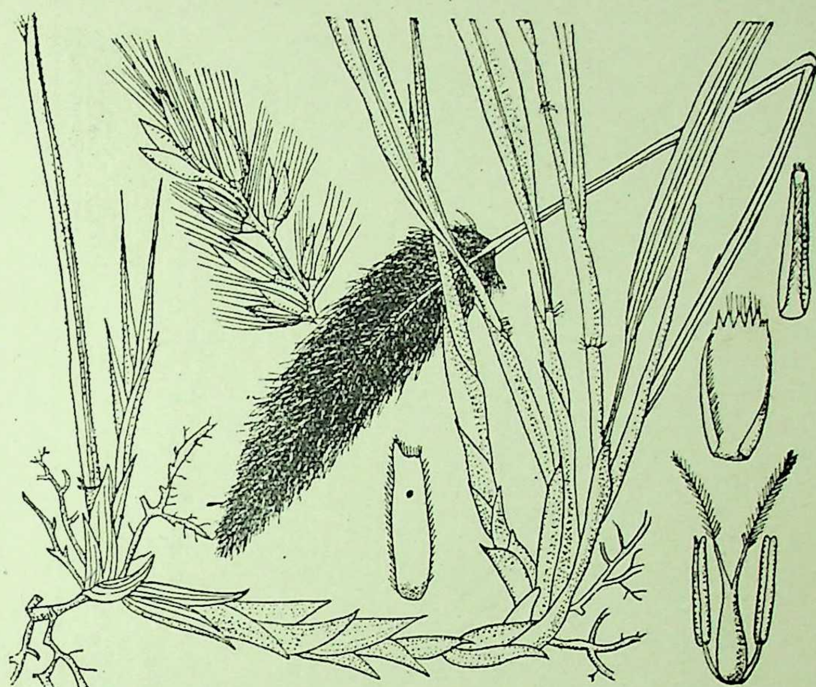
648. Zea mays Linn. (ভুট্টা)



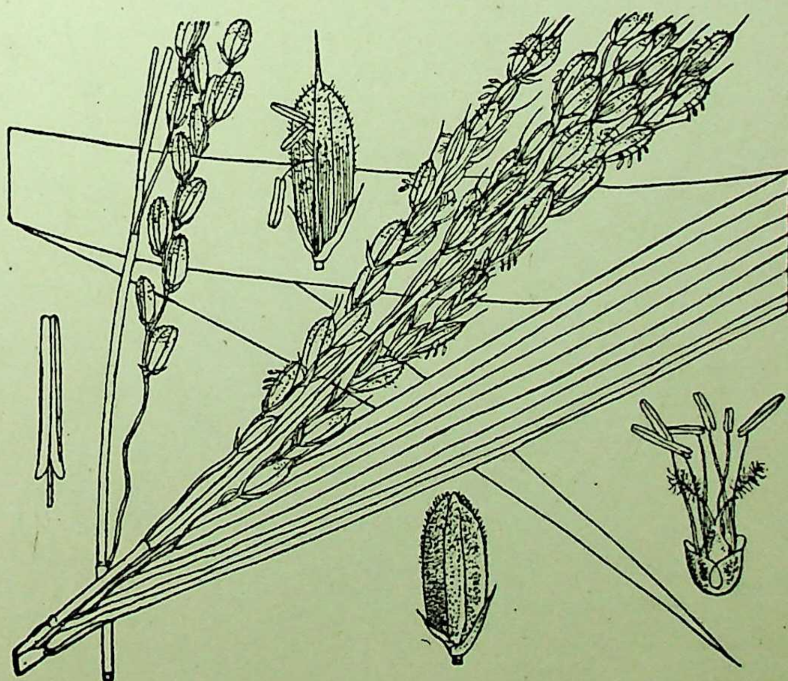
649. Eragrostis cynosuroides Beauv. (কুশ)



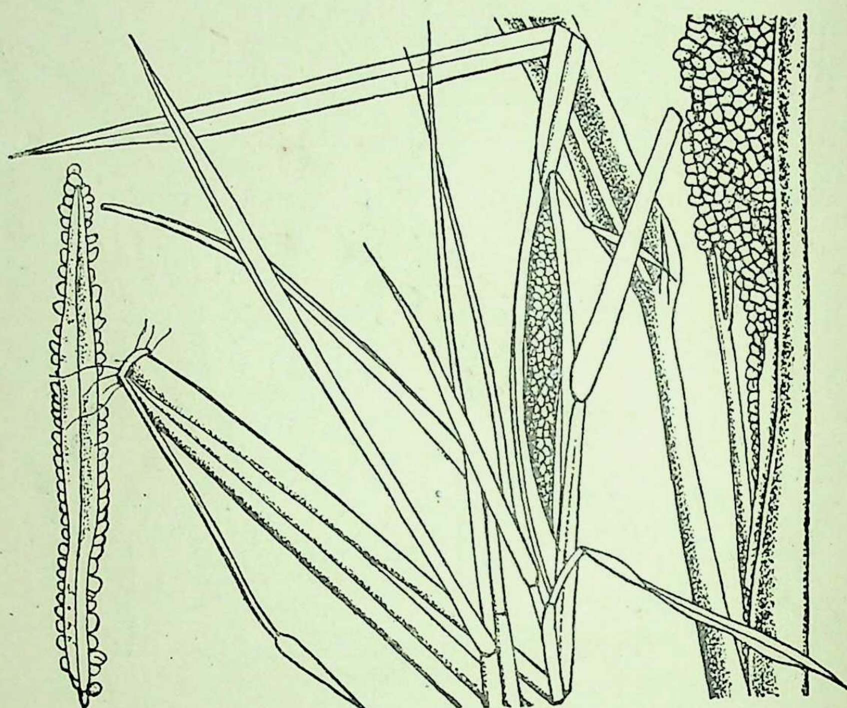
650. Eleusine coracana Gaertn. (মার্ণা, মেরুয়া)



651. Imperata arundinacea Cyrill. (উলু)



652. **Oryza sativa Linn. (ধান)**



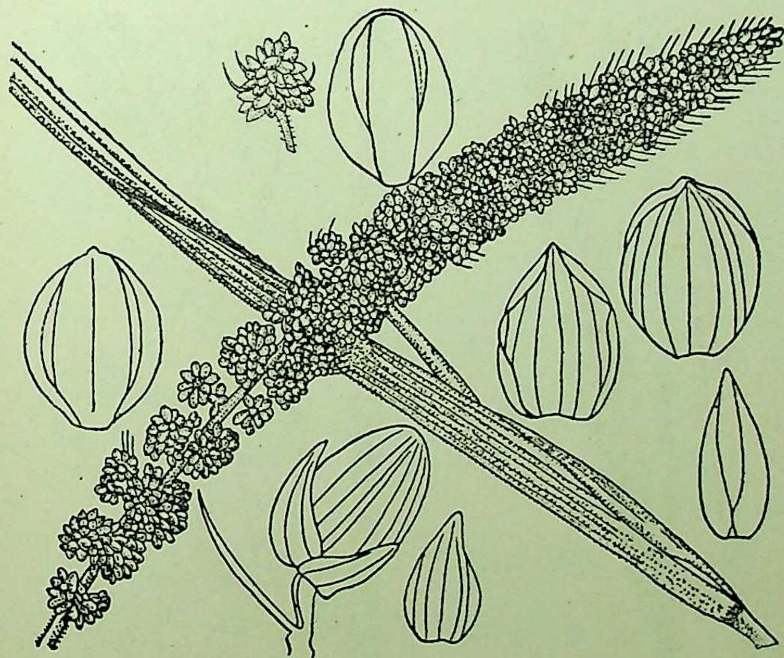
653. Paspalum scrobiculatum Linn. (কোদো)



654. Panicum miliaceum Linn. (চীনা)



655. Panicum frumentaceum Roxb. (শ্যামা)



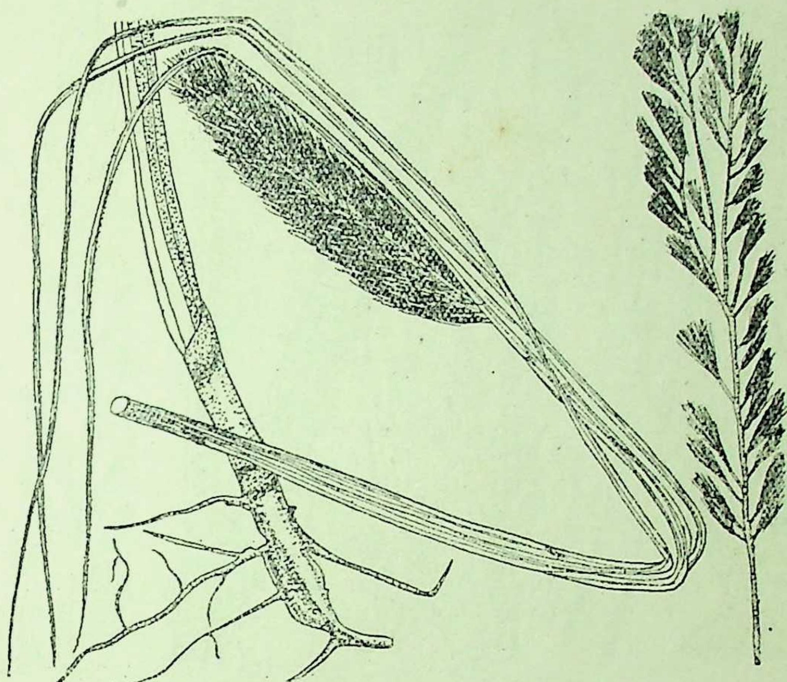
656. Setaria italica Beauv (কঙ্গু), The Italian millet.



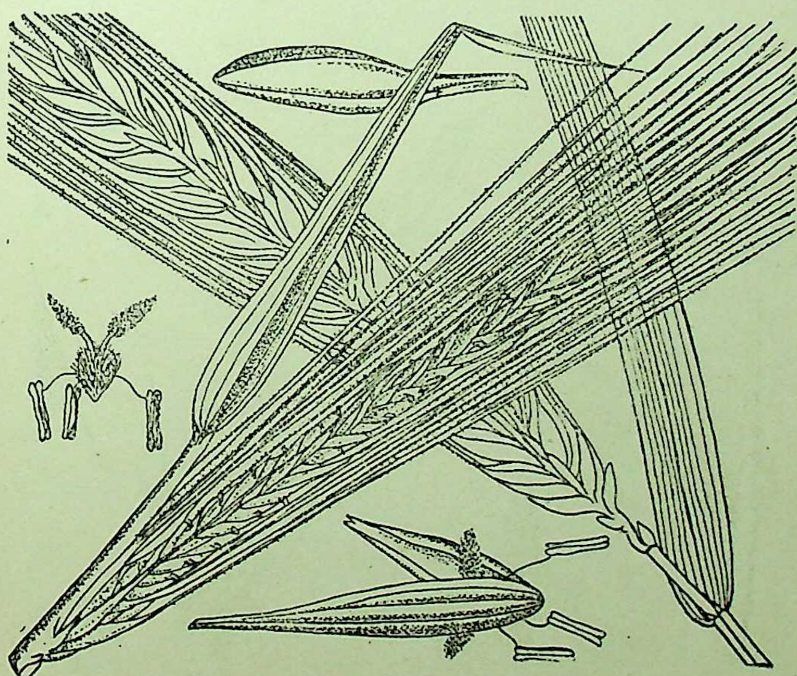
657. Saccharum officinarum Linn. (ইক্ষু)



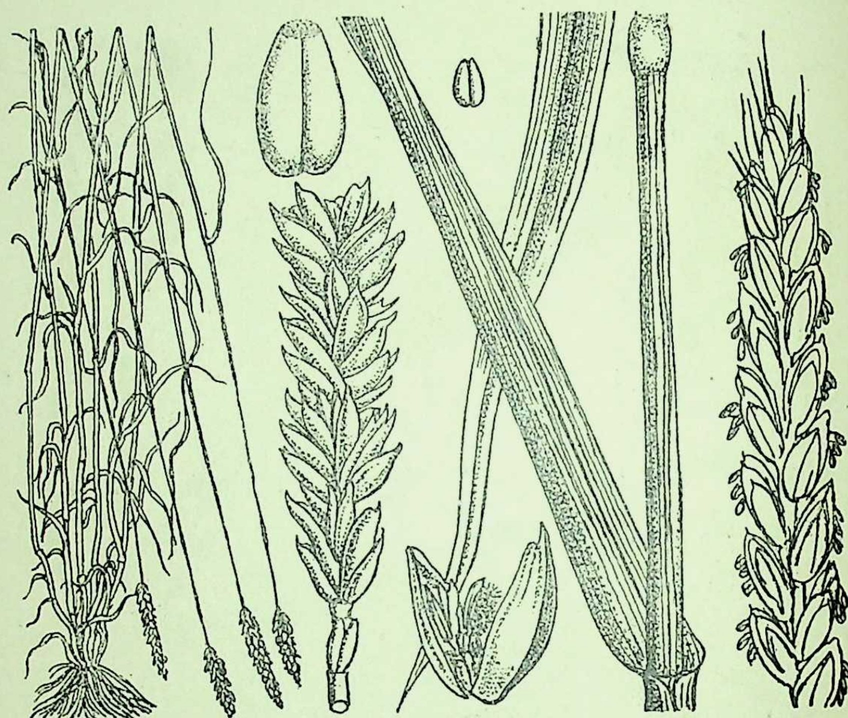
658. Saccharum Sara Roxb. (শর)



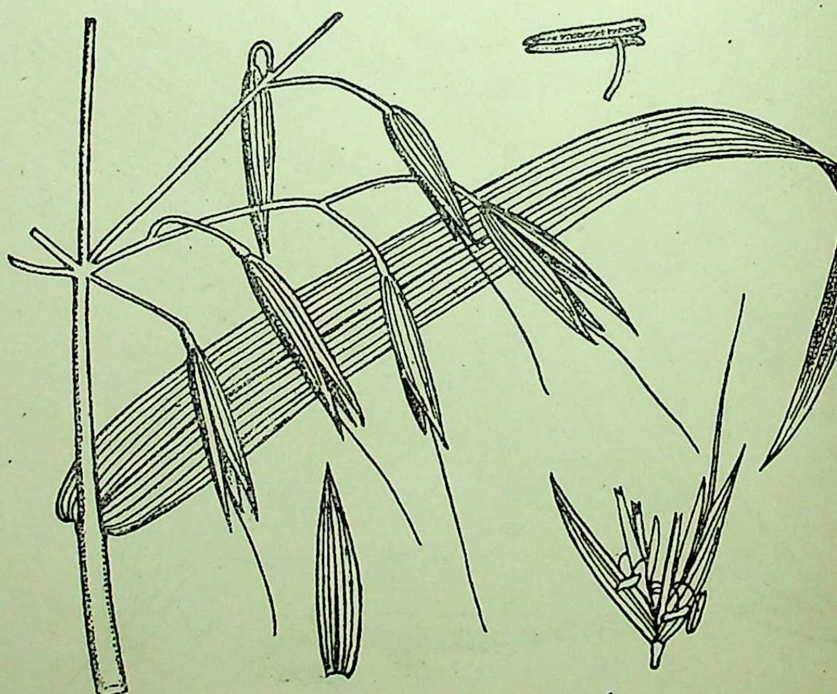
659. Saccharum spontaneum Linn. (কেশে)



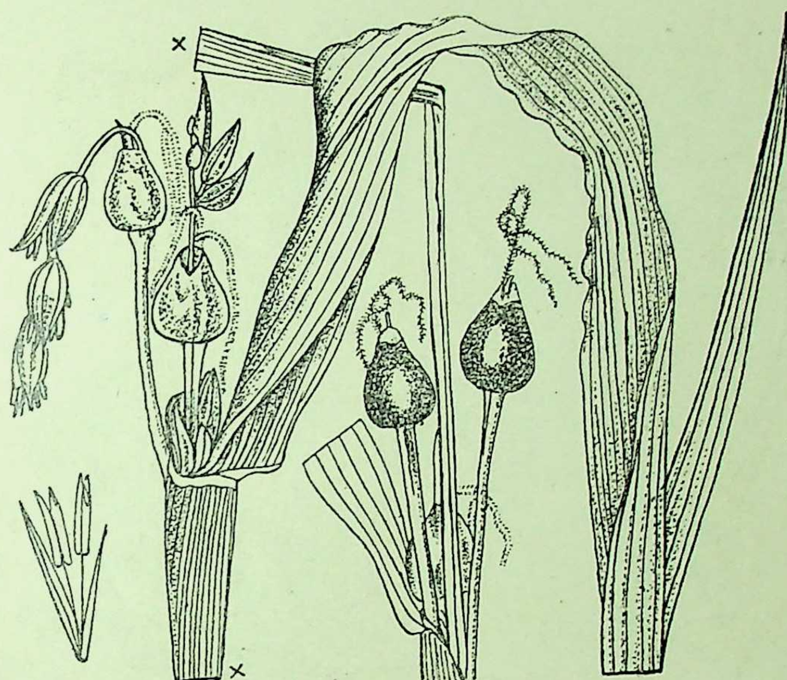
660. Hordeum vulgare Linn. (যব)



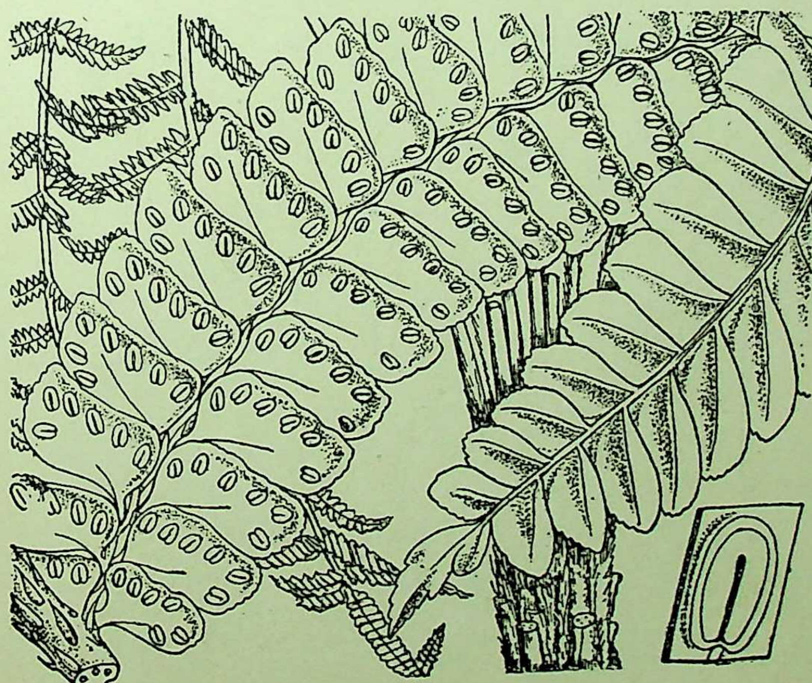
661. Triticum vulgare Vill. (গম)



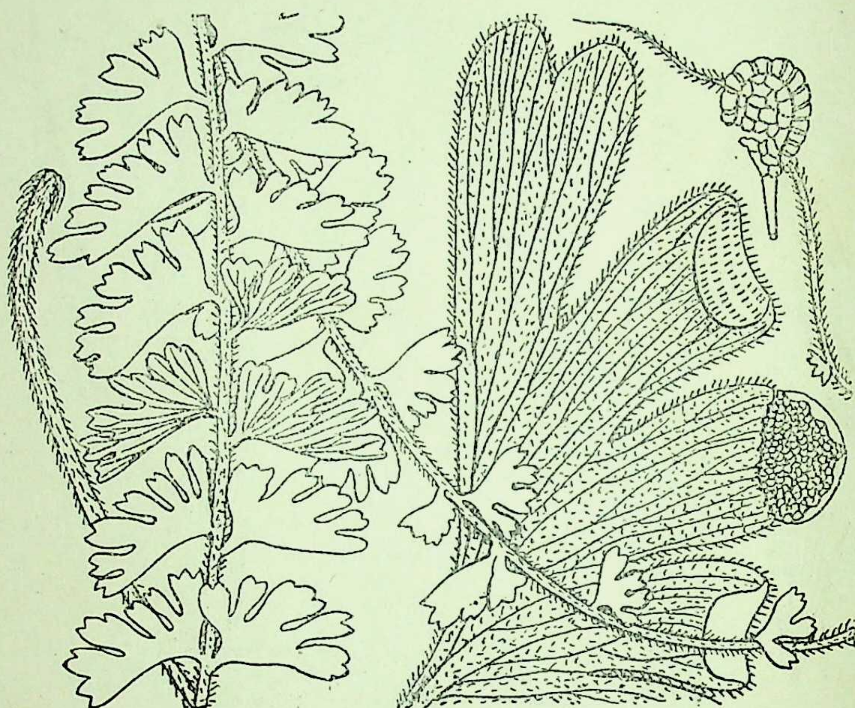
662. Avena sativa Linn. (যই)



663. Coix lacryma Jobi Linn. (গড়গড়ে)



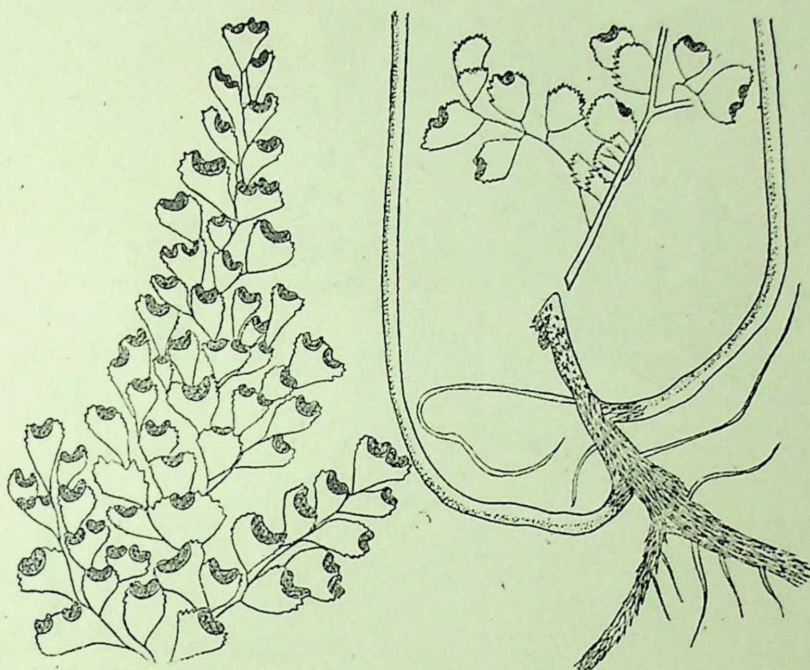
664. Adiantum lunulatum Burm. (কালিঝাঁট)



665. Adiantum caudatum Linn. (ময়ূরশিখা)



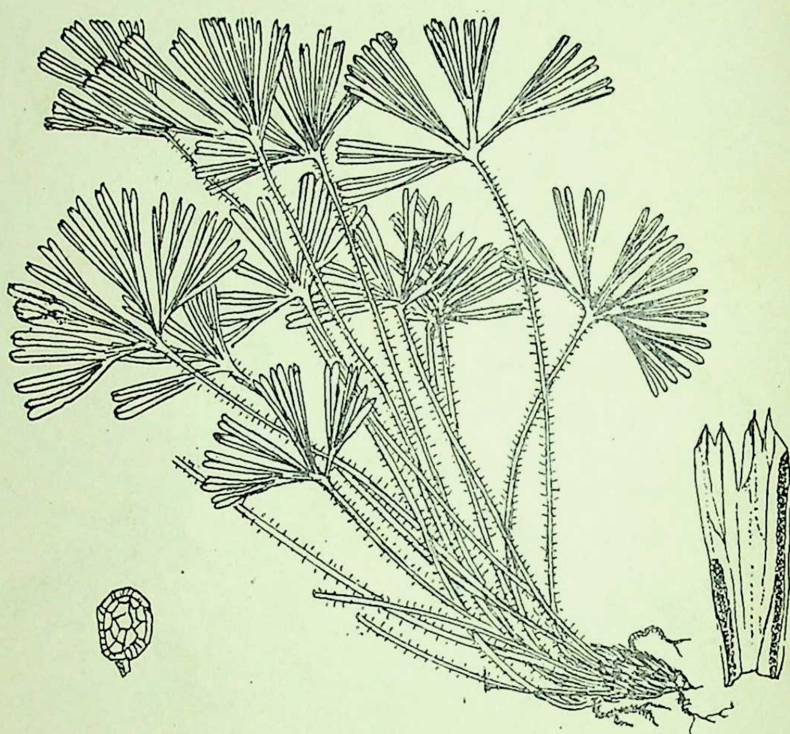
666. A. capillus-veneris Linn. (হংসপদী) Eng. Maidens Hair.



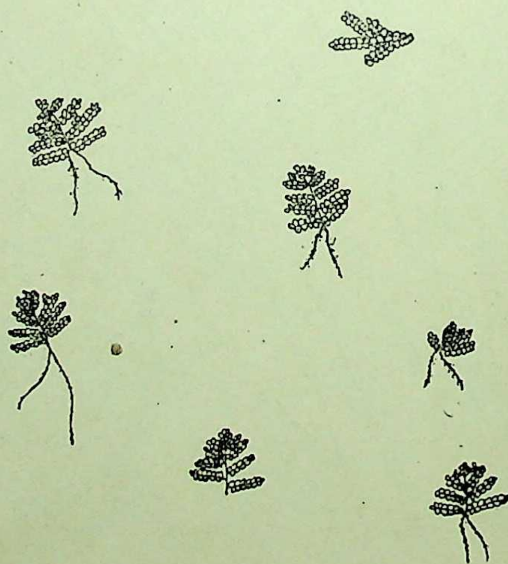
667. Adiantum venustum Don. (হংসরাজ)



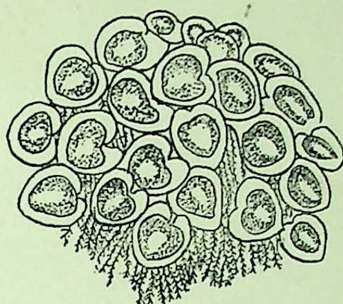
668. Polypodium quercifolium Linn. (গুরুর)



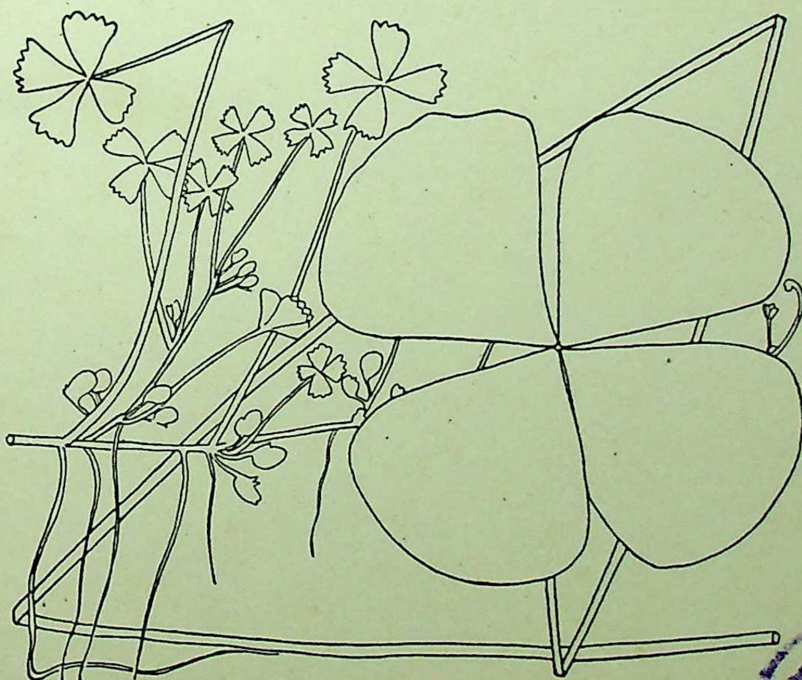
669. Actinopteris dichotoma Forsk. (ময়ূরপঙ্খী)



670. Azolla pinnata Lamk. (পানা)



671. Salvinia cucullata Roxb. (ইন্দুরকানি পানা)



672. Marsilea quadrifolia Linn. (সুষুনি শাক)


BEST WISHES
HEARTY CONGRATULATION
BEST WISHES
HEARTY CONGRATULATION